প্রসিদ্ধ কুরআনী সূরা, দরূদ শরীফ, রূহানী ও ডাক্তারী চিকিৎসা
এবং সুবাসিত মাদানী ফুলের আকর্ষণীয় মাদানী পুষ্পধারা

মাদানী পাঞ্জে সূরা

এ কিতাবটি প্রত্যেক ঘরে থাকা উপকারী

সূরা ইয়াছিন
সূরা আর-রহমান
সূরা মুয্যাম্মিল
সূরা মূলক
দরূদ শরীফ
দোয়া ও ওযীফা

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দোয়াটি হলো;

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করো! হে চির-মহান ও চির-মহিমান্বিত! (আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোয়াটি পাঠ করার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেলো কিন্তু জ্ঞান অর্জন করলো না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করলো আর অন্যরা তার কাছ থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করলো অথচ সে নিজে গ্রহণ করলো না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলো না)।"

(তারিখে দামেশ্‌ক লিইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক অথবা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

www.dawateislami.net

II

সনাক্তিকরণ

কিতাব পাঠের সময় প্রয়োজন অনুসারে আন্ডারলাইন করুন, সুবিধামত চিহ্ন ব্যবহার করে পৃষ্ঠা নম্বর নোট করে নিন। اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ জ্ঞানের ভান্ডার সমৃদ্ধ হবে।

নং	বিষয়	নং	বিষয়

www.dawateislami.net

নং	বিষয়	নং	বিষয়

www.dawateislami.net

প্রসিদ্ধ কুরআনী সূরা, দরূদ শরীফ, রূহানী ও ডাক্তারী চিকিৎসা
এবং সুবাসিত মাদানী ফুলের আকর্ষনীয় মাদানী পুষ্পধারা

মাদানী পাঞ্জেসূরা

লিখক:

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

প্রকাশকাল:- রবিউল গাউছ (আখির) ১৪৩৮ হিজরি,
জানুয়ারী ২০১৭ ইংরেজি।

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুল মদীনা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।
কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মাদানী অনুরোধ: অন্য কারো এই কিতাব ছাপানোর অনুমতি নেই।

www.dawateislami.net

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ফয়যানে "بِسۡمِ اللّٰه"	
দরূদ শরীফের ফযীলত	১
"بِسۡمِ اللّٰه" শরীফের ফযীলত	১
অসম্পূর্ণ কাজ	২
"بِسۡمِ اللّٰه" শরীফের ১৩টি মাদানী ফুল	৩
"بِسۡمِ اللّٰه" শরীফের ৮টি ওযীফা	৬
(১) ঘরের হিফাযতের জন্য	৬
(২) মাথা ব্যথার চিকিৎসা	৭
(৩) নাক দিয়ে রক্ত পড়ার চিকিৎসা	৭
(৪) জিন থেকে জিনিসপত্র রক্ষা করার পদ্ধতি	৭
(৫) শত্রুতা পরিসমাপ্তির ওযীফা	৮
(৬) রোগ থেকে আরোগ্য লাভের ওযীফা	৮
(৭) চোর ও আকস্মিক মৃত্যু থেকে হিফাযত	৮
(৮) বিপদাপদ দূর হওয়ার সহজ ওযীফা	৮
ফয়যানে তিলাওয়াত	
দরূদ শরীফের ফযীলত	১১
'সূরা হাশরের' শেষ তিন আয়াত পাঠ করার ফযীলত	১১
সূরা হাশরের শেষ তিন আয়অত	১২
সূরা বাকারার শেষ আয়াত পাঠ করার তিনটি ফযীলত	১২
আয়াতুল কুরসীর ৪টি ফযীলত	১৩
আয়াতুল কুরসীর ৫টি বরকত	১৪
আয়াতে করীমার ফযীলত	১৫
শোয়ার সময় পাঠ করা যায় এমন ৫টি ওযীফা	১৫
সূরা ফাতিহার ৪টি ফযীলত	১৭
সূরা ফাতিহা	১৮
সূরা ইয়াছিন শরীফের ১৬টি ফযীলত	১৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
সূরা ইয়াছিন	২৩
সূরা কাহাফের ৪টি ফযীলত	৩৫
সূরা কাহাফ	৩৬
সূরা ফাতাহ এর ৩টি ফযীলত	৬০
সূরা ফাতাহ	৬১
সূরা দুখান এর ৩টি ফযীলত	৭০
সূরা দুখান	৭০
সূরা মুলক এর ৯টি ফযীলত	৭৬
সূরা মুলক	৭৯
সূরা আর-রহমানের ৪টি ফযীলত	৮৪
সূরা আর-রহমান	৮৫
সূরা ওয়াকিয়া এর ফযীলত	৯২
সূরা ওয়াকিয়া	৯২
সূরা সাজদা	১০০
সূরা মুয্যাম্মিল	১০৬
সূরা কাফিরুনের ৩টি ফযীলত	১০৯
সূরা কাফিরুন	১১০
সূরা ইখলাসের ৭টি ফযীলত	১১১
সূরা ইখলাস	১১৩
সূরা ফালাক ও সূরা নাস এর ৫টি ফযীলত	১১৪
সূরা ফালাক	১১৫
সূরা নাস	১১৬
সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াতের ৪টি ফযীলত	১১৬
সূরা হাশরের শেষ আয়াত	১১৮
আয়াতুল কুরসীর ৫টি ফযীলত	১১৯
আয়াতুল কুরসী	১২১
ফয়যানে যিকির	
দরূদ শরীফের ফযীলত	১২৩
ঈমানে মুফাস্সাল	১২৩
ঈমানে মুজমাল	১২৪
প্রথম "কলেমা তায়্যিব"	১২৪
দ্বিতীয় "কলেমা শাহাদাত"	১২৪
তৃতীয় "কলেমা তামজীদ"	১২৫
চতুর্থ "কলেমা তাওহীদ"	১২৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
পঞ্চম "কলেমা ইস্তিগফার"	১২৬
ষষ্ঠ "কলেমা রদ্দে কুফর"	১২৬
ইস্তিগফার করার ৫টি ফযীলত	১২৭
(১) অন্তরের মরিচার পরিচ্ছন্নতা	১২৭
(২) পেরেশানী ও অস্বচ্ছলতা/ দারিদ্রতা থেকে মুক্তি	১২৭
(৩) সন্তুষ্টকারী আমলনামা	১২৮
(৪) সু-সংবাদ!	১২৮
(৫) "সায়্যিদুল ইস্তিগফার" এর ফযীলত	১২৮
"কলেমা তায়্যিব" এর ৪টি ফযীলত	১২৯
(১) সৌভাগ্যবান কে?	১২৯
(২) উত্তম যিকির ও দোয়া	১৩০
(৩) আসমানের দরজা সমূহ খুলে যায়	১৩০
(৪) ঈমান নবায়ন	১৩০
"سُبۡحٰنَ اللّٰهِ وَبِحَمۡدِهٖ" পড়ার ৩টি ফযীলত	১৩১
(১) গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়	১৩১
(২) স্বর্ণের পাহাড় সদকা করার সাওয়াব	১৩১
(৩) জান্নাতে খেজুর গাছ	১৩১
"لَا حَوۡلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ" পড়ার ৩টি ফযীলত	১৩২
(১) জান্নাতের দরজা	১৩২
(২) ৯৯টি রোগের জন্য ঔষধ	১৩২
(৩) নেয়ামত সংরক্ষণ করার ব্যবস্থাপত্র	১৩২
ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার সময়ের ৩টি ওযীফা	১৩৩
সকাল-সন্ধ্যার ৫টি যিকির	১৩৪
কলেমা তাওহীদের ৩টি ফযীলত	১৩৬
ঈমান সহকারে মৃত্যু হওয়ার ৪টি ওযীফা	১৩৭

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা
গুনাহের ক্ষমা	১৩৯
চার কোটি নেকী অর্জন করুন	১৩৯
শয়তান থেকে বাঁচার আমল	১৩৯
গীবত থেকে বেঁচে থাকার মাদানী চিকিৎসা	১৪০
৫টি মাদানী ফুল	১৪০
যাদু ও বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার ৬টি তালা	১৪১
১ম তালা	১৪১
২য় তালা	১৪২
৩য় তালা	১৪২
৪র্থ তালা	১৪২
৫ম তালা	১৪২
৬ষ্ঠ তালা	১৪২
নামাযের পর পড়ার ওযীফা সমূহ	১৪৩
মিনিটের মধ্যে ৪টি খতমে কুরআনের সাওয়াব	১৪৬
শয়তান থেকে সুরক্ষিত থাকার আমল	১৪৬
ফয়যানে দরূদ	
দরূদ শরীফের ৭টি ফযীলত	১৪৭
দরূদ শরীফের ৩০টি মাদানী ফুল	১৪৯
হুযুর পুরনূর ﷺ এর দিদারের আকাঙ্ক্ষীদের জন্য উপহার	১৫১
ক্ষমা ও মাগফিরাত	১৫২
সম্পদের মধ্যে কল্যাণ ও বরকত	১৫২
স্মরণশক্তি মজবুত হবে	১৫৩
দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদে পাক	১৫৩
(১) জুমার রাতের দরূদ শরীফ	১৫৩
(২) সকল গুনাহ মাফ	১৫৪
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা	১৫৪
(৪) এক হাজার দিনের নেকী	১৫৪
(৫) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফের সাওয়াব	১৫৪
(৬) **প্রিয় মুস্তফা** ﷺ এর নৈকট্য লাভ	১৫৫
দরূদে রযবীয়া	১৫৫
দ্বীন ও দুনিয়ার নেয়ামত অর্জন করুন	১৫৬
দরূদে শাফাআত	১৫৬
দুনিয়া ও আখিরাতের সম্মান	১৫৬
১১ হাজার দরূদ শরীফের সাওয়াব	১৫৬
১৪ হাজার দরূদ শরীফ পড়ার সাওয়াব	১৫৭
১লক্ষ দরূদ শরীফের সাওয়াব	১৫৭
প্রত্যেক প্রকারের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির জন্য	১৫৭
'আবে কাওসার' পূর্ণ পেয়ালা	১৫৮
দরূদে তাজের ৮টি মাদানী ফুল	১৫৮
দরূদে তাজ	১৫৯
দরূদে তুনাজ্জিনার ব্যাপারে ঈমান তাজাকারী ঘটনা	১৬২
রোগ মুক্তি	১৬৩
দরূদে মাহী এর ব্যাপারে মাছের কাহিনী	১৬৪
ফয়যানে দোয়া	
দরূদ শরীফের ফযীলত	১৬৫
দোয়ার গুরুত্ব	১৬৫
দোয়া বিপদ দূরকারী	১৬৬
ইবাদতে দোয়ার পদমর্যাদা	১৬৬
দোয়ার তিনটি উপকারীতা	১৬৬
দোয়ার ৫টি মাদানী ফুল	১৬৭
জানি না কোন গুনাহ হয়ে গেলো?	১৬৭
নামায না পড়া যেন কোন অপরাধই নয়!	১৬৮
যে বন্ধুর কথা রাখেনি	১৬৯
দোয়া কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে দেরী হওয়ার একটি কারণ	১৭০
ঘটনা	১৭০
তাড়াহুড়োকারীর দোয়া কবূল হয় না	১৭১
অফিসারদের নিকট তো বারবার ধর্না দাও কিন্তু	১৭২
দোয়া দেরীতে কবুল হওয়ার এটা একটা দয়া	১৭৪
মাদানী কাফেলায় ইরকুন্নিছা রোগের চিকিৎসা হয়ে গেলো	১৭৫
দোয়া করার ১৭টি মাদানী ফুল	১৭৬
১৫টি কুরআনী দোয়া	১৮০
দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণে ভরপুর ৪৯টি দোয়া	১৮৩
(১) দোয়ায়ে মুস্তফা ﷺ	১৮৩
(২) ঘুমানোর সময়ের দোয়া	১৮৪
(৩) ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পরের দোয়া	১৮৪
(৪) পায়খানায় প্রবেশের পূর্বের দোয়া	১৮৪
(৫) পায়খানা থেকে বের হয়ে পাঠ করার দোয়া	১৮৪
(৬) ঘরে প্রবেশ করার সময়ের দোয়া	১৮৫
(৭) ঘর থেকে বের হওয়ার সময়ের দোয়া	১৮৫
(৮) খাবার খাওয়ার পূর্বের দোয়া	১৮৫
(৯) খাবার খাওয়ার পরের দোয়া	১৮৬
(১০) দুধ পান করার পরের দোয়া	১৮৬
(১১) আয়না দেখার সময়ের দোয়া	১৮৬
(১২) কোন মুসলমানকে মুচকি হাসতে দেখে পাঠ করার দোয়া	১৮৭
(১৩) কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দোয়া	১৮৭
(১৪) ঋণ পরিশোধের দোয়া	১৮৭
(১৫) রাগ আসার সময়কার দোয়া	১৮৮
(১৬) জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দোয়া	১৮৮
(১৭) কাফিরের কোন নিদর্শণ দেখলে বা সেখানকার শব্দ শুনলে এই দোয়া পাঠ করবে	১৮৮
(১৮) বিপদগ্রস্থকে দেখে পাঠ করার দোয়া	১৮৯

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা
(১৯) মোরগের ডাক শুনে পড়ার দোয়া	১৮৯
(২০) অবিরাম বৃষ্টির সময়কার দোয়া	১৯০
(২১) ঘুর্ণিপাকের সময় পড়ার দোয়া	১৯০
(২২) নক্ষত্র খসে পড়তে দেখার সময় দোয়া	১৯০
(২৩) বাজারে প্রবেশের সময়কার দোয়া	১৯১
(২৪) বাজারে ক্ষতি না হয়ে বরং যেন লাভ হয়, বাজারে গেলে এই দোয়া পড়ুন	১৯১
(২৫) শবে ক্বদরের দোয়া	১৯২
(২৬) ইফতারের দোয়া	১৯২
(২৭) যমযমের পানি পান করার সময়ের দোয়া	১৯২
(২৮-২৯) নতুন পোশাক পরিধানের সময়কার দোয়া	১৯৩
(৩০) তেল লাগানোর সময়কার দোয়া	১৯৪
(৩১) ছেলে সন্তানের আকিকার দোয়া	১৯৪
(৩২) কন্যা সন্তানের আকিকার দোয়া	১৯৫
(৩৩) যানবাহনে উঠে বসার পর দোয়া	১৯৫
(৩৪) যদি কোন অশুভ লক্ষণ মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে তখনকার দোয়া	১৯৬
(৩৫-৩৬) বদ-নযর লাগলে পড়ার দোয়া	১৯৬
(৩৭) জ্বলে কিংবা পুড়ে গেলে পাঠ করার দোয়া	১৯৭
(৩৮) বিষাক্ত প্রাণী থেকে সুরক্ষিত থাকার দোয়া	১৯৭
(৩৯) কোন সম্প্রদায় দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সময়কার দোয়া	১৯৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
(৪০) কঠিন বিপদের মুহুর্তের দোয়া	১৯৮
(৪১) মুখে তোৎলামীর দোয়া	১৯৯
(৪২) কুফরী ও অভাব থেকে বেঁচে থাকার দোয়া	১৯৯
(৪৩-৪৪) রোগী দেখতে যাওয়ার দোয়া সমূহ	১৯৯
(৪৫) বিপদের মুহুর্তের দোয়া	২০০
(৪৬) কারো মৃত্যুতে সমবেদনা জ্ঞাপনের দোয়া	২০০
(৪৭) কাফনের উপর লিখার দোয়া	২০০
(৪৮) দৃষ্টিশক্তির জন্য দোয়া	২০২
(৪৯) ফরয নামাযের পর দোয়া সমূহ	২০২
আহাদ নামা	২০৩
আহাদ নামা হলো;	২০৩
ফয়যানে ওযীফা	
রহমতের বর্ষণ	২০৫
বুযুর্গানে দ্বীন থেকে বর্ণিত ৩৮টি মাদানী ওযীফা	২০৫
(১) ভীতিকর স্বপ্ন থেকে মুক্তি	২০৫
(২) কোন বিষাক্ত প্রাণী দংশণ করলে আমল	২০৫
(৩) রক্তাক্ত অর্শরোগ ও বায়ু জনিত রোগ থেকে মুক্তির জন্য	২০৬
(৪) অর্ধাঙ্গ ও মুখ ঝলসানো রোগ (এর চিকিৎসা)	২০৬
(৫) স্মরণশক্তি বৃদ্ধির জন্য	২০৬
(৬) মেধা সমৃদ্ধির দোয়া	২০৭
(৭) কুষ্ঠ ও জন্ডিস	২০৭
(৮) রিযিকের প্রশস্ততা	২০৭
(৯) জীবিকা অন্বেষণ	২০৮
(১০) কখনো মুখাপেক্ষী হবে না	২০৮
(১১) চুরি থেকে নিরাপদ থাকবে	২০৮
(১২) হারানো জিনিস পাওয়ার আমল	২০৮
(১৩) অভাব পূর্ণ হওয়ার জন্য	২০৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
(১৪) সমস্ত বাসনা ও উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে	২০৯
(১৫) তুষারপাত বন্ধ করার জন্য	২০৯
(১৬) হারিয়ে যাওয়া বা পালাতক লোককে ফিরে পাওয়ার জন্য	২০৯
(১৭) বিষের প্রভাব পড়বে না	২১০
(১৮) জ্বর থেকে আরোগ্য	২১০
(১৯) অত্যাচারী ও শয়তানের অনিষ্ঠতা থেকে বাঁচার জন্য	২১১
(২০) স্মরণশক্তি বৃদ্ধির জন্য	২১৩
(২১) দৃষ্টিশক্তির হিফাযতের জন্য	২১৩
(২২) মুখের তোৎলামীর জন্য	২১৩
(২৩) পেটের ব্যথার জন্য	২১৪
(২৪) প্লীহা বেড়ে যাওয়া	২১৪
(২৫) নাভী পড়ে যাওয়া	২১৪
(২৬) জ্বর	২১৫
(২৭) খোশপাচড়া	২১৬
(২৮) পাগলা কুকুর কামড়ালে	২১৬
(২৯) বন্ধ্যাত্ম	২১৬
(৩০) যদি পেটে বাচ্চা বাঁকা হয়ে যায় তবে	২১৭
(৩১) কলেরা	২১৭
(৩২) বমি, ব্যথা ও পেট ব্যথার জন্য	২১৭
(৩৩) শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ব্যথার জন্য	২১৮
(৩৪) স্বপ্নদোষ থেকে রক্ষা	২১৮
(৩৫) চোখে কখনো জ্বালা করবে না	২১৮
(৩৬) ঘরে মাদানী পরিবেশ তৈরী করার ব্যবস্থাপত্র	২১৯
(৩৭) ডাইবেটিক রোগ থেকে আরোগ্য লাভ	২১৯
(৩৮) ঋণ মুক্ত হওয়ার ওযীফা	২২০
৯৯টি আসমায়ে হুসনা ও তার ফযীলত	২২০
খতমে কাদেরীয়া	২৩৩
কৃসিদায়ে গাউছিয়া শরীফ	২৩৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
কুসিদায়ে গাউছিয়া শরীফের ফযীলত	২৩৮
খতমে খাজেগান	২৩৯
দরূদে খিযরী	২৩৯
ফয়যানে নফল	
দরূদ শরীফের ফযীলত	২৪১
আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় বান্দা হওয়ার ব্যবস্থাপত্র	২৪১
রাতের নামায	২৪২
তাহাজ্জুদ ও রাতে নামায আদায় করার সাওয়াব	২৪২
তাহাজ্জুদ আদায়কারীদের জন্য জান্নাতের জাঁকজমকপূর্ণ ঘর	২৪৩
নেককার বান্দাদের ৮টি কাহিনী	২৪৪
(১) সারা রাত নামায আদায় করতেন	২৪৪
(২) মৌমাছির আওয়াজের ন্যায় ভন ভন শব্দ!	২৪৫
(৩) আমি জান্নাত কিভাবে চাইব!	২৪৫
(৪) তোমার পিতা আকস্মিক শাস্তিকে ভয় করে!	২৪৫
(৫) ইবাদতের জন্য জাগ্রত থাকার অভিনব পদ্ধতি	২৪৬
(৬) কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে যাওয়া মহিলা	২৪৭
(৭) মৃত্যুর স্মরণে ক্ষুধার্ত থাকা এক মহিলা	২৪৭
(৮) অধিক কান্নাকাটি করে এমন বুযুর্গ	২৪৮
ইশরাকের নামায	২৪৯
চাশতের নামাযের ফযীলত	২৫০
সালাতুত তাসবীহ	২৫০
সালাতুত তাসবীহর নামায আদায় করার নিয়ম	২৫১
ইস্তিখারা	২৫২
ইস্তিখারা নামাযে কোন সূরা পাঠ করবে	২৫৩
আওয়াবীনের নামাযের ফযীলত	২৫৪
আওয়াবীনের নামায আদায়ের পদ্ধতি	২৫৫
তাহিয়্যাতুল অযুর নামায	২৫৫
সালাতুল আসরার	২৫৬
সালাতুল হাজাত	২৫৭
অন্ধ ব্যক্তি দৃষ্টি ফিরে পেলো	২৫৯
(সূর্য বা চন্দ্র) গ্রহণের নামায	২৬০
(সূর্য বা চন্দ্র) গ্রহণের নামায আদায় করার পদ্ধতি	২৬১
তাওবার নামায	২৬২
ইশার নামাযের পর দুই রাকাত নফল নামাযের সাওয়াব	২৬২
আসরের সুন্নাতের ব্যাপারে দু'টি ফরমানে মুস্তফা ﷺ	২৬৩
যোহরের শেষ দুই রাকাত নফল সম্বন্ধে কি বলব!	২৬৩
ফয়যানে রোযা	
দরূদ শরীফের ফযীলত	২৬৫
নফল রোযার ইহকালীন ও পরকালীন উপকারীতা	২৬৫
নফল রোযার ফযীলত সম্বলিত ১১টি বর্ণনা	২৬৬
(১) জান্নাতের আশ্চার্য গাছ	২৬৬
(২) দোযখ থেকে ৪০ বছরের দূরত্বে রাখবেন	২৬৬
(৩) জাহান্নাম থেকে ৫০ বছরের দূরত্বে রাখবেন	২৬৬
(৪) পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণের চেয়েও বেশি সাওয়াব	২৬৭
(৫) জাহান্নাম থেকে অনেক বেশি দূরে	২৬৭
(৬) একটি রোযা রাখার ফযীলত	২৬৭
(৭) উত্তম আমল	১৬৮
(৮) রোযা রাখো সুস্থ হয়ে যাবে	১৬৮
(৯) স্বর্গের দস্তরখানা	১৬৮
(১০) হাঁড় সমূহ তাসবীহ পাঠ করে	২৬৯
(১১) রোযা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করার ফযীলত	২৬৯
নেক কাজ করার সময় মৃত্যুবরণ করার সৌভাগ্য	২৬৯
কালু চাচার ঈমান তাজাকারী মত্যু	২৭০
প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখার ফযীলত	২৭২
আইয়ামে বীযের রোযা সম্পর্কিত ৮টি বর্ণনা	২৭২
সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা সম্পর্কিত ৫টি বর্ণনা	২৭৩
বিদ্বেষের সংজ্ঞা	২৭৫
বুধ ও বৃহস্পতিবারের রোযার ৩টি ফযীলত	২৭৬
বৃহস্পতি ও শুক্রবারের রোযার ৩টি ফযীলত	২৭৭
জুমার রোযা সম্পর্কিত ৫টি ফযীলত	২৭৭
রোযার নিষেধাজ্ঞার ৩টি বর্ণনা	২৭৯
শনি ও রবিবারের রোযা	২৮০
নফল রোযার ১২টি মাদানী ফুল	২৮১
বরকতময় মাস	
দরূদ শরীফের ফযীলত	২৮৩
মুহার্‌রামুল হারাম	২৮৩
রমযানের পর উত্তম রোযা	২৮৪
এক মাসের রোযার সমান	২৮৪
আশুরার দিন সংগঠিত ২৫টি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী	২৮৪
আশুরার দিন আপন পরিবার ও পরিজনের জন্য খরচ করার বরকত	২৮৫
সারা বছর রোগ থেকে হিফাযত	২৮৬
আশুরায় দান সদকা করার বরকত	২৮৬
আশুরার রাতের নফল নামায	২৮৮
আশুরার রোযার ৪টি ফযীলত	২৮৮
আশুরার দোয়া	২৮৯
এরপর সাতবার পাঠ করুন	২৯০

বিষয়	পৃষ্ঠা
রবিউন নূর শরীফ	২৯১
দরূদ শরীফের ফযীলত	২৯১
বসন্তের প্রভাত	২৯২
মু'জিযা সমূহ	২৯২
শবে ক্বদরের চেয়েও উত্তম রাত	২৯৩
জশ্নে বিলাদত উদ্‌যাপন করার সাওয়াব	২৯৪
রজবুল মুরাজ্জব	২৯৫
জান্নাতী নহর	২৯৫
জান্নাত মহল	২৯৫
২৭তম রাতের ফযীলত	২৯৫
২৭তম রজবের রোযার ফযীলত	২৯৬
১০০ বছরের রোযার সাওয়াব	২৯৬
শাবানুল মুয়াজ্জম	২৯৭
প্রিয় নবীর ﷺ মাস	২৯৭
রমযানের পর কোন্ মাস উত্তম?	২৯৭
১৫তম রাতে তাজাল্লী	২৯৭
কল্যাণময় রাত সমূহ	২৯৮
মাগরিবের পর ছয় রাকাত নফল নামায	২৯৮
অর্ধ শাবানের দোয়া	২৯৯
কবরের উপর মোমবাতি জ্বালানো	৩০১
আতশবাজি হারাম	৩০১
রমযানুল মোবারক	৩০২
দরূদ শরীফের ফযীলত	৩০২
স্বর্ণের দরজা বিশিষ্ট দালান	৩০৩
আমি একজন অভিনেতা ছিলাম	৩০৪
পাঁচটি বিশেষ দয়া	৩০৬
'সগীরা' গুনাহের কাফ্ফারা	৩০৭
তাওবার পদ্ধতি	৩২৭
প্রতি রাতে ৬০ হাজার গুনাহগারের ক্ষমা	৩০৮
প্রতিদিন দশলক্ষ গুনাহগারকে দোযখ থেকে মুক্তি	৩০৯
জুমার দিনের প্রতিটি মুহুর্তে দশলক্ষ জাহান্নামীর মাগফিরাত	৩১০
ব্যয়কে বাড়িয়ে দাও	৩১১
শাওয়ালুল মোকার্‌রম	৩১২
ঈদের পর ৬টি রোযার ৩টি ফযীলত	৩১২
নবজাতক শিশুর ন্যায় পাপমুক্ত	৩১২
যেন সারা জীবন রোযা রাখলো	৩১২
সারা বছর রোযা রাখুন	৩১২
যুলহিজ্জাতুল হারাম	৩১৩
যিলহজ্জের প্রথম ১০ দিনের ফযীলত	৩১৩
যিলহজ্জের ১০ দিনের ব্যাপারে ৪টি বর্ণনা	৩১৩
নেক কাজ করার পছন্দনীয় দিন	৩১৩
শবে ক্বদরের সমান ফযীলত	৩১৩
আরাফা দিবসের রোযা	৩১৪
এক রোযা হাজার রোযার সমান	৩১৪
বিভিন্ন মাদানী ফুল	
দরূদ শরীফের ফযীলত	৩১৫
খেজুরের ২৫টি মাদানী ফুল	৩১৫
হাদীসে বর্ণিত চিকিৎসা কি সকলেই করতে পারবে?	৩১৬
৩০টি ভুল সনাক্তিকরণ	৩২১
খুবই গুরুত্বপূর্ণ ৪৯টি মাদানী ফুল	৩২২
১৬টি ঘরোয়া চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় মাদানী ফুল	৩২৯
সাপ, বিচ্ছু, বিছা ও পিঁপড়া থেকে মুক্তি পাওয়ার পদ্ধতি	৩৩১
গর্ভাবস্থার ১৫টি সতর্কতা ও পরামর্শ	৩৩২
দুগ্ধ পানকারী শিশুর জন্য ১৬টি মাদানী ফুল	৩৩৫
জ্বরের ৫টি মাদানী চিকিৎসা	৩৩৭
অর্ধ মাথা ব্যথার ৬টি চিকিৎসা	৩৩৮
মাথা ব্যথার ৭টি চিকিৎসা	৩৩৯
বদ হজমের ২টি মাদানী চিকিৎসা	৩৪০
কোষ্ঠকাঠিন্যের ডাক্তারী চিকিৎসা	৩৪১
কোষ্ঠকাঠিন্যের ৪টি চিকিৎসা	৩৪২
অসময়ে ঘুম আসার চিকিৎসা	৩৪৩
মেদ বহুল শরীরের সবচেয়ে উত্তম চিকিৎসা	৩৪৩
কাঁশির চিকিৎসা	৩৪৩
গর্ভ সংরক্ষণের ২টি রূহানী চিকিৎসা	৩৪৪
ইরকুন্নিসা রোগের ২টি চিকিৎসা	৩৪৪
মুখের দুর্গন্ধের চিকিৎসা	৩৪৫
মুখের দুর্গন্ধের মাদানী চিকিৎসা	৩৪৬
মুখের দুর্গন্ধ সম্বন্ধে অবগত হওয়ার নিয়ম	৩৪৬
মুখ পরিস্কার করার পদ্ধতি	৩৪৭
খাদ্যের মাধ্যমে চিকিৎসার কাব্যিক মাদানী ফুল	৩৪৮
ফয়যানে ইছালে সাওয়াব	
মুনাফেকী ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি	৩৪৯
(১) মকবুল হজ্জের সাওয়াব	৩৫০
(২) দশটি হজ্জের সাওয়াব	৩৫০
(৩) মাতা-পিতার পক্ষ থেকে দান-খয়রাত	৩৫১
(৪) রুজি-রোজগারে বরকত না হওয়ার কারণ	৩৫১
(৫) জুমার দিন কবর যিয়ারতের ফযীলত	৩৫১
কাফন ছিঁড়ে গেছে	৩৫১
ইছালে সাওয়াবের ৩টি ঈমান তাজাকারী মর্যাদা	৩৫২
(১) দোয়ার ফযীলত	৩৫২
(২) ইছালে সাওয়াবের জন্য অপেক্ষা	৩৫২
মৃত ব্যক্তির রূহগুলো ঘরে ঘরে এসে ইছালে সাওয়াবের আকাঙ্ক্ষা করতে থাকে	৩৫৩
(৩) সকলের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করার ফযীলত	৩৫৪
লক্ষ-কোটি নেকী অর্জনের সহজ পন্থা মিলে গেলো!	৩৫৪
নূরানী পোশাক	৩৫৫
নূরানী তশতরী (বড় থালা)	৩৫৫

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মৃত লোকদের সমপরিমাণ প্রতিদান	৩৫৬	‘গাউছে পাকের ছাগল’ বলা কেমন?	৩৫৭	ইছালে সাওয়াবের দোয়া করার পদ্ধতি	৩৭০
সকল কবরবাসীকে সুপারিশকারী বানানো আমল	৩৫৬	**ইছালে সাওয়াবের ১৯টি মাদানী ফুল**	৩৫৮	খাওয়ার দাওয়াতে বিশেষ সাবধানতা	৩৭১
সূরা ইখলাসের ইছালে সাওয়াবের কাহিনী	৩৫৭	**ইছালে সাওয়াবের পদ্ধতি**	৩৬৪	**মাজারে হাজিরী দেওয়ার পদ্ধতি**	৩৭২
		ইছালে সাওয়াবের প্রচলিত নিয়ম	৩৬৫	**বুযুর্গানে দ্বীনদের** رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الْمُبِيْن **ওরসের তারিখ সমূহ**	৩৭৩
উম্মে সা’আদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھَا এর জন্য কূপ		আ’লা হযরত رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর ফাতিহার পদ্ধতি	৩৬৯	**তথ্যসূত্র**	৩৭৭

চিকিৎসা ও ঝাঁড়-ফুঁক এর দলীল ও শর্তসমূহ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **“তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বদ নযর, বিষাক্ত প্রানীর ছোবল এবং খোস-পাঁচড়ার জন্য ঝাঁড়-ফুঁক করার অনুমতি প্রদান করেছেন।”

(সহীহ মুসলিম, ১২০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২১৯৬)

হযরত আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ “আশিয়াতুল লুমআত” (ফারসী) ৩য় খন্ডের ৬৪৫ পৃষ্ঠায় এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: “মনে রাখবেন! সকল রোগ ও শোকে দম করানো (ফুঁক দেওয়া) জায়িয, শুধুমাত্র এই তিনটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ নয়, বিশেষ করে এই বিষয়গুলো উল্লেখ করার কারণ হলো, অন্যান্য রোগের তুলনায় এই তিনটিতে দম করানো (ফুঁক দেয়া) খুবই উপযোগী এবং উপকারী।

আমার আক্বা, আ’লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ “ফতোওয়ায়ে আফ্রিকা”র ১৬৮ পৃষ্ঠায় লিখেন: “তাবিয জায়িয, যা কুরআনে করীম বা **আল্লাহ্ তাআলার** নাম বা অন্যান্য যিকির ও দোয়া সম্পন্ন হয়, তাতে মূলতঃ কোন সমস্যা নাই বরং মুস্তাহাব। **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَّنْفَعَ اَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ ; অর্থাৎ তোমাদের যেই ব্যক্তি আপন মুসলমান ভাইয়ের উপকার করতে পারে, যেন উপকার করে।” **(সহীহ মুসলিম, ১২০৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২১৯৯)**

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদুরী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জ্বিন ও মানুষের নযর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন, এমনকি সূরা ফালাক ও নাস নাযিল হলো, অতঃপর **তিনি (হুযুর)** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তা গ্রহণ করলেন এবং তা ছাড়া বাকী সব ছেড়ে দিলেন। **(সুনানে তিরমীযি, ৪র্থ খন্ড, ১৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০৬৫)**

www.dawateislami.net

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: “অর্থাৎ সূরা ফালাক ও সূরা নাস নাযিল হওয়ার পূর্বে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জ্বিন ও মানুষের নজর থেকে বাঁচার জন্য বিভিন্ন দোয়া পাঠ করতেন, যেমন; اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الْجَانِّ ইত্যাদি, অতঃপর (সূরা ফালাক ও সূরা নাস নাযিল হওয়ার পর) অন্যান্য দোয়া পাঠ করা ছেড়ে অধিকহারে সূরা ফালাক ও সূরা নাস থেকেই আমল করতেন। (মীরাতুল মানাযিহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৪৫ পৃষ্ঠা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সংকলিত এই কিতাব “মাদানী পাঞ্জে সূরা” বিভিন্ন কুরআনী সূরা, দরূদ শরীফ, রূহানী ও ডাক্তারী চিকিৎসা এবং সুবাসিত মাদানী ফুলের আকর্ষনীয় মাদানী পুষ্পধারার সমাহার। এই কিতাব প্রতিটি ঘরে থাকা প্রয়োজন। কুরআনী আয়াতের অনুবাদ **‘কানযুল ঈমান’** থেকে নেয়া হয়েছে। ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা শুধু না এটা পড়বেন বরং ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে অন্যকেও উপহার স্বরূপ পেশ করুন বা ক্রয় করে পড়ার পরামর্শ দিন। তাছাড়া মসজিদ ও আউলিয়ায়ে কিরামের মাযারে এবং অন্যান্য লাইব্রেরীতেও রাখার ব্যবস্থা করুন, যেন নামাযী, যিয়ারতকারী এবং সাধারণ মুসলমানরা এর থেকে উপকৃত হয়। মনে রাখবেন! ওযীফা সমূহের উপকারীতা পাওয়ার জন্য কমপক্ষে ৩টি বিষয় থাকা জরুরী। যেমনিভাবে- আমার আক্বা, আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ “ফতোওয়ায়ে রযবীয়া” ২৩তম খন্ডের ৫৫৮ পৃষ্ঠায় লিখেন: “ওযীফা ও ঝাঁড়-ফুঁকের উপকার পাওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে: (১) **অটল বিশ্বাস:** অন্তরে এরূপ সন্দেহ না থাকা যে, দেখি কাজ হয় কি না? বরং **আল্লাহ্ তাআলার** দয়ার উপর পুরো ভরসা রাখবে যে, অবশ্যই কবুল করবেন। হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে; **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “اُدْعُوا اللهَ وَاَنْتُمْ مُوْقِنُوْنَ بِالْاِجَابَةِ; অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট এই অবস্থায় দোয়া করো যে, যখন তুমি কবুলিয়্যতে সম্পূর্ন বিশ্বাসী হবে।” (সুনানে তিরমীযি, ৫ম খন্ড, ২৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৪৯০) (২) **ধৈর্য্য ও সহনশীলতা:** দিন অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে, তবে ঘাবড়াবেন না যে, এত দিন ধরে পড়ছি এখনো কোন প্রভাব প্রকাশ পাচ্ছে না! এতে কবুলিয়্যতকে আটকে দেয়া হয়, বরং আকঁড়ে থাকুন এবং আশায় থাকুন যে, এবার **আল্লাহ্ তাআলা** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দয়া করবেন। **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَاۤ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ
وَرَسُوْلُهٗ ۙ وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ
سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ
وَرَسُوْلُهٗۤ ۙ اِنَّاۤ اِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوْنَ ﴿۵۹﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং কতই ভাল হতো যদি তারা তাতেই সন্তুষ্ট হতো, যা **আল্লাহ্** ও রাসূল দিয়েছেন এবং বলতো; '**আল্লাহ্ই** আমাদের জন্য যথেষ্ট', এখন **আল্লাহ্** আমাদেরকে দিচ্ছেন আপন করুনা থেকে এবং **আল্লাহ্র** রাসূলও; আমরা **আল্লাহ্রই** প্রতি আসক্ত। (পারাঃ ১০, সূরাঃ তাওবা, আয়াতঃ ৫৯)

হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছেঃ "يُسْتَجَابُ لِاَحَدِكُمْ مَالَمْ يَعْجَلْ فَيَقُوْلُ قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِيْ; অর্থাৎ তোমাদের দোয়া কবুল হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তাতে জলদী (তাড়াহুড়ো) করবে না যে, আমি দোয়া করেছি অথচ এখনো কবুল হয়নি।" (সহীহ মুসলিম, ১৪৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৭৩৫)

(৩) আমার (অর্থাৎ আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ) এখানে সম্মিলিত আদেশ রয়েছে; ওযীফা, ঝাঁড়-ফুঁক ও তাবীজাতের জন্য শর্ত হলো; যেন পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে মসজিদে আদায় করার পরিপূর্ণ অনুসারী হয়। وبالله التوفيق

আল্লাহ্ তাআলা এই কিতাবের সংকলনকারী এবং পাঠকারীদেরকে কিতাব দ্বারা অনেক উপকার দান করুক। **আল্লাহ্ তাআলা** 'সগে মদীনা'র عُفِىَ عَنْهُ (এই কিতাবের লিখক নিজেকে সগে মদীনা হিসেবে পরিচয় করাতে পছন্দ করেন) এই নগন্য কাজকে কবুল করুক এবং একনিষ্ঠতার (ইখলাছের) অমূল্য সম্পদ দ্বারা ধন্য করুক।

মেরা হার আমল ব্যস তেরে ওয়াস্তে হো,
কর ইখলাছ এ্যয়সা আতা ইয়া ইলাহী!

আত্তারের দোয়াঃ হে **আল্লাহ্!** যে এই কিতাবটি নিজের আত্মীয়ের ইছালে সাওয়াবের জন্য এবং ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে বিয়ে-শাদীর অনুষ্ঠানে ও শোকের মাহফিলে বন্টন করে, মহল্লার ঘরে ঘরে পৌঁছিয়ে দেয় তাকে এবং তার সদকায় আমারও দু'জাহানের তরী পার করিয়ে দাও।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِىِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

২৫ শাওয়ালুল মুকাররম ১৪২৯ হিজরি
২৫-১০-২০০৮ইং

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠকরার ১৯টি নিয়্যত

রাসুলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন:

"نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ অর্থাৎ- মুসলমানের নিয়্যত তার আমল থেকে উত্তম।"

(আল মু'জামুল কাবির লিত তাবারানী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন ভাল কাজের সাওয়াব পাওয়া যায়না।

(২) ভাল নিয়্যত যত বেশি, সাওয়াবও তত বেশি।

(১) প্রত্যেকবার হাম্‌দ তথা **আল্লাহ্ তাআলার** প্রশংসা (২) দরূদ শরীফ (৩) তা'উয তথা আউযুবিল্লাহ (৪) তাসমিয়্যা তথা বিসমিল্লাহ পড়ার মাধ্যমে শুরু করব। (এই পৃষ্ঠায় উপরে প্রদত্ত আরবী লাইনটি পড়ার মাধ্যমে এই চারটি নিয়্যতের উপর আমল হয়ে যাবে।) (৫) **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে এই কিতাব শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করব। (৬) যথা সম্ভব এই কিতাব ওযু সহকারে (৭) কিবলামুখী হয়ে পাঠ করব। (৮) কুরআন শরীফের আয়াত এবং (৯) হাদীস শরীফের ইবারতের যিয়ারত করব। (১০) যেখানে যেখানে "**আল্লাহ্ তাআলা**"র নামে পাক আসবে সেখানে عَزَّوَجَلَّ (১১) যেখানে যেখানে "**হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم" এর মোবারক নাম আসবে সেখানে صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাঠ করব। (১২) (নিজের ব্যক্তিগত কপিতে) প্রয়োজনে বিশেষ বিশেষ স্থানে **আন্ডারলাইন** করব। (১৩) (নিজের ব্যক্তিগত কপিতে) "**সনাক্তিকরণ**" লিখা বিশিষ্ট পৃষ্ঠায় প্রয়োজনীয় টিকা, মাদানী ফুল নোট করবো। (১৪) অন্যদেরকে এ কিতাব পাঠ করার উৎসাহ প্রদান করবো। (১৫) এ হাদীসে পাক تَهَادَوْا تَحَابُّوْا অর্থাৎ "একে অপরকে হাদিয়া দাও, পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে।" (মুয়াত্তা ইমাম মালেক, ২য় খন্ড, ৪০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭৩১) এর উপর আমলের নিয়্যতে (নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী) এ কিতাব ক্রয় করে অন্যদেরকে উপহার স্বরূপ প্রদান করবো।

www.dawateislami.net

(১৬) যাকে দিব তাকে যথাসম্ভব এই হাদফ দিব যে, আপনি এতদিন (যেমন; ৪০দিন) এর মধ্যে সম্পূর্ণ পড়ে নিবেন। (১৭) কমপক্ষে একটি ‘মাদানী পাঞ্জেসূরা’ কোন মসজিদ বা মাযার শরীফে মুসলমানেরা পড়ার জন্য রাখবো (শুধুমাত্র সেই মসজিদে রাখুন যেখানে নেই) (১৮) এই কিতাব পাঠ করার সাওয়াব সকল উম্মতের জন্য ইছাল করবো। (১৯) কিতাব ইত্যাদিতে শরয়ী কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা লিখিতভাবে প্রকাশকদেরকে অবহিত করব। (শুধু মৌখিক ভাবে জানালে বিশেষ উপকার হয় না)

পাগড়ী ও বিজ্ঞান

নতুন এক বৈজ্ঞানিক গবেষণা অনুযায়ী সর্বদা পাগড়ী পরিধানকারী সৌভাগ্যবান মুসলমান প্যারালাইসিস এবং রক্ত জনিত অনেক রোগ থেকে নিরাপদ থাকে, কেননা পাগড়ী শরীফ বাঁধার বরকতে মস্তিস্কে রক্ত প্রবাহের বড় বড় শিরা গুলোতে রক্তের চাপ শুধুমাত্র প্রয়োজন মোতাবেক থাকে এবং অপ্রয়োজনীয় রক্ত মস্তিস্ক পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না! একারণে আমেরিকায় প্যারালাইসিসের চিকিৎসার জন্য পাগড়ীর মতো ‘মাস্ক’ **(MASK)** বানানো হয়েছে।

৫টি ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(১) যে (শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে) কোন মুসলমানকে কষ্ট দিলো, মূলত সে আমাকে কষ্ট দিলো আর যে আমাকে কষ্ট দিলো, মুলত সে **আল্লাহ্ তাআলাকে** কষ্ট দিলো। (আল মুজামুল আউসাত, ২য় খন্ড, ৩৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৬০৭) (২) সম্মানিত কাবা শরীফকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন: মু'মিনের সম্মান তোমার চেয়েও বেশি। (সুনানে ইবনে মাযাহ, ৪র্থ খন্ড, ৩১৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৯৩২) (৩) মুসলমান সেই, যার হাত এবং মুখ থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে। (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১০) (৪) মুসলমানের জন্য জায়িয নয় যে, অপর মুসলমানের দিকে চোখ দ্বারা এমন ভাবে ইশারা করা যাতে তার কষ্ট হয়। (ইত্তিহাফুস সা'দাতিল লিয যুবাইদী, ৭ম খন্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা) (৫) কোন মুসলমানের জন্য জায়িয নেই যে, সে অপর মুসলমানকে ভীত করবে।

(সুনানে আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৩৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫০০৪)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الۡمُرۡسَلِيۡنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ط

ফয়যানে "بِسۡمِ اللّٰهِ"

দরূদ শরীফের ফযীলত

খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, জনাবে সাদিক ও আমীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর ১০০বার দরূদ শরীফ পাঠ করে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার দুই চোখের মাঝখানে লিখে দেন যে, এই ব্যক্তি মুনাফিকী এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত। আর তাঁকে কিয়ামতের দিন শহীদগণের সাথে রাখবেন।"

(মাযমাউয্ যাওয়ায়িদ, ১০ম খন্ড, ২৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৭২৫৮)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

"بِسۡمِ اللّٰهِ" শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُمَا থেকে বর্ণিত; আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন আফ্‌ফান رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُ **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে بِسۡمِ اللّٰهِ শরীফের (ফযীলতের) ব্যাপারে জানতে চাইলেন। তখন **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "এটা **আল্লাহ্ তাআলার** নাম সমূহের মধ্যে একটি নাম।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

আর **আল্লাহ্ তাআলার ইসমে আযম** তথা মহান নামে পাক ও তাঁর মাঝে এমন নৈকট্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে, যেমনি রয়েছে চোখের কালো (মনি) ও সাদা অংশের মাঝে।" (ইমাম হাকিম প্রণীত মুসতাদরাক, ২য় খন্ড, ২৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২০৭১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইসমে আযমের অনেক বরকত রয়েছে। ইসমে আযম সহকারে যে দোয়া করা হয়, তা কবুল হয়ে যায়। আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা নকী আলী খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন: অনেক ওলামায়ে কিরামগণ بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ কে ইসমে আযম বলেছেন। ছরদারে বাগদাদ, হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন; আরীফের মুখে (অর্থাৎ যারা **আল্লাহ্ তাআলার** পরিচয় লাভ করেছেন তাদের মুখে) بِسۡمِ اللهِ (শব্দটি) এমন, যেমন **আল্লাহ্ তাআলার** ভাষায় كُنۡ (তথা 'হয়ে যাও') এর মতো। (আহসানুল বিআ, ৬৬ পৃষ্ঠা)

অসম্পূর্ণ কাজ

আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবীবে লবীব, রাসূলুল্লাহ্ صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ দ্বারা শুরু করা হয় না, তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।" (আদ্ দুররুল মনছুর, ১ম খন্ড, ২৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের ভাল ও জায়েয কাজে বরকত লাভের জন্য আমাদেরকে সর্বপ্রথম بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ অবশ্যই পড়ে নেয়া চাই। খাওয়ার সময়, খাওয়ানোর সময়, পান করার সময়, পান করানোর সময়, কোন কিছু রাখার সময়, উঠানোর সময়, ধৌত করার সময়, রান্না করার সময়, পড়ার সময়, পড়ানোর সময়, হাঁটার সময়, (গাড়ী ইত্যাদি) চালানোর সময়, উঠার সময়, উঠানোর সময়, বসার সময়, বসানোর সময়, বাতি জ্বালানোর সময়,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَالله عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

পাখা চালানোর সময়, দস্তরখানা বিছানোর সময়, উঠিয়ে নেয়ার সময়, বিছানা বিছানোর সময়, উঠিয়ে নেয়ার সময়, দোকান খোলার সময়, বন্ধ করার সময়, তালা বন্ধ করার সময়, খোলার সময়, তেল দেয়ার সময়, আতর লাগানোর সময়, বয়ান করার সময়, নাত শরীফ শুনানোর সময়, জুতা পরিধানের সময়, ইমামা (পাগড়ী) পরিধানের সময়, দরজা বন্ধ করার সময়, দরজা খোলার সময়, মোটকথা, প্রত্যেক বৈধ কাজের শুরুতে (যখন শরীয়াতের কোনো বাধা না থাকে) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পাঠ করার অভ্যাস গড়ে তুলে এর বরকত অর্জন করা মহান সৌভাগ্যের ব্যাপার।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

"بِسْمِ الله" শরীফের ১৩টি মাদানী ফুল

(১) হযরত সায়্যিদুনা আবুল আব্বাস আহমদ বিন আলী আলবুনী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ 'শামছুল মাআরিফ' (অনুদিত) এর ৩৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: যে ব্যক্তি লাগাতার সাত দিন পর্যন্ত بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ৭৮৬বার (আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ সহ) পাঠ করবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তার সকল আশা পূর্ণ হবে। চাই সেই আশা কোন কল্যাণ লাভের জন্য হোক কিংবা কোন অকল্যান দূর হওয়ার জন্য হোক কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্য ভাল হওয়ার জন্য হোক। (শামসুল মাআরিফ (অনুদিত), ৩৭ পৃষ্ঠা)

(২) যে ব্যক্তি কোন যালিম তথা অত্যাচারির সামনে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ৫০বার (আগে ও পরে একবার করে দরূদ সহ) পড়বে, তাহলে ঐ যালিমের অন্তরে (بِسْمِ الله) পাঠকারীর (ব্যাপারে) ভয় সৃষ্টি হবে এবং তার (যালিমের) অকল্যান থেকে (সে) নিরাপদে থাকবে। (প্রাগুক্ত, ৩৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৩) যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের সময় সূর্যের দিকে মুখ করে بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡم ৩০০বার ও দরূদ শরীফ ৩০০বার পড়বে, তাহলে **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে এমন স্থান থেকে রিযিক দান করবেন যা সে ধারণাও করতে পারবে না। আর (প্রতিদিন পড়ার দ্বারা) اِنۡ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এক বছরের মধ্যে সে ধনী হয়ে যাবে। (প্রাগুক্ত, ৩৭ পৃষ্ঠা)

(৪) দূর্বল মেধা সম্পন্ন ব্যক্তি যদি بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡم ৭৮৬বার (আগে পরে একবার করে দরূদ শরীফ সহ) পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে পান করে নেয় তাহলে اِنۡ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তার স্মরণশক্তি মজবুত হয়ে যাবে এবং যা শুনবে তা স্মরণ থাকবে। (প্রাগুক্ত, ৩৭ পৃষ্ঠা)

(৫) যদি অনাবৃষ্টি ও দূর্ভিক্ষ দেখা দেয় তাহলে بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡم ৬১বার (আগে ও পরে একবার করে দরূদ সহ) পড়ুন অতঃপর দোয়া করুন, اِنۡ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ বৃষ্টি হবে। (প্রাগুক্ত, ৩৭ পৃষ্ঠা)

(৬-৭) بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡم কাগজে ৩৫বার (আগে পরে একবার করে দরূদ শরীফ সহ) লিখে ঘরে ঝুলিয়ে দিন। اِنۡ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ (ঘরে) শয়তানের যাতায়াত হবে না এবং খুবই বরকত লাভ হবে। আর যদি দোকানে ঝুলিয়ে দেন তাহলে اِنۡ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ব্যবসাতে খুব উন্নতি হবে। (প্রাগুক্ত, ৩৮ পৃষ্ঠা)

(৮) মুহার্‌রম মাসের ১ম তারিখে بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡم ১৩০বার লিখে (অথবা অন্যের দ্বারা লিখিয়ে) যে কেউ নিজের কাছে রাখবে, (অথবা প্লাস্টিকে মুড়ে কাপড়, রেক্সিন বা চামড়া দ্বারা সেলাই করে পরিধান করবে) اِنۡ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সারা জীবন তার কিংবা তার ঘরে কারো কোন প্রকারের ক্ষতি সাধিত হবে না। (প্রাগুক্ত, ৩৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

মাসয়ালা: স্বর্ণ কিংবা রূপা বা যে কোন ধাতব পদার্থের খোলের ভিতর তাবিজ পরিধান করা পুরুষদের জন্য জায়েয নেই। একইভাবে যে কোন ধাতুর শিকল, চাই এতে তাবিজ থাকুক বা না থাকুক, পুরুষের জন্য পরিধান করা না-জায়েয ও গুনাহের কাজ। এমনিভাবে স্বর্ণ, রূপা ও স্টীল ইত্যাদি যে কোন ধরণের ধাতুর পাত কিংবা কড়া যাতে কোন কিছু লিখা থাকুক বা না থাকুক, যদি এতে **আল্লাহ্**র নাম মোবারক বা কলিমায়ে তৈয়্যবা ইত্যাদিও খোদাই করা থাকে তবুও পুরুষের জন্য ব্যবহার করা না জায়েয। মহিলারা স্বর্ণ বা রূপার খোলে তাবিজ পরিধান করতে পারবে।

(৯) যে মহিলার বাচ্চা বাঁচে না, তিনি بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم ৬১বার লিখে বা অপরকে দিয়ে লিখিয়ে নিজের কাছে রাখবেন (চাইলে মোম ভেজা কাপড়ে বা প্লাস্টিকে মুড়ে কাপড়, রেক্সিন অথবা চামড়ার মধ্যে সেলাই করে গলায় পরিধান করে নিন কিংবা বাহুতে বেঁধে নিন) اِنۡ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ বাচ্চা জীবিত থাকবে। (প্রাগুক্ত, ৩৮ পৃষ্ঠা)

(১০) ঘরের দরজা বন্ধ করার সময় খেয়াল করে بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم পড়ে নিন। শয়তান (অবাধ্য জিন) ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না।

(সহীহ বোখারী, ৩য় খন্ড, ৫৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৬২৩ হতে সংগৃহিত)

(১১) রাতে পানাহারের পাত্র بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم পড়ে ঢেকে দিন। যদি ঢাকার জন্য কোন কিছু না থাকে তবে بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم পড়ে পাত্রের মুখে খড়-কুটা ইত্যাদি রেখে দিন। (প্রাগুক্ত) মুসলিম শরীফের একটি বর্ণনায় রয়েছে: বছরে একটি রাত এমনও আসে, এতে রোগ বালা, মহামারী অবতীর্ণ হয়। যে সমস্ত পাত্র (ঢাকনা ইত্যাদি দ্বারা) ঢাকা থাকে না বা যে মশকের (তথা পানির পাত্রের) মুখ ঢাকা থাকে না, যদি ঐ মহামারী সেদিক দিয়ে অতিক্রম করে, তাহলে (তা) এতে নেমে পড়ে (অর্থাৎ প্রবেশ করে)।

(সহীহ মুসলিম, ১১১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০১৪)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

(১২) শয়ন করার পূর্বে بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡم পড়ে তিনবার বিছানা ঝেঁড়ে নিন। اِنۡ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ কষ্টদায়ক বস্তু থেকে রেহাই মিলবে।

(১৩) ব্যবসা বাণিজ্যে বৈধ লেনদেনের সময় অর্থাৎ যখন কারো কাছ থেকে নিবেন তখন بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡم পড়ুন আবার যখন কাউকে দিবেন তখন بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡم পড়ুন। اِنۡ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ অনেক বরকত লাভ হবে।

ইয়া রব্বে মুস্তফা عَزَّوَجَلَّ! আমাদেরকে بِسۡمِ اللّٰه শরীফের বরকত দ্বারা ধন্য করে দাও এবং প্রত্যেক নেক ও বৈধ কাজের শুরুতে بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡم পড়ার তৌফিক দান করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الۡاَمِين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

"بِسۡمِ اللّٰه" শরীফের ৮টি ওযীফা

(১) ঘরের হিফাযতের জন্য

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيۡه বলেন: "যে ব্যক্তি নিজ ঘরের সদর দরজায় (তথা মেইন গেইটে) بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡم লিখে নেয়, সে (শুধুমাত্র দুনিয়াতে) ধ্বংসের ব্যাপারে নির্ভয় হয়ে গেল, চাই সে কাফিরই হোক না কেন। তাহলে ঐ মুসলমানের কি অবস্থা হবে যে, সারা জীবন আপন হৃদয়ের আয়নায় এটাকে লিখে রেখেছে।" (তাফসীরে কবীর, ১ম খন্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

(২) মাথা ব্যথার চিকিৎসা

কায়সারে রোম (রোম সম্রাট) আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর কাছে একখানা পত্র লিখে পাঠালেন, আমি দীর্ঘ দিন ধরে দীর্ঘস্থায়ী মাথা ব্যথায় ভুগছি, যদি আপনার নিকট এর কোন ঔষধ থাকে, তাহলে পাঠিয়ে দিন। হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ তার জন্য একটি টুপি পাঠিয়ে দিলেন। ‘কায়সারে রোম’ যখনই ঐ টুপি মাথায় পরিধান করতেন, তখনই তার মাথা ব্যথা দূর হয়ে যেত। আর যখন মাথা টুপি নামিয়ে রাখতেন, তখন পুনরায় মাথা ব্যথা শুরু হয়ে যেত। এই ঘটনায় তিনি বড়ই আশ্চর্য হলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি যখন ঐ টুপি খুলে দেখলেন, তখন তা থেকে একখানা কাগজ বেরিয়ে আসল। যাতে بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ লিখা ছিল। (তাফসীরে কবীর, ১ম খন্ড, ১৫৫ পৃষ্ঠা)

(৩) নাক দিয়ে রক্ত পড়ার চিকিৎসা

যদি কারো নাক দিয়ে রক্ত পড়ে তাহলে শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে কপাল থেকে بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ লিখা আরম্ভ করে নাকের শেষ প্রান্তে এসে (লিখা) শেষ করবে اِنۡ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যাবে।

(৪) জিন থেকে জিনিসপত্র রক্ষা করার পদ্ধতি

হযরত সায়্যিদুনা সাফওয়ান বিন সুলাইম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: মানুষের জিনিসপত্র ও পোষাক পরিচ্ছেদ জিনেরা ব্যবহার করে থাকে। তাই তোমাদের মাঝে কেউ যদি কাপড় (পরিধানের জন্য) নেয় বা (খুলে) রাখে, তখন بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ পড়ে নাও। তাদের (জিনদের) জন্য **আল্লাহ্ তাআলার** নাম হলো মোহর স্বরূপ। (অর্থাৎ بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ পড়ার দ্বারা জিনেরা ঐ কাপড় ব্যবহার করবে না।) (কিতাবুল আযমাতি, ৪২৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১২৩)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এমনিভাবে প্রত্যেক জিনিস রাখতে কিংবা নিতে بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡم পড়ার অভ্যাস গড়ে নেওয়া চাই। اِنۡ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দুষ্ট জিনদের হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপত্তা লাভ হবে।

(৫) শত্রুতা পরিসমাপ্তির ওযীফা

যদি পানিতে ৭৮৬বার بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡم পড়ে শত্রুকে পান করানো হয় তাহলে اِنۡ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সে শত্রুতা ছেড়ে দিবে এবং ভালবাসতে শুরু করবে। আর যদি বন্ধুকে পান করানো হয় তাহলে ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে। (জান্নাতি যেওর, ৫৭৮ পৃষ্ঠা)

(৬) রোগ থেকে আরোগ্য লাভের ওযীফা

যেই ব্যথা বা রোগের উপর তিন দিন পর্যন্ত ১০০বার কারে একান্ত মনে بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡم পড়ে ফুঁক দেয়া হয়, اِنۡ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এতে প্রশান্তি লাভ হবে। (জান্নাতি যেওর, ৫৭৯ পৃষ্ঠা)

(৭) চোর ও আকস্মিক মৃত্যু থেকে হিফাযত

যদি রাতে শোয়ার সময় ২১বার بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡم পড়ে নেয় তাহলে اِنۡ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ধন-সম্পদ, জিনিসপত্র চুরি হওয়া থেকে রক্ষা পাবে এবং হঠাৎ মৃত্যু থেকেও নিরাপত্তা লাভ হবে। (জান্নাতি জেওর, ৫৭৯ পৃষ্ঠা)

(৮) বিপদাপদ দূর হওয়ার সহজ ওযীফা

মাওলায়ে মুশকিল কোশা, হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাজা, শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم থেকে বর্ণিত; **আল্লাহর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "হে আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم! আমি কি তোমাকে এমন কিছু শব্দ বলব না, যা তুমি বিপদের সময় পড়ে নিবে?"

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” **(জামে সগীর)**

(হযরত আলী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ) আরয করলেন: অবশ্যই ইরশাদ করুন! **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার জান আপনার জন্য কোরবান! আমি সমস্ত ভাল কিছু আপনার নিকট থেকেই শিখেছি। ইরশাদ করলেন: “যখন তুমি কোন সমস্যায় আটকে যাবে, তখন এভাবে পড়বে:

بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ وَلَا حَوۡلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الۡعَلِیِّ الۡعَظِیۡمِ

অতএব **আল্লাহ্ তাআলা** এর বরকতে যে সমস্ত বিপদকে চান দূর করে দিবেন।”

(আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্ লাইলাতি লি-ইবনে সুন্নী, ১২০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই রোগ, ঋণ, মামলা-মোকদ্দমা, শত্রুর পক্ষ থেকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দেওয়া, বেকারত্ব কিংবা যে কোন ধরণের অনাকাঙ্খিত বিপদাপদ এসে উপস্থিত হয়, কোন জিনিস হারিয়ে যায়, কারো কোন কথা শুনে আঘাত লাগে, কোন কারণে অন্তর ব্যথিত হয়ে যায়, হোঁচট খান, গাড়ী নষ্ট হয়ে যায়, ট্রাফিক জ্যামে আটকা পড়ে যান, ব্যবসার ক্ষতি হয়ে যায়, (কোন কিছু) চুরি হয়ে যায় মোট কথা; ছোট কিংবা বড় যে কোন ধরণের পেরেশানী দেখা দিলে, بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ وَلَا حَوۡلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الۡعَلِیِّ الۡعَظِیۡمِ পড়তে থাকার অভ্যাস গড়ে নিন। নিয়্যত যদি পরিষ্কার থাকে, তাহলে اِنۡ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উদ্দেশ্য পূরণ হবে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

ইস্‌মে আযম সহকারে দোয়া করলে দোয়া কবূল হয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! "ইস্‌মে আযম" এর অনেক বরকত রয়েছে। ইস্‌মে আযম সহকারে যে দোয়া করা হয় তা কবূল হয়ে যায়।

"আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সম্মানিত পিতা রইসুল মুতাকাল্লিমিন হযরত মাওলানা নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "অনেক আলিম بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ কে ইস্‌মে আযম বলেছেন। শাহান শাহে বাগদাদ, হুযূরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত, بِسۡمِ اللّٰہ বাক্যটি আরিফের মুখে (আরিফ অর্থাৎ **আল্লাহ্**র পরিচয় লাভকারী) এমন, যেন সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে کُنۡ (অর্থাৎ হয়ে যাও) বলার মত। (আহ্‌সানুল বিআ, ৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের ভাল ও বৈধ কাজ সমূহে বরকত লাভের জন্য অবশ্যই আমাদেরকে প্রথমে بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ পড়ে নেয়া উচিত। যদি আপনি কথায় কথায় بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ পড়তে অভ্যস্থ হতে চান, তাহলে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাত প্রশিক্ষণের "মাদানী কাফেলাতে" 'আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফরকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করুন।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ফয়যানে তিলাওয়াত

দরূদ শরীফের ফযীলত

আমিরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেছেন: "নিশ্চয়ই দোয়া আসমান ও যমিনের মধ্যখানে ঝুলন্ত থাকে এবং এর কিছুই উপরের দিকে উঠেনা যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আপন **নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণ না করো।" (সুনানে তিরমিযী, ২য় খন্ড, ২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৮৬)

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: "এ থেকে বুঝা গেলো, দরূদ শরীফ দোয়া কবুল হওয়ার বরং **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে উপস্থিত হওয়ার মাধ্যম।" (মিরআতুল মানাযিহ, ২য় খন্ড, ১০৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

'সূরা হাশরের' শেষ তিন আয়াত পাঠ করার ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা মা'কল বিন ইয়াসার رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবূয়ত, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি সকালবেলায় তিনবার- اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ পাঠ করবে এবং সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ করবে,

www.dawateislami.net

তাহলে **আল্লাহ্ তাআলা** তার জন্য সত্তর হাজার ফিরিশতা নির্ধারণ করে দেন যারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য রহমতের দোয়া করেন, আর যদি সে ঐ দিন মারা যায়, তবে শহীদ হবে, এবং যদি সন্ধ্যাবেলায় পাঠ করে তবে সকাল পর্যন্ত এই ফযীলতই (পেতে থাকবে)।” (সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৪২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৯৩১)

সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیۡ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الۡغَیۡبِ وَ الشَّهَادَةِ ۚ

هُوَ الرَّحۡمٰنُ الرَّحِیۡمُ ﴿۲۲﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِیۡ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ

اَلۡمَلِکُ الۡقُدُّوۡسُ السَّلٰمُ الۡمُؤۡمِنُ الۡمُهَیۡمِنُ الۡعَزِیۡزُ الۡجَبَّارُ

الۡمُتَکَبِّرُ ؕ سُبۡحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یُشۡرِکُوۡنَ ﴿۲۳﴾ هُوَ اللّٰهُ الۡخَالِقُ

الۡبَارِئُ الۡمُصَوِّرُ لَهُ الۡاَسۡمَآءُ الۡحُسۡنٰی ؕ یُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِی

السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ۚ وَ هُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ ﴿۲۴﴾

(পারাঃ ২৮, সূরাঃ হাশর, আয়াতঃ ২২-২৪)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

সূরা বাকারার শেষ আয়াত পাঠ করার তিনটি ফযীলত

(১) হযরত সায়্যিদুনা নোমান বিন বশির رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُ থেকে বর্ণিত; **হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্সম** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “**আল্লাহ্ তাআলা** জমিন ও আসমানকে সৃষ্টি করার দুই হাজার বছর পূর্বে একটি কিতাব লিখেছেন। অতঃপর এর মধ্য থেকে সূরা বাকারার শেষ দুইখানা আয়াত নাযিল করেছেন। যেই ঘরে তিন রাত পর্যন্ত এই দুই আয়াত পড়া হবে শয়তান সেই ঘরের নিকটেও আসবে না।”

(সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৪০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৮৯১)

www.dawateislami.net

(২) হযরত সায়্যিদুনা আবু যর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "সূরা বাকারার শেষের দু'টি আয়াত **আল্লাহ্ তাআলার** ঐ ধন-ভান্ডারের অন্তর্ভূক্ত, যা আরশের নিচে অবস্থিত। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাকে এই দুইটি আয়াত দান করেছেন। এগুলোকে তোমরা শিখে নাও এবং আপন স্ত্রীদেরকে (মহিলাদেরকে) শিখাও। কেননা, তা রহমত এবং **আল্লাহ্ তাআলা** এর খুবই নৈকট্যতম এবং দোয়া।" (দারেমী, ২য় খন্ড, ৫৪২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৩৯০)

(৩) হযরত সায়্যিদুনা আবু মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি সূরা বাকারার শেষ দুইটি আয়াত রাতে পাঠ করবে, সেটা তার জন্য যথেষ্ট হবে।" (সহীহ বুখারী, ৩য় খন্ড, ৪০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫০০৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সূরা বাকারার আয়াত দু'টি যথেষ্টতার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এই দুই আয়াত তার জন্য সেই রাতের জাগরণ (তথা রাতের ইবাদত) এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে। অথবা সেই রাতে তাকে শয়তান থেকে নিরাপদে রাখবে। একটি বর্ণনা এমনও আছে, সেই রাতে অবতরণকারী বিপদাপদ থেকে বাঁচাবে। وَاللّٰہُ تَعَالٰی اَعْلَمُ (**আল্লাহ্ তাআলা** অধিক জ্ঞাত) (ফাতহুল বারী, ৯ম খন্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

"আয়াতুল কুরসীর" ৪টি ফযীলত

(১) হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: "এই আয়াত কুরআন মজিদের আয়াত গুলোর মধ্যে খুবই মহত্বপূর্ণ আয়াত।" (আদ্ দুররুল মনছুর, ২য় খন্ড, ৬ পৃষ্ঠা)

(২) হযরত সায়্যিদুনা উবাই বিন কা'ব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **খাতামুল মুরসালীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "হে আবু মুনজির! তুমি কি জানো, কুরআনে পাকের যে সমস্ত আয়াত তোমার স্মরণ (মুখস্থ) রয়েছে, তার মধ্যে কোন আয়াতটি মহান?"

www.dawateislami.net

আমি আরয করলাম: اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ অতঃপর **আল্লাহ্ তাআলার রাসূল, রাসূলে মাকবুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার বুকে হাত রাখলেন এবং ইরশাদ করলেন: "হে আবু মুনজির! তোমার ইলম (জ্ঞান) মোবারক হোক।"

(সহীহ মুসলিম, ৪০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮১০)

(৩) মুসতাদরাকের একটি বর্ণনায় রয়েছে: সূরা বাকারায় এমন একটি আয়াত রয়েছে যা কুরআনে পাকের সমস্ত আয়াতের সরদার। ঐ আয়াত যে ঘরে পাঠ করা হয় সেই ঘর থেকে শয়তান বের হয়ে যায়। আর সেটি হলো: "আয়াতুল কুরসী"। (মুসতাদরাক লিল হাকীম, ২য় খন্ড, ৬৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩০৮০)

(৪) আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: আমি **হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মিম্বরে দাঁড়িয়ে ইরশাদ করতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি প্রতি নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করে, তাকে জান্নাতে প্রবেশের ক্ষেত্রে মৃত্যু ব্যতিত অন্য কোন বস্তু বাধা দেয় না। আর যে ব্যক্তি রাতে শোয়ার সময় এটা পাঠ করবে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে, তার ঘরকে এবং তার আশেপাশের ঘরগুলোকে নিরাপত্তা দান করবেন।"

(শুয়াবুল ঈমান, ২য় খন্ড, ৪৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৩৯৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আয়াতুল কুরসীর ৫টি বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে, তার নিম্নলিখিত বরকতগুলো নসীব হবে:-

(১) সে মৃত্যুর পর জান্নাতে প্রবেশ করবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

(২) সে শয়তান ও জিনের সকল ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

(৩) অভাবগ্রস্থ হলে অল্প কিছু দিনের মধ্যে তার অভাব ও দারিদ্রতা দূর হয়ে যাবে।

(৪) যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা এবং বিছানায় শোয়ার সময় 'আয়াতুল কুরসী' ও এর পরের ২টি আয়াত خٰلِدُوْن পর্যন্ত পাঠ করে নিবে সে চুরি, পানিতে ডুবে যাওয়া ও (আগুনে) পুড়ে যাওয়া থেকে নিরাপদ থাকবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

www.dawateislami.net

(৫) যদি পুরো ঘরে কোন উচুঁ স্থানে (এটা) লিখে তা শিলা লিপি আকারে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সে ঘরে কখনো অভাব আসবে না। বরং রুজি রোজগারে বরকত হবে এবং ঐ ঘরে কখনও চোর আসতে পারবে না। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ (জান্নাতী যেওর, ৫৮৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আয়াতে করীমার ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা সা'দ رَضِیَ الله تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "হযরত জুন্নুন (অর্থাৎ হযরত ইউনুচ عَلَيْهِ السَّلَام) মাছের পেটে এই শব্দগুলো পাঠ করেন:

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ ﴿۸۷﴾

(**<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ</u>**: তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, পবিত্রতা তোমারই জন্য, নিশ্চয় আমার দ্বারা অশোভন কাজ সম্পাদিত হয়েছে।) (পারা: ১৭, সূরা: আম্বিয়া, আয়াত: ৮৭) সুতরাং যে সমস্ত মুসলমান এই কলেমা সহকারে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে দোয়া করে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার দোয়া কবুল করেন।

(তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ৩০২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৫১৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

শোয়ার সময় পাঠ করা যায় এমন ৫টি ওযীফা

(১) হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ الله تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **রাহমাতুল্লিল আলামীন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা নিজেদের পার্শ্বদেশ বিছানায় রেখে সূরা ফাতিহা এবং قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ (সম্পূর্ণ) সূরা) পাঠ করে নিবে, তাহলে মৃত্যু ব্যতিত প্রত্যেক বস্তু থেকে নিরাপত্তায় চলে আসবে।" (মাযমাউয যাওয়ায়েদ, ১০ম খন্ড, ১৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭০৩)

www.dawateislami.net

(২) হযরত সায়্যিদুনা ইরবায বিন সারিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم শয়ন করার পূর্বে "মুসাব্বিহাত" পড়তেন এবং ইরশাদ করতেন: "এতে এমন একটি আয়াত রয়েছে যা হাজারো আয়াত থেকে উত্তম।"

(সুনানে আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৪০৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫০৫৭)

হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এই হাদীসের আলোকে বলেন: এর (তথা মুসাব্বিহাত) সূরা গুলো মোট সাতটি। সূরা আস্‌রা, সূরা হাদীদ, সূরা হাশর, সূরা সফ, সূরা জুমা, সূরা তাগাবুন ও সূরা আ'লা। একথা স্পষ্ট যে, **নবী করীম, রউফুল রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সম্পূর্ণ সূরা পড়তেন না। কেননা, এগুলো তো অনেক বেশি (লম্বা)। বরং এর থেকে অল্প সহজ সহজ কিছু আয়াত তিলাওয়াত করতেন। (মিরআতুল মানাযিহ, ৩য় খন্ড, ২৪৭ পৃষ্ঠা)

(৩) হযরত সায়্যিদুনা নাওফিল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: **নবীয়ে মুকাররাম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করেছেন: "قُلْ یٰۤاَیُّهَا الْكٰفِرُوْنَ সম্পূর্ণ সূরা পাঠ করে শয়ন করো। কেননা, এটা শিরিক থেকে মুক্তি।" (সুনানে আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৪০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫০৫৫)

(৪) হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **খাতিমুল মুরসালীন, রাহমাতুল্লীল আলামীন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি বিছানায় আসার (অর্থাৎ শোয়ার) সময় তিনবার এটা পাঠ করে নিবে: اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ الَّذِیْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ (অনুবাদ: আমি **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট ক্ষমা প্রার্থণা করছি, যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী এবং আমি তার নিকট তাওবা করছি।) তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তার গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমতুল্য হয়, যদিও তা গাছের পাতার সমপরিমাণ হয়, যদিও তা পর্বতের বালুকনার সমপরিমাণও হয়, যদিও তা দুনিয়ার (সর্বমোট) দিনগুলোর সমান সংখ্যকও হয়।" (সুনানে তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ২৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৪০৮)

www.dawateislami.net

(৫) নিম্নে প্রদত্ত সূরা কাহাফের শেষ চার আয়াত অর্থাৎ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত রাতে কিংবা সকালে যে সময়ই জাগ্রত হওয়ার নিয়্যতে পাঠ করবে (যথা সময়ে) চোখ খুলে যাবে। اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ

نُزُلًا ﴿۱۰۷﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿۱۰۸﴾ قُلْ لَّوْ كَانَ

الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ

وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ﴿۱۰۹﴾ قُلْ اِنَّمَاۤ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰۤى

اِلَيَّ اَنَّمَاۤ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ

عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖۤ اَحَدًا ﴿۱۱۰﴾

(পারা: ১৫, সূরা: কাহাফ, আয়াত: ১০৭-১১০)
(সুনানে দারেমী, ২য় খন্ড, ৫৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৪০৬। আল ওযীফাতুল করীমা, ২৯ পৃষ্ঠা)

সূরা ফাতিহার ৪টি ফযীলত

(১) **নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "সূরা ফাতিহা সকল রোগের ঔষধ।"

(সুনানে দারেমী, ২য় খন্ড, ৫৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৩৭০)

(২) মসনদে দারেমীতে বর্ণিত রয়েছে: ১০০বার সূরা ফাতিহা পাঠ করে যে দোয়া করা হবে তা **আল্লাহ্ তাআলা** কবুল করবেন। (জান্নাতী যেওর, ৫৮৭ পৃষ্ঠা)

(৩) বুযুর্গরা বলেছেন: ফযরের সুন্নাত ও ফরযের মধ্যবর্তী সময়ে ৪১বার সূরা ফাতিহা পাঠ করে রোগীকে ফুঁক দিলে প্রশান্তি লাভ হয় এবং চোখের ব্যথা দ্রুত ভাল হয়ে যায়। আর যদি ততবার পাঠ করে নিজের থুথু চোখে লাগিয়ে দেওয়া হয় তবে (তা) অনেক উপকারী। (প্রাগুক্ত, ৫৮৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) লাগাতার সাত দিন পর্যন্ত দৈনিক ১১ হাজারবার শুধু এতটুকু পড়ুন যে, اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤ আগে ও পরে ৩বার করে দরূদ শরীফও পাঠ করুন। রোগ ও বিপদাপদ দূর করার জন্য (এটা) খুবই পরীক্ষিত আমল।

(জান্নাতী যেওর, ৫৮৮ পৃষ্ঠা)

আয়াত: ০৭ | **সূরা ফাতিহা, মক্কী** | রুকু: ০১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢
১. সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ্**র প্রতি, যিনি মালিক সমস্ত জগদ্বাসীর। ২. পরম দয়ালু করুণাময়।
مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤
৩. প্রতিদান দিবসের মালিক, ৪. আমরা (যেন) তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥
৫. আমাদেরকে সোজা পথে পরিচালিত করো।
صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ۬
৬. তাঁদেরই পথে, যাঁদের উপর তুমি অনুগ্রহ করেছো।
غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧
৭. তাদের পথে নয়, যাদের উপর গযব নিপতিত হয়েছে এবং পথভ্রষ্টদের পথেও নয়।

www.dawateislami.net

সূরা ইয়াছিন শরীফের ১৬টি ফযীলত

(১) হযরত সায়্যিদুনা মা'কিল বিন ইয়াছার رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "সূরা ইয়াছিন কুরআন শরীফের হৃদয়। যে ব্যক্তি **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টি এবং পরকালের মঙ্গলের জন্য এটা পাঠ করবে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।" (মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খন্ড, ২৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০৩২২)

(২) হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিশ্চয় প্রত্যেক বস্তুর একটি হৃদয় আছে আর কুরআনের হৃদয় হলো; "সূরা ইয়াছিন"। আর যে ব্যক্তি একবার সূরা ইয়াছিন পাঠ করবে, তার জন্য ১০বার কুরআন খতম করার সাওয়াব লিখে দেওয়া হবে।" (সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৪০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৮৯৬)

(৩) হযরত সায়্যিদুনা হাস্সান বিন আতিয়া رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "তাওরাতে সূরা ইয়াছিনের নাম হলো; مُعِمَّةٌ "মুয়িম্মা"। কেননা, এটা তার তিলাওয়াতকারীকে দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত কল্যাণ দান করে। আর দুনিয়া ও আখিরাতের বিপদাপদ তার কাছ থেকে দূর করে দেয় এবং দুনিয়াও আখিরাতের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি দেয়। আর এটির (একটি) নাম مُدَافِعَةُ الْقَاضِیَة "অমঙ্গল প্রতিরোধকারী ও উদ্দেশ্য পূরণকারী"ও রয়েছে। কেননা, এটা পাঠকের সমস্ত অমঙ্গল দূর করে দেয় এবং তার সকল উদ্দেশ্য পূরণ করে দেয়। যে ব্যক্তি এর তিলাওয়াত করলো তা তার জন্য বিশটি হজ্বের সমান। আর যে তা লিখল, অতঃপর পান করলো তাহলে তার পেটে হাজারো ঔষধ, হাজারো নূর, হাজারো বিশ্বাস, হাজারো বরকত, হাজারো রহমত প্রবেশ করবে এবং তার কাছ থেকে সকল (প্রকারের) ধোকা ও রোগ ব্যাধি দূর হয়ে যাবে।" (আদ্ দুররুল মনছুর, ৭ম খন্ড, ৩৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত; **নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম, তাজেদারে দো'আলম** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমার আকাঙ্ক্ষা হলো, সূরা ইয়াছিন আমার উম্মতের সকল মানুষের অন্তরে (মুখস্থ) থাকুক।" (আদ্ দুররুল মনছুর, ৩৮ পৃষ্ঠা)

(৫) হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি সর্বদা প্রতি রাতে সূরা ইয়াছিন তিলাওয়াত করতে থাকে, অতঃপর মারা যায়, তাহলে সে শহীদ (হিসাবে) মৃত্যু বরণ করবে।"

(আদ্ দুররুল মনছুর, ৩৮ পৃষ্ঠা)

(৬) হযরত সায়্যিদুনা আতা বিন আবু রাবাহ তাবেয়ী رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে সূরা ইয়াছিন তিলাওয়াত করবে, তার সকল উদ্দেশ্যকে পূরণ করে দেয়া হবে।"

(আদ্ দুররুল মনছুর, ৩৮ পৃষ্ঠা)

(৭) হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا বলেন: "যে ব্যক্তি সকাল বেলা সূরা ইয়াছিনের তিলাওয়াত করবে, তাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঐ দিনের সহজতা দান করা হবে। আর যে ব্যক্তি রাতের প্রথম ভাগে এর তিলাওয়াত করবে, তাকে সকাল পর্যন্ত ঐ রাতের সহজতা দান করা হবে।

(আদ্ দুররুল মনছুর, ৩৮ পৃষ্ঠা)

(৮) হযরত সায়্যিদুনা মা'কিল বিন ইয়াসার رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; নিঃসন্দেহে **হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্সম** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "সূরা ইয়াছিন কুরআনের হৃদয়, যে ব্যক্তি এই মোবারক সূরা **আল্লাহ্ তাআলা** ও আখিরাতের জন্য তিলাওয়াত করবে, তার অতীতের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। তাই তোমরা তোমাদের মৃত্যু পথযাত্রীদের নিকট (এটির) তিলাওয়াত করো।" (আদ্ দুররুল মনছুর, ৩৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৯) হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম, শাহে বনী আদম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যেই মৃত্যু পথযাত্রীর নিকট সূরা ইয়াছিন তিলাওয়াত করা হয়, **আল্লাহ্ তাআলা** তার উপর (তার রূহ কবজ করার ক্ষেত্রে) নম্রতা (সহজতা) প্রদর্শন করেন।" (আদ্ দুররুল মনছুর, ৩৮ পৃষ্ঠা)

(১০) হযরত সায়্যিদুনা আবু কালাবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি সূরা ইয়াছিনের তিলাওয়াত করলো, তার (গুনাহ) ক্ষমা হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি খাওয়ার সময় তার (অর্থাৎ খাবারের) স্বল্পতাবস্থায় তিলাওয়াত করে, তাহলে তা (তিলাওয়াত) এটাকে (খাবারকে) যথেষ্ট করবে। আর যে ব্যক্তি কোন মৃত্যু পথযাত্রীর নিকট এর তিলাওয়াত করলো **আল্লাহ্ তাআলা** (তার উপর) মৃত্যুর সময় নম্রতা (সহজতা) প্রদর্শন করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মহিলার নিকট তার বাচ্চা প্রসবের সংকটাপন্ন অবস্থায় সূরা ইয়াছিন তিলাওয়াত করলো, তাহলে তার (ঐ মহিলার জন্য) কষ্ট লাঘব হবে। আর যে ব্যক্তি এর তিলাওয়াত করলো, সে যেন ১১বার (সম্পূর্ণ) কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করলো। প্রত্যেক বস্তুর হৃদয় রয়েছে, আর কুরআনের হৃদয় হলো সূরা ইয়াছিন।" (আদ্ দুররুল মনছুর, ৩৯ পৃষ্ঠা)

(১১) হযরত সায়্যিদুনা আবু জাফর মুহাম্মদ বিন আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি নিজের অন্তরে কাঠিন্যতা অনুভব করবে, তবে সে একটি পেয়ালায় 'জাফরান' দ্বারা یٰسٓ وَ الۡقُرۡاٰنِ الۡحَکِیۡمِ লিখবে, অতঃপর তা পান করে নিবে। (اِنۡ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ তার অন্তর নরম হয়ে যাবে।)

(আদ্ দুররুল মনছুর, ৩৯ পৃষ্ঠা)

(১২) আমীরুল মু'মিনীন, হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় হাবীব, হাবীবে লবীব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি প্রতি জুমার দিন আপন পিতা মাতা উভয়ের কিংবা একজনের কবর যিয়ারত করলো এবং তাদের পাশে (সূরা) ইয়াছিন তিলাওয়াত করলো, তাহলে **আল্লাহ্ তাআলা** প্রতিটি হরফের বিনিময়ে তাকে (কবরবাসীকে) ক্ষমা ও মাগফিরাত দান করেন।" (আদ্ দুররুল মনছুর, ৭ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(১৩) হযরত সায়্যিদুনা সাফওয়ান বিন আমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেছেন: মাশায়েখে কিরামগন رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الْمُبِيْن বলেন: "যখন আপনি মৃত্যু পথযাত্রীর নিকট সূরা ইয়াছিন তিলাওয়াত করবেন, তখন তার মৃত্যু যন্ত্রণাকে সহজ করে দেয়া হবে।" (আদ্ দুররুল মনছুর, ৩৯ পৃষ্ঠা)

(১৪) হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে) সূরা ইয়াছিন তিলাওয়াত করবে, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।" (আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ১ম খন্ড, ২৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪)

(১৫) হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "কুরআনে হাকীমে এমন এক সূরা রয়েছে যাকে **আল্লাহ্ তাআলা**র নিকট "আজীম" (তথা মহান) বলা হয়। তা পাঠ কারীকে **আল্লাহ্ তাআলা**র নিকট "শরীফ" (তথা সম্মানিত) বলা হয়। এর পাঠকারী কিয়ামতের দিন রবিয়া ও মুদার গোত্রের চাইতে বেশি লোকের সুপারিশ করবে। আর সেই (সূরাটি হলো) সূরা ইয়াছিন।" (দুররুল মনছুর, ৭ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা)

(১৬) শায়খুল হাদীস মাওলানা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ "জান্নাতী যেওর" নামক কিতাবের ৫৯৪ পৃষ্ঠায় সূরা ইয়াছিন পাঠ করার অনেক বরকত লিপিবদ্ধ করেছেন:

(১) ক্ষুধার্ত ব্যক্তি পড়লে, পরিতৃপ্ত করা হবে। (২) তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি পড়লে, তৃষ্ণা দূর করা হবে। (৩) উলঙ্গ ব্যক্তি পড়লে, পোষাক পাবে। (৪) অবিবাহিত পুরুষ পড়লে, খুব দ্রুত তার বিবাহ হয়ে যাবে। (৫) অবিবাহিতা মহিলা পাঠ করলে, দ্রুত বিয়ের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। (৬) রোগী পাঠ করলে, সুস্থতা লাভ করবে। (৭) কয়েদী পাঠ করলে, মুক্ত হয়ে যাবে। (৮) মুসাফির পাঠ করলে, সফরে **আল্লাহ্ তাআলা**র পক্ষ থেকে সাহায্য লাভ হবে। (৯) চিন্তিত ব্যক্তি পড়লে, তার চিন্তা পেরেশানী দূর হয়ে যাবে। (১০) যার কোন জিনিস হারিয়ে গেছে, সে পড়লে যা হারিয়ে গেছে তা পেয়ে যাবে। সূরা ইয়াছিনের একটি আয়াত রয়েছে:

www.dawateislami.net

سَلٰمٌ ۟ قَوۡلًا مِّنۡ رَّبٍّ رَّحِیۡمٍ ﴿۵۸﴾ (আয়াত: ৫৮) এই আয়াতকে ১৪৬৯বার পড়ুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ যে আশায় পাঠ করবেন আশা পূর্ণ হবে। খাজা দিরবী লিখেছেন: এটা পরীক্ষিত.

سَلٰمٌ ۟ قَوۡلًا مِّنۡ رَّبٍّ رَّحِیۡمٍ ﴿۵۸﴾ (আয়াত: ৫৮) এই আয়াতটিকে একটি কাগজের পাঁচটি স্থানে লিখে তাবিজ হিসাবে বেঁধে নিলে দূর্ঘটনা, চুরি ইত্যাদি (বিপদাপদ) থেকে নিরাপদ থাকবেন। যে ব্যক্তি সকালে সূরা ইয়াছিন পাঠ করবে তার সারা দিন ভাল যাবে। আর যে ব্যক্তি রাতে তা পাঠ করবে তার সারা রাত ভাল কাটবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: "সূরা ইয়াছিন হলো, কুরআনের হৃদয়।"

(জান্নাতী যেওর, ৫৯৪ পৃষ্ঠা)

আয়াত: ৮৩

সূরা ইয়াছিন, মক্কী

রুকু: ০৫

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

یٰسٓ ۚ﴿۱﴾ وَ الۡقُرۡاٰنِ الۡحَکِیۡمِ ۙ﴿۲﴾ اِنَّکَ لَمِنَ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ۙ﴿۳﴾

১. ইয়া-ছীন, ২. হিকমতময় কুরআনের শপথ, ৩. নিশ্চয় আপনি প্রেরিত

عَلٰی صِرَاطٍ مُّسۡتَقِیۡمٍ ؕ﴿۴﴾ تَنۡزِیۡلَ الۡعَزِیۡزِ الرَّحِیۡمِ ۙ﴿۵﴾

৪. সরল পথের উপর ৫. সম্মানিত, দয়াময়ের অবতীর্ণ;

لِتُنۡذِرَ قَوۡمًا مَّاۤ اُنۡذِرَ اٰبَآؤُہُمۡ فَہُمۡ غٰفِلُوۡنَ ﴿۶﴾

৬. যাতে আপনি এ সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন, যার বাপ-দাদাকে সতর্ক করা হয়নি, সুতরাং তারা উদাসীন

لَقَدۡ حَقَّ الۡقَوۡلُ عَلٰۤی اَکۡثَرِہِمۡ فَہُمۡ لَا یُؤۡمِنُوۡنَ ﴿۷﴾

৭. নিশ্চয় তাদের অধিকাংশের উপর বাণী অবধারিত হয়েছে; সুতরাং তারা ঈমান আনবে না;

www.dawateislami.net

إِنَّا جَعَلْنَا فِيٓ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَٰلًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ۝٨

৮. আমি তাদের ঘাড় সমূহে বেড়ী পরিয়ে দিয়েছি যে, সেগুলো থুতনী পর্যন্ত পৌঁছেছে, সুতরাং তারা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে রয়েছে;

وَجَعَلْنَا مِنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا

فَأَغْشَيْنَٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۝٩

৯. এবং আমি তাদের সম্মুখে প্রাচীর স্থাপন করেছি এবং তাদের পেছনে একটা প্রাচীর, আর তাদেরকে উপর থেকে আবৃত করে দিয়েছি সুতরাং তারা কিছুই দেখতে পায় না;

وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝١٠

১০. এবং তাদের পক্ষে এক সমান আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন অথবা না-ই করুন! তারা ঈমান আনবে না

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكْرَ وَخَشِيَ ٱلرَّحْمَٰنَ بِٱلْغَيْبِ ۖ

فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ۝١١

১১. আপনি তো তাকেই সতর্ক করছেন, যে উপদেশ অনুযায়ী চলে এবং পরম দয়ালুকে না দেখে ভয় করে। সুতরাং তাকে ক্ষমা ও সম্মানজনক পুরস্কারের সুসংবাদ দিন;

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا۟ وَءَاثَٰرَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ

أَحْصَيْنَٰهُ فِيٓ إِمَامٍ مُّبِينٍ ۝١٢

১২. নিশ্চয় আমি মৃতদেরকে জীবিত করবো এবং আমি লিপিবদ্ধ করছি যা তারা অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং যেসব নিদর্শন পেছনে রেখে গেছে এবং প্রত্যেক বস্তু আমি গণনা করে রেখেছি এক বর্ণনাকারী কিতাবে

وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَٰبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ۝١٣

১৩. এবং তাদের নিকট নিদর্শন সমূহ বর্ণনা করো ঐ শহর বাসীদের যখন তাদের নিকট প্রেরিত পুরুষগণ এসেছিলো;

www.dawateislami.net

إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْٓا إِنَّآ
إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ﴿١٤﴾

১৪. যখন আমি তাদের প্রতি দু'জনকে পাঠিয়েছিলাম, অতঃপর তারা তাদেরকে অস্বীকার করেছে, অতঃপর আমি তৃতীয় দ্বারা শক্তিশালী করেছি, তখন তারা সবাই বললো নিশ্চয় আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি

قَالُوْا مَآ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَآ أَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ ۙ
إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُوْنَ ﴿١٥﴾

১৫. বললো, তোমরা তো নও, কিন্তু আমাদের মত মানুষ এবং পরম দয়ালু কিছুই অবতীর্ণ করেননি। তোমরা নিরেট মিথ্যুক।

قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّآ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ ﴿١٦﴾

১৬. তাঁরা বললেন, আমাদের প্রতিপালক জানেন যে, নিঃসন্দেহে অবশ্যই আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি;

وَمَا عَلَيْنَآ إِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿١٧﴾

১৭. এবং আমাদের দায়িত্ব নয়, কিন্তু সুস্পষ্টরূপে পৌঁছিয়ে দেয়া

قَالُوْٓا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَ
لَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴿١٨﴾

১৮. তারা বললো, আমরা তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি। নিশ্চয় যদি তোমরা ফিরে না আসো, তাহলে অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করবো এবং নিশ্চয় আমাদের হাতে তোমাদের উপর বেদনাদায়ক শাস্তি আপতিত হবে;

قَالُوْا طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ ۖ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ۖ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿١٩﴾

১৯ তাঁরা বললেন, তোমাদের অমঙ্গল তো তোমাদের সাথে। তোমরা কি এরই উপর ক্ষেপে উঠছো যে, তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছে? বরং তোমরা সীমা লংঘনকারী লোক

www.dawateislami.net

وَ جَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِیْنَةِ رَجُلٌ یَّسْعٰی قَالَ یٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِیْنَ ﴿۲۰﴾

২০. এবং শহরের শেষ প্রান্ত থেকে একজন পুরুষ ছুটে আসলো, বললো: হে আমার সম্প্রদায়, প্রেরিত পুরুষগণের অনুসরণ করো!

اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا یَسْـَٔلُكُمْ اَجْرًا وَّ هُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿۲۱﴾

২১. এমন লোকদের অনুসরণ করো, যারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চান না এবং তাঁরা সৎপথের উপর রয়েছেন।

وَ مَا لِیَ لَاۤ اَعْبُدُ الَّذِیْ فَطَرَنِیْ وَ اِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۲۲﴾

২২. এবং আমার কি হলো যে, তাঁর ইবাদত করবো না, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন? এবং তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।

ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً اِنْ یُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّیْ شَفَاعَتُهُمْ شَیْـًٔا وَّ لَا یُنْقِذُوْنِ ﴿۲۳﴾

২৩. আমি কি **আল্লাহ্** ব্যতীত অন্য খোদাও স্থির করবো? যদি পরম দয়ালু আমার কোন ক্ষতি চান, তবে তাদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসবে না এবং না আমাকে বাঁচাতে পারবে;

اِنِّیْۤ اِذًا لَّفِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ﴿۲۴﴾

২৪. নিশ্চয় তখন তো আমি সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে হবো

اِنِّیْۤ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ ﴿۲۵﴾

২৫. নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছি। সুতরাং আমার কথা শোন

قِیْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ یٰلَیْتَ قَوْمِیْ یَعْلَمُوْنَ ﴿۲۶﴾

২৬. তাকে বলা হলো, জান্নাতে প্রবেশ করো।
বললো, কোন মতে আমার সম্প্রদায় যদি জানতো

www.dawateislami.net

بِمَا غَفَرَ لِیْ رَبِّیْ وَ جَعَلَنِیْ مِنَ الْمُكْرَمِیْنَ ﴿۲۷﴾

২৭. কিভাবে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন

وَ مَاۤ اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهٖ مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَآءِ

وَ مَا كُنَّا مُنْزِلِیْنَ ﴿۲۸﴾

২৮. এবং আমি তারপর তার সম্প্রদায়ের উপর আসমান থেকে বাহিনী অবতীর্ণ করিনি এবং না আমার সেখানে কোন বাহিনী অবতীর্ণ করার (প্রয়োজন) ছিলো

اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَیْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ ﴿۲۹﴾

২৯. তা তো কেবল একটা বিকট শব্দ ছিলো, তখনই তারা নির্বাপিত হয়ে রয়ে গেলো

یٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۣۚ مَا یَاْتِیْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ

یَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۳۰﴾

৩০. এবং বলা হলো, হায় আফসোস! ঐসব বান্দার জন্য, যখন তাদের নিকট কোন রাসূল আসেন, তখন তারা তাঁদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপই করে।

اَلَمْ یَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ

اِلَیْهِمْ لَا یَرْجِعُوْنَ ﴿۳۱﴾

৩১. তারা কি দেখেনি আমি তাদের পূর্বে কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি যে, তারা এখন তাদের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী নয়

وَ اِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِیْعٌ لَّدَیْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿۳۲﴾

৩২. এবং যতোই আছে সবাইকে আমারই সম্মুখে হাযির করা হবে।

وَ اٰیَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَیْتَةُ ۚۖ اَحْیَیْنٰهَا وَ اَخْرَجْنَا

مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ یَاْكُلُوْنَ ﴿۳۳﴾

www.dawateislami.net

৩৩. এবং তাদের একটা নিদর্শন মৃতভূমি; আমি সেটাকে জীবিত করেছি এবং এরপর তা থেকে শস্য উৎপন্ন করেছি, অতঃপর তা থেকে তারা আহার করে

وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّ اَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا
فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ۙ﴿۳۴﴾

৩৪. এবং আমি তাতে বাগান বানিয়েছি- খেজুর ও আঙ্গুরের এবং আমি তাতে কিছু সংখ্যক প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছি;

لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ؕ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿۳۵﴾

৩৫. যাতে সেটার ফলমূল থেকে আহার করতে পারে এবং এটা তাদের হাতের তৈরী নয়; তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে না?

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ
وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۳۶﴾

৩৬. পবিত্রতা তাঁরই জন্য, যিনি সব জোড়া সৃষ্টি করেছেন ঐসব বস্তু থেকে, যে গুলোকে ভূমি উৎপন্ন করে এবং তাদের নিজেদের থেকে আর ঐসব বস্তু থেকে, যেগুলো সম্বন্ধে তাদের খবর নেই

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۖۚ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ۙ﴿۳۷﴾

৩৭. এবং তাদের জন্য এক নিদর্শন রাত; আমি সেটার উপর থেকে দিনকে অপসারিত করে নিই; তখনই তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে;

وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ؕ﴿۳۸﴾

৩৮. এবং সূর্য ভ্রমণ করে আপন এক অবস্থানের জন্য; এটা হচ্ছে নির্দেশ পরাক্রমশালী, জ্ঞানময়ের।

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ﴿۳۹﴾

৩৯. এবং চন্দ্রের জন্য আমি মানযিল সমূহ (তিথি) নির্ধারণ করেছি, অবশেষে তা পুনরায় (তেমনি) হয়ে গেলো যেমন খেজুরের পুরাতন শাখা

www.dawateislami.net

لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَاۤ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ لَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِؕ

وَ كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ﴿۴۰﴾

৪০. সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রকে নাগালে পাওয়া এবং না রাতের পক্ষে সম্ভব দিনকে অতিক্রম করা এবং প্রত্যেকটা একেক বৃত্তের মধ্যে ঘুরছে

وَ اٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِۙ ﴿۴۱﴾

৪১. এবং তাদের জন্য একটা নিদর্শন এ যে, আমি তাদেরকে তাদের পূর্ব-পুরুষদের পৃষ্ঠদেশের মধ্যে বোঝাই নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম

وَ خَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ ﴿۴۲﴾

৪২. এবং তাদের জন্য অনুরূপ নৌযান সমূহ সৃষ্টি করে দিয়েছি, যেগুলোতে তারা আরোহণ করছে।

وَ اِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَ لَا هُمْ يُنْقَذُوْنَۙ ﴿۴۳﴾

৪৩. এবং আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে নিমজ্জিত করতে পারি, তখন এমন কেউ নেই যে, তাদের ফরিয়াদ শুনে সাড়া দিবে এবং না তাদেরকে রক্ষা করা হবে;

اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَ مَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ﴿۴۴﴾

৪৪. কিন্তু আমার নিকট থেকে দয়া ও একটা সময় পর্যন্ত ভোগ করতে দেয়া (হলে)

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ

وَ مَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۴۵﴾

৪৫. এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা ভয় করো তাকে, যা তোমাদের সম্মুখে আছে এবং যা তোমাদের পিছনে আগমনকারী এ আশায় যে, তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে; (তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়)

وَ مَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿۴۶﴾

৪৬. এবং যখনই তাদের প্রতিপালকের নিদর্শন সমূহ থেকে কোন নিদর্শন তাদের নিকট আসে, তখনই তা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

www.dawateislami.net

وَاِذَا قِيۡلَ لَهُمۡ اَنۡفِقُوۡا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۙ
قَالَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا لِلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَنُطۡعِمُ مَنۡ لَّوۡ يَشَآءُ اللّٰهُ اَطۡعَمَهٗۤ ۖ
اِنۡ اَنۡتُمۡ اِلَّا فِىۡ ضَلٰلٍ مُّبِيۡنٍ ﴿۴۷﴾

৪৭. এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, **আল্লাহ্** প্রদত্ত সম্পদ থেকে তাঁরই পথে ব্যয় করো। তখন কাফিররা মুসলমানদেরকে বলে, আমরা কি তাকেই আহার করাবো, যাকে **আল্লাহ্** ইচ্ছা করলে আহার করাতেন? তোমরা তো নও, কিন্তু সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে

وَيَقُوۡلُوۡنَ مَتٰى هٰذَا الۡوَعۡدُ اِنۡ كُنۡتُمۡ صٰدِقِيۡنَ ﴿۴۸﴾

৪৮. এবং বলে, কবে আসবে এ প্রতিশ্রুতি, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?

مَا يَنۡظُرُوۡنَ اِلَّا صَيۡحَةً وَّاحِدَةً تَاۡخُذُهُمۡ وَهُمۡ يَخِصِّمُوۡنَ ﴿۴۹﴾

৪৯. অপেক্ষা করছে না, কিন্তু একটা বিকট শব্দের, যা তাদেরকে গ্রাস করবে যখন তারা দুনিয়ায় ঝগড়ার মধ্যে আটকা পড়ে থাকবে।

فَلَا يَسۡتَطِيۡعُوۡنَ تَوۡصِيَةً وَّلَاۤ اِلٰٓى اَهۡلِهِمۡ يَرۡجِعُوۡنَ ﴿۵۰﴾

৫০. তখন তারা না ওসীয়ত করতে পারবে এবং না আপন ঘরে ফিরে যেতে পারবে

وَنُفِخَ فِى الصُّوۡرِ فَاِذَا هُمۡ مِّنَ الۡاَجۡدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمۡ يَنۡسِلُوۡنَ ﴿۵۱﴾

৫১. এবং ফুৎকার দেয়া হবে শিঙ্গায়, তখনই তারা কবরগুলো থেকে আপন প্রতিপালকের প্রতি ছুটে আসবে।

قَالُوۡا يٰوَيۡلَنَا مَنۡۢ بَعَثَنَا مِنۡ مَّرۡقَدِنَا ۜ
هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحۡمٰنُ وَصَدَقَ الۡمُرۡسَلُوۡنَ ﴿۵۲﴾

৫২. বলবে: হায়! আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদেরকে নিদ্রা থেকে জাগ্রত করলো! এটা হচ্ছে তাই, যার পরম করুণাময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ সত্যই বলেছেন

اِنۡ كَانَتۡ اِلَّا صَيۡحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمۡ جَمِيۡعٌ لَّدَيۡنَا مُحۡضَرُوۡنَ ﴿۵۳﴾

www.dawateislami.net

৫৩. তা তো হবে না, কিন্তু এক বিকট শব্দ, তখনই তারা সবাই আমার সম্মুখে হাযির হয়ে যাবে

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا

وَّلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۵۴﴾

৫৪. সুতরাং আজ কোন আত্মার উপর কোন যুলুম হবে না এবং তোমরা প্রতিফল পাবে না, কিন্তু আপন কৃতকর্মের।

اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِيْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ﴿۵۵﴾

৫৫. নিশ্চয় জান্নাতবাসীগণ সেদিন মনের আনন্দে শান্তি ভোগ করবে

هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِيْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ ﴿۵۶﴾

৫৬. তারা এবং তাদের বিবিগণ ছায়া সমূহে থাকবে আসন সমূহে হেলান দিয়ে।

لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ﴿۵۷﴾

৫৭. তাদের জন্য তাতে ফলমূল থাকবে এবং তাদের জন্য থাকবে তাতে যা তারা চাইবে

سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ﴿۵۸﴾

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿۵۹﴾

৫৮. তাদের উপর হবে সালাম, বলা হবে পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ থেকে
৫৯. আর আজ পৃথক হয়ে যাও হে অপরাধীরা।

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ

اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۶۰﴾

৬০. হে আদম সন্তানগণ! আমি কি তোমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করিনি যে, শয়তানকে পূজা করো না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?

وَّاَنِ اعْبُدُوْنِيْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿۶۱﴾

৬১. এবং আমার বন্দেগী করো, এটাই সোজা পথ।

www.dawateislami.net

وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ؕ اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ﴿۶۲﴾

৬২. এবং নিশ্চয় সে তোমাদের মধ্যে অনেক সৃষ্টিকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে। তবুও কি তোমাদের বিবেক ছিলো না

هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِیْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿۶۳﴾

৬৩. এটা হচ্ছে ঐ জাহান্নাম, যেটার তোমাদের সাথে প্রতিশ্রুতি ছিলো।

اِصْلَوْهَا الْیَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿۶۴﴾

৬৪. আজ সেটার মধ্যে যাও; প্রতিফলস্বরূপ নিজেদের কুফরের

اَلْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰۤى اَفْوَاهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنَاۤ اَیْدِیْهِمْ وَ تَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا

كَانُوْا یَكْسِبُوْنَ ﴿۶۵﴾

৬৫. আজ আমি তাদের মুখগুলোর উপর মোহর করে দেবো এবং তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে

وَ لَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰۤى اَعْیُنِهِمْ

فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى یُبْصِرُوْنَ ﴿۶۶﴾

৬৬. এবং আমি যদি ইচ্ছা করতাম তবে তাদের চক্ষু সমূহকে বিলীন করে দিতাম; অতঃপর তারা লাফ দিয়ে রাস্তার দিকে যেতো তখন তারা কিছুই দেখতো না।

وَ لَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ

فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِیًّا وَّ لَا یَرْجِعُوْنَ ﴿۶۷﴾

৬৭. এবং আমি ইচ্ছা করলে তাদের ঘরে বসা অবস্থায়ই তাদের আকৃতিগুলো বিকৃত করে দিতাম। তখন তারা না আগে বাড়তে পারতো, না পিছনে ফিরে আসতে পারতো

وَ مَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِی الْخَلْقِ ؕ اَفَلَا یَعْقِلُوْنَ ﴿۶۸﴾

৬৮. এবং যাকে আমি দীর্ঘায়ু প্রদান করি তাকে সৃষ্টিগত গঠনের মধ্যে উল্টো দিকে ফিরিয়ে দিই। তবুও কি তারা বুঝে না?

www.dawateislami.net

وَ مَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَ مَا یَنْۢبَغِیْ لَهٗ ؕ
اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّ قُرْاٰنٌ مُّبِیْنٌ ۙ﴿۶۹﴾

৬৯. এবং আমি তাঁকে কাব্য রচনা করা শিখাইনি এবং না তাঁর পক্ষে শোভা পায়। তা তো নয়, কিন্তু উপদেশ ও সুস্পষ্ট কুরআনই;

لِّیُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَیًّا وَّ یَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِیْنَ ﴿۷۰﴾

৭০. যাতে সতর্ক করে যে জীবিত থাকে তাকে; এবং (যাতে) কাফিরদের উপর বাণী অবধারিত হয়ে যায়

اَوَ لَمْ یَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَیْدِیْنَاۤ اَنْعَامًا
فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ ﴿۷۱﴾

৭১. এবং তারা কি দেখেনি যে, আমি আপন হাতের তৈরীকৃত চতুষ্পদ জন্তু তাদের জন্য সৃষ্টি করেছি, অতঃপর এরা সেগুলোর মালিক?

وَ ذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَ مِنْهَا یَاْكُلُوْنَ ﴿۷۲﴾

৭২. এবং সেগুলোকে তাদের জন্য নরম করে দিয়েছি। সুতরাং কতেকের উপর আরোহণ করে এবং কতেককে আহার করে

وَ لَهُمْ فِیْهَا مَنَافِعُ وَ مَشَارِبُ ؕ اَفَلَا یَشْكُرُوْنَ ﴿۷۳﴾

৭৩. এবং তাদের জন্য সেগুলোর মধ্যে কয়েক প্রকার উপকারিতা এবং পানীয় বস্তু সমূহ রয়েছে। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না?

وَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ یُنْصَرُوْنَ ؕ﴿۷۴﴾

৭৪. এবং তারা **আল্লাহ্** ব্যতীত অন্য খোদা সাব্যস্ত করে নিয়েছে, এ আশায় যে, তাদেরকে সাহায্য করা হবে

لَا یَسْتَطِیْعُوْنَ نَصْرَهُمْ ۙ وَ هُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ ﴿۷۵﴾

৭৫. সেগুলো তাদের সাহায্য করতে পারে না এবং সেগুলো, তাদের বাহিনী, সবাইকে গ্রেফতার করে জাহান্নামের মধ্যে হাযির করা হবে।

www.dawateislami.net

فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَ مَا يُعْلِنُوْنَ ﴿۷۶﴾

৭৬. অতএব, আপনি তাদের কথায় দুঃখ করবেন না, নিশ্চয় আমি জানি যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে

اَوَ لَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ﴿۷۷﴾

৭৭. এবং মানুষ কি দেখেনি যে, আমি তাকে পানির ফোঁটা থেকে সৃষ্টি করেছি? তখনই সে প্রকাশ্য ঝগড়াটে;

وَ ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّ نَسِيَ خَلْقَهٗ ؕ

قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِيْمٌ ﴿۷۸﴾

৭৮. এবং আমার জন্য উপমা রচনা করে এবং নিজের সৃষ্টির কথা ভুলো গেছে। বললো; এমন কে আছে যে, হাড্ডিগুলোতে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন সেগুলো একেবারে পঁচে গলে গায়?

قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْۤ اَنْشَاَهَاۤ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمُۨ ۙ ﴿۷۹﴾

৭৯. আপনি বলুন! সেগুলো তিনিই জীবিত করবেন, যিনি প্রথম বারেই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই নিকট প্রত্যেক সৃষ্টির জ্ঞান রয়েছে;

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَاۤ اَنْتُمْ مِّنْهُ

تُوْقِدُوْنَ ﴿۸۰﴾

৮০. যিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন সৃষ্টি করেন, তখনই তোমরা তা দ্বারা আগুন জ্বালিয়ে থাকো;

اَوَ لَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰۤى اَنْ يَّخْلُقَ

مِثْلَهُمْ ؕ۫ بَلٰى ۗ وَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ﴿۸۱﴾

৮১. এবং যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেন, তিনি কি সেগুলোর মতো আরো সৃষ্টি করতে পারেন না? কেন নয়? এবং তিনিই হন মহান স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।

www.dawateislami.net

إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾

৮২. তাঁর কাজ তো এ যে, যখন কোন কিছু করতে চান তখন সেটার উদ্দেশ্যে বলেন: হয়ে যা। তা তৎক্ষণাৎ হয়ে যায়

فَسُبْحَـٰنَ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

৮৩. সুতরাং পবিত্রতা তাঁরই, যাঁর হাতে প্রত্যেক কিছুর অধিকার রয়েছে এবং তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে;

সূরা কাহাফের ৪টি ফযীলত

(১) হযরত সায়্যিদুনা বারা বিন আযেব رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: এক ব্যক্তি সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করছিলেন, এমতাবস্থায় তার ঘরে একটি পশু বাঁধা ছিলো। হঠাৎ ঐ পশুটি ছুটা-ছুটি করতে লাগল। ঐ ব্যক্তিটি দেখলো যে, একটি মেঘ তাকে (ঢেকে) রেখেছে। ঐ ব্যক্তি **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবূয়ত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট ঐ ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "হে অমুক! তিলাওয়াত করতে থাকো। কেননা, এটা প্রশান্তি। যা কুরআন তিলাওয়াত করার সময় অবতীর্ণ হয়।" (সহীহ মুসলিম, ৩৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৯৫)

(২) হযরত সায়্যিদুনা মু'য়াজ বিন আনাস জুহনী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের শুরু এবং শেষ থেকে তিলাওয়াত করবে, তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত শুধু নূর আর নূরই হবে। আর যে ব্যক্তি এটি (সূরা কাহাফ) পরিপূর্ণ তিলাওয়াত করবে তার জন্য আসমান ও জমিনের মাঝখানে নূর হবে।"

(মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, হাদীসে মুয়াজ বিন আনাস, ৫ম খন্ড, ৩১১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৫৬২৬)

(৩) হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবীয়ে মুকাররম, নূরে মুজাস্সাম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন সূরা কাহাফ পাঠ করে, তার জন্য দুই জুমার মধ্যখানে একটি নূর আলোকিত করে দেয়া হয়।"

www.dawateislami.net

অন্য একটি বর্ণনায় আছে; “যে ব্যক্তি জুমার রাতে পাঠ করে তার এবং বায়তুল্লাহ শরীফের মাঝখানে একটি নূর আলোকিত করে দেয়া হয়।”

(শুয়াবুল ঈমান, ২য় খন্ড, ৪৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৪৪৪)

(৪) হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে (ব্যক্তি) সূরা কাহাফের প্রথম ১০টি আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জাল থেকে নিরাপদে থাকবে।” অন্য একটি বর্ণনায় আছে; “যে (ব্যক্তি) সূরা কাহাফের শেষ ১০ আয়াত মুখস্থ করবে (সে) দাজ্জাল থেকে নিরাপদে থাকবে।”

(সহীহ মুসলিম, ৪০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮০৯)

আয়াত: ১১০

সূরা কাহাফ, মক্কী

রুকু: ১২

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ الَّذِیۡۤ اَنۡزَلَ عَلٰی عَبۡدِہِ الۡکِتٰبَ وَ لَمۡ یَجۡعَلۡ لَّہٗ عِوَجًا ؕ﴿ٜ۱﴾

১. সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ্**রই, যিনি আপন বান্দার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং সেটার মধ্যে বাস্তবিকই কোন বক্রতা রাখেননি।

قَیِّمًا لِّیُنۡذِرَ بَاۡسًا شَدِیۡدًا مِّنۡ لَّدُنۡہُ وَ یُبَشِّرَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ الَّذِیۡنَ یَعۡمَلُوۡنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَہُمۡ اَجۡرًا حَسَنًا ۙ﴿۲﴾

২. ন্যায় বিচার সম্বলিত কিতাব; যাতে **আল্লাহ্**র কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেন এবং ঈমানদারদেরকে যারা সৎকর্ম করে, সুসংবাদ দেন যে, তাদের জন্য উত্তম পুরস্কার রয়েছে;

www.dawateislami.net

مَّاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ۙ﴿۳﴾ وَّ يُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۗ﴿۴﴾

৩. যাতে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে; ৪. এবং ঐসবকে সতর্ক করবেন, যারা এ কথা বলে; **আল্লাহ্** আপন কোন সন্তান গ্রহণ করেছেন।

مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّ لَا لِاٰبَآئِهِمْ ؕ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ؕ

اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ﴿۵﴾

৫. এ সম্পর্কে না তারা কোন জ্ঞান রাখে, না তাদের পিতৃপুরুষেরা, কী সাংঘাতিক কথা, যা তাদের মুখ থেকে বের হচ্ছে! নিছক মিথ্যা কথা বলছে।

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰۤى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا

بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ﴿۶﴾

৬. তবে সম্ভবতঃ আপনি আত্ম-বিনাশী হয়ে পড়বেন তাদের পেছনে যদি তারা এ বানীর উপর ঈমান না আনে, আক্ষেপে।

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا

لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ﴿۷﴾

৭. নিশ্চয় আমি পৃথিবীর শোভা করেছি (তাকেই), যা কিছু সেটার উপর রয়েছে, যাতে তাদেরকে এ পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কার কর্ম উত্তম।

وَ اِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ؕ﴿۸﴾

৮. এবং নিশ্চয় যা কিছু সেটার উপর রয়েছে একদিন আমি তা উদ্ভিদশূণ্য ময়দানে পরিণত করে ছাড়বো।

اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَ الرَّقِيْمِ ۙ

كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا ﴿۹﴾

৯. আপনি কি অবগত হয়েছেন যে, পাহাড়ের গুহা এবং অরণ্যের পাশে অবস্থানকারীরা আমার এক বিস্ময়কর নিদর্শন ছিলো?

www.dawateislami.net

اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَاۤ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً
وَّ هَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ﴿۱۰﴾

১০. যখন ঐ যুবকরা গুহার আশ্রয় নিলো, অতঃপর বললো, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে তোমার নিজ থেকে অনুগ্রহ দান করো এবং আমাদের কাজকর্মে আমাদের জন্য সঠিক পথ-প্রাপ্তির ব্যবস্থা করো।

فَضَرَبْنَا عَلٰۤى اٰذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ﴿۱۱﴾

১১. অতঃপর আমি ঐ গুহায় তাদের কানের উপর হাতে গোনা কয়েকটা বছর অতিবাহিত করালাম।

ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصٰى لِمَا لَبِثُوْۤا اَمَدًا ﴿۱۲﴾

১২. অতঃপর আমি তাদেরকে জাগ্রত করলাম যাতে দেখি দু'দলের মধ্যে কোন্‌টা তাদের অবস্থিতিকাল অধিক সঠিকভাবে বর্ণনা করে।

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّ ؕ
اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْنٰهُمْ هُدًى ﴿۱۳﴾

১৩. আমি তাদের ঠিক ঠিক অবস্থা আপনাকে শুনাচ্ছিঃ তারা কয়েকজন যুবক ছিলো, যারা আপন প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছিলো এবং আমি তাদের মধ্যে হিদায়ত বৃদ্ধি করেছি।

وَّ رَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ
لَنْ نَّدْعُوَاۡ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلٰـهًا لَّقَدْ قُلْنَاۤ اِذًا شَطَطًا ﴿۱۴﴾

১৪. এবং আমি তাদের চিত্তের দৃঢ়তাকে মজবুত করে দিয়েছি যখন তারা দণ্ডায়মান হয়ে বললো, আমাদের প্রতিপালক হন তিনিই, যিনি আসমান ও জমিনের প্রতিপালক, আমরা তিনি ব্যতীত অন্য কোন মাবুদের ইবাদত করবোনা। এমন হলে আমরা অবশ্যই সীমা লংঘনের কথা বলেছি।

www.dawateislami.net

هٰۤؤُلَآءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً ؕ لَوْ لَا یَاْتُوْنَ عَلَیْهِمْ

بِسُلْطٰنٍۭ بَیِّنٍ ؕ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰی عَلَی اللّٰهِ كَذِبًا ؕ﴿۱۵﴾

১৫. এ যে আমাদের সম্প্রদায়, তারা **আল্লাহ্** ব্যতীত অন্য খোদা স্থির করে রেখেছে; তারা কেন উপস্থিত করছে না তাদের সম্মুখে কোন স্পষ্ট প্রমাণ? অতঃপর তার চেয়ে অধিক যালিম কে, যে **আল্লাহ্** সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে?

وَ اِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَ مَا یَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاْوٗۤا اِلَی الْكَهْفِ یَنْشُرْ

لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَ یُهَیِّئْ لَكُمْ مِّنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا ﴿۱۶﴾

১৬. এবং যখন তোমরা তাদের নিকট থেকে ও যা কিছু তারা **আল্লাহ্** ব্যতীত পূজা করছে সেসব থেকে পৃথক হয়ে যাও, তখন গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করো। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য আপন দয়া বিস্তার করবেন এবং তোমাদের কাজের সহজতার উপায়-উপকরণ তৈরী করে দিবেন।

وَ تَرَی الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَّزٰوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْیَمِیْنِ وَ اِذَا

غَرَبَتْ تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَ هُمْ فِیْ فَجْوَةٍ مِّنْهُ ؕ

ذٰلِكَ مِنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ ؕ مَنْ یَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ

وَ مَنْ یُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِیًّا مُّرْشِدًا ﴿۱۷﴾

১৭. এবং হে মাহবুব! আপনি সূর্যকে দেখবেন যে, যখন তা উদিত হয় তখন তা তাদের গুহা থেকে ডান দিকে হেলে যায় এবং যখন অস্ত যায় তখন তাদের বাম পার্শ্ব দিয়ে হেলে অতিক্রম করে যায়; অথচ তারা ঐ গুহার উন্মুক্ত চত্বরে রয়েছে। এটা **আল্লাহ্**র নিদর্শন সমূহের অন্যতম। যাকে **আল্লাহ্** সৎপথ দেখান, তবে সেই সঠিক পথে রয়েছে এবং যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তবে কখনো তার কোন অভিভাবক, পথ প্রদর্শনকারী পাবেন না।

www.dawateislami.net

وَتَحۡسَبُهُمۡ اَيۡقَاظًا وَّهُمۡ رُقُوۡدٌ ۖۗ وَّنُقَلِّبُهُمۡ ذَاتَ الۡيَمِيۡنِ وَذَاتَ
الشِّمَالِ ۖۗ وَكَلۡبُهُمۡ بَاسِطٌ ذِرَاعَيۡهِ بِالۡوَصِيۡدِ ؕ لَوِ اطَّلَعۡتَ عَلَيۡهِمۡ
لَوَلَّيۡتَ مِنۡهُمۡ فِرَارًا وَّلَمُلِئۡتَ مِنۡهُمۡ رُعۡبًا ۝١٨

১৮. এবং আপনি তাদেরকে জাগ্রত মনে করবেন এবং তারা নিদ্রিত; আর আমি তাদেরকে ডান-বাম পার্শ্বদয় পরিবর্তন করাই এবং তাদের কুকুর আপন সম্মুখের পা দু'টি প্রসারিত করে আছে গুহাদ্বারে চৌকাঠের উপর। হে শ্রোতা! যদি তুমি তাদেরকে উঁকি দিয়েও দেখো তাহলে তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে এবং তাদের ভয়ে পূর্ণ আতংকগ্রস্থ হয়ে পড়বে।

وَكَذٰلِكَ بَعَثۡنٰهُمۡ لِيَتَسَآءَلُوۡا بَيۡنَهُمۡ ؕ قَالَ قَآئِلٌ مِّنۡهُمۡ كَمۡ لَبِثۡتُمۡ ؕ
قَالُوۡا لَبِثۡنَا يَوۡمًا اَوۡ بَعۡضَ يَوۡمٍ ؕ قَالُوۡا رَبُّكُمۡ اَعۡلَمُ بِمَا لَبِثۡتُمۡ ؕ
فَابۡعَثُوۡۤا اَحَدَكُمۡ بِوَرِقِكُمۡ هٰذِهٖۤ اِلَى الۡمَدِيۡنَةِ فَلۡيَنۡظُرۡ
اَيُّهَاۤ اَزۡكٰى طَعَامًا فَلۡيَاۡتِكُمۡ بِرِزۡقٍ مِّنۡهُ وَلۡيَتَلَطَّفۡ
وَلَا يُشۡعِرَنَّ بِكُمۡ اَحَدًا ۝١٩

১৯. এবং এভাবেই আমি তাদেরকে জাগ্রত করলাম যে, তারা একে অপরের অবস্থাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসাকারী বললো, তোমরা এখানে কতকাল অবস্থান করেছো? কেউ কেউ বললো: একদিন অবস্থান করেছি অথবা একদিনের কিছু কম। অন্যান্যরা বললো: তোমাদের প্রতিপালকই ভাল জানেন কতকাল তোমরা অবস্থান করেছো। সুতরাং তোমাদের মধ্যে একজনকে এ রৌপ্য মুদ্রা নিয়ে নগরে প্রেরণ করো! অতঃপর সে গভীরভাবে লক্ষ্য করবে যে, সেখানে কোন্ খাদ্য অধিক পবিত্র যেন তোমাদের জন্য তা থেকে কিছু খাদ্য নিয়ে আসে এবং সে যেন নম্রতা অবলম্বন করে এবং কিছুতেই যেন কাউকেও তোমাদের সম্বন্ধে কিছুই জানতে না দেয়।

www.dawateislami.net

إِنَّهُمْ إِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُمْ اَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِيْ مِلَّتِهِمْ وَلَنْ
تُفْلِحُوْٓا إِذًا اَبَدًا ﴿٢٠﴾

২০. নিশ্চয়, তারা যদি তোমাদের বিষয়ে জেনে যায়, তবে তোমাদেরকে পাথর বর্ষণ করে হত্যা করবে অথবা তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নিবে এবং এমন হলে তোমাদের কখনো মঙ্গল হবে না।

وَكَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْٓا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاَنَّ السَّاعَةَ
لَا رَيْبَ فِيْهَا ۚ إِذْ يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمْ
بُنْيَانًا ۭ رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ ۭ قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰٓى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ
عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا ﴿٢١﴾

২১. এবং এভাবে আমি তাদের বিষয় জানিয়ে দিলাম, যাতে লোকেরা জ্ঞাত হয় যে, **আল্লাহ্**র প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামতে কোন সন্দেহ নেই; যখন ঐসব লোক তাদের বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করতে লাগলো; অতঃপর (তারা) বললো: তাদের গুহার উপর কোন ইমারত নির্মাণ করো! তাদের প্রতিপালক তাদের বিষয়ে ভাল জানেন। তারা বললো: যারা এ কাজে প্রবল ছিলো, শপথ রইলো যে, আমরা তাদের উপর মসজিদ নির্মাণ করবো।

سَيَقُوْلُوْنَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ
كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ سَبْعَةٌ وَّثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۭ قُلْ
رَّبِّيْٓ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ ۬ فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ اِلَّا مِرَآءً
ظَاهِرًا ۠ وَّلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ اَحَدًا ﴿٢٢﴾

২২. এখন বলবে: তারা তিনজন, চতুর্থটি তাদের কুকুর; এবং কিছুলোক বলবে, তারা পাঁচজন, ষষ্ঠটি তাদের কুকুর না দেখে অনুমাণের উপর ভিত্তি করে; এবং কিছুলোক বলবে, তারা সাতজন এবং অষ্টমটি তাদের কুকুর।

www.dawateislami.net

আপনি বলুন: আমার প্রতিপালক তাদের সংখ্যা ভাল জানেন, কিন্তু অল্প কয়েকজনই। সুতরাং তাদের সম্পর্কে বিতর্ক করোনা, কিন্তু এতটুকু আলোচনা, যা প্রকাশ পেয়েছে; এবং তাদের সম্পর্কে কোন কিতাবীকে কিছু জিজ্ঞাসা করো না।

وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَایْءٍ اِنِّیْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ﴿۲۳﴾

২৩. এবং কখনো আপনি কোন বিষয়ে বলবেন না যে, আমি এটা আগামীকাল করবো;

اِلَّاۤ اَنْ یَّشَآءَ اللّٰهُ ۫ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِیْتَ وَقُلْ عَسٰۤی اَنْ یَّهْدِیَنِ رَبِّیْ

لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا ﴿۲۴﴾

২৪. কিন্তু এ যে, **আল্লাহ্** ইচ্ছা করলে; এবং আপন প্রতিপালককে স্মরণ করো যখন তুমি ভুলে যাও- এবং এভাবে বলো: সম্ভবতঃ আমার প্রতিপালক আমাকে এটা অপেক্ষা সত্যের নিকটতর পথ দেখাবেন।

وَلَبِثُوْا فِیْ كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِیْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا ﴿۲۵﴾

২৫. এবং তারা নিজেদের গুহায় তিনশ বছর অবস্থান করেছিলো, আরো নয় বছর বেশি।

قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا ۚ لَهٗ غَیْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَبْصِرْ بِهٖ

وَاَسْمِعْ ؕ مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِیٍّ ۫ وَّلَا یُشْرِكُ فِیْ حُكْمِهٖۤ اَحَدًا ﴿۲۶﴾

২৬. আপনি বলুন: **আল্লাহ্** ভাল জানেন তারা কতকাল অবস্থান করেছিলো; তারই জন্য আসমান সমূহ ও যমীনের সমস্ত অদৃশ্য বিষয়; তিনি কতই উত্তম দেখেন এবং কতই উত্তম শুনেন! তিনি ব্যতীত তাদের কোন অভিভাবক নেই এবং তিনি আপন হুকুম দানের মধ্যে কাউকেও শরীক করেন না।

وَاتْلُ مَاۤ اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ؕ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ۫

وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ﴿۲۷﴾

২৭. এবং পাঠ করুন যা আপনারই প্রতিপালকের কিতাব আপনার প্রতি ওহী করা হয়েছে। তাঁর বাণী সমূহ পরিবর্তন করার কেউ নেই এবং কখনই আপনি তাঁকে ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয়স্থল পাবেন না।

www.dawateislami.net

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ
وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ﴿۲۸﴾

২৮. এবং আপন আত্মাকে তাদেরই সাথে সম্বন্ধযুক্ত রাখুন, যারা সকাল-সন্ধ্যায় আপন প্রতিপালককে আহ্বান করে, তাঁরই সন্তুষ্টি চায় এবং আপনার চক্ষুদ্বয় যেন তাদেরকে ছেড়ে অন্য দিকে না ফিরে; আপনি কি পার্থিব জীবনের শোভা-সৌন্দর্য কামনা করবেন? এবং তার কথা মানবেন না, যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি এবং সে আপন খেয়াল-খুশির অনুসরণ করেছে আর তার কার্যকলাপ সীমাতিক্রম করে গেছে।

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۫ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۙ
اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا ۙ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ؕ
وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ ؕ
بِئْسَ الشَّرَابُ ؕ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿۲۹﴾

২৯. এবং বলে দিন: সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকেই; সুতরাং যার ইচ্ছা ঈমান আনুক এবং যার ইচ্ছা কুফর করুক। নিশ্চয় আমি যালিমদের জন্য ঐ আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি, যার দেয়াল সমূহ তাদেরকে পরিবেষ্টন করে নিবে এবং যদি পানির জন্য ফরিয়াদ করে তবে তাদের ফরিয়াদ পূর্ণ করা হবে ঐ পানি দ্বারা, যা গলিত ধাতুর ন্যায় যে, তার মুখমণ্ডল ভুনে ফেলবে। কতই নিকৃষ্ট পানীয় এবং দোযখ কতই নিকৃষ্ট অবস্থানের জায়গা!

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا ﴿۳۰﴾ۚ

www.dawateislami.net

৩০. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে আমি তাদের শ্রমফল বিনষ্ট করি না, যাদের কর্ম ভাল হয়।

أُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا
مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ
وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ؕ نِعْمَ الثَّوَابُ ؕ
وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾

৩১. তাদের জন্য রয়েছে বসবাসের বাগান। সেগুলোর নিম্নদেশ দিয়ে নদী সমূহ প্রবাহিত এবং সেখানে তাদেরকে স্বর্ণের কংকন পরানো হবে এবং তারা সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের সবুজ বস্ত্র পরিধান করবে, সেখানে সুসজ্জিত আসনের উপর সমাসীন হবে; কতই উত্তম পুরস্কার এবং জান্নাত কতই উত্তম আরামদায়ক স্থান!

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِاَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ
اَعْنَابٍ وَّحَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ؕ﴿٣٢﴾

৩২. এবং তাদের সম্মুখে দু'জন পুরুষের অবস্থা বর্ণনা করুন যে, তাদের মধ্যে একজনকে আমি আঙ্গুরের দু'টি বাগান দিয়েছি এবং সেই দু'টিকেই খেজুর বৃক্ষ সমূহ দ্বারা ঢেকে নিয়েছি এবং সেই দু'টির মাঝে মাঝে শস্যক্ষেত্র রেখেছি।

كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ اُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْـًٔا ۙ
وَّفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا ۙ﴿٣٣﴾

৩৩. উভয় বাগান নিজ নিজ ফলদান করলো এবং তাতে কোন কিছু কম দেয়নি এবং উভয়ের মধ্যখানে আমি নহর প্রবাহিত করেছি।

وَّكَانَ لَهٗ ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗۤ
اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّاَعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٤﴾

www.dawateislami.net

৩৪. এবং সে ফলমূলের মালিক ছিলো। অতঃপর সে আপন সাথীকে কথা প্রসঙ্গে অহংকার করে বলতো: আমি তোমার চেয়ে ধন সম্পদে অধিক হই এবং জনবল বেশি রাখি।

وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ قَالَ مَاۤ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖۤ اَبَدًا ﴿٣٥﴾

৩৫. আপন বাগানে প্রবেশ করলো আপন আত্মার উপর অত্যাচারী অবস্থায়, বললো আমি মনে করি না যে, এটা কখনো ধ্বংস হবে;

وَّمَاۤ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّيْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾

৩৬. এবং আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং যদি আমি আমার প্রতিপালকের প্রতি ফিরে যাই, তবেও তো অবশ্যই এই বাগান অপেক্ষা অধিক উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল পাবো।

قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗۤ اَكَفَرْتَ بِالَّذِيْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾ؕ

৩৭. তার সাথী তার প্রত্যুত্তরে বললো: তুমি কি তাঁরই সাথে কুফর করছো, যিনি তোমাকে মাটি থেকে তৈরী করেছেন, অতঃপর পরিশোধিত পানির ফোঁটা থেকে; তারপর তোমাকে পূর্ণাঙ্গ পুরুষ করেছেন?

لٰكِنَّا۠ هُوَ اللّٰهُ رَبِّيْ وَلَاۤ اُشْرِكُ بِرَبِّيْۤ اَحَدًا ﴿٣٨﴾

৩৮. কিন্তু আমি তো এ কথাই বলি: **আল্লাহ্**ই আমার প্রতিপালক এবং আমি কাউকেও আমার প্রতিপালকের শরীক করি না।

وَلَوْلَاۤ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ ۙ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۚ اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا ﴿٣٩﴾ۚ

৩৯. এবং কেন এমন হলো না যে, যখন তুমি আপন বাগানে প্রবেশ করেছো তখন বলতে; **আল্লাহ্** যা চান; আমাদের কোন জোর নেই, কিন্তু **আল্লাহ্**র সাহায্যের। যদি তুমি আমাকে তোমার চেয়ে ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে নিকৃষ্টতর হিসেবে দেখতে

www.dawateislami.net

فَعَسٰى رَبِّیْۤ اَنْ یُّؤْتِیَنِ خَیْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَ یُرْسِلَ عَلَیْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِیْدًا زَلَقًاۙ ﴿۴۰﴾

৪০. তবে এটা সন্নিকটে যে, আমার প্রতিপালক আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দিবেন এবং তোমার বাগানের উপর আসমান থেকে বিজলী সমূহ অবতরণ করবেন; তখন তা উদ্ভিদশূণ্য ময়দানে পরিণত হয়ে থেকে যাবে;

اَوْ یُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِیْعَ لَهٗ طَلَبًا ﴿۴۱﴾

৪১. অথবা সেটার পানি ভূ-গর্ভে ধ্বসে যাবে, অতঃপর তুমি কখনো সেটার সন্ধান করতে পারবে না।

وَ اُحِیْطَ بِثَمَرِهٖ فَاَصْبَحَ یُقَلِّبُ كَفَّیْهِ عَلٰى مَاۤ اَنْفَقَ فِیْهَا وَ هِیَ خَاوِیَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَ یَقُوْلُ یٰلَیْتَنِیْ لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّیْۤ اَحَدًا ﴿۴۲﴾

৪২. এবং সেটার ফল পরিবেষ্টিত করা হলো তখন আপন হাত মোচড়াতে মোচড়াতে রয়ে গেলো ঐ মূলধনের উপর যা এ বাগানে ব্যয় করেছিলো এবং তা আপন মাচানগুলোর উপর পতিত হলো এবং বলতে লাগলো, হায়! আমি যদি কাউকেও আপন প্রতিপালকের সাথে শরীক না করতাম।

وَ لَمْ تَكُنْ لَّهٗ فِئَةٌ یَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ مَا كَانَ مُنْتَصِرًاؕ ﴿۴۳﴾

৪৩. এবং তার নিকট এমন কোন দল ছিলো না যে, **আল্লাহ্**র সম্মুখে তার সাহায্য করতো, না সে প্রতিশোধ নেয়ার উপযোগী ছিলো।

هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّؕ هُوَ خَیْرٌ ثَوَابًا وَّ خَیْرٌ عُقْبًا۠ ﴿۴۴﴾

৪৪. এখানে সুস্পষ্ট হয় যে, ইখতিয়ার সত্যই **আল্লাহ্**র। তাঁর পুরস্কার সর্বাধিক উত্তম এবং তাঁকে মান্য করার পরিণাম সবচেয়ে ভালো।

وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِیْمًا تَذْرُوْهُ الرِّیٰحُؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿۴۵﴾

www.dawateislami.net

৪৫. এবং তাদের পার্থিব জীবনের উপমা বর্ণনা করুন: যেমন- এক পানি আমি আসমান থেকে অবতীর্ণ করেছি, অতঃপর সেটার মাধ্যমে ভূমির উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদগত হলো, যা শুষ্ক ঘাস হয়ে গেছে, যাকে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায় এবং **আল্লাহ্** প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

اَلْمَالُ وَ الْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ الْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ
عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّ خَيْرٌ اَمَلًا ﴿۴۶﴾

৪৬. ধনৈশ্বর্য ও পুত্রগণ- এটা পার্থিব জীবনেরই শোভা; এবং স্থায়ী উত্তম কথাবার্তা, সেগুলোর পুরস্কার আপনার প্রতিপালকের নিকট উত্তম এবং তা আশার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট।

وَ يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَ تَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً ۙ
وَّ حَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا ﴿۴۷﴾

৪৭. এবং যে দিন আমি পর্বত সমূহকে সঞ্চালিত করবো আর আপনি পৃথিবীকে উন্মুক্ত দেখবেন এবং আমি তাদেরকে উঠাবো, তখন তাদের মধ্যে কাউকেও ছাড়বো না।

وَ عُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا ؕ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ
مَرَّةٍۭ ۫ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ﴿۴۸﴾

৪৮. এবং সবাইকে আপনার প্রতিপালকের সম্মুখে সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত করা হবে। নিঃসন্দেহে, তোমরা আমার নিকট তেমনিভাবে এসেছো যেমন আমি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম; বরং তোমাদের ধারণা ছিলো যে, আমি কখনো তোমাদের জন্য কোন প্রতিশ্রুতির সময় রাখবো না।

وَ وُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَ يَقُوْلُوْنَ
يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّ لَا كَبِيْرَةً اِلَّاۤ
اَحْصٰىهَا ۚ وَ وَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ؕ وَ لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ﴿۴۹﴾

www.dawateislami.net

৪৯. এবং আমলনামা রাখা হবে, অতঃপর আপনি অপরাধীদেরকে দেখবেন যে, তারা তাঁর লিখন থেকে ভীত থাকবে এবং বলবে; হায়! দুর্ভাগ্য আমাদের! এ লিপিটার কি হলো! না সেটা কোন ছোট পাপকে বাদ দিয়েছে, না বড়কে; কিন্তু সেটাকে তা পরিবেষ্টন করেছে। এবং আপন সব কৃতকর্ম তারা সামনে পেয়েছে; আর আপনার প্রতিপালক কারো উপর যুলুম করেন না।

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓىِٕكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ؕ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗٓ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ؕ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا ﴿۵۰﴾

৫০. এবং স্মরণ করুন! যখন আমি ফিরিশতাদেরকে বলেছি: আদমকে সিজদা করো! তখন সবাই সিজদা করলো ইবলীস ব্যতীত, সে জিন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত ছিলো। অতঃপর সে আপন প্রতিপালকের নির্দেশ থেকে বের হয়ে গেলো। তবে কি তোমরা তাকে ও তার বংশধরকে আমার পরিবর্তে বন্ধু রূপে গ্রহণ করছো? এবং তারা তোমাদের শত্রু। যালিমগণ কতই নিকৃষ্ট বিনিময় পেলো!

مَآ اَشْهَدْتُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ ۪ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا ﴿۵۱﴾

৫১. না আমি আসমান সমূহ ও জমিন সৃষ্টি-কালে তাদেরকে সামনে বসিয়ে নিয়েছিলাম, না খোদ্ তাদেরকে সৃষ্টিকালে এবং না এ কথা আমার জন্য শোভা পায় যে, পথভ্রষ্টকারীদেরকে বাহু বানিয়ে নিবো।

وَيَوْمَ يَقُوْلُ نَادُوْا شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا ﴿۵۲﴾

৫২. এবং যেদিন বলবেন: আহ্বান করো আমার শরীকদেরকে, যা তোমরা ধারণা করতে! তখন তারা তাদেরকে আহ্বান করবে। তারা তাদেরকে জবাব দিবে না এবং আমি তাদের মধ্যস্থলে এক ধ্বংসের ময়দান করে দিবো।

www.dawateislami.net

وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا

وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿۵۳﴾

৫৩. এবং অপরাধীরা দোযখ দেখবে, অতঃপর বিশ্বাস করবে যে, তাদেরকে তাতেই পতিত হতে হবে এবং তা থেকে ফেরার কোন স্থান পাবে না।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ؕ

وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَیْءٍ جَدَلًا ﴿۵۴﴾

৫৪. এবং নিশ্চয় আমি মানুষের জন্য এ কুরআনের মধ্যে প্রত্যেক প্রকারের উপমা বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছি এবং মানুষ প্রত্যেক কিছু অপেক্ষা অধিক বিতর্ককারী।

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰى وَيَسْتَغْفِرُوْا رَبَّهُمْ

اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿۵۵﴾

৫৫. এবং মানুষকে কোন্ বস্তু এতে বাধা প্রদান করেছে যে, তারা ঈমান আনতো যখন হিদায়ত তাদের নিকট এসেছে এবং আপন প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতো? কিন্তু এটাই যে, তাদের উপর পূর্ববর্তীদের ক্ষেত্রে গৃহীত রীতি আসবে, কিংবা তাদের উপর বিভিন্ন ধরনের শাস্তি আসবে।

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ

وَيُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ

وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِىْ وَمَآ اُنْذِرُوْا هُزُوًا ﴿۵۶﴾

৫৬. এবং আমি রাসূলগণকে প্রেরণ করি না, কিন্তু সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপেই এবং যারা কাফির তারা বাতিলের আশ্রয় নিয়ে বিতণ্ডা করে যাতে তা দ্বারা সত্যকে অপসারণ করে দেয় এবং তারা আমার আয়াত সমূহকে এবং যেই ভয়ের বাণী শুনানো হয়েছে সে গুলোকে বিদ্রুপের বিষয়রূপে গ্রহণ করে নিয়েছে।

www.dawateislami.net

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ
يَدٰهُ ؕ اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْۤ اٰذَانِهِمْ
وَقْرًا ؕ وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْۤا اِذًا اَبَدًا ﴿۵۷﴾

৫৭. এবং তার চেয়ে অধিক যালিম কে, যাকে তার প্রতিপালকের আয়াত সমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার হস্তদ্বয় যা অগ্রে প্রেরণ করেছে তা ভুলে যায়? আমি তাদের অন্তরগুলোর উপর আবরণ করে দিয়েছি যাতে কুরআন না বুঝে এবং তাদের কানগুলোতে বধিরতা। আর যদি আপনি তাদেরকে হিদায়তের প্রতি আহ্বান করেন তবুও তারা কখনো সৎপথ পাবে না।

وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُو الرَّحْمَةِ ؕ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوْا لَعَجَّلَ لَهُمُ
الْعَذَابَ ؕ بَلْ لَّهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ يَّجِدُوْا مِنْ دُوْنِهٖ مَوْىِٕلًا ﴿۵۸﴾

৫৮. এবং আপনার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, দয়ালু। যদি তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের উপর পাকড়াও করতেন, তাহলে শীঘ্রই তাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করতেন; বরং তাদের জন্য একটা প্রতিশ্রুতির সময় রয়েছে, যার সামনে তারা কোন আশ্রয়স্থল পাবে না।

وَتِلْكَ الْقُرٰۤى اَهْلَكْنٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا
وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا ﴿۵۹﴾

৫৯. এবং এসব জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি যখন তারা যুলুম করেছে এবং আমি তাদের ধ্বংসের একটা প্রতিশ্রুতি রেখেছি।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰىهُ لَاۤ اَبْرَحُ حَتّٰۤى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ
اَوْ اَمْضِيَ حُقُبًا ﴿۶۰﴾

৬০. এবং স্মরণ করুন! যখন মূসা আপন খাদেমকে বললো: আমি বিরত হবো না যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে পৌঁছবো না যেখানে দু'টি সমুদ্র মিলিত হয়েছে অথবা যুগ যুগ ধরে চলতে থাকবো।

www.dawateislami.net

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَا

فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦١﴾

৬১. অতঃপর যখন তারা উভয়ে এই সমুদ্রগুলোর সঙ্গমস্থলে পৌঁছলো তখন তারা নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেলো এবং সেটা সমুদ্রের মধ্যে আপন পথ করে নিলো সুড়ঙ্গ করে।

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتٰىهُ اٰتِنَا غَدَآءَنَا ۫

لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ﴿٦٢﴾

৬২. অতঃপর যখন সেখান থেকে অতিক্রম করে গেলো, তখন মূসা খাদেমকে বললো: আমাদের প্রাতঃরাশ আনো, নিশ্চয় আমরা আমাদের এ সফরে বড় কষ্টের সম্মুখীন হলাম।

قَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَاۤ اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّىْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ ۫

وَمَاۤ اَنْسٰنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهٗ ۚ

وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ ۖۗ عَجَبًا ﴿٦٣﴾

৬৩. বললো: ভালো, দেখুন তো! যখন আমরা ঐ শিলাখণ্ডের নিকট আশ্রয় নিয়েছিলাম, তখন নিশ্চয় আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম এবং আমাকে শয়তানই ভুলিয়ে দিয়েছিলো সেটার কথা উল্লেখ করতে এবং সেটা তো সমুদ্রের মধ্যে আপন পথ করে নিয়েছে আশ্চর্যজনক ভাবে।

قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۖۗ فَارْتَدَّا عَلٰۤى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٤﴾ۙ

৬৪. মূসা বললো: এটারইতো আমরা অনুসন্ধান করছিলাম। অতঃপর তারা ফিরে নিজেদের পদচিহ্ন ধরে চলে গেলো।

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَاۤ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا

وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾

www.dawateislami.net

৬৫. অতঃপর তারা আমার বান্দাদের মধ্যে একজন বান্দাকে পেলো, যাকে আমি আমার নিকট থেকে অনুগ্রহ দান করেছি এবং তাকে আপন ইলমে লাদুন্নী দান করেছি।

قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰۤى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿۶۶﴾

৬৬. তাকে মূসা বললো: আমি কি তোমার সাথে থাকবো এ শর্তে যে, তুমি আমাকে শিক্ষা দিবে ভাল কথা, যা তোমাকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে?

قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِیْعَ مَعِیَ صَبْرًا ﴿۶۷﴾

وَ كَیْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا ﴿۶۸﴾

৬৭. বললো: আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না।
৬৮. এবং ঐ কথার উপর কিভাবে ধৈর্য ধারণ করবেন যাকে আপনার জ্ঞান পরিবেষ্টন করেনি?

قَالَ سَتَجِدُنِیْۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّ لَاۤ اَعْصِیْ لَكَ اَمْرًا ﴿۶۹﴾

৬৯. বললো: অদূর ভবিষ্যতে **আল্লাহ্** চাইলে তুমি আমাকে ধৈর্যশীল পাবে এবং আমি তোমার কোন নির্দেশের বিরোধিতা করবো না।

قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِیْ فَلَا تَسْـَٔلْنِیْ عَنْ شَیْءٍ

حَتّٰۤى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿۷۰﴾

৭০. বললো; তাহলে যদি আপনি আমার সাথে থাকেন, তবে আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি নিজে সেটা উল্লেখ করবো না।

فَانْطَلَقَا ۫ وقفة حَتّٰۤى اِذَا رَكِبَا فِی السَّفِیْنَةِ خَرَقَهَا ؕ

قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَیْـًٔا اِمْرًا ﴿۷۱﴾

৭১. অতঃপর উভয়ে চলতে লাগলো, শেষ পর্যন্ত যখন তারা নৌকায় আরোহণ করলো, তখন ঐ বান্দা সেটাকে ছেদ করে দিলো। মূসা বললো; তুমি কি এটা এ জন্য ছেদ করেছো যে, এর আরোহণকারীদেরকে নিমজ্জিত করে দিবে? নিঃসন্দেহে, তুমি এটাতো মন্দ কাজই করেছো।

www.dawateislami.net

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِیْعَ مَعِیَ صَبْرًا ﴿۷۲﴾

৭২. বললো: আমি কি বলছিলাম না যে, আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না?

قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِیْ بِمَا نَسِیْتُ وَ لَا تُرْهِقْنِیْ مِنْ اَمْرِیْ عُسْرًا ﴿۷۳﴾

৭৩. বললো: আমাকে আমার ভুলে যাবার জন্য পাকড়াও করো না এবং আমার উপর আমার কাজের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি করো না।

فَانْطَلَقَا ٚ وقفة حَتّٰۤی اِذَا لَقِیَا غُلٰمًا فَقَتَلَهٗ ۙ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِیَّةًۢ

بِغَیْرِ نَفْسٍ ؕ لَقَدْ جِئْتَ شَیْـًٔا نُّكْرًا ﴿۷۴﴾

৭৪. অতঃপর উভয়ে চলতে লাগলো; শেষ পর্যন্ত যখন একটা বালকের সাথে সাক্ষাৎ হলো তখন ঐ বান্দা তাকে হত্যা করে ফেললো। মূসা বললো: তুমি কী একটি নির্দোষ প্রাণ অন্য কোন প্রাণের বদলে ব্যতীতই হত্যা করে ফেললে? নিশ্চয় তুমি গুরুতর অন্যায় কাজ করেছো।

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِیْعَ مَعِیَ صَبْرًا ﴿۷۵﴾

৭৫. বললো: আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি কখনো আমার সাথে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না?

قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَیْءٍۭ بَعْدَهَا فَلَا تُصٰحِبْنِیْ ۚ

قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّیْ عُذْرًا ﴿۷۶﴾

৭৬. বললো: এরপর যদি আমি তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করি তবে তুমি আমার সাথে আর থেকো না; নিঃসন্দেহে আমার দিক থেকে তোমার ওযর-আপত্তি পরিপূর্ণ হয়েছে।

فَانْطَلَقَا ٚ وقفة حَتّٰۤی اِذَاۤ اَتَیَاۤ اَهْلَ قَرْیَةِ ﹰاسْتَطْعَمَاۤ اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ

یُّضَیِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِیْهَا جِدَارًا یُّرِیْدُ اَنْ یَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ ؕ

www.dawateislami.net

قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ﴿۷۷﴾

৭৭. অতঃপর উভয়ে চললো; শেষ পর্যন্ত যখন একটা গ্রামের অধিবাসীদের নিকট আসলো, তখন সেসব গ্রামবাসীর নিকট খাদ্য চাইলো। তারা তাঁদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করলো। অতঃপর উভয়ে সে গ্রামে একটা এমন প্রাচীর পেলো, যা পতিত হবার উপক্রম হয়েছিলো। উক্ত বান্দা সেটাকে স্থির করে প্রতিষ্ঠা করে দিলো। মূসা বললো: তুমি ইচ্ছা করলে সেটার জন্য কিছু পারিশ্রমিক নিতে পারতে।

قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَ بَيْنِكَ ۚ

سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿۷۸﴾

৭৮. বললো: এটাই আমার ও আপনার মধ্যে বিদায়; এখন আমি আপনাকে সেসব বিষয়ের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবো, যেগুলোর উপর আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেননি;

اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِ فَاَرَدْتُّ اَنْ

اَعِيْبَهَا وَ كَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ﴿۷۹﴾

৭৯. ঐ যে নৌকা ছিলো, সেটা এমন কিছু অভাবগ্রস্ত লোকেরই ছিলো, যারা সমুদ্রে কাজ করতো; অতঃপর আমি ইচ্ছা করলাম যে, সেটাকে ত্রুটিযুক্ত করে দিবো এবং তাদের পিছনে একজন বাদশাহ্ ছিলো যে প্রত্যেক ত্রুটিমুক্ত নৌকা ক্ষমতা প্রয়োগ করে ছিনিয়ে নিতো।

وَ اَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَآ اَنْ يُّرْهِقَهُمَا

طُغْيَانًا وَّ كُفْرًا ﴿۸۰﴾ ۚ

৮০. এবং ঐ যে বালক ছিলো, তার মাতা-পিতা মুসলমান ছিলো। তখন আমাদের আশংকা ছিলো যে, সে তাদেরকে বিদ্রোহাচরণ ও কুফরের উপর বাধ্য করবে।

فَاَرَدْنَآ اَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّ اَقْرَبَ رُحْمًا ﴿۸۱﴾

৮১. অতঃপর আমরা চাইলাম যে, তাদের উভয়ের প্রতিপালক তার চেয়ে উত্তম, পবিত্র এবং তার চেয়ে দয়ার মধ্যে অধিক নিকটতর (সন্তান) দান করবেন।

www.dawateislami.net

وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا ۚ فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَاۤ اَشُدَّهُمَا وَ يَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ۖ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهٗ عَنْ اَمْرِيْ ؕ ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿۸۲﴾

৮২. বাকী রইলো ঐ প্রাচীর, তা ছিলো নগরের দু'জন এতিম বালকের এবং সেটার নিচে তাদের গুপ্ত ধন-ভান্ডার ছিলো এবং তাদের পিতা সৎলোক ছিলো; সুতরাং আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করলেন যে, তারা উভয়ে তাদের যৌবনে পদার্পণ করুক এবং তারা আপন ধন-ভান্ডার উদ্ধার করুক; আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহ থেকে। আর এসব কিছু আমি নিজ ইচ্ছায় করিনি। এটা হচ্ছে ব্যাখ্যা ঐসব বিষয়ের যেগুলোর উপর আপনার পক্ষে ধৈর্য ধারণ করা সম্ভবপর হয়নি।

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ ؕ قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿۸۳﴾

৮৩. এবং আপনাকে যুল কারনায়ন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছে। আপনি বলুন: আমি তোমাদের নিকট তার বর্ণনা পাঠ করে শুনাচ্ছি।

اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِي الْاَرْضِ وَاٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿۸۴﴾ فَاَتْبَعَ سَبَبًا ﴿۸۵﴾

৮৪. নিশ্চয় আমি তাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়েছি এবং প্রত্যেক বস্তুর একটা উপায়-উপকরণ দান করেছি। ৮৫. অতঃপর সে একটা উপায়-উপকরণের অনুসরণ করলো।

حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِيْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَّوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ۬ؕ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّاۤ اَنْ تُعَذِّبَ وَاِمَّاۤ اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا ﴿۸۶﴾

www.dawateislami.net

৮৬. শেষ পর্যন্ত যখন সূর্য অস্ত যাওয়ার স্থানে পৌঁছলো, তখন সে সেটাকে একটা কালো কাদাময় জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখতে পেলো এবং সেখানে একটা সম্প্রদায়কে দেখতে পেলো। আমি বললাম: হে যুলকারনায়ন! হয়ত তুমি তাদেরকে শাস্তি দিবে অথবা তাদের সাথে উত্তম পন্থা অবলম্বন করতে পারো।

قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى
رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨٧﴾

৮৭. আরয করলো: যে কেউ যুলুম করবে, তাকে তো আমরা শীঘ্রই শাস্তি দিবো; অতঃপর আপন প্রতিপালকের প্রতি প্রত্যাবর্তিত হবে। তিনি তাকে মন্দ শাস্তি দিবেন।

وَ اَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَآءَ ا۟لْحُسْنٰى ۚ
وَ سَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٨﴾ ؕ

৮৮. এবং যে ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে, তবে তার প্রতিদান কল্যাণই রয়েছে এবং অনতিবিলম্বে আমি তাকে সহজ কাজ বাতলিয়ে দিবো।

ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٩﴾ حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ
عَلٰى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا ﴿٩٠﴾ ۙ

৮৯. অতঃপর সে একটা উপায়-উপকরণের অনুসরণ করলো। ৯০. শেষ পর্যন্ত যখন সূর্যোদয় স্থলে পৌঁছলো তখন সেটাকে এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হতে দেখতে পেলো, যাদের জন্য আমি সূর্য থেকে কোন অন্তরাল সৃষ্টি করিনি;

كَذٰلِكَ ؕ وَ قَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩١﴾ ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٢﴾

৯১. প্রকৃত ঘটনা এই; এবং যা কিছু তার নিকট ছিলো সবকিছুকেই আমার জ্ঞান পরিবেষ্টনকারী। ৯২. অতঃপর (অন্য) একটা উপকরণের অনুসরণ করলো।

حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا ۙ
لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ﴿٩٣﴾

www.dawateislami.net

৯৩. শেষ পর্যন্ত যখন দু'টি পর্বতের মধ্যবর্তী স্থলে পৌঁছলো, তখন সেগুলো থেকে এদিকে কিছু এমন লোক পেলো, যারা কোন কথা বুঝতে পারছে বলে মনে হচ্ছিলো না।

قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَ مَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ
فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰۤى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾

৯৪. তারা বললো: হে যুলকারনায়ন! নিশ্চয় য়া'জুজ ও মা'জুজ ভূ-পৃষ্ঠে অশান্তি সৃষ্টি করছে, সুতরাং আমরা কি আপনার জন্য কিছু অর্থ যোগান দিবো এ শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটা প্রাচীর গড়ে দিবেন?

قَالَ مَا مَكَّنِّيْ فِيْهِ رَبِّيْ خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِيْ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ
وَ بَيْنَهُمْ رَدْمًا ۙ﴿٩٥﴾

৯৫. বললো: যার উপর আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমতা দিয়েছেন তাই উৎকৃষ্ট; সুতরাং আমাকে সাহায্য 'শক্তি' দ্বারা করো। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যখানে একটা মজবুত প্রাচীর গড়ে দিবো;

اٰتُوْنِيْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ ؕ حَتّٰۤى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا ؕ
حَتّٰۤى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا ۙ قَالَ اٰتُوْنِيْۤ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ؕ﴿٩٦﴾

৯৬. আমার নিকট লোহার তক্তা সমূহ আনয়ন করো। শেষ পর্যন্ত তারা যখন প্রাচীরকে দু'পর্বতের পার্শ্বগুলোর সমান করে দিলো, তখন বললো: তোমরা ফুঁকতে থাকো। শেষ পর্যন্ত যখন সেটাকে আগুন করে দিলো তখন বললো: নিয়ে এসো আমি এর উপর গলিত তামা ঢেলে দিই।

فَمَا اسْطَاعُوْۤا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَ مَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ﴿٩٧﴾

৯৭. অতঃপর য়া'জুজ ও মা'জুজ সেটার উপর না আরোহণ করতে পারলো এবং না তাতে ছিদ্র করতে পারলো।

قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّيْ ۚ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ۚ
وَ كَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا ؕ﴿٩٨﴾

www.dawateislami.net

৯৮. বললো: এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। অতঃপর যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুত সময় আসবে তখন সেটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবেন এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য।

وَ تَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ
وَّ نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا ﴿۹۹﴾

৯৯. এবং সেদিন আমি তাদেরকে ছেড়ে দিবো এ অবস্থায় যে, তাদের একদল অপর দলের উপর সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় পতিত হবে এবং শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে। অতঃপর আমি সবাইকে একত্রিত করে আনবো।

وَّ عَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضَا ﴿۱۰۰﴾

১০০. এবং সেদিন আমি জাহান্নামকে কাফিরদের সম্মুখে উপস্থিত করবো।

الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِيْ
وَ كَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ﴿۱۰۱﴾

১০১. তারা হচ্ছে ঐসব লোক, যাদের চক্ষুগুলোর উপর আমার স্মরণ থেকে পর্দা পড়েছিলো এবং সত্য কথা শুনতে পারতো না।

اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِيْۤ اَوْلِيَآءَ
اِنَّاۤ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا ﴿۱۰۲﴾

১০২. তবে কি কাফিররা একথা মনে করে যে, আমার বান্দাদেরকে আমার পরিবর্তে অভিভাবক করে নিবে? নিশ্চয় আমি কাফিরদের আতিথেয়তার জন্য জাহান্নাম তৈরী করে রেখেছি।

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ﴿۱۰۳﴾

১০৩. আপনি বলুন: আমি কি তোমাদেরকে বলে দিবো সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্যহীন কর্ম কাদের?

www.dawateislami.net

اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ

صُنْعًا ﴿١٠٤﴾

১০৪. তাদেরই, যাদের সমস্ত প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনেই হারিয়ে গেছে এবং তারা এ ধারণায় রয়েছে যে, তারা সৎকর্ম করছে;

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ

لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ﴿١٠٥﴾

১০৫. এসব লোক হচ্ছে তারাই, যারা আপন প্রতিপালকের আয়াত সমূহ এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয়কে অস্বীকার করেছে অতঃপর তাদের কি রইলো? সবই নিষ্ফল হয়েছে। সুতরাং আমি তাদের জন্য কিয়ামত দিবসে কোন ওজন স্থির করবো না।

ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِىْ وَرُسُلِىْ هُزُوًا ﴿١٠٦﴾

১০৬. জাহান্নাম- এটাই তাদের প্রতিফল, এ কারণে যে, তারা কুফর করেছে এবং আমার নিদর্শন সমূহ ও আমার রাসূলগণকে বিদ্রূপের বিষয়রূপে গ্রহন করেছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾

১০৭. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করছে, ফিরদাউসের বাগানই তাদের আতিথেয়তা।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٨﴾

১০৮. তারা সর্বদা তাতেই থাকবে, তা থেকে স্থানান্তর কামনা করবে না।

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ

كَلِمٰتُ رَبِّىْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾

www.dawateislami.net

১০৯. আপনি বলে দিন: যদি সমূদ্র আমার প্রতিপালকের বাণী সমূহ লিখার জন্য কালি হয়, তবে অবশ্যই সমূদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে আর আমার প্রতিপালকের বাণী সমূহ শেষ হবে না, যদিও আমি অনুরূপ আরো (সমূদ্র) এর সাহায্যর্থে নিয়ে আসি।

قُلْ اِنَّمَاۤ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ یُوْحٰۤى اِلَیَّ اَنَّمَاۤ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌۚ
فَمَنْ كَانَ یَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا یُشْرِكْ
بِعِبَادَةِ رَبِّهٖۤ اَحَدًا ﴿۱۱۰﴾

১১০. আপনি বলুন: (প্রকাশ্য মানবীয় আকৃতিতে তো) আমি তোমাদের মতো, আমার নিকট ওহী আসে যে, তোমাদের মাবুদ একমাত্র মাবুদই। সুতরাং যার আপন প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করার আশা আছে তার উচিৎ যেন সে সৎকর্ম করে এবং সে যেন আপন প্রতিপালকের ইবাদতে অন্য কাউকেও শরীক না করে।

সূরা ফাতাহ এর ৩টি ফযীলত

(১) হুদাইবিয়া থেকে ফিরে আসার সময় মক্কায়ে মুকার্‌রমা ও মদীনায়ে মুনাওয়ারার (মধ্যবর্তী) রাস্তায় এই সূরা নাযিল হয়। এই সূরা যখন নাযিল হয়, তখন **নবী করীম, রঊফুর রাহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আজ রাতে আমার প্রতি এমন একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, যা আমার নিকট দুনিয়ার সমস্ত জিনিসের চাইতে প্রিয়।"

(সহীহ বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, ৩য় খন্ড, ৩২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৮৩৩)

(২) যেই সময় রমযান শরীফের চাঁদ দেখা যায় তখন সূরা ফাতাহ তিন বার পাঠ করলে সারা বছর রিযিকের মধ্যে প্রশস্থতা লাভ হয়। নৌকায় আরোহণ করার সময় পড়লে, ডুবে যাওয়া থেকে নিরাপদে থাকে। ঝগড়া-বিবাদ ও যুদ্ধের সময় লিখে সাথে রাখলে নিরাপত্তা লাভ হয়। (জান্নাতী যেওর, ৫৯৬ পৃষ্ঠা)

(৩) শত্রুর উপর বিজয় লাভের জন্য এটাকে ২১বার পাঠ করুন। যদি রমযানের চাঁদ দেখে সেটার সামনে পড়া হয় তাহলে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ সারা বছর ধরে নিরাপদ থাকবে। (জান্নাতী যেওর, ৫৯৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আয়াত: ২৯

সূরা ফাতাহ, মাদানী

রুকু: ৪

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

اِنَّا فَتَحۡنَا لَکَ فَتۡحًا مُّبِیۡنًا ۙ﴿۱﴾

১. নিশ্চয় আমি আপনার জন্য সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি;

لِّیَغۡفِرَ لَکَ اللّٰہُ مَا تَقَدَّمَ مِنۡ ذَنۡۢبِکَ وَ مَا تَاَخَّرَ وَ یُتِمَّ نِعۡمَتَہٗ عَلَیۡکَ

وَ یَہۡدِیَکَ صِرَاطًا مُّسۡتَقِیۡمًا ۙ﴿۲﴾

২. যাতে **আল্লাহ্** আপনার কারণে পাপ ক্ষমা করে দেন আপনার পূর্ববর্তীদের ও আপনার পরবর্তীদের এবং আপন নিয়ামত সমূহ আপনার উপর পরিপূর্ণ করে দেন আর আপনাকে সোজা পথ দেখিয়ে দেন;

وَّ یَنۡصُرَکَ اللّٰہُ نَصۡرًا عَزِیۡزًا ﴿۳﴾

৩. এবং **আল্লাহ্** আপনাকে বড় ধরণের সাহায্য করেন।

ہُوَ الَّذِیۡۤ اَنۡزَلَ السَّکِیۡنَۃَ فِیۡ قُلُوۡبِ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ لِیَزۡدَادُوۡۤا اِیۡمَانًا

مَّعَ اِیۡمَانِہِمۡ ؕ وَ لِلّٰہِ جُنُوۡدُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ؕ

وَ کَانَ اللّٰہُ عَلِیۡمًا حَکِیۡمًا ۙ﴿۴﴾

৪. তিনিই হন, যিনি ঈমানদারদের অন্তর সমূহে প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন, যাতে তাদের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাসের উপর দৃঢ় বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়; এবং **আল্লাহ্**রই মালিকানাধীন সমস্ত বাহিনী আসমান সমূহ ও জমিনের; এবং **আল্লাহ্** জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়;

www.dawateislami.net

لِّيُدۡخِلَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ وَ الۡمُؤۡمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ
خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَا وَ يُكَفِّرَ عَنۡهُمۡ سَيِّاٰتِهِمۡ ؕ
وَ كَانَ ذٰلِكَ عِنۡدَ اللّٰهِ فَوۡزًا عَظِيۡمًا ۙ﴿۵﴾

৫. যাতে ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে বাগান সমূহে নিয়ে যান, যেগুলোর নিম্নদেশে নহর সমূহ প্রবাহমান, তারা সেগুলোর মধ্যে স্থায়ীভাবে থাকবে; এবং তাদের পাপরাশি তাদের থেকে মোছন করে দেন। আর এটা **আল্লাহ্**র নিকট মহা সাফল্য।

وَّ يُعَذِّبَ الۡمُنٰفِقِيۡنَ وَ الۡمُنٰفِقٰتِ وَ الۡمُشۡرِكِيۡنَ وَ الۡمُشۡرِكٰتِ الظَّآنِّيۡنَ
بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوۡءِ ؕ عَلَيۡهِمۡ دَآئِرَةُ السَّوۡءِ ۚ وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيۡهِمۡ
وَ لَعَنَهُمۡ وَ اَعَدَّ لَهُمۡ جَهَنَّمَ ؕ وَ سَآءَتۡ مَصِيۡرًا ﴿۶﴾

৬. এবং শাস্তি দেন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীদেরকে এবং মুশরীক পুরুষ ও মুশরীক নারীদেরকে, যারা **আল্লাহ্** সম্বন্ধে ধারণা পোষণ করে মন্দ ধারণা। তাদের উপর রয়েছে মহা বিপদ এবং **আল্লাহ্** তাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং তাদের উপর অভিসম্পাত করছেন আর তাদের জন্য জাহান্নাম তৈরী করেছেন এবং তা কতই মন্দ পরিণাম।

وَ لِلّٰهِ جُنُوۡدُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَزِيۡزًا حَكِيۡمًا ﴿۷﴾

৭. এবং **আল্লাহ্**রই মালিকানাধীন আসমান সমূহ ও জমিনের সমস্ত বাহিনী এবং **আল্লাহ্** সম্মান ও প্রজ্ঞাময়।

اِنَّاۤ اَرۡسَلۡنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيۡرًا ۙ﴿۸﴾

৮. নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি উপস্থিত-প্রত্যক্ষকারী (হাযির-নাযির) করে এবং সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী করে;

www.dawateislami.net

لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ؕ
وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ﴿۹﴾

৯. যাতে হে লোকেরা! তোমরা **আল্লাহ্** ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনো এবং রাসূলের মহত্ব বর্ণনা ও (তাঁর প্রতি) সম্মান প্রদর্শন করো আর সকাল-সন্ধ্যা **আল্লাহ্** তাআলার পবিত্রতা ঘোষণা করো!

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ؕ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ۚ
فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ
فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۱۰﴾

১০. ঐসব লোক, যারা আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ করছে তারা তো **আল্লাহ্**রই নিকট বায়'আত গ্রহন করছে। তাদের হাতগুলোর উপর **আল্লাহ্**র হাত রয়েছে। সুতরাং যে কেউ অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে সে নিজেরই অনিষ্টার্থে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে; আর যে কেউ পূরণ করেছে ঐ অঙ্গীকারকে যা সে **আল্লাহ্**র সাথে করেছিলো, তবে অতি সত্বর **আল্লাহ্** তাকে মহা পুরস্কার দিবেন।

سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَاۤ اَمْوَالُنَا وَاَهْلُوْنَا
فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ قُلْ فَمَنْ
يَّمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ؕ
بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿۱۱﴾

১১. এখন আপনাকে, যেসব মরুবাসী পিছনে (ঘরে) রয়ে গিয়েছিলো তারা বলবে, আমাদের ধন-সম্পদ ও আমাদের পরিবার-পরিজনই আমাদেরকে যাওয়া থেকে বিরত রেখেছে। এখন হুযুর! আমাদের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করুন। তাদের মুখেই ঐ কথা বলে, যা তাদের অন্তরে নেই। আপনি বলুন: সুতরাং **আল্লাহ্**র সামনে তোমাদের রক্ষার্থে কার কি ক্ষমতা আছে, যদি তিনি তোমাদের অনিষ্ট চান অথবা তোমাদের মঙ্গলের ইচ্ছা করেন? বরং **আল্লাহ্** তোমাদের কৃতকর্ম সমূহ সম্পর্কে অবগত আছেন।

www.dawateislami.net

بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ اِلٰۤى
اَهْلِيْهِمْ اَبَدًا وَّ زُيِّنَ ذٰلِكَ فِیْ قُلُوْبِكُمْ وَ ظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ ۚۖ
وَ كُنْتُمْ قَوْمًۢا بُوْرًا ﴿۱۲﴾

১২. বরং তোমরা তো মনে করেছিলে যে, রাসূল ও মুসলমানগণ কখনো তাদের গৃহগুলোর দিকে ফিরে আসবে না এবং সেটাকেই নিজেদের অন্তর সমূহের মধ্যে ভালো মনে করে বসেছিলে এবং তোমরা মন্দ ধারণাই পোষণ করেছো। আর তোমরা ধ্বংস হবার লোক ছিলে।

وَ مَنْ لَّمْ يُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ
فَاِنَّاۤ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا ﴿۱۳﴾

১৩. এবং যারা ঈমান আনেনি **আল্লাহ্** ও তাঁর রাসূলের উপর, নিশ্চয় আমি কাফিরদের জন্য জ্বলন্ত আগুন তৈরী করে রেখেছি।

وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ
يَّشَآءُ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۱۴﴾

১৪. এবং **আল্লাহ্**রই জন্য আসমান সমূহ ও জমিনের বাদশাহী; যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং **আল্লাহ্** ক্ষমাশীল, দয়ালু।

سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَاْخُذُوْهَا ذَرُوْنَا
نَتَّبِعْكُمْ ۚ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِ ؕ قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا
كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا ؕ
بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۱۵﴾

১৫. এখন যারা পিছনে বসে আছে তারা বলবে; যখন তোমরা গণীমতের মাল নিতে যাবে, সুতরাং আমাদেরকেও তোমাদের পিছনে আসতে দাও! তারা চায় **আল্লাহ্**র বাণী বদলে ফেলতে। আপনি বলুন: তোমরা কখনো আমাদের সাথে

www.dawateislami.net

এসো না! **আল্লাহ্** প্রথম থেকে এমনিই বলে দিয়েছেন। সুতরাং তখন বলবেঃ বরং তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করছো। বরং তারা কথা বুঝতো না, কিন্তু স্বল্প কিছু।

قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ ۚ فَاِنْ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿۱۶﴾

১৬. ঐসব পিছনে অবস্থানকারী মরুবাসীদেরকে বলে দিনঃ অনতিবিলম্বে তোমাদেরকে এক জঘন্য যুদ্ধবাজ সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান করা হবে যে, তাদের সাথে যুদ্ধ করো। অথবা তারা মুসলমান হয়ে যাবে। অতঃপর যদি তোমরা আদেশ মান্য করো, তবে **আল্লাহ্** তোমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিবেন। আর যদি ফিরে যাও যেমন পূর্বে ফিরে গিয়েছিলে, তবে তোমাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি দিবেন।

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ ؕ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿۱۷﴾

১৭. অন্ধের জন্য কোন অপরাধ নেই এবং না খোঁড়া ব্যক্তির জন্য কোন অপরাধ আছে এবং না ব্যাধিগ্রস্থের উপর জবাবদিহিতা আছে। এবং যে ব্যক্তি **আল্লাহ্** ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য করে, **আল্লাহ্** তাকে বাগান সমূহে নিয়ে যাবেন, যেগুলোর নিম্নদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত; এবং যে ফিরে যাবে তাকে বেদনাদায়ক শাস্তি দিবেন।

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴿۱۸﴾

www.dawateislami.net

১৮. নিশ্চয় **আল্লাহ্** সন্তুষ্ট হয়েছেন ঈমানদারদের প্রতি যখন তারা এ বৃক্ষের নিচে আপনার নিকট বায়আত গ্রহণ করছিলো। সুতরাং **আল্লাহ্** জেনেছেন যা তাদের অন্তর সমূহে রয়েছে। অতঃপর তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করেছেন এবং তোমাদেরকে শীঘ্র আগমনকারী বিজয়ের পুরস্কার দিয়েছেন;

وَّ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿۱۹﴾

১৯. এবং বহুল পরিমাণে গণীমতের মাল, যেগুলো তারা নিবে এবং **আল্লাহ্** সম্মান ও প্রজ্ঞাময়।

وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ
وَ كَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَ لِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ
وَ يَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۙ﴿۲۰﴾

২০. এবং **আল্লাহ্** তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছেন বহুল পরিমাণে গণীমতের, যা তোমরা গ্রহণ করবে। সুতরাং তোমাদেরকে এটা শীঘ্রই দান করেছেন এবং মানুষের (অনিষ্টের) হাত তোমাদের দিক থেকে রুখে দিয়েছেন; এবং এ জন্য যে, ঈমানদারদের জন্য নিদর্শন হবে এবং তোমাদেরকে সরল পথ দেখাবেন;

وَّ اُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا ؕ
وَ كَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿۲۱﴾

২১. এবং আরো একটা, যা তোমাদের ক্ষমতাধীন ছিলো না, (তা) **আল্লাহ্**র করায়ত্বাধীন রয়েছে। এবং **আল্লাহ্** সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল।

وَ لَوْ قٰتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوُا الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ
وَلِيًّا وَّ لَا نَصِيْرًا ﴿۲۲﴾

২২. এবং যদি কাফিররা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তবে অবশ্যই তোমাদের সাথে মুকাবিলা থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, অতঃপর কোন রক্ষক ও সাহায্যকারী পাবে না।

www.dawateislami.net

سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِیۡ قَدۡ خَلَتۡ مِنۡ قَبۡلُ ۚۖ

وَ لَنۡ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبۡدِیۡلًا ﴿۲۳﴾

২৩. **আল্লাহ্**র এ নিয়মই, যা পূর্ব থেকে চলে আসছে; এবং কখনো আপনি **আল্লাহ্**র বিধানে পরিবর্তন পাবেন না।

وَ هُوَ الَّذِیۡ کَفَّ اَیۡدِیَهُمۡ عَنۡکُمۡ وَ اَیۡدِیَکُمۡ عَنۡهُمۡ بِبَطۡنِ مَکَّةَ مِنۡۢ

بَعۡدِ اَنۡ اَظۡفَرَکُمۡ عَلَیۡهِمۡ ؕ وَ کَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ بَصِیۡرًا ﴿۲۴﴾

২৪. এবং তিনিই হন, যিনি তাদের হাতকে তোমাদের থেকে প্রতিরুদ্ধ করেছেন এবং তোমাদের হাতকে তাদের থেকে প্রতিরুদ্ধ করেছেন মক্কার উপত্যকায় এরপর যে, তোমাদেরকে তাদের উপর ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছিলেন এবং **আল্লাহ্** তোমাদের কর্ম প্রত্যক্ষ করছেন।

هُمُ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا وَ صَدُّوۡکُمۡ عَنِ الۡمَسۡجِدِ الۡحَرَامِ وَ الۡهَدۡیَ

مَعۡکُوۡفًا اَنۡ یَّبۡلُغَ مَحِلَّهٗ ؕ وَ لَوۡ لَا رِجَالٌ مُّؤۡمِنُوۡنَ وَ نِسَآءٌ مُّؤۡمِنٰتٌ

لَّمۡ تَعۡلَمُوۡهُمۡ اَنۡ تَطَـُٔوۡهُمۡ فَتُصِیۡبَکُمۡ مِّنۡهُمۡ مَّعَرَّةٌۢ بِغَیۡرِ عِلۡمٍ ۚ

لِیُدۡخِلَ اللّٰهُ فِیۡ رَحۡمَتِهٖ مَنۡ یَّشَآءُ ۚ لَوۡ تَزَیَّلُوۡا لَعَذَّبۡنَا الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا

مِنۡهُمۡ عَذَابًا اَلِیۡمًا ﴿۲۵﴾

২৫. ঐসব হচ্ছে তারাই, যারা কুফর করেছে এবং তোমাদেরকে মসজিদে হারাম থেকে বাধা দিয়েছে এবং কুরবানীর পশুগুলো বাধাপ্রাপ্ত হয়ে রয়েছে আপন স্থানে পৌঁছা থেকে। এবং যদি এমন না হতো যে, কিছু সংখ্যক মুসলমান পুরুষ ও কিছু সংখ্যক মুসলমান নারী, যাদের সম্পর্কে তোমরা অবগত নও, তাদেরকে তোমরা পদদলিত করবে, অতঃপর তোমাদেরকে তাদের দিক থেকে অজ্ঞাতসারে কোন অবাঞ্ছিত বিষয় স্পর্শ করবে, তবে আমি তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দিতাম। তাদের এ পরিত্রাণ এ জন্য যে, **আল্লাহ্** আপন অনুগ্রহে প্রবিষ্ট করেন যাকে চান। আর যদি তারা পৃথক হয়ে যেতো, তবে অবশ্যই আমি তাদের মধ্য থেকে কাফিরদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি দিতাম।

www.dawateislami.net

إِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْۤا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمًا ﴿۲۶﴾

২৬. যখন কাফিরগণ তাদের হৃদয়ে পোষণ করে রেখেছে হটকারীতা অন্ধকার যুগের গোত্রীয় অহমিকার মতো অহমিকা, তখন **আল্লাহ্** আপন প্রশান্তি আপন রাসূল ও ঈমানদারদের উপর অবতীর্ণ করেছেন এবং খোদাভীরুতার বাণী তাদের উপর অপরিহার্য করেছেন; এবং তারা এরই অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত ছিলো। এবং **আল্লাহ্** সবকিছু জানেন।

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ۙ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ ۙ لَا تَخَافُوْنَ ؕ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴿۲۷﴾

২৭. নিশ্চয় **আল্লাহ্** সত্য করে দেখিয়েছেন আপন রাসূলের সত্য স্বপ্নকে; নিশ্চয় তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে যদি **আল্লাহ্** চান, নিরাপদে, স্বীয় মাথার চুল মুণ্ডিত অবস্থায় অথবা চুল ছেঁটে, নির্ভয়ে; সুতরাং তিনি জেনেছেন যা তোমাদের জানা নেই অতএব, এর পূর্বে এক আসন্ন বিজয় রেখেছেন।

هُوَ الَّذِيْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿۲۸﴾

২৮. তিনিই হন, যিনি আপন রাসূলকে সঠিক পথ-নির্দেশনা ও সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন, যাতে সেটাকে সমস্ত দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন এবং **আল্লাহ্** হন যথেষ্ট সাক্ষী।

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ۫

www.dawateislami.net

سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ ۛۖ وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ ۛ۫ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ؕ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۲۹﴾

২৯. মুহাম্মদ **আল্লাহ্**র রাসূল; এবং তাঁর সঙ্গে যারা আছে, কাফিরদের উপর কঠোর এবং পরস্পরের মধ্যে দয়াশীল, তুমি তাদেরকে দেখবে রুকূকারী, সিজদারত, **আল্লাহ্**র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদের চিহ্ন তাদের চেহারায় রয়েছে সিজদার চিহ্ন থেকে, তাদের গুণাবলী তাওরীতের মধ্যে রয়েছে এবং তাদের অনুরূপ গুণাবলী রয়েছে ইন্‌জীলে; যেমন একটা ক্ষেত, যা আপন চারা উৎপন্ন করেছে, অতঃপর সেটাকে শক্তিশালী করেছে, তারপর তা শক্ত হয়েছে, তারপর আপন কাণ্ডের উপর সোজা হয়ে দাণ্ডায়মান হয়েছে, যা চাষীদেরকে আনন্দ দেয়, যাতে তাদের দ্বারা কাফিরদের অন্তর ঈর্ষার আগুনে জ্বলে; **আল্লাহ্** ওয়াদা করেছেন তাদেরই সাথে, যারা তাদের মধ্যে ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ- ক্ষমা ও মহা প্রতিদানের।

অন্তরে ঈমানের নূর পাওয়ার একটি উপায়

হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: "যে ব্যক্তি রাগ প্রয়োগ (বাস্তবায়ন) করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তা দমন করে নিয়েছে **আল্লাহ্ তাআলা** তার অন্তরকে প্রশান্তি ও ঈমান দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবেন।" (জামেউস সগীর লিস সুয়ুতী, ৫৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮৯৯৭)

ঘটনা

কোন এক ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে গালি দিলো। তিনি বললেন: "যদি কিয়ামতের দিন আমার গুনাহের পাল্লা ভারী হয় তবে তুমি আমাকে যা বলেছ আমি তার চাইতেও খারাপ। আর আমার গুনাহের পাল্লা যদি হালকা হয় তবে আমি তোমার গালির কোন পরোয়া করি না।" (ইত্তেহাফুস্ সাদাতুল মুত্তাকীন, ৯ম খন্ড, ৪১৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

সূরা দুখান এর ৩টি ফযীলত

(১) **সুলতানে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি কোন রাতে সূরা দুখান পাঠ করবে, তাহলে সত্তর হাজার ফিরিশতা সকাল হওয়া পর্যন্ত তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকবে।"

(সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৪০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৮৯৭)

(২) **নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে (ব্যক্তি) বৃহস্পতিবার রাতে সূরা দুখান পাঠ করলো, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।" (সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৪০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৮৯৮)

(৩) **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে (ব্যক্তি) জুমার দিন কিংবা রাতে সূরা দুখান পাঠ করবে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।" (মু'জামুল কবীর, ৮ম খন্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮০২৬)

আয়াত: ৫৯ | **সূরা দুখান, মক্কী** | রুকু: ৩

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

حٰمٓ ۚ﴿۱﴾ وَ الۡکِتٰبِ الۡمُبِیۡنِ ۙ﴿۲﴾

১. হা-মীম। ২. শপথ ঐ সুস্পষ্ট কিতাবের;

اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنٰہُ فِیۡ لَیۡلَۃٍ مُّبٰرَکَۃٍ اِنَّا کُنَّا مُنۡذِرِیۡنَ ﴿۳﴾

৩. নিশ্চয় আমি সেটাকে বরকতময় রাত্রিতে অবতীর্ণ করেছি; নিশ্চয় আমি সতর্ককারী।

فِیۡہَا یُفۡرَقُ کُلُّ اَمۡرٍ حَکِیۡمٍ ۙ﴿۴﴾

৪. তাতে বন্টন করে দেয়া হয় প্রত্যেক হিকমতময় কাজ;

اَمۡرًا مِّنۡ عِنۡدِنَا ؕ اِنَّا کُنَّا مُرۡسِلِیۡنَ ۚ﴿۵﴾

৫. নির্দেশক্রমে আমার নিকট থেকে। নিশ্চয় আমি প্রেরণকারী।

www.dawateislami.net

رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۙ﴿۶﴾

৬. আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে অনুগ্রহ। নিশ্চয় তিনি শুনেন, জানেন;

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا ۘ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ﴿۷﴾

৭. তিনিই, যিনি প্রতিপালক আসমান সমূহ ও জমিনের এবং যা কিছু উভয়ের মধ্যখানে রয়েছে; যদি তোমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস থাকে।

لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَ يُمِيْتُ ؕ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ اٰبَآىٕكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿۸﴾

৮. তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত নেই, তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান, তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্ববর্তী বাপ-দাদার প্রতিপালক।

بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ يَّلْعَبُوْنَ ﴿۹﴾

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ ۙ﴿۱۰﴾

৯. বরং তারা সন্দেহের মধ্যে পড়ে খেলা করছে। ১০ সুতরাং তোমরা ঐ দিনের অপেক্ষায় থাকো, যেদিন আসমান এক প্রকাশ্য ধোঁয়া আনবে,

يَّغْشَى النَّاسَ ؕ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۱﴾

১১. যা লোকজনকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। এটা হচ্ছে বেদনাদায়ক শাস্তি।

رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۲﴾

১২. ঐদিন বলবে: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর থেকে শাস্তি অপসারিত করে দাও! আমরা ঈমান আনছি।

اَنّٰى لَهُمُ الذِّكْرٰى وَ قَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ۙ﴿۱۳﴾

১৩. কোথা থেকে হবে তাদের উপদেশ মান্য করা! অথচ তাদের নিকট সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী রাসূল তাশরীফ এনেছেন।

ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ قَالُوْا مُعَلَّمٌ مَّجْنُوْنٌ ﴿۱۴﴾

১৪. অতঃপর তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং বলেছে: শিক্ষাপ্রাপ্ত উন্মাদ।

www.dawateislami.net

إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآئِدُونَ ﴿١٥﴾

১৫. আমি কিছুদিনের জন্য শাস্তি অপসারিত করে থাকি তোমরা পুনরায় তাই করবে।

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى ۚ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ﴿١٦﴾

১৬. যেদিন আমি সর্বোপেক্ষা বড় ধরণের পাকড়াও করবো, নিশ্চয় আমি প্রতিশোধ গ্রহনকারী।

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿١٧﴾

১৭. এবং নিশ্চয় আমি তাদের পূর্বে ফিরআউনের সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছি এবং তাদের নিকট একজন সম্মানিত রাসূল তাশরীফ এনেছেন;

أَنْ أَدُّوٓا إِلَيَّ عِبَادَ اللّٰهِ ۖ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٨﴾

১৮. যে, **আল্লাহ্**র বান্দাদেরকে আমার নিকট সোপর্দ করে দাও! নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল হই।

وَّأَنْ لَّا تَعْلُوا عَلَى اللّٰهِ ۚ إِنِّيٓ اٰتِيكُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿١٩﴾

১৯. এবং **আল্লাহ্**র মুকাবিলায় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করো না। আমি তোমাদের নিকট এক সুস্পষ্ট সনদ নিয়ে আসছি।

وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ﴿٢٠﴾

২০. এবং আমি আশ্রয় নিচ্ছি আপন প্রতিপালকও তোমাদের প্রতিপালকের এ থেকে যে, তোমরা আমাকে প্রস্তরাঘাত করবে।

وَإِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ ﴿٢١﴾

২১. এবং যদি তোমরা আমাকে বিশ্বাস না করো তাহলে আমার নিকট থেকে সরে পড়ো।

فَدَعَا رَبَّهٗٓ أَنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ﴿٢٢﴾

২২. সুতরাং সে আপন প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করলো যে, এরা অপরাধী লোক।

فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ ﴿٢٣﴾

www.dawateislami.net

২৩. আমি নির্দেশ দিলাম যে, আমার বান্দাদেরকে রাতারাতি নিয়ে বের হয়ে পড়ো। অবশ্যই তোমাদের পিছু ধাওয়া করা হবে।

وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ؕ اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. এবং সমূদ্রকে এভাবে স্থানে স্থানে উন্মুক্ত ছেড়ে দাও। নিশ্চয় ঐ বাহিনীকে নিমজ্জিত করা হবে।

كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ ﴿٢٥﴾ۙ وَّ زُرُوْعٍ وَّ مَقَامٍ كَرِيْمٍ ﴿٢٦﴾ۙ

২৫. তারা কত বাগান ও প্রস্রবণই ছেড়ে গেছে! ২৬. এবং ক্ষেত ও উত্তম বাসস্থান সমূহ;

وَّ نَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ ﴿٢٧﴾ۙ

كَذٰلِكَ ۫ وَ اَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ﴿٢٨﴾

২৭. এবং নিয়ামত সমূহ, যেগুলোর মধ্যে তারা আনন্দিত ছিলো। ২৮. আমি অনুরূপই করেছি; এবং সেগুলোর উত্তরাধিকারী অন্য সম্প্রদায়কে করে দিয়েছি।

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَ الْاَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ ﴿٢٩﴾ؒ

২৯. সুতরাং তাদের জন্য আসমান ও জমিন ক্রন্দন করেনি এবং তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়নি।

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ﴿٣٠﴾ۙ

৩০. এবং নিশ্চয় আমি বনী-ইস্রাঈলকে লাঞ্ছনার শাস্তি থেকে মুক্তি দান করেছি;

مِنْ فِرْعَوْنَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

৩১. ফিরআউন থেকে নিশ্চয় সে অহংকারী, সীমা লংঘনকারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলো।

وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٢﴾ۚ

৩২. এবং নিশ্চয় আমি তাদেরকে জ্ঞাতসারে বেছে নিয়েছি ঐ যুগবাসীদের মধ্য থেকে।

وَاٰتَيْنٰهُمْ مِّنَ الْاٰيٰتِ مَا فِيْهِ بَلٰٓؤٌا مُّبِيْنٌ ﴿٣٣﴾

৩৩. এবং আমি তাদেরকে ঐসব নিদর্শন দান করেছি, যেগুলোর মধ্যে সুস্পষ্ট পুরস্কার ছিলো।

www.dawateislami.net

إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ لَيَقُولُونَ ۝٣٤ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَىٰ
وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ۝٣٥ فَأْتُوا۟ بِـَٔابَآئِنَآ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ۝٣٦

৩৪. নিশ্চয় এরা বলে- ৩৫. তা তো নয়, কিন্তু আমাদের একবারের মৃত্যুবরণ করা এবং আমাদেরকে উঠানো হবে না। ৩৬.সুতরাং আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে নিয়ে এসো যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ
أَهْلَكْنَٰهُمْ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ مُجْرِمِينَ ۝٣٧

৩৭. শ্রেষ্ঠ কি তারা, না তুব্বা সম্প্রদায় ও তারাই, যারা তাদের পূর্বে ছিলো? আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। নিশ্চয় তারা অপরাধী লোক ছিলো।

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَٰعِبِينَ ۝٣٨

৩৮. এবং আমি সৃষ্টি করিনি আসমান ও জমিনকে এবং যা কিছু উভয়ের মধ্যখানে আছে, ক্রীড়াচ্ছলে।

مَا خَلَقْنَٰهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝٣٩

৩৯. আমি এ দু'টিকে সৃষ্টি করিনি, কিন্তু সত্য সহকারে। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই জানে না।

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَٰتُهُمْ أَجْمَعِينَ ۝٤٠

৪০. নিশ্চয় মীমাংসার দিন ঐ সবেরই মেয়াদকাল নির্ধারিত রয়েছে।

يَوْمَ لَا يُغْنِى مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْـًٔا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝٤١

৪১. যে দিন কোন বন্ধু কোন বন্ধুর কোন কাজে আসবে না এবং না তাদের সাহায্য করা হবে;

إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۝٤٢

৪২. কিন্তু যাকে **আল্লাহ্** দয়া করেন। নিশ্চয় তিনি মহা সম্মানিত, দয়াবান।

www.dawateislami.net

اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ﴿٤٣﴾ طَعَامُ الْاَثِيْمِ ﴿٤٤﴾

كَالْمُهْلِ ۚ يَغْلِيْ فِي الْبُطُوْنِ ﴿٤٥﴾ كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ ﴿٤٦﴾

৪৩. নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ- ৪৪. পাপীদের খাদ্য; ৪৫. গলিত তামার ন্যায় উদরগুলোর মধ্যে ফুঁটতে থাকবে; ৪৬. যেমন উত্তপ্ত পানি ফুটে থাকে।

خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ﴿٤٧﴾

৪৭. তাকে ধরো, ঠিক জলন্ত আগুনের দিকে সজোরে টানা হিঁচড়া করে নিয়ে যাও।

ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ﴿٤٨﴾

৪৮. অতঃপর তার মাথার উপর ফুঁটন্ত পানির শাস্তি ঢালো;

ذُقْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ﴿٤٩﴾

৪৯. আস্বাদন করো! হাঁ, হাঁ, তুমিই বড় সম্মানিত, দয়ালু!

اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫০. নিশ্চয় এটা হচ্ছে তাই, যাতে তোমরা সন্দেহ করছিলে।

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ ﴿٥١﴾ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿٥٢﴾

৫১. নিশ্চয় খোদাভীরুগণ নিরাপদ স্থানে থাকবে।
৫২. বাগান সমূহে ও প্রস্রবণ সমূহে;

يَّلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩. পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র, সামনাসামনি;

كَذٰلِكَ ۟ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ﴿٥٤﴾

৫৪. এভাবেই; এবং আমি তাদের সাথে বিয়ে করাবো অতি কালো, উজ্জ্বল বড় বড় চক্ষু সম্পন্নাদেরকে।

يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫. সেগুলোর মধ্যে প্রত্যেক প্রকারের ফলমূল চাইবে, নিরাপত্তা ও শান্তি সহকারে।

www.dawateislami.net

لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى ۚ وَوَقٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۝٥٦

৫৬.তাতে প্রথম মৃত্যু ব্যতীত পুনরায় মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করবে না; এবং **আল্লাহ্** তাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন;

فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝٥٧

৫৭. আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহক্রমে, এটাই হচ্ছে মহা সাফল্য।

فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝٥٨

৫৮. অতঃপর, আমি আপনার ভাষায় এ কুরআনকে সহজ করেছি, যাতে তারা বুঝতে পারে।

فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُوْنَ ۝٥٩

৫৯. সুতরাং আপনি অপেক্ষা করুন, তারাও কোন অপেক্ষায় রয়েছে।

সূরা মূল্‌ক এর ৯টি ফযীলত

(১) হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "নিশ্চয় কুরআনে ৩০টি আয়াত সম্বলিত একটি সূরা আছে, যেটা আপন পাঠকের জন্য সুপারিশ করতে থাকবে, এমনকি তাকে (শেষ পর্যন্ত) ক্ষমা করে দেওয়া হবে আর এটা হলো تَبٰرَكَ الَّذِیْ بِیَدِہِ الْمُلْكُ। (সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৪০৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৯০০)

(২) হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "কুরআনুল করিমে একটি সূরা আছে, যেটা আপন পাঠকারীর ব্যাপারে ঝগড়া করবে, শেষ পর্যন্ত তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবে। আর সেটি হলো সূরা মূল্‌ক। (আদ দুররুল মনছুর, ৮ম খন্ড, ২৩৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৩) হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: যখন বান্দা কবরে যাবে তখন তার পায়ের দিক থেকে আযাব আসবে, তখন তার পা বলবে: তোমার জন্য আমার (এ) দিক দিয়ে কোন রাস্তা নেই। কেননা, এ (ব্যক্তি) রাতে সূরা মূল্‌ক পাঠ করতো। অতঃপর আযাব যখন বুক বা পেটের দিক দিয়ে আসবে। তখন সে (বুক বা পেট) বলবে: তোমার জন্য আমার (এ) দিক দিয়ে কোন রাস্তা নেই। কেননা, এ (ব্যক্তি) রাতে সূরা মূল্‌ক পাঠ করতো। অতঃপর তা (আযাব) তার মাথার দিক থেকে আসবে, তখন মাথা বলবে: তোমার জন্য আমার (এ) দিক দিয়ে কোন রাস্তা নেই। কেননা, এ (ব্যক্তি) রাতে সূরা মূল্‌ক পাঠ করতো। অতএব এই সূরা হলো, বাধা প্রদানকারী, কবরের আযাব থেকে রক্ষা করে। তাওরাতে এর নাম হলো, সূরা মূল্‌ক। যে (ব্যক্তি) রাতে এটা পাঠ করে নেয়, (বস্তুত সে) অনেক বেশি এবং উত্তম কাজ করে থাকে। **(মুসতাদরাক আলাস্ ছহীহাইন, ৩য় খন্ড, ৩২২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮৯২)**

(৪) হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا বলেন: একজন সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ একটি কবরের উপর নিজ তাবু গাড়লেন। কিন্তু তিনি জানতেন না যে, এখানে কবর আছে। পরে জানতে পারলেন যে, সেখানে কোন এক ব্যক্তির কবর আছে, যিনি সূরা মূল্‌ক পড়ছেন। আর সে সম্পূর্ণ সূরা সমাপ্ত করলেন। সেই সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি একটি কবরের উপর তাবু ফেলি কিন্তু আমি জানতামনা যে, সেখানে কবর রয়েছে। অথচ সেখানে এমন এক ব্যক্তির কবর ছিলো, যে প্রতিদিন সূরা মূল্‌ক সম্পূর্ণ তিলাওয়াত করে। তখন **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "এটা (সূরা মূল্‌ক) বাধা প্রদানকারী, এটা মুক্তি দাতা, যেটা তাকে কবরের আযাব থেকে নিরাপদ রেখেছে।" **(সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৪০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৮৯৯)**

www.dawateislami.net

(৫) **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমার আকাঙ্ক্ষা হলো; تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ সকল মু'মিনের অন্তরে (মুখস্থ) থাকুক।" (কানযুল উম্মাল, ১ম খন্ড, ২৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৬৪৫)

(৬) চাঁদ দেখার পর তা পাঠ করা হলে, তবে মাসের ৩০ দিন পর্যন্ত সে কঠিন অবস্থা থেকে নিরাপদে থাকবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ। এজন্য যে, এতে ৩০টি আয়াত রয়েছে, আর তা ৩০ দিনের জন্য যথেষ্ট।

(তাফসীরে রুহুল মাআনী, সূরা মূল্‌ক, ১৫তম খন্ড, ৪ পৃষ্ঠা)

(৭) হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا বলেন: **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "নিশ্চয় আমি কুরআন শরীফে ৩০ আয়াতের একটি সূরা পাই। যে ব্যক্তি শয়নকালে (অর্থাৎ- সূরাটির) তিলাওয়াত করবে, তার জন্য ৩০টি নেকী লিপিবদ্ধ করা হবে, তার ৩০টি গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে, তার ৩০টি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। **আল্লাহ্ তাআলা** আপন ফিরিশতাদের মধ্য থেকে একজন ফিরিশতা তার নিকট প্রেরণ করবেন, সে যেন তার উপর নিজ পাখা মেলে ধরে। আর জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত তাকে সকল কিছু থেকে রক্ষা করে। আর এটা (অর্থাৎ- সূরা মূল্‌ক) হলো ঝগড়াকারী, আপন পাঠকারীর ক্ষমার জন্য কবরে ঝগড়া করবে, আর সেটা হলো تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ। (আদ দুররুল মনছুর, ৮ম খন্ড, ২৩৩ পৃষ্ঠা)

(৮) **সুলতানে মদীনা, সরদারে মক্কা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রাতে আরাম করার (ঘুমানোর) পূর্বে সূরা মূল্‌ক, الٓمّٓ تَنْزِيْلُ (সূরা) আস সাজদাহ, তিলাওয়াত করতেন। (তাফসীরে রূহুল বয়ান, সূরা মূল্‌ক, ১০ম খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা)

(৯) হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا এক লোককে বললেন: আমি কি তোমাকে একটি হাদীস উপহার স্বরূপ দিব না, যা পেয়ে তুমি খুশি হয়ে যাবে? তখন সে আরয করলো: অবশ্যই (দিন)! তখন তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বললেন: এই সূরাটি পড়ো: تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ (অর্থাৎ- সূরা মূল্‌ক) আর এই সূরাটি নিজ পরিবার পরিজন, নিজের সকল সন্তান-সন্ততি,

www.dawateislami.net

ঘরের সকল বাচ্চা ও নিজ প্রতিবেশিদেরকে শিখাও (তাদেরকে এর শিক্ষা দাও)। কেননা, এটা মুক্তি দান কারী এবং কিয়ামতের দিন আপন পাঠকের জন্য **আল্লাহ্ তাআলার** সাথে ঝগড়াকারী এবং তা তার পাঠকারীকে তালাশ করবে, যাতে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিতে পারে। আর এই কারণে তার পাঠক আযাব থেকে রক্ষা পাবে। (আদ দুররুল মনছুর, ৮ম খন্ড, ২৩১ পৃষ্ঠা)

আয়াত: ৩০

সূরা মূল্ক, মক্কী

রুকু: ২

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

تَبٰرَكَ الَّذِیۡ بِیَدِهِ الۡمُلۡكُ ۫ وَ هُوَ عَلٰی كُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرُۨ ۙ﴿۱﴾

১. বড়ই কল্যাণময় তিনি, যাঁর মুঠোর মধ্যে রয়েছে সমগ্র বিশ্বের রাজত্ব; এবং তিনি প্রত্যেক কিছুর উপর শক্তিমান;

الَّذِیۡ خَلَقَ الۡمَوۡتَ وَ الۡحَیٰوۃَ لِیَبۡلُوَكُمۡ اَیُّكُمۡ اَحۡسَنُ عَمَلًا ؕ وَ هُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡغَفُوۡرُ ۙ﴿۲﴾

২. তিনিই, যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা হয়ে যায়– তোমাদের মধ্যে কার কর্ম অধিক উত্তম। এবং তিনিই মহা সম্মানিত, ক্ষমাশীল;

الَّذِیۡ خَلَقَ سَبۡعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ؕ مَا تَرٰی فِیۡ خَلۡقِ الرَّحۡمٰنِ مِنۡ تَفٰوُتٍ ؕ فَارۡجِعِ الۡبَصَرَ ۙ هَلۡ تَرٰی مِنۡ فُطُوۡرٍ ﴿۳﴾

৩. যিনি সপ্ত আসমান সৃষ্টি করেছেন একটার উপর অপরটা; তুমি পরম করুণাময়ের সৃষ্টিতে কি পার্থক্য দেখছো? সুতরাং দৃষ্টি উপর দিকে উঠিয়ে দেখো তুমি কি কোন ত্রুটি দেখতে পাচ্ছো?

www.dawateislami.net

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ
خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ﴿٤﴾

৪. অতঃপর আবার দৃষ্টি উপরের দিকে করো, দৃষ্টি তোমার দিকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে ক্লান্ত ও হতভম্ব অবস্থায়।

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا
لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ﴿٥﴾

৫. এবং নিশ্চয় আমি নিম্নতম আসমানকে প্রদীপমালা দ্বারা সজ্জিত করেছি এবং সেগুলোকে শয়তানদের জন্য নিক্ষেপোকরণ করেছি এবং তাদের জন্য জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি প্রস্তুত করেছি।

وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٦﴾

৬. এবং যারা আপন প্রতিপালকের সাথে কুফরী করেছে তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি রয়েছে এবং কতই মন্দ পরিণতি!

اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِيَ تَفُوْرُ ۙ﴿٧﴾

৭. যখন তাদেরকে তাতে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা সেটার চিৎকারের শব্দ শুনবে যে, তা জোশ্ মারছে।

تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ؕ كُلَّمَآ اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ
يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ ﴿٨﴾

৮. মনে হবে যেন ভীষন ক্রোধে ফেটে পড়ছে। যখন কখনো কোন দলকে তাতে নিক্ষেপ করা হবে তখন সেটার দারোগা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে: তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেনি?

قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۙ۬ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۚۖ
اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ﴿٩﴾

www.dawateislami.net

৯. তারা বলবে: কেন নয়? নিশ্চয় আমাদের নিকট সতর্ককারী তাশরীফ এনেছিলেন অতঃপর আমরা অস্বীকার করেছি এবং বলেছি: **আল্লাহ্** কিছুই অবতীর্ণ করেননি। তোমরা তো নও, কিন্তু জঘন্য পথভ্রষ্টতার মধ্যে।

وَ قَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِیْۤ اَصْحٰبِ السَّعِیْرِ ﴿۱۰﴾

১০.এবং বলবে: যদি আমরা শুনতাম অথবা বুঝতাম, তবে দোযখবাসীদের অন্তর্ভূক্ত হতাম না।

فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِیْرِ ﴿۱۱﴾

১১. এখন তারা নিজেদের পাপ স্বীকার করলো। সুতরাং দোযখীদের প্রতি ধিক্কার!

اِنَّ الَّذِیْنَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَیْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ كَبِیْرٌ ﴿۱۲﴾

১২. নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা না দেখে আপন প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।

وَ اَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِیْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۱۳﴾

১৩. এবং তোমরা নিজেদের কথা নীরবে বলো কিংবা সরবে, তিনি তো অন্তর্যামী।

اَلَا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ؕ وَ هُوَ اللَّطِیْفُ الْخَبِیْرُ ﴿۱۴﴾

১৪. তিনি কি জানেন না, যিনি সৃষ্টি করেছেন? এবং তিনিই হন প্রত্যেক সুক্ষ্ম বিষয়ের জ্ঞাতা, অবহিত।

هُوَ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِیْ مَنَاكِبِهَا وَ
كُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ؕ وَ اِلَیْهِ النُّشُوْرُ ﴿۱۵﴾

১৫. তিনিই হন, যিনি তোমাদের জন্য ভূ-পৃষ্ঠকে সুগম করে দিয়েছেন, সুতরাং সেটার রাস্তাগুলো দিয়ে চলো এবং **আল্লাহ্**র জীবিকাগুলো থেকে আহার করো। এবং তাঁরই দিকে উত্থিত হতে হবে।

ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِی السَّمَآءِ اَنْ یَّخْسِفَ
بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِیَ تَمُوْرُ ﴿۱۶﴾

www.dawateislami.net

১৬. তোমরা কি ভয়হীন হয়ে গেছো তাঁরই থেকে, যাঁর বাদশাহী আসমানে রয়েছে, এ থেকে যে, তিনি তোমাদেরকে ভূ-গর্ভে ধ্বসিয়ে ফেলবেন? তখনই তা কাঁপতে থাকবে।

اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِی السَّمَآءِ اَنْ یُّرْسِلَ عَلَیْكُمْ حَاصِبًا ؕ

فَسَتَعْلَمُوْنَ كَیْفَ نَذِیْرِ ﴿۱۷﴾

১৭. অথবা তোমরা কি ভয়হীন হয়ে গেছো তাঁর থেকে, যাঁর বাদশাহী আসমানে রয়েছে, এ থেকে যে, তোমাদের প্রতি তিনি কঙ্করবর্ষী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করবেন? সুতরাং এখনই জানতে পারবে কেমন ছিলো আমার ভয় প্রদর্শন।

وَ لَقَدْ كَذَّبَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَیْفَ كَانَ نَكِیْرِ ﴿۱۸﴾

১৮. এবং নিশ্চয় তাদের পূর্ববর্তীরা অস্বীকার করেছে। সুতরাং কেমন হয়েছে আমার অস্বীকার?

اَوَ لَمْ یَرَوْا اِلَی الطَّیْرِ فَوْقَهُمْ صٰٓفّٰتٍ وَّ یَقْبِضْنَ ؔۚ

مَا یُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَیْءٍۭ بَصِیْرٌ ﴿۱۹﴾

১৯. এবং তারা কি নিজেদের উপরে পাখীগুলোকে দেখেনি? সেগুলো পাখা বিস্তার করে ও সংকুচিত করে। সেগুলোকে কেউ স্থির রাখে না পরম করুণাময় ব্যতীত। নিশ্চয় তিনি সবকিছু দেখেন।

اَمَّنْ هٰذَا الَّذِیْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ یَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ ؕ

اِنِ الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا فِیْ غُرُوْرٍ ۚ﴿۲۰﴾

২০. অথবা তোমাদের সেই কোন্ বাহিনী আছে, যা পরম করুণাময়ের মুকাবিলায় তোমাদের সাহায্য করবে? কাফিররা নয়, কিন্তু ধোকার মধ্যে।

اَمَّنْ هٰذَا الَّذِیْ یَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ ۚ

بَلْ لَّجُّوْا فِیْ عُتُوٍّ وَّ نُفُوْرٍ ﴿۲۱﴾

www.dawateislami.net

২১. অথবা কে এমন আছে, যে তোমাদেরকে জীবিকা দিবে যদি তিনি আপন জীবিকা বন্ধ রাখেন? বরং তারা অবাধ্য এবং ঘৃণার মধ্যে অবিচল হয়ে আছে।

أَفَمَنْ يَّمْشِيْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖٓ أَهْدٰى

أَمَّنْ يَّمْشِيْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢٢﴾

২২. তবে কি সেই ব্যক্তি, যে আপন মুখমণ্ডলের উপর ভর করে ঝুঁকে চলে অধিক সরল পথে রয়েছে, না সেই ব্যক্তি, যে সোজা হয়ে চলে, সরল পথের উপর রয়েছে?

قُلْ هُوَ الَّذِيْٓ أَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ

وَالْأَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. আপনি বলুন: তিনিই হন, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য কান, চোখ ও অন্তর সৃষ্টি করেছেন। কত কম লোকই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে!

قُلْ هُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. আপনি বলুন: তিনিই হন, যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তার করেছেন এবং তাঁরই প্রতি উত্থিত হবে।

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. এবং বলে: এ প্রতিশ্রুতি কবে আসবে যদি তোমরা সত্যবাদী হও?

قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۠ وَإِنَّمَآ أَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢٦﴾

২৬. আপনি বলুন: এ জ্ঞান তো **আল্লাহ্**রই নিকট রয়েছে এবং আমি তো এই সুস্পষ্ট সতর্ককারী হই।

فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৭. অতঃপর যখন ওটা সন্নিকটে দেখতে পাবে তখন কাফিরদের মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে যাবে এবং তাদেরকে বলে দেয়া হবে: এটাই হচ্ছে- যা তোমরা চাচ্ছিলে।

www.dawateislami.net

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِيَ اَوْ رَحِمَنَا ۙ فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿۲۸﴾

২৮. আপনি বলুন: ভালো, দেখোতো! যদি **আল্লাহ্** আমাকে ও আমার সঙ্গপ্রাপ্তদেরকে ধ্বংস করে দেন কিংবা আমাদের উপর দয়া করেন, তবে সে কে আছে, যে কাফিরদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে?

قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۲۹﴾

২৯. আপনি বলুন: তিনিই পরম করুণাময়, আমরা তাঁর উপর ঈমান এনেছি এবং তাঁরই উপর নির্ভর করেছি। সুতরাং এখনই জানতে পারবে কে সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে রয়েছে।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ﴿۳۰﴾

৩০. আপনি বলুন: ভালো, দেখোতো! যদি সকালে তোমাদের পানি ভূ-গর্ভে ধ্বসে যায়, তবে এমন কে আছে, যে তোমাদের নিকট পানি এনে দিবে, যা চোখের সামনে প্রবাহমান হয়?

সূরা রহমানের ৪টি ফযীলত

(১) হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡهُ থেকে বর্ণিত; আমি **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এই কথা ইরশাদ করতে শুনেছি যে; "প্রত্যেক বস্তুর জন্য শোভা, সৌন্দর্য্য রয়েছে, আর কুরআনে পাকের সৌন্দর্য্য হলো সূরা রহমান।" (আদ দুররুল মনছুর, ৭ম খন্ড, ৬৯০ পৃষ্ঠা)

(২) **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "সূরা হাদীদ, اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (সূরা ওয়াকিয়া) ও সূরা রহমান পাঠকারীকে জমিন ও আসমানের ফিরিশতাদের মধ্যে সাকিনুল ফিরদাউস (তথা জান্নাতুল ফিরদাউসের বাসিন্দা) বলে ডাকা হয়।

(আদ দুররুল মনছুর, ৭ম খন্ড, ৬৯০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৩) হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ থেকে বর্ণিত; **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, হুযুর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (একদা) সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیۡهِمُ الرِّضۡوَان নিকট তাশরীফ আনলেন এবং সূরা রহমান শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন, আর সকলেই চুপ রইলেন। অতঃপর **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আমি তোমাদের মাঝে এটা কোন ধরণের নিরবতা দেখছি? আমি এই সূরা জিনদের সাথে সাক্ষাতের রাতে যখন তিলাওয়াত করি, তখন তারা তোমাদের চাইতে অনেক সুন্দর ও উত্তম উত্তর দেয়। আমি যখনই فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۱۳﴾ এই আয়াতে পৌঁছতাম, তখন তারা বলতো: وَلَا بِشَیۡءٍ مِّنۡ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الۡحَمۡدُ অর্থাৎ- হে আমাদের প্রতিপালক (**আল্লাহ্ তাআলা**)! আমরা তোমার নেয়ামত সমূহের কোন নেয়ামতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করি না। সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য।" (আদ দুররুল মনছুর, ৭ম খন্ড, ২৯০ পৃষ্ঠা)

(৪) সূরা রহমান ১১বার পাঠ করার দ্বারা উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। এছাড়া এই সূরা লিখে এবং ধুয়ে (প্লীহা) রোগীকে পান করানো খুবই উপকারী।

(জান্নাতী যেওর, ৫৯৭ পৃষ্ঠা)

আয়াত: ৭৮ | **সূরা আর-রহমান, মাদানী** | রুকু: ৩

بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

اَلرَّحۡمٰنُ ﴿۱﴾ عَلَّمَ الۡقُرۡاٰنَ ﴿۲﴾

১. পরম দয়ালু; ২. আপন মাহবুবকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন।

خَلَقَ الۡاِنۡسَانَ ﴿۳﴾ عَلَّمَهُ الۡبَیَانَ ﴿۴﴾

৩. মানবতার প্রাণ মুহাম্মদকে সৃষ্টি করেছেন; ৪. যা সৃষ্টি হয়েছে এবং যা সৃষ্টি হবে সব কিছুর সপ্রমাণ বর্ণনা তাঁকেই শিক্ষা দিয়েছেন;

www.dawateislami.net

اَلشَّمۡسُ وَ الۡقَمَرُ بِحُسۡبَانٍ ۪﴿۵﴾ وَّ النَّجۡمُ وَ الشَّجَرُ یَسۡجُدٰنِ ﴿۶﴾

৫. সূর্য ও চন্দ্র নির্ধারিত হিসাবে (নিয়মে) আবর্তন করছে,
৬. তৃণলতা ও গাছ-পালা সিজদা করে।

وَ السَّمَآءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الۡمِیۡزَانَ ۙ﴿۷﴾ اَلَّا تَطۡغَوۡا فِی الۡمِیۡزَانِ ﴿۸﴾

৭. এবং আসমানকে **আল্লাহ্** সমুন্নত করেছেন এবং পরিমাপদন্ড স্থাপন করেছেন;
৮. যাতে, পরিমাপে ভারসাম্য লংঘন না করো।

وَ اَقِیۡمُوا الۡوَزۡنَ بِالۡقِسۡطِ وَ لَا تُخۡسِرُوا الۡمِیۡزَانَ ﴿۹﴾

৯. এবং ন্যায়-নিষ্ঠার সাথে পরিমাপ প্রতিষ্ঠা করো এবং ওজনে কম দিওনা।

وَ الۡاَرۡضَ وَضَعَهَا لِلۡاَنَامِ ۙ﴿۱۰﴾

১০. এবং পৃথিবী স্থাপন করেছেন সৃষ্টিকুলের জন্য;

فِیۡهَا فَاکِهَۃٌ ۪ۙ وَّ النَّخۡلُ ذَاتُ الۡاَکۡمَامِ ۖ﴿۱۱﴾

১১. তাতে ফলমূল ও আবরণযুক্ত খেজুর সমূহ রয়েছে।

وَ الۡحَبُّ ذُو الۡعَصۡفِ وَ الرَّیۡحَانُ ﴿ۚ۱۲﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿۱۳﴾

১২. এবং ভুসির সাথে শস্য দানা ও সুগন্ধময় ফুল। ১৩. সুতরাং হে জিন ও মানব! তোমরা উভয় জাতি আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

خَلَقَ الۡاِنۡسَانَ مِنۡ صَلۡصَالٍ کَالۡفَخَّارِ ۙ﴿۱۴﴾

১৪. তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন টনটনে মাটি থেকে, যেমন শুষ্ক মাটি।

وَ خَلَقَ الۡجَآنَّ مِنۡ مَّارِجٍ مِّنۡ نَّارٍ ﴿ۚ۱۵﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿۱۶﴾

১৫. এবং জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন অগ্নি-শিখা থেকে। ১৬. সুতরাং তোমরা উভয় জাতি আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

رَبُّ الۡمَشۡرِقَیۡنِ وَ رَبُّ الۡمَغۡرِبَیۡنِ ﴿ۚ۱۷﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿۱۸﴾

১৭. উভয় পূর্বের প্রতিপালক এবং উভয় পশ্চিমের প্রতিপালক। ১৮. সুতরাং তোমরা উভয় জাতি আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

www.dawateislami.net

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ﴿١٩﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ﴿٢٠﴾

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢١﴾

১৯. তিনি দু'টি সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন, যে দুটি দেখতে মনে হয় পরস্পর মিলিত; ২০. এবং আছে উভয়ের মধ্যখানে অন্তরায় যে, একটা অপরটাকে অতিক্রম করতে পারে না। ২১. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٣﴾

২২. ঐ দু'টির মধ্য থেকে মুক্তা ও প্রবাল বের হয়। ২৩. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئٰتُ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿٢٤﴾

২৪. এবং তাঁরই ঐসব চলমান নৌযান, যেগুলো সমুদ্রের মধ্যে উত্থিত হয়– যেমন কতগুলো পর্বত।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٥﴾ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾

২৫. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? ২৬. ভূ-পৃষ্ঠের উপর যত কিছু আছে সবকিছুই নশ্বর।

وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ﴿٢٧﴾

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٨﴾

২৭. এবং চিরস্থায়ী হচ্ছেন আপনার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহামহিম ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। ২৮. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

يَسْـَٔلُهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَاْنٍ ﴿٢٩﴾

২৯. তাঁরই নিকট প্রার্থী, যতকিছু আসমান সমূহ ও জমিনে রয়েছে প্রত্যহ তিনি একেকটি (গুরুত্বপূর্ণ) কাজে রত রয়েছেন।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٠﴾

৩০. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

www.dawateislami.net

سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ﴿٣١﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٢﴾

৩১. শীঘ্রই সমস্ত কাজ সম্পন্ন করে আমি তোমাদের হিসাবের ইচ্ছা করি, হে উভয় ভারী দল! ৩২. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ
السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ﴿٣٣﴾

৩৩. হে জিন ও ইনসানের দল! যদি তোমাদের পক্ষে এটা সম্ভবপর হয় যে, তোমরা আসমান সমূহ ও জমিনের প্রান্তগুলো থেকে বের হয়ে যাবে, তাহলে বের হয়ে যাও! বের হয়ে যেখানেই যাবে সেখানে তাঁরই রাজত্ব বিরাজমান।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٤﴾

৩৪. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۬ۙ وَّ نُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ﴿٣٥﴾

৩৫. তোমাদের উভয়ের উপর ছোঁড়া হবে ধোঁয়াবিহীন অগ্নিশিখা এবং শিখাবিহীন আগুনের কালো ধোঁয়া; তখন তোমরা প্রতিশোধ নিতে পারবে না।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٦﴾

৩৬. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿٣٧﴾

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٨﴾

৩৭. অতঃপর যখন আসমান বিদীর্ণ হবে তখন তা গোলাপ ফুলের ন্যায় হয়ে যাবে; যেমন নিরেট লাল। ৩৮. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖۤ اِنْسٌ وَّ لَا جَآنٌّ ﴿٣٩﴾

৩৯. সুতরাং ঐ দিন পাপীর পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না- কোন মানুষ ও জিন থেকে।

www.dawateislami.net

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۴۰﴾

৪০. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَ الْاَقْدَامِ ﴿۴۱﴾

৪১. অপরাধীদেরকে তাদের চেহারা দ্বারাই চেনা যাবে সুতরাং মাথা ও পা ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۴۲﴾

৪২. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿۴۳﴾

৪৩. এটা হচ্ছে ঐ জাহান্নাম, যাকে অপরাধীরা অস্বীকার করে।

يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ ﴿۴۴﴾

৪৪. তারা প্রদক্ষিণ করবে তাতে এবং চরম পর্যায়ের জ্বলন্ত-ফুঁটন্ত পানিতে।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۴۵﴾

৪৫. অতঃপর আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

وَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ﴿۴۶﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۴۷﴾

৪৬. এবং যে ব্যক্তি আপন প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে তার জন্য দু'টি জান্নাত রয়েছে। ৪৭. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

ذَوَاتَاۤ اَفْنَانٍ ﴿۴۸﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۴۹﴾

৪৮. (উভয়ই) বহু শাখা-প্রশাখা সম্পন্ন (বৃক্ষে পূর্ণ)। ৪৯. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ ﴿۵۰﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۵۱﴾

৫০. উভয়ের মধ্যে দু'টি প্রস্রবণ প্রবাহমান। ৫১. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

www.dawateislami.net

فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ﴿۵۲﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۵۳﴾

৫২. উভয়ের মধ্যে প্রত্যেক ফল দু’ দু’ প্রকারের হবে। ৫৩. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى فُرُشٍۭ بَطَآىِٕنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ؕ

وَ جَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿۵۴﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۵۵﴾

৫৪. (এবং) এমনসব বিছানার উপর হেলান দিয়ে বসবে, যেগুলোর আস্তরণ মোটা রেশমের, এবং উভয়ের ফলমূল এতই ঝুঁকে পড়বে যে, নিচে থেকে আহরণকারী আহরণ করতে পারবে। ৫৫. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ ۙ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ لَا جَآنٌّ ﴿۵۶﴾

৫৬. ঐসব বিছানার উপর এমন স্ত্রীগণ থাকবে, যারা স্বামী ব্যতীত অন্য কারো প্রতি চক্ষু উঁচু করে দৃষ্টিপাত করে না, তাদের পূর্বে এদেরকে স্পর্শ করেনি কোন মানুষ এবং না (কোন) জিন।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۵۷﴾

৫৭. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَ الْمَرْجَانُ ﴿۵۸﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۵۹﴾

৫৮. তারা যেন পদ্মরাগ ও প্রবাল। ৫৯. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ﴿۶۰﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۶۱﴾

৬০. উত্তম কাজের প্রতিদান কি? কিন্তু উত্তম কাজই।৬১. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

وَ مِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ ﴿۶۲﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۶۳﴾

৬২. এবং ঐ দু’টি ব্যতীত আরো দু’টি জান্নাত আছে; ৬৩. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

www.dawateislami.net

مُدْهَآمَّتٰنِ ﴿٦٤﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٥﴾

৬৪. (এ জান্নাত দু'টির মধ্যে) গাঢ় সবুজ থেকে কালো বর্ণের ঝলক বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ৬৫. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

فِيْهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ ﴿٦٦﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٧﴾

৬৬. ঐ দু'টিতে দু'টি প্রস্রবণ রয়েছে উচ্ছলিত। ৬৭. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٩﴾

৬৮. ঐ দু'টিতে রয়েছে ফলমূল, খেজুর সমূহ এবং আনার। ৬৯. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧١﴾

৭০. সে গুলোর মধ্যে রয়েছে স্ত্রীগণ অভ্যাসে সতী, আকৃতিতে উত্তম। ৭১. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٣﴾

৭২. হুর সমূহ রয়েছে তাঁবুসমূহের মধ্যে, পর্দানশীন। ৭৩. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿٧٤﴾

৭৪. তাদের পূর্বে এদের গায়ে হাত লাগায়নি কোন মানুষ এবং না কোন জিন।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٥﴾

৭৫. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٧﴾

৭৬. হেলান দেয়া অবস্থায় সবুজ বিছানা সমূহ ও কারুকার্যকৃত সুন্দর চাদর সমূহের উপর। ৭৭. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

www.dawateislami.net

تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِی الْجَلٰلِ وَ الْاِكْرَامِ ﴿۷۸﴾

৭৮. মহা বরকতময় আপনার প্রতিপালকের নাম, যিনি মহামহিম ও সম্মানিত।

সূরা ওয়াকিয়া এর ফযীলত

(১) এই সূরাটি অনেক বরকতময়। হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "সূরা ওয়াকিয়া প্রাচুর্যময় সূরা। সুতরাং এটা পড়ো এবং নিজের সন্তানদেরকে শিক্ষা দাও।"

(রুহুল মাআনী, ৭ম খন্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা)

(২) হযরত সায়্যিদুনা ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ মৃত্যুরোগে আক্রান্ত ছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা ওসমান رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ তাকে দেখতে গেলেন এবং তাঁকে বললেন: যদি আমি আপনাকে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে কিছু দিই তাহলে কেমন হয়? তিনি উত্তরে বললেন: আমার এর কোন প্রয়োজন নেই। হযরত ওসমান رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ বললেন: পরে আপনার কন্যাদের কাজে আসবে। ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ বললেন: আপনি আমার কন্যাদের ব্যাপারে অভাব-অনটনের কথা চিন্তা করছেন, আর আমি তো তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি যে, তারা যেন প্রতি রাতে সূরা ওয়াকিয়া পাঠ করে। আমি **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এই কথা ইরশাদ করতে শুনেছি; "যে (ব্যক্তি) প্রতি রাতে সূরা ওয়াকিয়া পাঠ করবে, সে কখনো অভাব অনটনে পড়বে না।

আয়াত: ৯৬ | **সূরা ওয়াকিয়া, মক্কী** | রুকূ: ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿۱﴾ لَیْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴿۲﴾

১. যখন সংঘটিত হবে ঐ ঘটমান; ২. ঐ সময় তা সংঘটিত হবার বিষয়ে কারো অস্বীকার করার অবকাশ থাকবে না।

www.dawateislami.net

خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۝٣ اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا ۝٤

৩. কাউকেও নিচুকারী, কাউকেও সমুন্নতকারী; ৪. যখন জমিন কাঁপবে থরথর করে;

وَّ بُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝٥ فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْۢبَثًّا ۝٦

৫. এবং পর্বতমালা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হয়ে যাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে। ৬. তখন হয়ে যাবে শূণ্য ময়দানে রোদের মধ্যে ধূলাবালির বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার মতো।

وَّ كُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ۝٧

৭. এবং তোমরা তিন শ্রেণীর হয়ে যাবে।

فَاَصْحٰبُ الْمَیْمَنَةِ ۙ مَاۤ اَصْحٰبُ الْمَیْمَنَةِ ۝٨

৮. সুতরাং ডান পার্শ্বস্থ দল; কেমনই ভাগ্যবান ডান পার্শ্বস্থ দল!

وَ اَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ ۙ مَاۤ اَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ ۝٩ وَ السّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ۝١٠

৯. এবং বাম পার্শ্বস্থ দল; কেমনই হতভাগা বাম পার্শ্বস্থ দল; ১০. এবং যারা অগ্রবর্তী হয়েছে তারা তো অগ্রবর্তীই হয়েছে।

اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ۝١١ فِیْ جَنّٰتِ النَّعِیْمِ ۝١٢ ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِیْنَ ۝١٣

১১. তারাই (**আল্লাহ্**র) দরবারের নৈকট্যপ্রাপ্ত; ১২. শান্তির বাগান সমূহে। ১৩. পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে একদল;

وَ قَلِیْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِیْنَ ۝١٤ عَلٰی سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ۝١٥

১৪. এবং পরবর্তীদের মধ্য থেকে স্বল্প সংখ্যক। ১৫. কারুকার্য খচিত আসন সমূহের উপর হবে;

مُّتَّكِـِٕیْنَ عَلَیْهَا مُتَقٰبِلِیْنَ ۝١٦

১৬. সেগুলোর উপর হেলান দিয়ে বসবে পরস্পর সামনাসামনি হয়ে।

یَطُوْفُ عَلَیْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۝١٧

১৭. তাদের চতুর্পার্শ্বে প্রদক্ষিণ করবে চির-কিশোরেরা।

www.dawateislami.net

بِاَكْوَابٍ وَّ اَبَارِيْقَ ۙ وَ كَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ﴿۱۸﴾

১৮. কুজা ও জলপাত্র (বদনা) এবং পানপাত্র ও চোখের সামনে প্রবাহমান শরাব নিয়ে;

لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَ لَا يُنْزِفُوْنَ ﴿۱۹﴾ وَ فَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ﴿۲۰﴾

১৯. যা দ্বারা না তাদের মাথা ব্যথা হবে, না তাদের হুঁশ-জ্ঞানে কোন পার্থক্য আসবে;
২০. এবং ফলমূল (নিয়ে), যা তারা পছন্দ করবে;

وَ لَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿۲۱﴾ وَ حُوْرٌ عِيْنٌ ﴿۲۲﴾

كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ﴿۲۳﴾

২১. এবং পক্ষীমাংস (থাকবে), যা তারা চাইবে।২২. এবং বড় বড় চোখ সম্পন্না হুরেরা; ২৩. (তারা) যেমন গোপন করে রাখা মুক্তা;

جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۲۴﴾ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّ لَا تَاْثِيْمًا ﴿۲۵﴾

২৪. পুরস্কার স্বরূপ তাদের কৃতকর্ম সমূহের। ২৫. তাতে শুনবে না কোন অনর্থক কথাবার্তা, না (থাকবে) গুনাহগারি;

اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا ﴿۲۶﴾ وَ اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۙ مَاۤ اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ﴿۲۷﴾

২৬. হ্যাঁ এ কথাই বলা হবে: সালাম! সালাম! ২৭. এবং ডান পার্শ্বস্থ দল; কেমন সৌভাগ্যবান ডান পার্শ্বস্থ দল!

فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ﴿۲۸﴾ وَّ طَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ﴿۲۹﴾ وَّ ظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ﴿۳۰﴾

২৮. কাঁটাহীন কুলগাছগুলোর মধ্যে। ২৯. এবং কলা-গুচ্ছ সমূহের মধ্যে।
৩০. এবং চিরস্থায়ী ছায়ার মধ্যে;

وَّ مَآءٍ مَّسْكُوْبٍ ﴿۳۱﴾ وَّ فَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ﴿۳۲﴾

৩১. এবং সর্বদা প্রবাহমান পানির মধ্যে;৩২. এবং প্রচুর ফলমূলের মধ্যে;

لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّ لَا مَمْنُوْعَةٍ ﴿۳۳﴾ وَّ فُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ﴿۳۴﴾

৩৩. যেগুলো না নিঃশেষ হবে, না নিষিদ্ধ করা হবে;
৩৪. এবং সমুচ্চ বিছানা সমূহের মধ্যে।

www.dawateislami.net

إِنَّآ أَنْشَأْنٰهُنَّ إِنْشَآءً ﴿٣٥﴾ فَجَعَلْنٰهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٣٦﴾ عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿٣٧﴾

৩৫. নিশ্চয় আমি ঐসব স্ত্রীলোককে উত্তম বিকাশে বিকশিত করেছি;
৩৬. সুতরাং তাদেরকে আমি কুমারী করেছি, আপন আপন স্বামীর নিকট প্রিয়া;
৩৭. তাদের প্রতি সোহাগিনী, সমবয়স্কা;

لِّأَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٣٨﴾ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ ﴿٣٩﴾ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ﴿٤٠﴾

৩৮. ডান পার্শ্বস্থদের জন্য। ৩৯. পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে একদল।
৪০. এবং পরবর্তীদের মধ্য থেকে একদল।

وَأَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۙ مَآ أَصْحٰبُ الشِّمَالِ ﴿٤١﴾ فِيْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ ﴿٤٢﴾

৪১. এবং বাম পাশ্বস্থগণ; কেমন হতভাগ্য বাম পার্শ্বস্থগণ।
৪২. অত্যুষ্ণ বায়ূ ও উত্তপ্ত পানির মধ্যে;

وَّظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ ﴿٤٣﴾ لَّا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيْمٍ ﴿٤٤﴾

৪৩. জ্বলন্ত ধোঁয়ার ছায়ার মধ্যে। ৪৪. যা না শীতল, না সম্মানের।

إِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫. নিশ্চয় তারা এর পূর্বে নিয়ামত সমূহের মধ্যে ছিলো।

وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ ﴿٤٦﴾

৪৬. এবং ঐ মহাপাপের উপর একগুঁয়ে হয়ে থাকতো।

وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ ۙ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَإِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭. এবং বলতো, যখন আমরা মরে যাবো এবং হাড়গুলো মাটি হয়ে যাবে তখনও কি আমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবো?

أَوَاٰبَآؤُنَا الْأَوَّلُوْنَ ﴿٤٨﴾ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ﴿٤٩﴾

৪৮. এবং আমাদের পূর্ববর্তী বাপ-দাদারাও কি? ৪৯. আপনি বলুন: নিশ্চয় সব পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকে।

لَمَجْمُوْعُوْنَ ۙ إِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٥٠﴾

www.dawateislami.net

৫০. অবশ্যই একত্রিত করা হবে একটা পরিজ্ঞাত দিনের মেয়াদকালের উপর।

ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ۙ﴿۵۱﴾

৫১. অতঃপর নিশ্চয় তোমরা, হে পথভ্রষ্টরা! অস্বীকারকারীরা!

لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ۙ﴿۵۲﴾ فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ۚ﴿۵۳﴾

৫২. অবশ্যই তোমরা যাক্কুমের গাছ থেকে আহার করবে;
৫৩. অতঃপর তা থেকে পেট ভর্তি করবে।

فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ۚ﴿۵۴﴾ فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ؕ﴿۵۵﴾

৫৪. অতঃপর এর উপর উত্তপ্ত-ফুটন্ত পানি পান করবে; ৫৫. অতঃপর এমনভাবে পান করবে যেভাবে অতি পিপাসায় কাতর উট পান করে থাকে।

هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ؕ﴿۵۶﴾ نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ﴿۵۷﴾

৫৬. এটাই তাদের আতিথ্য বিচারের দিনে। ৫৭. আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি। সুতরাং তোমরা কেন সত্য স্বীকার করছো না?

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ؕ﴿۵۸﴾ ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ﴿۵۹﴾

৫৮. সুতরাং ভালো, দেখোতো– ঐ বীর্য, যার তোমরা পতন ঘটাচ্ছো!
৫৯. তোমরাই কি সেটা থেকে মানুষ সৃষ্টি করছো, না আমি সৃষ্টিকারী?

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ۙ﴿۶۰﴾

৬০. আমি তোমাদের মধ্যে মৃত্যু নির্দ্ধারিত করেছি এবং আমি তাতে হেরে যাইনি।

عَلٰۤى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۶۱﴾

৬১. তোমাদের মতো অন্যান্যদেরকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে এবং তোমাদের আকৃতি সমূহকে তা-ই করে দিতে, যার তোমাদের খবরই নেই।

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿۶۲﴾

৬২. এবং নিশ্চয় তোমরা জেনে নিয়েছো প্রথম বারের সৃষ্টির সম্পর্কে। সুতরাং কেন চিন্তাভাবনা করছো না?

www.dawateislami.net

أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ٦٣ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ ٦٤

৬৩. সুতরাং ভালো, বলতো! যা তোমরা বপন করছো,
৬৪. তোমরাই কি সেই ক্ষেত সৃষ্টি করো, না আমিই সৃষ্টিকারী?

لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَٰهُ حُطَٰمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ٦٥ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ٦٦

৬৫. আমি ইচ্ছা করলে সেটাকে পদদলিত খড়-কুটায় পরিণত করতে পারি, অতঃপর তোমরা বাক্যাদি রচনা করতে থাকবে। ৬৬. যে, আমাদের তো সর্বনাশ হয়েছে!

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ٦٧ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ ٦٨

৬৭. বরং আমরা বঞ্চিত হয়েই আছি।
৬৮. সুতরাং ভালো, বলোতো! ঐ পানি, যা তোমরা পান করো,

ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ ٦٩

৬৯. তোমরাই কি তা মেঘ থেকে অবতীর্ণ করো, না আমিই অবতারণকারী?

لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَٰهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ٧٠

أَفَرَءَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِى تُورُونَ ٧١

৭০. আমি ইচ্ছা করলে সেটা লোনা করে দিতে পারি। অতঃপর কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছো না? ৭১. সুতরাং ভালো, বলোতো: ঐ আগুন, যা তোমরা প্রজ্জ্বলিত করছো,

ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَآ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنشِـُٔونَ ٧٢

৭২. তোমরাই কি সেটার গাছ সৃষ্টি করেছো, না আমিই সৃষ্টিকারী?

نَحْنُ جَعَلْنَٰهَا تَذْكِرَةً وَمَتَٰعًا لِّلْمُقْوِينَ ٧٣

فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ٧٤

৭৩. আমি সেটাকে জাহান্নামের স্মৃতি করেছি এবং জঙ্গলের মধ্যে মুসাফিরদের উপকারী বস্তু। ৭৪. সুতরাং হে মাহবুব! আপনি পবিত্রতা ঘোষণা করুন আপন মহান প্রতিপালকের নামের।

www.dawateislami.net

فَلَآ اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ ﴿٧٥﴾ وَ اِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ ﴿٧٦﴾

৭৫. সুতরাং আমার শপথ রইলো ঐসব স্থানের, যেখানে তারকারাজি অস্তমিত হয়!
৭৬. এবং যদি তোমরা অনুধাবন করো, তবে এটা হচ্ছে বড় শপথ;

اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ﴿٧٧﴾ فِيْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ ﴿٧٨﴾

৭৭. নিশ্চয় এটা সম্মানিত কুরআন। ৭৮. সংরক্ষিত, লিপিতে।

لَّا يَمَسُّهٗۤ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ﴿٧٩﴾ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٠﴾

৭৯. সেটাকে যেন স্পর্শ না করে, কিন্তু ওযু সম্পন্নরা।
৮০. তা অবতরণকৃত সমগ্র জাহানের প্রতিপালকের।

اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ ﴿٨١﴾

৮১. তবে কি তোমরা এ বিষয়ে আলস্য করছো?

وَ تَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮২. এবং নিজেদের অংশ এটাই রাখছো যে, তোমরা অস্বীকার করছো?

فَلَوْلَاۤ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ﴿٨٣﴾ وَ اَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ ﴿٨٤﴾

৮৩. অতঃপর এমন কেন হবে না, যখন প্রাণ কণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছবে,
৮৪. আর তোমরা তখন তাকিয়ে থাকো;

وَ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَ لٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫. এবং আমি তার অধিক নিকটে থাকি তোমাদের চেয়েও, কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না,

فَلَوْلَاۤ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ ﴿٨٦﴾

৮৬. তবে, কেন এমন হলো না, যদি তোমাদের প্রতিদান পাবার না থাকে,

تَرْجِعُوْنَهَاۤ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭. যে, সেটা ফেরত আনতে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও!

www.dawateislami.net

فَاَمَّاۤ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿۸۸﴾ فَرَوْحٌ وَّ رَيْحَانٌ ۙ۬ وَّ جَنَّتُ نَعِيْمٍ ﴿۸۹﴾

৮৮. অতঃপর ঐ মৃত্যুবরণকারী যদি নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়; ৮৯. তবে রয়েছে আরাম এবং ফুল ও শান্তির বাগান।

وَ اَمَّاۤ اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿۹۰﴾

৯০. এবং যদি ডান পার্শ্বস্থদের অন্তর্ভূক্ত হয়;

فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿۹۱﴾

৯১. তবে হে মাহবুব! আপনার উপর সালাম হোক, ডান পার্শ্বস্থদের নিকট থেকে।

وَ اَمَّاۤ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿۹۲﴾ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ ﴿۹۳﴾

৯২. এবং যদি অস্বীকারকারী পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভূক্ত হয়;
৯৩. তবে তার আতিথ্য (হবে) গরম পানি।

وَّ تَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ ﴿۹۴﴾ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿۹۵﴾

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿۹۶﴾

৯৪. এবং জ্বলন্ত আগুনে ধ্বসিয়ে দেয়া। ৯৫. এটা নিশ্চয় চূড়ান্ত পর্যায়ের নিশ্চিত কথা। ৯৬. সুতরাং হে মাহবুব! আপনি আপন মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা করুন।

মাদানী ফুল

হায়! আমরা যদি রুজি-রোজগার বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষার স্থলে নেকীর বরকতের জন্য আকাঙ্ক্ষা করতাম। আর এর জন্যও যদি কোন ওযীফা পাঠ করতাম!

www.dawateislami.net

আয়াত: ৩০ **সূরা সাজদা মক্কী** রুকু: ৩

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

الٓـمّٓ ﴿۱﴾ تَنۡزِیۡلُ الۡکِتٰبِ لَا رَیۡبَ فِیۡهِ مِنۡ رَّبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۲﴾

১. আলিফ-লাম-মীম ২. কিতাব অবতীর্ণ করা নিশ্চয় বিশ্বপ্রতিপালকের নিকট থেকেই।

اَمۡ یَقُوۡلُوۡنَ افۡتَرٰىهُ ۚ بَلۡ هُوَ الۡحَقُّ مِنۡ رَّبِّکَ لِتُنۡذِرَ قَوۡمًا مَّاۤ اَتٰىهُمۡ
مِّنۡ نَّذِیۡرٍ مِّنۡ قَبۡلِکَ لَعَلَّهُمۡ یَهۡتَدُوۡنَ ﴿۳﴾

৩. তারা কি বলে: তাঁরই রচিত? (তা নয়) বরং সেটাই সত্য– আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, যেন আপনি সতর্ক করেন এমন সব লোককে, যাদের নিকট আপনার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি, এ আশায় যে, তারা সৎপথপ্রাপ্ত হবে।

اَللّٰهُ الَّذِیۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ وَ مَا بَیۡنَهُمَا فِیۡ سِتَّةِ اَیَّامٍ
ثُمَّ اسۡتَوٰی عَلَی الۡعَرۡشِ ؕ مَا لَکُمۡ مِّنۡ دُوۡنِهٖ مِنۡ وَّلِیٍّ وَّ لَا شَفِیۡعٍ ؕ
اَفَلَا تَتَذَکَّرُوۡنَ ﴿۴﴾

৪. **আল্লাহ্** হন, যিনি আসমান ও জমিন এবং যা কিছু সেগুলোর মাঝখানে রয়েছে, ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অপর আরশের উপরে ইস্তিওয়া ফরমায়েছেন। তাঁকে ছেড়ে তোমাদের না আছে কোন সাহায্যকারী এবং না আছে কোন সুপারিশকারী। তবে কি তোমরা ধ্যান করছো না?

یُدَبِّرُ الۡاَمۡرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَی الۡاَرۡضِ ثُمَّ یَعۡرُجُ اِلَیۡهِ فِیۡ یَوۡمٍ کَانَ
مِقۡدَارُهٗۤ اَلۡفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوۡنَ ﴿۵﴾

৫. কাজের ব্যবস্থাপনা করেন আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত, অতঃপর তাঁরই দিকে

www.dawateislami.net

প্রত্যাবর্তন করবে ঐ দিন, যার পরিমাণ হাজার বছর তোমাদের হিসেবে।

ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۟ۙ ﴿٦﴾

৬. এই হন প্রত্যেক গোপন ও প্রকাশ্যের পরিজ্ঞাতা, সম্মান ও করুণাময়।

الَّذِيْۤ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ وَ بَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ۟ۚ ﴿٧﴾

৭. তিনিই, যিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, উত্তমরূপে সৃষ্টি করেছেন এবং মানব জাতির সৃষ্টির সূচনা মাটি থেকে করেছেন।

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۟ۚ ﴿٨﴾

৮. অতঃপর তার বংশ সৃষ্টি করেন এক তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে।

ثُمَّ سَوّٰىهُ وَ نَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ

وَ الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٩﴾

৯. অতঃপর সেটাকে সুঠাম করেছেন এবং তাতে তাঁর নিকট থেকে রূহ ফুঁকেছেন এবং তোমাদেরকে কান ও চক্ষু সমূহ এবং অন্তর দান করেছেন। কতই অল্প কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো!

وَ قَالُوْۤا ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِي الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ؕ۬

بَلْ هُمْ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ ﴿١٠﴾

১০. এবং বললো: আমরা যখন মাটিতে মিশে যাবো তবুও কি আমরা নতুন করে সৃষ্ট হবো? বরং তারা আপন প্রতিপালকের সম্মুখে হাযির হওয়ার বিষয়কে অস্বীকার করে।

قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ

تُرْجَعُوْنَ ۟ع ﴿١١﴾

১১. আপনি বলুন: তোমাদেরকে মৃত্যু প্রদান করে মৃত্যুর ফিরিশতা, যে তোমাদের জন্য নিযুক্ত রয়েছে। অতঃপর আপন প্রতিপালকের দিকে ফিরে যাবে।

www.dawateislami.net

وَلَوْ تَرٰۤی اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ رَبَّنَاۤ
اَبْصَرْنَا وَ سَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ ﴿۱۲﴾

১২. এবং কখনো আপনি দেখবেন, যখন অপরাধী আপন প্রতিপালকের নিকট মাথা নিচের দিকে ঝুঁকিয়ে থাকবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা দেখেছি এবং শুনেছি; আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করো, যাতে আমরা সৎকাজ করি, আমাদের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস এসে গেছে।

وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَیْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰىهَا وَ لٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّیْ
لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِیْنَ ﴿۱۳﴾

১৩. এবং আমি যদি ইচ্ছা করতাম তবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সেটার প্রতি পথ দেখাতাম, কিন্তু আমার বাণী অবধারিত হয়ে গেছে যে, অবশ্যই আমি জাহান্নামকে ভর্তি করবো ঐসব জিন ও মানব- উভয় দ্বারা।

فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِیْتُمْ لِقَآءَ یَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ اِنَّا نَسِیْنٰكُمْ وَ ذُوْقُوْا
عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۴﴾

১৪. এখন স্বাদ গ্রহণ করো এরই পরিণামে যে, তোমরা তোমাদের এ দিনের উপস্থিতির কথা বিস্মৃত হয়েছিলে। আমি তোমাদেরকে ছেড়ে দিয়েছি, এখন স্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে থাকো- নিজেদের কৃতকর্মের প্রতিফল।

اِنَّمَا یُؤْمِنُ بِاٰیٰتِنَا الَّذِیْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّ سَبَّحُوْا
بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ هُمْ لَا یَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿۱۵﴾ السجدة

১৫. আমার আয়াত সমূহের উপর কেবল তারাই ঈমান আনে, যাদেরকে যখনই সেগুলো স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়, তখন সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং আপন প্রতিপালকের প্রশংসা করতে করতে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং অহংকার করে না।

www.dawateislami.net

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ یَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّ طَمَعًا ۫
وَّ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ یُنْفِقُوْنَ ﴿۱۶﴾

১৬. তাদের পার্শ্বদেশগুলো পৃথক থাকে শয্যা সমূহ থেকে এবং আপন প্রতিপালককে ডাকতে থাকে ভীত ও আশাবাদী হয়ে এবং আমার প্রদত্ত থেকে কিছু দান-খয়রাত করে।

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّاۤ اُخْفِیَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْیُنٍ ۚ
جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ﴿۱۷﴾

১৭. সুতরাং কোন ব্যক্তির জানা নেই যে, নয়নাভিরাম তাদের জন্য লুকায়িত রাখা হয়েছে পুরস্কারস্বরূপ তাদের কৃতকর্মের।

اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ؕ لَا یَسْتَوٗنَ ﴿۱۸﴾

১৮. তবে কি যে ঈমানদার সে তারই মতো হয়ে যাবে, যে নির্দেশ অমান্যকারী? এরা সমান নয়।

اَمَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰی ۫
نُزُلًۢا بِمَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ﴿۱۹﴾

১৯. যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য বসবাস করার বাগান রয়েছে, তাদের কৃত কর্ম সমূহের বিনিময়ে আপ্যায়নরূপে।

وَ اَمَّا الَّذِیْنَ فَسَقُوْا فَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ كُلَّمَاۤ اَرَادُوْۤا اَنْ یَّخْرُجُوْا
مِنْهَاۤ اُعِیْدُوْا فِیْهَا وَ قِیْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِیْ كُنْتُمْ
بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿۲۰﴾

২০. রইলো ঐসমস্ত লোক, যারা নির্দেশ অমান্যকারী, তাদের ঠিকানা হচ্ছে আগুন। যখনই তারা তা থেকে বের হতে চাইবে তখন তাদেরকে তাতেই ফিরিয়ে দেয়া হবে। আর তাদেরকে বলা হবে, আস্বাদন করো ঐ আগুনের শাস্তি, যাকে তোমরা অস্বীকার করতে।

www.dawateislami.net

وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٢١﴾

২১. এবং অবশ্যই আমি তাদেরকে আস্বাদন করাবো কিছু নিকটস্থ শাস্তি ঐ মহাশাস্তির পূর্বে যেটার প্রত্যক্ষকারী আশা করবে যে, এখনই ফিরে আসবে।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا ؕ

اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২. এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর যালিম কে? যাকে তার প্রতিপালকের আয়াত সমূহ দ্বারা উপদেশ দেয়া হয়েছে, অতঃপর সে সেগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে? নিশ্চয়, আমি অপরাধীদের থেকে বদলা নিয়ে থাকি।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَلَا تَكُنْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآىٕهٖ

وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿٢٣﴾

২৩. এবং নিশ্চয় আমি মূসাকে কিতাব দান করেছি, সুতরাং আপনি তার সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহ করবেন না! এবং আমি তাকে বনী ইস্রাঈলের জন্য পথ নির্দেশনা করেছি।

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَىِٕمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا ؕ۟

وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. এবং আমি তাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক ইমাম করেছি, যারা আমার নির্দেশে পথ প্রদর্শন করতো যখন তারা ধৈর্য ধারণ করলো। এবং তারা আমার আয়াত সমূহের উপর দৃঢ় বিশ্বাস করতো।

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবেন কিয়ামতের দিন যেসব বিষয়ে তারা বিরোধ করতো।

www.dawateislami.net

اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ ؕ اَفَلَا يَسْمَعُوْنَ ﴿۲۶﴾

২৬. এবং তাদের কি এতেও হিদায়ত হলো না যে, আমি তাদের পূর্বে কতো মানব গোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি, আজ যাদের বাসস্থানগুলোতে এরা বিচরণ করছে? নিশ্চয় নিশ্চয় এতে নিদর্শনাদি রয়েছে। তবে কি তারা শুনছে না?

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ الْمَآءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا تَاْكُلُ مِنْهُ اَنْعَامُهُمْ وَ اَنْفُسُهُمْ ؕ اَفَلَا يُبْصِرُوْنَ ﴿۲۷﴾ الثلثة

২৭. এবং তারা কি দেখে না যে, আমি পানি প্রেরণ করি শুষ্ক ভূমির প্রতি অতঃপর তা থেকে শস্য উদগত করি, যা থেকে তাদের চতুষ্পদ প্রাণীগুলো এবং তারা নিজেরা আহার করে? তবে কি তারা লক্ষ্য করে না?

وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۲۸﴾

২৮. এবং তারা বলে; এ মীমাংসা কবে হবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও!

قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِيْمَانُهُمْ وَ لَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿۲۹﴾

২৯. আপনি বলুন: মীমাংসার দিনে কাফিরদেরকে তাদের ঈমান আনা উপকৃত করবে না এবং না তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবে।

فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ انْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُّنْتَظِرُوْنَ ﴿۳۰﴾ ع

৩০. সুতরাং তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং অপেক্ষা করুন নিশ্চয় তাদেরকেও অপেক্ষা করতে হবে।

ঘটনা

জনৈক ব্যক্তি সায়্যিদুনা শা’বী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে গালি দিলো। তিনি বললেন: “তুমি যদি সত্য বলে থাকো, তাহলে **আল্লাহ্ তাআলা** আমাকে ক্ষমা করুন। আর যদি তুমি মিথ্যা বলে থাকো, তাহলে **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাকে ক্ষমা করুক।” **(ইহ্ইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ২১২ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

আয়াত: ২০

সূরা মুয্যাম্মিল, মক্কী

রুকু: ২

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

یٰۤاَیُّهَا الۡمُزَّمِّلُ ۙ﴿۱﴾ قُمِ الَّیۡلَ اِلَّا قَلِیۡلًا ۙ﴿۲﴾

১ হে বস্ত্রাবৃত! ২.রাত্রি জাগরণ করুন, রাতের কিছু অংশ ব্যতীত;

نِّصۡفَهٗۤ اَوِ انۡقُصۡ مِنۡهُ قَلِیۡلًا ۙ﴿۳﴾

৩. অর্ধরাত্রি অথবা তা থেকেও কিছু কম করুন;

اَوۡ زِدۡ عَلَیۡهِ وَ رَتِّلِ الۡقُرۡاٰنَ تَرۡتِیۡلًا ؕ﴿۴﴾

৪. অথবা এর উপর কিছু বৃদ্ধি করুন; এবং কুরআন খুব থেমে থেমে পাঠ করুন।

اِنَّا سَنُلۡقِیۡ عَلَیۡكَ قَوۡلًا ثَقِیۡلًا ﴿۵﴾

৫. নিশ্চয় অনতিবিলম্বে আমি আপনার উপর একটা গুরুভার বাণী অবতরণ করবো।

اِنَّ نَاشِئَةَ الَّیۡلِ هِیَ اَشَدُّ وَطۡاً وَّ اَقۡوَمُ قِیۡلًا ؕ﴿۶﴾

৬. নিশ্চয় রাতে উঠা, তা অধিক চাপ সৃষ্টি করে এবং বাণী খুব সরলভাবে বহির্গত হয়।

اِنَّ لَكَ فِی النَّهَارِ سَبۡحًا طَوِیۡلًا ؕ﴿۷﴾

৭. নিশ্চয় দিনের বেলায়তো আপনার বহু কাজ রয়েছে।

وَ اذۡكُرِ اسۡمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلۡ اِلَیۡهِ تَبۡتِیۡلًا ؕ﴿۸﴾

৮. এবং আপন প্রতিপালকের নাম স্মরণ করুন এবং সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁরই দিকে মনোনিবেশ করে থাকুন।

رَبُّ الۡمَشۡرِقِ وَ الۡمَغۡرِبِ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذۡهُ وَكِیۡلًا ﴿۹﴾

www.dawateislami.net

৯. তিনি পূর্বের প্রতিপালক ও পশ্চিমের প্রতিপালক। তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই; সুতরাং আপনি তাঁকেই আপন কর্ম বিধায়ক হিসেবে গ্রহণ করুন।

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ﴿۱۰﴾

১০. এবং কাফিরদের উক্তি সমূহে ধৈর্য ধারণ করুন এবং তাদেরকে ভালোভাবে পরিহার করুন।

وَذَرْنِیْ وَالْمُكَذِّبِیْنَ اُولِی النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِیْلًا ﴿۱۱﴾

১১. এবং আমার উপর ছেড়ে দিন ঐসব অস্বীকারকারী ধনশালী লোকদেরকে এবং তাদেরকে স্বল্প অবকাশ দিন।

اِنَّ لَدَیْنَاۤ اَنْكَالًا وَّ جَحِیْمًا ﴿۱۲﴾ وَّ طَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّ عَذَابًا اَلِیْمًا ﴿۱۳﴾

১২. নিশ্চয় আমার নিকট ভারী বেড়ী সমূহ রয়েছে এবং প্রজ্জ্বলিত আগুন;
১৩. এবং কণ্ঠে আটকা পড়ে এমন খাদ্য এবং বেদনাদায়ক শাস্তি।

یَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَ الْجِبَالُ وَ كَانَتِ الْجِبَالُ كَثِیْبًا مَّهِیْلًا ﴿۱۴﴾

১৪. যেদিন থরথর করে কাঁপবে জমিন ও পর্বতমালা এবং পর্বতমালা হয়ে যাবে বহমান বালুর টিলা।

اِنَّاۤ اَرْسَلْنَاۤ اِلَیْكُمْ رَسُوْلًا ۙ شَاهِدًا عَلَیْكُمْ كَمَاۤ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰى فِرْعَوْنَ
رَسُوْلًا ﴿۱۵﴾ فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَاَخَذْنٰهُ اَخْذًا وَّبِیْلًا ﴿۱۶﴾

১৫. নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি একজন রাসূল প্রেরণ করেছি, যিনি তোমাদের উপর হাযির-নাযির (উপস্থিত, পর্যবেক্ষণকারী), যেভাবে আমি ফিরআউনের প্রতি রাসূল প্রেরণ করেছি। ১৬. অতঃপর ফিরআউন ঐ রাসূলের নির্দেশ অমান্য করলো; সুতরাং আমি তাকে কঠোরভাবে পাকড়াও করেছি।

فَكَیْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ یَوْمًا یَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِیْبًا ﴿۱۷﴾
السَّمَآءُ مُنْفَطِرٌۢ بِهٖ ؕ كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلًا ﴿۱۸﴾

১৭. অতঃপর কিভাবে রক্ষা পাবে যদি কুফর করো ঐ দিন, যা শিশুদেরকে বৃদ্ধ করে ফেলবে; ১৮. আসমান তার আঘাতে ফেটে যাবে। **আল্লাহ্**র প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েই থাকবে।

www.dawateislami.net

إِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ إِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿١٩﴾

১৯. নিশ্চয় এটা উপদেশ; সুতরাং যার ইচ্ছা হয় সে যেন আপন প্রতিপালকের দিকে রাস্তা গ্রহণ করে।

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُوْمُ أَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَ نِصْفَهٗ وَ ثُلُثَهٗ وَ
طَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ؕ وَ اللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ ؕ عَلِمَ أَنْ لَّنْ
تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ؕ عَلِمَ أَنْ
سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى ۙ وَ اٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِي الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ
مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙ وَ اٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ فَاقْرَءُوْا مَا
تَيَسَّرَ مِنْهُ ۙ وَ أَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ أَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا
حَسَنًا ؕ وَ مَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ
خَيْرًا وَّ أَعْظَمَ أَجْرًا ؕ وَ اسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٠﴾

২০. নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক জানেন যে, আপনি রাতে জাগ্রত থাকেন- কখনো রাতের দু'তৃতীয়াংশের কাছাকাছি, কখনো অর্ধরাত্রি, কখনো এক তৃতীয়াংশ; এবং আপনার সাথে একটি দলও এবং **আল্লাহ্** রাত ও দিনের পরিমাণ নির্ণয় করেন। তিনি জানেন, হে মুসলমানগণ! তোমাদের দ্বারা রাতের সঠিক হিসাব রাখা সম্ভবপর হবে না, সুতরাং তিনি আপন করুণা দ্বারা তোমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি ফিরিয়েছেন; এখন কুরআনের মধ্য থেকে যতটুকু তোমাদের নিকট সহজ হয় ততটুকু পাঠ করো। তিনি জানেন- সত্বর তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোক অসুস্থ হয়ে পড়বে; আর কিছু লোক পৃথিবীতে সফর করবে **আল্লাহ্**র অনুগ্রহের সন্ধানে, আর কিছু লোক **আল্লাহ্**র পথে লড়তে থাকবে; সুতরাং যতটুকু কুরআন পাঠ করা সহজসাধ্য হয় ততটুকু পাঠ করো, এবং নামায কায়েম রাখো, যাকাত প্রদান করো এবং **আল্লাহ্**কে উত্তম কর্জ দাও আর নিজের জন্য যে সৎকর্ম আগে প্রেরণ করবে সেটাকে **আল্লাহ্**র নিকট অধিকতর উত্তম ও মহা পুরস্কারেরেই (উপযোগী) পাবে। এবং **আল্লাহ্**র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিশ্চয় **আল্লাহ্** ক্ষমাশীল, দয়ালু।

www.dawateislami.net

সূরা কাফিরূনের ৩টি ফযীলত

(১) হযরত সায়্যিদুনা ফারওয়া বিন নাওফল رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ থেকে বর্ণিত; তিনি **নবীকুল সুলতান, মাহবুবে রহমান, হুযুর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাকে এমন কিছু বিষয় বলে দিন যা আমি বিছানায় যাওয়ার সময় (অর্থাৎ শোয়ার সময়) পাঠ করে নিব। **নবী করীম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "قُلۡ یٰۤاَیُّهَا الۡکٰفِرُوۡنَ ۙ﴿۱﴾ পাঠ করে নিও। এটা শিরিক থেকে মুক্তি স্বরূপ।"

(সুনানে তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ২৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৪১৪)

(২) হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পূরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক সাহাবী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ কে ইরশাদ করলেন: "হে অমুক! তুমি কি বিবাহ করে নিয়েছো?" তখন সে আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! **আল্লাহ্ তাআলার** শপথ! বিবাহ করিনি। বিবাহ করার জন্য আমার কাছে কিছুই নেই। **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তোমার কি قُلۡ هُوَ اللهُ اَحَدٌ মুখস্থ নেই?" সে আরয করলো: কেন থাকবে না। **হুযুর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "এটা এক তৃতীয়াংশ কুরআনের সমান।" অতঃপর ইরশাদ করলেন: "তোমার কি اِذَا جَآءَ نَصۡرُ اللهِ وَ الۡفَتۡحُ ۙ﴿۱﴾ মুখস্থ নেই?" সে আরয করলো: কেন থাকবে না? (**রাসূল** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করলেন: "এটা এক চতুর্থাংশ কুরআনের সমান।" আবার জিজ্ঞাসা করলেন: "তোমার কি قُلۡ یٰۤاَیُّهَا الۡکٰفِرُوۡنَ মুখস্থ নেই?" সে আরয করলো: কেন থাকবে না? (**রাসূল** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করলেন: "এটা কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমান। আবার ইরশাদ করলেন: "তোমার কি اِذَا زُلۡزِلَتِ الۡاَرۡضُ زِلۡزَالَهَا মুখস্থ নেই?" সে আরয করলো: কেন থাকবে না।

www.dawateislami.net

(রাসূল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করলেন: "এটা এক চতুর্থাংশ কুরআন।" এরপর (প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করলেন: "বিবাহ করে নাও" "বিবাহ করে নাও"।

(সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৪০৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৯০৪)

(৩) হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; **নবীকুল সুলতান, মাহবুবে রহমান, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "اِذَا زُلْزِلَتِ অর্ধ কুরআনের সমান, قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ এক তৃতীয়াংশ কুরআনের সমান। আর قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ এক চতুর্থাংশ কুরআনের সমান।"

(সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৪০৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৯০৩)

আয়াত: ৬

সূরা কাফিরূন, মক্কী

রুকূ: ১

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

قُلۡ يٰۤاَيُّهَا الۡكٰفِرُوۡنَ ۙ﴿۱﴾ لَاۤ اَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُوۡنَ ۙ﴿۲﴾

১. আপনি বলুন: হে কাফিরগণ!
২. আমি ইবাদত করি না যার তোমরা ইবাদত করো,

وَلَاۤ اَنۡتُمۡ عٰبِدُوۡنَ مَاۤ اَعۡبُدُ ۚ﴿۳﴾ وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدۡتُّمۡ ۙ﴿۴﴾

৩. এবং না তোমরা ইবাদত করো যাঁর ইবাদত আমি করি,
৪. এবং না আমি ইবাদত করবো যার ইবাদত তোমরা করেছো।

وَلَاۤ اَنۡتُمۡ عٰبِدُوۡنَ مَاۤ اَعۡبُدُ ؕ﴿۵﴾ لَكُمۡ دِيۡنُكُمۡ وَلِىَ دِيۡنِ ﴿۶﴾

৫. এবং না তোমরা ইবাদত করবে যাঁর ইবাদত আমি করি।
৬. তোমাদের দ্বীন তোমাদের এবং আমার দ্বীন আমার।

www.dawateislami.net

সূরা ইখলাসের ৭টি ফযীলত

(১) হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: তোমাদের মধ্য থেকে কেউ রাতে এক তৃতীয়াংশ কুরআন কেন পড়ো না? সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان আরয করলেন: কোন ব্যক্তি এক তৃতীয়াংশ কুরআন কিভাবে পাঠ করতে পারে? **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "قُلۡ ہُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ (সূরা ইখলাস) এক তৃতীয়াংশ কুরআনের সমান।"

(সহীহ মুসলিম, ৪০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮১১)

(২) হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "একত্রিত হয়ে যাও। কেননা, এখনই আমি তোমাদের সামনে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করবো।" অতঃপর সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمۡ এর মধ্যে যারা একত্রিত হওয়ার ছিলো, তারা একত্রিত (জমায়েত) হয়ে গেলো। অতঃপর **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাশরীফ আনলেন এবং قُلۡ ہُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ (তথা সূরা ইখলাস) পড়লেন, এরপর চলে গেলেন। আমরা একে অপরকে বলতে লাগলাম, হয়ত আসমান থেকে কোন সংবাদ (ওহী) এসেছে, তাই **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم চলে গেলেন। এরপর যখন **নবী করীম, রউফুর রাহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পুনরায় তাশরীফ আনলেন তখন ইরশাদ করলেন: "আমি তোমাদের সামনে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পড়ার কথা বলেছিলাম। তবে শুনে রাখো, এই সূরা (ইখলাস) কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।" **(সহীহ মুসলিম, ৪০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮১২)**

(৩) হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বলেন: এক ব্যক্তি কাউকে বার বার قُلۡ ہُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ (সূরা ইখলাস) পাঠ করতে শুনলেন। তখন সকালে **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে এসে তার আলোচনা করলো।

www.dawateislami.net

ঐ (আগুন্তক) ব্যক্তি যেন সেটাকে (অর্থাৎ- সূরা ইখলাসকে) কম মনে করছিলো। তখন **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: ঐ সত্ত্বার শপথ! যার কুদরতের হাতে আমার প্রাণ। এই সূরা কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। (সহীহ বুখারী, ৩য় খন্ড, ৪০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫০১৩)

(৪) হযরত সায়্যিদুনা মুয়াজ বিন আনাস জুহনী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "যে ব্যক্তি ১০ বার قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ পাঠ করবে **আল্লাহ্ তাআলা** তার জন্য জান্নাতে একটি মহল (দালান) তৈরী করবেন।" হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তাহলে তো আমরা এটাকে অধিকহারে পাঠ করবো। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "**আল্লাহ্ তাআলা** অনেক বেশি (পরিমাণে) দানকারী ও পবিত্র।"

(মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৫ম খন্ড, ৩০৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৫৬১০)

(৫) উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক ব্যক্তিকে এক (ছোট) যুদ্ধে দলপতি বানিয়ে পাঠালেন। সে তার সঙ্গীদের (নিয়ে) নামায পড়ানোর সময় নামাযে অন্যান্য সূরার সাথে শেষে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ পড়তেন। যুদ্ধ থেকে ফেরার পর লোকেরা **প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট এই ব্যাপারে আলোচনা করলো। তখন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তাকে জিজ্ঞাসা করো, সে কেন এরকম করে?" লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে বললো: "আমি তা প্রত্যেক নামাযে এজন্য পড়ি যে এটা **আল্লাহ্ তাআলার** গুনাগুন (সম্বলিত সূরা), আর আমি সেটাকে পাঠ করতে পছন্দ করি।" এটা শুনে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তাকে সংবাদ দাও যে, **আল্লাহ্ তাআলা** ও তাকে মুহাব্বত করেন (ভালবাসেন)।" (সহীহ বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ৫৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৩৭৫)

www.dawateislami.net

(৬) হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন; আমি **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে কোথাও যাচ্ছিলাম। তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কাউকে সূরা ইখলাস পাঠ করতে শুনলেন। তখন **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "ওয়াজীব হয়ে গেছে।" তখন আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কি ওয়াজীব হয়ে গেছে? **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "জান্নাত।" (ইমাম মালিক প্রণীত মুয়াত্তা, ১ম খন্ড, ১৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৯৫)

(৭) হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রাব্বুল ইজ্জত, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি দৈনিক ২০০বার قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ (সূরা ইখলাস) পাঠ করবে, তার পঞ্চাশ বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে (তবে তার উপর (যদি) কর্জ থেকে থাকে তা ব্যতীত)।"

(সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৪১১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৯০৭)

আয়াত: ৪

সূরা ইখলাস, মক্কী

রুকু: ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝۱ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝۲

১.আপনি বলুন: তিনি **আল্লাহ্**, তিনি এক, ২. **আল্লাহ্** পরমুখাপেক্ষী নন;

لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝۳ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝۴

৩. না তিনি কাউকে জন্ম দিয়েছেন এবং না তিনি কারো থেকে জন্ম গ্রহণ করেছেন, ৪. এবং না আছে কেউ তাঁর সমকক্ষ হবার।

www.dawateislami.net

সূরা ফালাক ও সূরা নাস এর ৫টি ফযীলত

(১) হযরত সায়্যিদুনা জাবের বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا বলেন: **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করলেন: "হে জাবির! পড়ো!" আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমার মা-বাবা আপনার উপর উৎসর্গ। কি পড়বো? ইরশাদ করলেন: "قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِ ও قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ النَّاسِ। অতঃপর আমি এই দুটি (সূরা) পড়লাম, তখন (**হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করলেন: "এই দুটি (নিয়মিত) পাঠ করতে থাকো। কেননা, তোমরা নিশ্চয় এর সমকক্ষ (অন্য কিছু) পাঠ করতে পারবে না।"

(আল ইহসান বি তারতীবে সহীহ ইবনে হাব্বান, ২য় খন্ড, ৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৯৩)

(২) হযরত সায়্যিদুনা ওকবা বিন আমের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; আমি এক সফরে **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে ছিলাম। তখনই **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "হে ওকবা! আমি কি তোমাকে পড়া যায় এমন উত্তম দুটি সূরা শিক্ষা দিবো না?" অতঃপর **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِ ও قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ النَّاسِ শিক্ষা দিলেন। (সুনানে আবু দাউদ, ২য় খন্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৪৬২)

(৩) হযরত সায়্যিদুনা ওকবা বিন আমের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; আমি **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে জুহ্‌ফা ও আবওয়ার (দুই স্থানের) মধ্যখান দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন প্রচন্ড ধুলোঝড় ও ঘন অন্ধকার আমাদেরকে ঘিরে ফেললো। তখন **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم, قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِ ও قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ النَّاسِ এর মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং আমাকে ইরশাদ করলেন: "হে ওকবা! এই দুই সূরার ওসীলায় আশ্রয় চাও।" কেননা কোন আশ্রয় প্রার্থনাকারী এর সমতূল্য কোন কিছুর ওসীলায় আশ্রয় চাইনি।"

(সুনানে আবু দাউদ, ২য় খন্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৪৬৩)

www.dawateislami.net

(৪) উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا থেকে বর্ণিত; যখন **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আরাম করার জন্য বিছানায় তাশরীফ আনতেন তখন দুই হাত একত্র করে "সূরা ইখলাস, ফালাক্ব ও নাস" পাঠ করে ফুঁক দিতেন ও শরীর মোবারকে যতটুকু হাত পৌছানো যেত ততটুকুতে হাত বুলিয়ে নিতেন। তবে হাত বুলানো শুরু হতো মাথা ও মুখমন্ডল থেকে শরীর মোবারকের সামনের দিক থেকে। আর এভাবে তিনবার এই আমল করতেন। (সহীহ বুখারী, ৩য় খন্ড, ৪০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫০১৭)

(৫) হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে হাবীব رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাকে ইরশাদ করলেন: "قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ও مُعَوَّذَتَيْن (তথা- সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস) দৈনিক ৩ বার করে সকাল সন্ধ্যা পাঠ করে নিও। এটা তোমার জন্য সব কিছুর ব্যাপারে যথেষ্ট হবে।" (আদ দুররুল মনছুর, ৮ম খন্ড, ৬৮১ পৃষ্ঠা)

আয়াত: ৫

সূরা ফালাক, মক্কী

রুকু: ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ﴿۱﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۲﴾

১. আপনি বলুন: আমি তাঁরই আশ্রয় নিচ্ছি, যিনি প্রভাতের সৃষ্টিকর্তা।
২. তাঁর সৃষ্টিকুলের অনিষ্ট থেকে,

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿۳﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۙ﴿۴﴾

৩. এবং অন্ধকারাচ্ছন্নকারীর অনিষ্ট থেকে, যখন সেটা অস্তমিত হয়,
৪. এবং ঐসব নারীর অনিষ্ট থেকে, যারা গ্রন্থি সমূহে ফুৎকার দেয়,

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿۵﴾

৫. এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে আমার প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়।

www.dawateislami.net

আয়াত: ৬ **সূরা নাস, মক্কী** রুকু: ১

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۱﴾ مَلِکِ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ اِلٰہِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾

১. আপনি বলুন: আমি তাঁরই আশ্রয়ে এসেছি, যিনি সকল মানুষের প্রতিপালক, ২. সকল মানুষের বাদশাহ্,৩. সকল লোকের খোদা।

مِنۡ شَرِّ الۡوَسۡوَاسِ ۬ۙ الۡخَنَّاسِ ۙ﴿۴﴾

৪. তারই অনিষ্ট থেকে, যে অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয় এবং আত্মগোপন করে,

الَّذِیۡ یُوَسۡوِسُ فِیۡ صُدُوۡرِ النَّاسِ ۙ﴿۵﴾ مِنَ الۡجِنَّۃِ وَ النَّاسِ ﴿۶﴾

৫. যে মানুষের অন্তর সমূহে কু-প্ররোচনা ঢালে, ৬. জিন ও মানুষ।

সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াতের ৪টি ফযীলত

(১) **হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্সম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "**আল্লাহ্ তাআলা** জমিন ও আসমান সৃষ্টি করার দুই হাজার বছর পূর্বে একটি কিতাব লিখেছেন, অতঃপর তা থেকে সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত অবতীর্ণ করেন। যে ঘরে (নিয়মিত) তিন রাত ঐ দুই আয়াত পড়া হবে, শয়তান সে ঘরের কাছাকাছি আসবে না।" (সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৪০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৮৯১)

(২) অপর এক বর্ণনায় শব্দ কিছুটা এরকম রয়েছে যে, "যে ঘরে ঐ দুই আয়াত পড়া হবে, শয়তান তিন দিন পর্যন্ত তার কাছাকাছি আসবে না।"

(আল মুসতাদরাক, ২য় খন্ড, ২৬৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২১০৯)

(৩) **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "নিশ্চয় **আল্লাহ্ তাআলা** আমাকে তার আরশের নিচের ভান্ডার থেকে এমন দুটি আয়াত দান করেছেন যার মাধ্যমে সূরা বাকারার ইতি টেনেছেন।

www.dawateislami.net

সেগুলো (নিজে) শিখো এবং নিজের স্ত্রী-সন্তানদের শিখাও। কেননা, এটা নামায, কুরআন এবং দোয়া।" (আল মুসতাদরাক, ২য় খন্ড, ২৬৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২১১০)

(৪) **হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি (সূরা) বাকারার শেষ দুই আয়াত রাতে পাঠ করবে, তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। (সহীহ বুখারী, ৩য় খন্ড, ৪০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫০০৯) "যথেষ্ট" শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য এটা যে, এই দুই আয়াত সেই রাতের কিয়ামের (ইবাদতের) স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে। বা ঐ রাতে তাকে শয়তান থেকে নিরাপদ রাখবে বা সেই রাতে আগমণকারী বিপদাপদ থেকে রক্ষা করবে বা তার পক্ষে ফযীলত ও সাওয়াবের জন্য যথেষ্ট হবে। **আল্লাহ্ তাআলাই** অধিক জানেন।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

আল্লাহ্ তাআলার নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

اٰمَنَ الرَّسُوۡلُ بِمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَیۡہِ مِنۡ رَّبِّہٖ وَالۡمُؤۡمِنُوۡنَ ؕ کُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰہِ
وَمَلٰٓئِکَتِہٖ وَکُتُبِہٖ وَرُسُلِہٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَیۡنَ اَحَدٍ مِّنۡ رُّسُلِہٖ ۟ وَقَالُوۡا
سَمِعۡنَا وَاَطَعۡنَا ٭۫ غُفۡرَانَکَ رَبَّنَا وَاِلَیۡکَ الۡمَصِیۡرُ ﴿۲۸۵﴾

২৮৫. রাসূল ঈমান এনেছেন সেটার উপর, যা তাঁর প্রতিপালকের নিকট থেকে তাঁর উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং মু'মিনগণও। সবাই মান্য করেছে **আল্লাহ্**, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর কিতাব সমূহ এবং তাঁর রাসূলগণকে এ কথা বলে যে, আমরা তাঁর কোন রাসূলের উপর ঈমান আনার মধ্যে তারতম্য করি না এবং আরয করেছে: আমরা শুনেছি ও মান্য করেছি। তোমার ক্ষমা হোক! হে প্রতিপালক আমাদের এবং তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

لَا یُکَلِّفُ اللّٰہُ نَفۡسًا اِلَّا وُسۡعَہَا ؕ لَہَا مَا کَسَبَتۡ وَعَلَیۡہَا مَا
اکۡتَسَبَتۡ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَاۤ اِنۡ نَّسِیۡنَاۤ اَوۡ اَخۡطَاۡنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا
تَحۡمِلۡ عَلَیۡنَاۤ اِصۡرًا کَمَا حَمَلۡتَہٗ عَلَی الَّذِیۡنَ مِنۡ قَبۡلِنَا ۚ

www.dawateislami.net

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۥ وَاغْفِرْ لَنَا ۥ وَارْحَمْنَا ۥ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۸۶﴾

২৮৬. **আল্লাহ্** কোন আত্মার উপর বোঝা অর্পণ করেন না, কিন্তু তার সাধ্য পরিমাণ। তার জন্য কল্যাণ- যেই ভালো সে উপার্জন করেছে, আর তার জন্য ক্ষতি- যেই মন্দ সে উপার্জন করেছে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে পাকড়াও করো না যদি আমরা বিস্মৃত হই কিংবা ভুল করি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর ভারী বোঝা রেখো না, যেমন তুমি আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর রেখেছিলে। হে আমাদের প্রতিপালক! এবং আমাদের উপর ঐ বোঝা অর্পণ করো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই; এবং আমাদের পাপ মোচন করো, আমাদেরকে ক্ষমা করো, আর আমাদের উপর দয়া করো। তুমি আমাদের মুনিব। সুতরাং কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করো।

সূরা হাশরের শেষ আয়াত

হযরত সায়্যিদুনা মা'কিল বিন ইয়াসার رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি সকালের সময় ৩বার اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ পাঠ করে এবং সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ করে তাহলে **আল্লাহ্ তাআলা** তার জন্য সত্তর হাজার ফিরিশতা নির্ধারণ করে দেন, যারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য রহমতের দোয়া করতে থাকে। আর সেদিন যদি সে মৃত্যুবরণ করে তবে শহীদ হবে। আর যদি সন্ধ্যায় পাঠ করে তাহলে সকাল পর্যন্ত একই ফযীলত। (সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৪২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৯৩১)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿۲۲﴾

২২. তিনিই হন **আল্লাহ্**, যিনি ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই; প্রত্যেক অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্যের জ্ঞাতা। তিনিই হন মহা দয়ালু, করুণাময়।

www.dawateislami.net

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیۡ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡمَلِكُ الۡقُدُّوۡسُ السَّلٰمُ الۡمُؤۡمِنُ الۡمُهَیۡمِنُ الۡعَزِیۡزُ الۡجَبَّارُ الۡمُتَكَبِّرُ ؕ سُبۡحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یُشۡرِكُوۡنَ ﴿۲۳﴾

২৩. তিনিই হন **আল্লাহ্**, যিনি ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই; বাদশাহ্, অতি পবিত্র, শান্তিদাতা, নিরাপত্তা প্রদানকারী, রক্ষাকারী, পরম সম্মানিত, মহান, দম্ভশীল; **আল্লাহ্** পবিত্র তাদের শিরীক থেকে।

هُوَ اللّٰهُ الۡخَالِقُ الۡبَارِئُ الۡمُصَوِّرُ لَهُ الۡاَسۡمَآءُ الۡحُسۡنٰی ؕ یُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ۚ وَ هُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَكِیۡمُ ﴿۲۴﴾

২৪. তিনিই হন **আল্লাহ্**, নির্মাতা, স্রষ্টা, প্রত্যেককে রূপদাতা তাঁরই সব ভালো নাম, তাঁরই পবিত্রতা ঘোষণা করে যা কিছু আসমান ও জমিনে রয়েছে এবং তিনিই সম্মান ও প্রজ্ঞাময়।

আয়াতুল কুরসীর ৫টি ফযীলত

(১) হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে: "এই আয়াত কুরআন শরীফের আয়াত গুলোর মধ্যে অনেক সম্মানিত ও মহত্বপূর্ণ আয়াত।" (দুররুল মনছুর, ২য় খন্ড, ৬ পৃষ্ঠা)

(২) হযরত সায়্যিদুনা উবাই বিন কা'ব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡهُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পূরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "হে আবু মুনজির! তুমি কি জানো কুরআনে পাকের যে সমস্ত আয়াত তোমার মুখস্থ আছে তার মধ্যে কোন আয়াতটি (মান মর্যাদায়) মহান? আমি বললাম: اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۬ۚ অতঃপর **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার বুকে হাত রাখলেন এবং ইরশাদ করলেন: "হে আবু মুনজির! তোমার ইলমে (জ্ঞানে) বরকত হোক এবং তোমার ইলমকে (জ্ঞানকে) মোবারকবাদ।"

(সহীহ মুসলিম, ৪০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮১০)

www.dawateislami.net

(৩) অপর এক বর্ণনায় আছে: "সূরা বাকারায় এমন এক আয়াত আছে যা কুরআনে পাকের সমস্ত আয়াতের সর্দার। তা যে ঘরে পাঠ করা হয় ঐ ঘর থেকে শয়তান পালিয়ে যায়। আর তা হলো; 'আয়াতুল কুরসী'।"

(আল মুসতাদরাক, ২য় খন্ড, ৬৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩০৮০)

(৪) আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: আমি **আল্লাহ্র হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি; "যে ব্যক্তি প্রতি নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তাকে জান্নাতে প্রবেশের ক্ষেত্রে কোন কিছুই বাধা দিতে পারবে না, সে মৃত্যুবরণ করতেই জান্নাতে চলে যাবে। আর যে ব্যক্তি রাতে শয়নকালে তা পাঠ করবে সে, তার প্রতিবেশি এবং আশেপাশের অন্যান্য ঘরের লোকেরা শয়তান ও চোর থেকে নিরাপদ থাকবে।" (শুয়াবুল ঈমান, ২য় খন্ড, ৪৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৩৯৫)

(৫) যে ব্যক্তি প্রতি নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে, তার নিম্ন লিখিত বরকত গুলো নসীব হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ

➲ সে ইন্তিকালের পর জান্নাতে যাবে। ➲ সে শয়তান ও জিনের সকল অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকবে। ➲ অভাবী হলে অল্প দিনের মধ্যে তার অভাব ও খারাপ অবস্থা দূর হয়ে যাবে। ➲ যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা ও বিছানায় শয়নকালে আয়াতুল কুরসী ও এর পরের দু'টি আয়াত خٰلِدُوْنَ পর্যন্ত পাঠ করে নিবে, সে চুরি, পানিতে ডুবে যাওয়া ও (আগুনে) পুড়ে যাওয়া থেকে নিরাপদ থাকবে। ➲ যদি পুরো ঘরে কোন উচুঁ স্থানে (এটা) লিখে এর শিলালিপি (পাথর ইত্যাদি যে কোন কিছুর উপর লিখে) ঝুলিয়ে কিংবা আটকিয়ে দেওয়া যায় তাহলে اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ সে ঘরে কখনো অভাব-অনটন হবে না বরং রুজি রোজগারে আরো অধিক বরকত হবে এবং ঐ ঘরে কখনো চোর আসতে পারবে না।

(জান্নাতী যেওর, ৫৮৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আয়াতুল কুরসী

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ
یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا
بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ
وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ﴿۲۵۵﴾

২৫৫. **আল্লাহ্** হন, যিনি ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই। তিনি নিজেই জীবিত এবং অন্যান্যদের তত্বাবধায়ক। তাঁকে না তন্দ্রা স্পর্শ করে, না নিদ্রা। তাঁরই, যা কিছু আসমান সমূহে রয়েছে এবং যা কিছু জমিনে। সে কে, যে তাঁর সম্মুখে সুপারিশ করবে, তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে? (তিনি) জানেন যা কিছু তাদের সম্মুখে রয়েছে এবং যা কিছু তাদের পিছনে। আর তারা পায় না তাঁর জ্ঞান থেকে, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর কুরসী আসমান সমূহ ও জমিন ব্যাপী এবং তাঁর জন্য ভারী নয় এ গুলোর রক্ষণাবেক্ষণ। তিনিই উচ্চ, মহা মর্যাদা সম্পন্ন।

রিযিকের একটি কারণ

নবী করীম صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সময়কালে দুই ভাই ছিলো। যাদের মধ্যে একজন **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খিদমতে (ইলমে দ্বীন শিখার জন্য) আগমন করতেন। আর অপর ভাই ছিলো কারিগর। (একদিন) কারিগর ভাই **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট নিজ ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। (অর্থাৎ সে তার রোজী রোজগারের সমস্ত বোঝা আমার উপর চাপিয়ে দিয়েছে। তাকেও আমার কাজে সহযোগীতা করা উচিত) তখন **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "(لَعَلَّکَ تُرْزَقُ بِہٖ) সম্ভবত; তার বরকতেই তোমার রিযিক মিলছে। (সুনানে তিরমিযী, আবওয়াবুয যোহদ, বাবু ফিত তাওয়াক্কুলি আলাল্লাহি, ৪র্থ খন্ড, ১৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৩৫২) ("আশিয়াতুল লোমআত" কিতাবুর রিক্বাক্ব, বাবুত তাওয়াক্কুল ওয়াস সবর, ফসলুস সালিস, ৪র্থ খন্ড, ২৬২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

লোকদের কাছ থেকে না চাওয়ার ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা সাওবান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্সম, শাহে বনী আদম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমাকে এই কথার নিশ্চয়তা দিবে যে, সে লোকদের কাছ থেকে কিছুই চাইবে না (তথা ভিক্ষা করবে না), তাহলে আমি তাকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।" হযরত সায়্যিদুনা সাওবান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আরয করলেন: আমি এই কথার নিশ্চয়তা দিচ্ছি। সুতরাং তিনি কারো কাছ থেকে কিছু চাইতেন না।

(সুনানে আবু দাউদ, ১৩৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৬৪৩)

আহলে বাইতের সাথে উত্তম আচরণ

আমীরুল মু'মিনীন হযরত মাওলায়ে কায়েনাত, আলী মুরতাজা শেরে খোদা کَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْھَہُ الْکَرِیْم থেকে বর্ণিত; **আল্লাহর মাহবুব, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে (ব্যক্তি) আমার আহলে বাইতের কারো সাথে উত্তম আচরণ করবে, আমি কিয়ামতের দিন এর প্রতিদান তাকে (অবশ্যই) দান করবো।"

(আল জামেউস সগীর লিস সুয়ূতী, ৫৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮৮২১)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

ফয়যানে যিকির

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবীকুল সুলতান, মাহবুবে রহমান, হুযুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে (ব্যক্তি) আমার ভালবাসা ও আমার প্রতি ভক্তির কারণে আমার উপর প্রত্যেক দিন ও রাতে তিন বার করে দরূদ শরীফ পাঠ করে, তবে **আল্লাহ্ তাআলা** এর উপর (বদান্যতার) হক হলো, তিনি ঐ বান্দার সেই দিন ও রাতের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।” (আল মু'জামুল কবীর, ১৮তম খন্ড, ৩৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৯২৮)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

ঈমানে মুফাস্সাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰہِ وَمَلٰٓئِکَتِہٖ وَکُتُبِہٖ وَرُسُلِہٖ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ
وَالْقَدْرِ خَیْرِہٖ وَشَرِّہٖ مِنَ اللّٰہِ تَعَالٰی وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ط

অনুবাদ: আমি ঈমান আনলাম **আল্লাহ্‌**র উপর, তাঁর ফিরিশতাগণের উপর, তাঁর কিতাব সমূহের উপর, তাঁর রাসূলগণের উপর, কিয়ামত দিবসের উপর এবং এর উপর যে ভাল এবং মন্দ তাকদীর **আল্লাহ্‌**র পক্ষ থেকে এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর।

www.dawateislami.net

ঈমানে মুজমাল

اٰمَنْتُ بِاللهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَآئِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَ قَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ اِقْرَارٌۢ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيْقٌۢ بِالْقَلْبِ ط

অনুবাদ: আমি **আল্লাহ্**র উপর ঈমান আনলাম, যেভাবে তিনি নিজের নাম সমূহ ও আপন গুণাবলীর সাথে আছেন এবং আমি তাঁর সমস্ত বিধি-বিধানকে মৌখিক স্বীকৃতি সহকারে ও অন্তরের সত্যায়নের মাধ্যমে মেনে নিলাম।

প্রথম "কলেমা তায়্যিব"

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ ط

অনুবাদ: **আল্লাহ্** ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ্**র রাসূল।

দ্বিতীয় "কলেমা শাহাদাত"

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ط

অনুবাদ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, **আল্লাহ্** ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিঃসন্দেহে **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর বান্দা ও রাসূল।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

তৃতীয় “কলেমা তামজীদ”

سُبْحٰنَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ ؕ
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ؕ

অনুবাদ: আল্লাহ্ পবিত্র। সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ্**র জন্য। **আল্লাহ্** ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। **আল্লাহ্** মহান। আর গুনাহ থেকে বাঁচার শক্তি ও নেক আমল করার সামর্থ্য এক মাত্র **আল্লাহ্**রই পক্ষ থেকে, যিনি সবার চেয়ে মহান, অতীব মর্যাদাবান।

চতুর্থ “কলেমা তাওহীদ”

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ؕ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ
وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ اَبَدًا اَبَدًا ؕ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ؕ
بِيَدِهِ الْخَيْرُ ؕ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ؕ

অনুবাদ: আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরিক নেই। সমগ্র সাম্রাজ্য একমাত্র তাঁর। সমস্ত প্রশংসাও একমাত্র তাঁর জন্য। তিনিই জীবন দান করেন। আর তিনিই মৃত্যু দান করেন। তিনি চিরঞ্জীব; তাঁর কখনো মৃত্যু আসবে না। তিনি খুবই মহত্ব ও মর্যাদার অধিকারী। সমস্ত মঙ্গল তাঁরই হাতে। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

www.dawateislami.net

পঞ্চম "কলেমা ইস্তিগফার"

اَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّیْ مِنْ کُلِّ ذَنْۢبٍ اَذْنَبْتُهٗ عَمَدًا اَوْ خَطَأً سِرًّا
اَوْ عَلَانِیَةً وَّ اَتُوْبُ اِلَیْهِ مِنَ الذَّنْۢبِ الَّذِیْ اَعْلَمُ وَ مِنَ الذَّنْۢبِ
الَّذِیْ لَا اَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ وَ سَتَّارُ الْعُیُوْبِ
وَ غَفَّارُ الذُّنُوْبِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ ط

অনুবাদ: আমি আমার পালনকর্তা **আল্লাহ্**র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি ঐ সমস্ত গুনাহ থেকে যা আমি জেনে শুনে অথবা ভুলবশত করেছি, গোপনে করেছি অথবা প্রকাশ্যে এবং আমি তাঁর দরবারে তাওবা করছি ঐ সমস্ত গুনাহ থেকে যা আমি জানি এবং ঐ গুনাহ থেকে যা আমি জানিনা। (হে **আল্লাহ্**) নিশ্চয় তুমি গাইবের জ্ঞান রাখ, দোষ-ত্রুটি গোপনকারী, গুনাহ্ ক্ষমাকারী। আর গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার ক্ষমতা এবং নেক আমল করার তাওফীক একমাত্র **আল্লাহ্**রই পক্ষ থেকে। যিনি অতীব উচ্চ মর্যাদাবান ও অত্যন্ত মহান।

ষষ্ঠ "কলেমা রদ্দে কুফর"

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَیْئًا وَّ اَنَا اَعْلَمُ بِهٖ
وَ اَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَاۤ اَعْلَمُ بِهٖ تُبْتُ عَنْهُ وَ تَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَ الشِّرْكِ
وَالْكِذْبِ وَ الْغِیْبَةِ وَ الْبِدْعَةِ وَ النَّمِیْمَةِ وَ الْفَوَاحِشِ وَ الْبُهْتَانِ
وَ الْمَعَاصِیْ كُلِّهَا وَ اَسْلَمْتُ وَ اَقُوْلُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ

www.dawateislami.net

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি যে, জেনে বুঝে তোমার সাথে কোন কিছুকে শরিক করা থেকে এবং তোমার কাছে আমি সেই সব (শিরকের) ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যা আমার জানা নেই। আমি সেই গুনাহ্ থেকে তাওবা করছি। আর আমি কুফর, শিরক, মিথ্যা, গীবত, বিদআত, চুগোলখুরি, অশ্লীলতা, অপবাদ দেওয়া এবং সকল প্রকার গুনাহের উপর (স্থায়ীভাবে) অসন্তুষ্ট। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমি বলছি, **আল্লাহ্** ব্যতীত কোন মাবুদ নেই; **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ্**র রাসূল।

ইস্তিগফার করার ৫টি ফযীলত

(১) অন্তরের মরিচার পরিচ্ছন্নতা

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **আল্লাহর প্রিয় রাসূল, রাসূলে মকবুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "নিঃসন্দেহে লোহার মত অন্তরেরও মরিচা ধরে যায়, আর এটার পরিচ্ছন্নতা হলো ইস্তিগফার (তথা ক্ষমা প্রার্থনা) করা।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০ম খন্ড, ৩৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭৫৭৫)

(২) পেরেশানী ও অসচ্ছলতা থেকে মুক্তি

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; **নবীকুল সুলতান, মাহবুবে রহমান, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) ইস্তিগফার (করা) কে নিজের উপর আবশ্যক করে নেয় **আল্লাহ্ তাআলা** তার যাবতীয় পেরেশানী দূর করে দিবেন এবং সমস্ত অসচ্ছলতা থেকে মুক্তি দান করবেন। আর এমন স্থান থেকে তাকে রিযিক প্রদান করবেন, যেখানের ব্যাপারে তার কল্পনাও হবে না।" (সুনানে ইবনে মাযাহ, ৪র্থ খন্ড, ২৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮১৯)

www.dawateislami.net

(৩) সন্তুষ্টকারী আমলনামা

হযরত সায়্যিদুনা জুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **নবীয়ে মুকাররাম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) এই কথাকে পছন্দ করে যে, তার আমল নামা তাকে খুশী করে দিক, তবে তার উচিত এতে ইস্তিগফারের আধিক্যতা করা।"

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০ম খন্ড, ৩৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭৫৭৯)

(৪) সু-সংবাদ!

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বলেন; আমি **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: "ঐ ব্যক্তির জন্য সু-সংবাদ! যে আপন আমলনামায় ইস্তিগফারকে বেশি পরিমাণে পায়।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ২৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮১৮)

(৫) "সায়্যিদুল ইস্তিগফার" এর ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা শাদ্দাদ বিন আউস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পূরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "এটি সায়্যিদুল ইস্তিগফার:

اَللّٰھُمَّ اَنۡتَ رَبِّیۡ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّاۤ اَنۡتَ خَلَقۡتَنِیۡ وَاَنَا عَبۡدُكَ وَاَنَا عَلٰی

عَھۡدِكَ وَوَعۡدِكَ مَا اسۡتَطَعۡتُ اَعُوۡذُ بِكَ مِنۡ شَرِّ مَا صَنَعۡتُ اَبُوۡءُ لَكَ

بِنِعۡمَتِكَ عَلَیَّ وَاَبُوۡءُ بِذَنۡبِیۡ فَاغۡفِرۡ لِیۡ فَاِنَّہٗ لَا یَغۡفِرُ الذُّنُوۡبَ اِلَّاۤ اَنۡتَ

www.dawateislami.net

(**অনুবাদ: হে আল্লাহ! তুমি আমার রব!** তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো। আমি তোমার বান্দা এবং সাধ্যমত তোমার ওয়াদা ও অঙ্গিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছি। আমি আমার কৃত কর্মের অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট আশ্রয় কামনা করছি। আমার উপর তোমার যেসব নেয়ামত রয়েছে সেগুলো স্বীকার করছি এবং নিজ গুনাহগুলো স্বীকার করছি। আমাকে ক্ষমা করে দাও। কেননা, তুমি ছাড়া অন্য কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না।)

যে ব্যক্তি এটাকে ঈমান ও বিশ্বাস সহকারে দিনের বেলা পাঠ করলো, অতঃপর সেই দিনের সন্ধ্যার পূর্বে তার যদি ইন্তিকাল হয়ে যায়, তবে সে জান্নাতী। আর যে ব্যক্তি এটাকে রাতের বেলা ঈমান ও বিশ্বাস সহকারে পাঠ করলো, অতঃপর সকাল হওয়ার পূর্বে তার যদি ইন্তিকাল হয়ে যায়, তবে সে জান্নাতী।” (সহীহ বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ১৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৩০৬)

“কলেমা তায়্যিব” এর ৪টি ফযীলত

(১) সৌভাগ্যবান কে?

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; তিনি আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! কিয়ামতের দিন আপনার শাফায়াতের মাধ্যমে ধন্য (এমন) সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কে হবে? (**হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করলেন: “হে আবু হুরাইরা! আমার ধারণা এটাই ছিল যে, আমার নিকট এই কথাটি তোমার পূর্বে কেউ জিজ্ঞাসা করবে না, কেননা হাদীস শুনার ব্যাপারে তোমার প্রবল আগ্রহের কথা আমি জানি। কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত প্রাপ্ত সৌভাগ্যবান ব্যক্তি সেই হবে যে সত্য অন্তরে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ (তথা কলেমা তায়্যিব) বলবে।” (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৯৯)

www.dawateislami.net

(২) উত্তম যিকির ও দোয়া

হযরত সায়্যিদুনা জাবের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসুলে আমীন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: “সর্বোত্তম যিকির হলো لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ ও সর্বোত্তম দোয়া হলো اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ।”

(সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ২৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮০০)

(৩) আসমানের দরজা সমূহ খুলে যায়

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় রাসূল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসুলে মাকবুল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যেই বান্দা ইখলাসের (তথা একনিষ্ঠতার) সাথে لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ বললো তবে আসমানের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়। এমনকি তা আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যদি সে কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে।”

(সুনানে তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ৩৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৬০১)

(৪) ঈমান নবায়ন

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসুলে আমীন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “নিজের ঈমানের নবায়ন করে নাও। আরয করো হলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমরা আমাদের ঈমানের নবায়ন কিভাবে করে নিবো? (**হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেন: “لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ (তথা কলেমা শরীফ) বেশি পরিমাণে পাঠ করে নিও।”

(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৩য় খন্ড, ২৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮৭১৮)

www.dawateislami.net

“سُبۡحٰنَ اللهِ وَبِحَمۡدِهٖ” পড়ার ৩টি ফযীলত

(১) গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ থেকে বর্ণিত; **হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্সম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে (ব্যক্তি) ১০০বার سُبۡحٰنَ اللهِ وَبِحَمۡدِهٖ পড়ে, তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। যদিওবা (গুনাহ) সমুদ্রের ফেনার সমপরিমাণ হয়।” (সুনানে তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ২৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৪৭৭)

(২) স্বর্ণের পাহাড় সদকা করার সাওয়াব

হযরত সায়্যিদুনা আবু উমামা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ থেকে বর্ণিত; **হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্সম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যার জন্য রাতে ইবাদত করা কঠিন হয়, বা সে নিজ সম্পদ খরচে কৃপণতা করে, বা শত্রুর সাথে জিহাদ করতে ভয় পায়, তবে সে যেন سُبۡحٰنَ اللهِ وَبِحَمۡدِهٖ বেশি পরিমাণে পড়ে। কেননা এমন করাটা **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট তার রাস্তায় স্বর্ণের পাহাড় সদকা করার চেয়েও বেশি পছন্দনীয়।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০ম খন্ড, ১২২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৬৮৭৬)

(৩) জান্নাতে খেজুর গাছ

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ থেকে বর্ণিত; **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসুলে আকরাম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে سُبۡحٰنَ اللهِ وَبِحَمۡدِهٖ পাঠ করে, তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগিয়ে দেয়া হয়।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০ম খন্ড, ১১১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৬৮৭৫)

www.dawateislami.net

"لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ" পড়ার ৩টি ফযীলত

(১) জান্নাতের দরজা

হযরত সায়্যিদুনা মুয়াজ বিন জাবাল رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতের দরজা সমূহ থেকে একটি দরজা সম্পর্কে বলব না? আরয করা হলো: হ্যাঁ, তা কি? (**হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করলেন: "(তা হলো) لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০ম খন্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা , হাদীস নং- ১৬৮৯৭)

(২) ৯৯টি রোগের জন্য ঔষধ

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ (এ কলেমাটি) বলবে, তবে তা (তার জন্য) ৯৯টি রোগের ঔষধ। এর মধ্যে সবচেয়ে হালকা রোগ হলো দুশ্চিন্তা ও কষ্ট।" (আত্তারগীব ওয়াত তারহীব, ২য় খন্ড, ২৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৪৪৮)

(৩) নেয়ামত সংরক্ষণ করার ব্যবস্থাপত্র

হযরত সায়্যিদুনা ওকবা বিন আমের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যাকে **আল্লাহ্ তাআলা** কোন নেয়ামত দান করেছেন, অতঃপর ঐ নেয়ামতকে ঐ বান্দা ধরে রাখতে চায়, তবে তার উচিত لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ বেশি পরিমাণে পাঠ করা।" (মু'জামুল কবীর, ১৭তম খন্ড, ৩১১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮৫৯)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার সময়ের ৩টি ওযীফা

(১) হযরত সায়্যিদুনা ওবাদা বিন সামিত رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবীকুল সুলতান, মাহবুবে রহমান, হুযুর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে বললো:

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ط اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحٰنَ اللهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ

(<u>অনুবাদ</u>: **আল্লাহ্ তাআলা** ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি একক, তার কোন শরীক (অংশীদার) নেই। একমাত্র তাঁর জন্যই সমগ্র বাদশাহী এবং সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য। তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান, সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ্ তাআলা**র জন্য এবং **আল্লাহ্ তাআলা** পবিত্র। **আল্লাহ্ তাআলা** ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই। আর **আল্লাহ্ তাআলা** মহান। গুনাহ থেকে বাঁচার শক্তি ও নেক আমল করার সামর্থ্য একমাত্র **আল্লাহ্ তাআলা**রই পক্ষ থেকে অর্জিত হয়।) এরপর اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ বলে নেয়, অথবা কোন দোয়া করে তবে তা কবুল করা হবে। এরপর যদি ওযু করে ও নামায আদায় করে তবে তা কবুল করা হবে।"

(সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৩৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৫৪)

(২) হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবীকুল সুলতান, মাহবুবে রহমান, হুযুর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার সময়-

بِسْمِ اللهِ ، سُبْحٰنَ اللهِ ، اٰمَنْتُ بِاللهِ وَكَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

(**অনুবাদ: আল্লাহ্ তাআলার** নামের সাথে, **আল্লাহ্ তাআলা** পবিত্র, **আল্লাহ্ তাআলার** উপর ঈমান এনেছি। মূর্তি ও শয়তানকে অস্বীকার (বর্জন) করছি।) দশবার করে পাঠ করে নেয়। তাহলে (তাকে) ঐ গুনাহ থেকে রক্ষা করা হবে যে (গুনাহের ব্যাপারে) সে ভয় করে। আর তার নিকট কোন গুনাহ পৌঁছতে পারবে না।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০ম খন্ড, ১৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭০৬০)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْۤ اَحْیَانَا بَعْدَ مَاۤ اَمَاتَنَا وَاِلَیْهِ النُّشُوْرُ (৩)

অনুবাদ: সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ্ তাআলার** জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর (ঘুমের) পর জীবন (জাগরণ) প্রদান করেছেন। আর আমাদেরকে তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (সহীহ বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৩১২)

সকাল-সন্ধ্যার ৫টি যিকির

(১) হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; এক ব্যক্তি **আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করল: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি এমন বিচ্ছু (জীবনে) আর কখনো দেখিনি, যেটি গতরাতে আমাকে দংশন করেছে। **আল্লাহ্‌র হাবীব, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “তুমি সন্ধ্যাবেলা-

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

(**অনুবাদ:** আমি **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট পরিপূর্ণ ও যথার্থ বাক্য সমূহের দ্বারা সৃষ্টি জীবের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।) (এখানে সৃষ্টি দ্বারা সেই সৃষ্টিই উদ্দেশ্য, যেগুলো থেকে ক্ষতি হতে পারে)

কেন পাঠ করে নাওনি যে, বিচ্ছু তোমাকে কোন ক্ষতি করতো না।”

(সহীহ ইবনে হিব্বান, ২য় খন্ড, ১৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১০১৬)

www.dawateislami.net

(২) হযরত সায়্যিদুনা আবান বিন ওসমান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা তিনবার করে এটি পাঠ করবে, তবে কোন বস্তু তার ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।"

بِسۡمِ اللّٰہِ الَّذِیۡ لَا یَضُرُّ مَعَ اسۡمِہٖ شَیۡءٌ فِی الۡاَرۡضِ وَلَا فِی السَّمَآءِ وَہُوَ السَّمِیۡعُ الۡعَلِیۡمُ

অনুবাদ: আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি), যার নামের বরকতে যমীন ও আসমানের কোন বস্তু ক্ষতি করতে পারে না। আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

(সুনানে তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ২৫১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৩৯৯)

(৩) হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন; **নবীয়ে মুকাররাম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে (ব্যক্তি) সকাল-সন্ধ্যা একশতবার করে سُبۡحٰنَ اللّٰہِ وَبِحَمۡدِہٖ পড়লো, কিয়ামতের দিন তার চাইতে উত্তম আমল নিয়ে আগমনকারী কেউ হবে না। হ্যাঁ! তবে যে ব্যক্তি তার মত (তত পরিমাণে ঐ দোয়া) পাঠ করে বা ততোধিক পড়ে, সে ব্যতীত।" (সহীহ মুসলিম, ১৪৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৬৯২)

(৪) হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা সাত বার করে (এই দোয়া) পাঠ করবে;

حَسۡبِیَ اللّٰہُ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ عَلَیۡہِ تَوَکَّلۡتُ وَہُوَ رَبُّ الۡعَرۡشِ الۡعَظِیۡمِ

(**অনুবাদ:** আমার জন্য **আল্লাহ্ তাআলাই** যথেষ্ট, তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, আমি তার উপর ভরসা করেছি। আর তিনি মহান আরশের অধিপতি) **আল্লাহ্ তাআলা** তার সমস্ত দুশ্চিন্তা দূর করবেন।

(সুনানে আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৪১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫০৮১)

www.dawateislami.net

(৫) হযরত সায়্যিদুনা মুনায়জির رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বলেন; আমি **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পূরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: “যে (ব্যক্তি) সকাল বেলা এটা পাঠ করে:-

رَضِیۡتُ بِاللّٰہِ رَبًّا وَّ بِالۡاِسۡلَامِ دِیۡنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَبِیًّا

(**অনুবাদ: আল্লাহ্ তাআলা**কে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন (ধর্ম) হিসেবে, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে নবী হিসেবে (পেয়ে) আমি সন্তুষ্ট) তবে আমি তাকে নিজ হাতে ধরে জান্নাতে প্রবেশ করানোর নিশ্চয়তা দিচ্ছি।”

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০ম খন্ড, ১৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭০০৫)

কলেমা তাওহীদের ৩টি ফযীলত

(১) হযরত সায়্যিদুনা আবু উমামা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি-

لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحۡدَہٗ لَا شَرِیۡکَ لَہٗ لَہُ الۡمُلۡکُ
وَلَہُ الۡحَمۡدُ وَھُوَ عَلٰی کُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرٌ

(**অনুবাদ: আল্লাহ্ তাআলা** ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি একক, তার কোন শরীক নেই। একমাত্র তারই জন্য সমগ্র বাদশাহী এবং তারই জন্য প্রশংসা। তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান) বলল, তখন কোন আমল ঐ কলেমার চেয়ে অগ্রগামী হতে পারবে না (অর্থাৎ- অধিক হবে না) এবং তার সাথে কোন গুনাহ অবশিষ্ট থাকবে না।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০ম খন্ড, ৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৬৮২৪)

www.dawateislami.net

(২) হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন শুয়াইব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন; **প্রিয় রাসূল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসুলে মাকবুল** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "সর্বোত্তম দোয়া আরাফার দিবসের দোয়া, আর সর্বোত্তম বাক্য হলো যা আমি ও আমার পূর্ববর্তী নবী عَلَيْهِمُ السَّلَام পড়েছেন (আর তা হলো এটা)

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ

وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

(জামে তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ৩৩৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৫৯৬)

(৩) হযরত সায়্যিদুনা বারা বিন আযিব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **আল্লাহ্র হাবীব, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) রূপা বা দুধ ছদকা করলো বা অন্ধ ব্যক্তিকে রাস্তা দেখাল তবে তা একটি গোলাম আযাদ করার মতো। আর যে ব্যক্তি-

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ

وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

বললো তাহলে এটাও একটি গোলাম আযাদ করার মতোই।"

(মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪০৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৮৫৪১)

ঈমান সহকারে মৃত্যু হওয়ার ৪টি ওযীফা

এক ব্যক্তি আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ এর দরবারে এসে ঈমান সহকারে মৃত্যুর জন্য দোয়ার আকাঙ্ক্ষী হলেন। তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ তার জন্য দোয়া করলেন এবং বললেন:

www.dawateislami.net

(১) প্রতিদিন সকালে ৪১বার يَا حَیُّ يَا قَيُّوْمُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ (**অনুবাদ:** হে চিরঞ্জীব! হে চিরস্থায়ী, তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই) আগে ও পরে দরূদ শরীফ সহকারে পাঠ করে নিবেন।

(২) প্রতিদিন শোয়ার সময় নিজের সমস্ত ওযীফা আদায় করার পর সূরা কাফিরুন প্রতিদিন পাঠ করে নিবেন। এরপর কোন কথা বলবেন না। তবে যদি প্রয়োজন হয় কথা বলার পর আবার সূরা কাফিরুন তিলাওয়াত করে নিবেন। যাতে সর্বশেষ কথা এটাই (অর্থাৎ- এই সূরায়) হয়, তাহলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ঈমান সহকারে মৃত্যু হবে এবং

(৩) সকাল সন্ধ্যায় এই দোয়াটি তিনবার করে পাঠ করবেন:

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ نُّشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَّعْلَمُهٗ
وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهٗ

(**অনুবাদ: হে আল্লাহ্!** আমরা জেনে বুঝে শিরীক করা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আর যা আমরা জানিনা তা থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।)

(আল মালফুজ, ২য় খন্ড, ২৩৪ পৃষ্ঠা, হামিদ এন্ড কোম্পানী, মারকাজুল আউলিয়া, লাহোর)

(৪) بِسْمِ اللهِ عَلٰى دِيْنِىْ بِسْمِ اللهِ عَلٰى نَفْسِىْ وَوُلْدِىْ وَاَهْلِىْ وَمَالِىْ

(**অনুবাদ: আল্লাহ্ তাআলার** নামের বরকতে আমার ধর্ম, প্রাণ, সন্তান-সন্ততি ও ধন সম্পদ রক্ষা হোক) এই দোয়াটি সকাল-সন্ধ্যা তিনবার করে পড়ে নিন দ্বীন, ঈমান, জান, মাল, সন্তান-সন্ততি সব কিছু হিফাযত থাকবে।

(শাজারায়ে আত্তারিয়া, ১২ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী)

(সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত রাত। আর অর্ধ রাত অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে সূর্যের প্রথম কিরণ পর্যন্ত সকাল।)

www.dawateislami.net

গুনাহের ক্ষমা

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ

وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

যে ব্যক্তি এই ওযীফাটি পড়ে, তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। যদিওবা তার গুনাহ সমুদ্রের ফেনা সম পরিমাণ হয়।

(মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খন্ড, ৬৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৯৭৭)

চার কোটি নেকী অর্জন করুন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

اِلٰهًا وَّاحِدًا اَحَدًا صَمَدًا لَّمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً

وَّلَا وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

হযরত তামীম দারী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **আল্লাহর প্রিয় হাবীব, রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি এই কলেমাগুলো (তথা শব্দগুলো) দশবার পাঠ করবে, এমন ব্যক্তির জন্য চার কোটি নেকী লিখে দেয়া হয়।” (সুনানে তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ২৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৪৮৪)

শয়তান থেকে বাঁচার আমল

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ

وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **নবীকুল সুলতান, মাহবুবে রহমান, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি এই কলেমাগুলো দৈনিক একশতবার পাঠ করবে, তাহলে তার এই আমল ১০জন গোলাম আযাদ করার সমান হবে এবং তার আমল নামায় শত নেকী লেখা হবে ও তার শত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর এই কলেমা তাকে সেই দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান থেকে হিফাযত (রক্ষা) করবে এবং কোন ব্যক্তি তার চাইতে উত্তম আমল নিয়ে আসতে পারবেনা তবে ঐ ব্যক্তি যিনি এই আমল তার চাইতে বেশি করবে।" (সহীহ বুখারী, ২য় খন্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩২৯৩)

গীবত থেকে বেঁচে থাকার মাদানী ব্যবস্থাপত্র

হযরত আল্লামা মাজদুদ্দীন ফিরোজাবাদী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ থেকে বর্ণিত: যখন কোন মজলিশে (তথা মানুষের মাঝে) বসবে তখন বলবে:

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ وَصَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّدٍ

তখন **আল্লাহ্ তাআলা** তোমার জন্য একজন ফিরিশতা নিযুক্ত করে দিবেন যিনি তোমাকে গীবত (করা) থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন। আর যখন মজলিশ থেকে উঠবে তখন বলবে

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ وَصَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّدٍ

তখন ঐ ফিরিশতা লোকদেরকে তোমার গীবত (করা) থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। (আল কওলুল বদী, ২৭৮ পৃষ্ঠা)

৫টি মাদানী ফুল

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর বাণী হচ্ছে: পাঁচটি অভ্যাস এমন রয়েছে, কোন ব্যক্তি তা গ্রহণ করলে সে দুনিয়া ও আখিরাতে সৌভাগ্যবান হবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

(১) সময়ে সময়ে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলতে থাকা।

(২) যদি কোন বিপদের সম্মুখীন হয়, যেমন- অসুস্থ হলে, কোন ক্ষতি হলে বা দুশ্চিন্তার কোন খবর শুনলে, তখন اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ এবং لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ পড়া।

(৩) যখনই কোন নেয়ামত অর্জিত হয়, তখন কৃতজ্ঞতা স্বরূপ- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ পড়া।

(৪) যখনই কোন বৈধ কাজের সূচনা করে তখন بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়া।

(৫) যদি কোন গুনাহ হয়ে যায়, তখন এরূপ বলা اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ বলা (অর্থাৎ- আমি **আল্লাহ্ তাআলা**র নিকট ক্ষমা প্রার্থনারত অবস্থায় তার নিকট তাওবা করছি।) (আল মুনাব্বাহাত, ৫৭ পৃষ্ঠা)

যাদু ও বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার ৬টি তালা

এই ছয়টি দোয়াকে 'শস কুফ্‌ল' তথা ছয় তালা বলা হয়। যে ব্যক্তি রাতে সর্বদা 'শস কুফ্‌ল' পড়তে থাকবে বা লিখে নিজের কাছে রাখবে সে সকল ভয়, ক্ষতি ও যাদু থেকে এবং সব রকমের বিপদাপদ থেকে اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ রক্ষা পাবে। (জান্নাতি যেওর, ৫৮২ পৃষ্ঠা)

১ম তালা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللهِ السَّمِيْعِ الْبَصِيْرِ
الَّذِىْ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

www.dawateislami.net

২য় তালা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الْخَلَّاقِ الْعَلِيْمِ
الَّذِىْ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ وَّهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ

৩য় তালা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ السَّمِيْعِ الْبَصِيْرِ
الَّذِىْ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ وَّهُوَ الْعَلِيْمُ الْبَصِيْرُ

৪র্থ তালা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ السَّمِيْعِ الْبَصِيْرِ
الَّذِىْ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ وَّهُوَ الْغَنِىُّ الْقَدِيْرُ

৫ম তালা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ السَّمِيْعِ الْبَصِيْرِ
الَّذِىْ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ وَّهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ

৬ষ্ঠ তালা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ السَّمِيْعِ الْبَصِيْرِ
الَّذِىْ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ وَّهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ الْحَكِيْمُ
فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

নামাযের পর পড়ার ওযীফা সমূহ

নামাযের পর যে সমস্ত দীর্ঘ যিকির এর কথা হাদীসে পাকে বর্ণিত হয়েছে; তা যেন যোহর, মাগরিব ও ইশার নামাযের সুন্নাতের পর পড়া হয় সুন্নাতের পূর্বে সংক্ষিপ্ত দোয়াতে সন্তুষ্ট হওয়া চায়। অন্যথায় সুন্নাতের সাওয়াব কমে যাবে। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৩০০ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ৩য় অংশ, ১০৭ পৃষ্ঠা) হাদীসে পাকে কোন দোয়ার ক্ষেত্রে যে সংখ্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে কম-বেশি করবেন না। যে ফযীলতের কথা ঐ যিকিরের ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে, তা ঐ সংখ্যার সাথেই নির্দিষ্ট। এগুলোতে কম-বেশি করার দৃষ্টান্ত হলো ঠিক এরকম; যেমন- কোন তালা নির্দিষ্ট কোন চাবি দিয়েই খুলে। এখন যদি ঐ চাবির দাত বেশি বা কম করা হয় তখন তা দ্বারা ঐ তালা আর খুলবে না। অবশ্য যদি সংখ্যার ক্ষেত্রে সন্দেহ সৃষ্টি হয় তবে বেশি পাঠ করতে পারবে। আর এই বৃদ্ধি মূলত বৃদ্ধি নয়। বরং পূর্ণ করা মাত্র। (প্রাগুক্ত, ৩০২ পৃষ্ঠা) পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সুন্নাত ও নফল আদায়ের পর নিম্নলিখিত দোয়া সমূহ পাঠ করে নিন। সহজে বুঝার জন্য অবশ্যই ক্রমিক নম্বর দেওয়া হয়েছে। তবে এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখা শর্ত নয়। প্রতিটি ওযীফার শুরু ও শেষে দরূদ শরীফ পাঠ করে নেয়াটা সোনায় সোহাগা হবে।

(১) আয়াতুল কুরসী একবার করে পাঠকারী মৃত্যুবরণ করতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মিশকাতুল মাসাবীহ, ১ম খন্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৯৭৪)

(২) اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ[১]

(সুনানে আবু দাউদ, ২য় খন্ড, ১২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৫২২)

(৩) اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ[২]

(তিনবার করে পাঠকারীর) তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে যদিও সে জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করে থাকে। (সুনানে তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ৩৩৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৫৮৮)

---

[১] হে আল্লাহ! তুমি তোমার যিকির, তোমার শোকর এবং তোমার উত্তম ইবাদত করার ক্ষেত্রে আমায় সাহায্য করো।

[২] আমি আল্লাহ্ তাআলা থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, যিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। আর আমি তাঁরই নিকট তাওবা করছি।

www.dawateislami.net

(৪) তাসবীহে ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا: سُبْحٰنَ اللّٰهِ ৩৩বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ৩৩বার, اَللّٰهُ اَكْبَرُ ৩৩বার, মোট ৯৯বার এবং শেষে

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ط

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ (১)

একবার পাঠ করে (মোট ১০০ সংখ্যাটি পূর্ণ করে নিন।) তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। যদিওবা তার (গুনাহের) পরিমাণ সমুদ্রের ফেনার সমান হয়।

(৫) প্রত্যেক নামাযের পর কপালের সামনের অংশে হাত রেখে পাঠ করে নিন

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ط اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنِّیَ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ (২)

(পড়ার পর হাত টেনে কপাল পর্যন্ত আনবেন) তাহলে (পাঠকারী) সমস্ত দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী থেকে রক্ষা পাবে। আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ উল্লেখিত দোয়ার শেষে অতিরিক্ত এই শব্দগুলো বৃদ্ধি করেছেন: وَعَنْ اَهْلِ السُّنَّة অর্থাৎ- আহলে সুন্নাত থেকে।

(৬) আসর ও ফজরের পর পা না সরিয়ে বসাবস্থায়, কোন কথা না বলে -

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِیْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ (৩)

১০বার করে পাঠ করবেন। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় অংশ, ১০৭ পৃষ্ঠা)

---

(১) আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁর জন্যই সকল রাজত্ব এবং তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা। তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

(২) আল্লাহ্র নামে শুরু, যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। যিনি দয়ালুও করুনাময়। হে আল্লাহ্! আমার থেকে দুঃখ ও পেরেশানী দূর করে দাও।

(৩) আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁর জন্যই সকল রাজত্ব ও সকল প্রশংসা। তাঁর (কুদরতের) হাতেই কল্যাণ, তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দান করেন। আর তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

(৭) হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মাত, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে (ব্যক্তি) নামাযের পর এটা বলবে:

سُبۡحٰنَ اللّٰہِ الۡعَظِیۡمِ وَبِحَمۡدِہٖ لَا حَوۡلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ

(**অনুবাদ:** পুতঃপবিত্র মহান রব এবং তাঁরই জন্য প্রশংসা তাঁরই দয়াতে নেক কাজ করার তৌফিক এবং গুনাহ থেকে বাঁচার শক্তি অর্জিত হয়) তাহলে সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে উঠবে। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০ম খন্ড, ১২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৬৯২৮)

(৮) হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত; **আল্লাহ্ তাআলার মাহবুব, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ১০বার قُلۡ ہُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ (সম্পূর্ণ সূরা) পাঠ করবে, **আল্লাহ্ তাআলা** ঐ ব্যক্তির জন্য তাঁর সন্তুষ্টি ও ক্ষমা আবশ্যক করে দিবেন।

(তাফসীরে দুররে মুনছুর, ৮ম খন্ড, ৬৭৮ পৃষ্ঠা)

(৯) হযরত সায়্যিদুনা যায়েদ বিন আরকাম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **রাসূলে আকরাম, রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, শাহে বনী আদম, রাসূলে মুহতাশাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর

سُبۡحٰنَ رَبِّکَ رَبِّ الۡعِزَّۃِ عَمَّا یَصِفُوۡنَ ﴿۱۸۰﴾

وَ سَلٰمٌ عَلَی الۡمُرۡسَلِیۡنَ ﴿۱۸۱﴾ وَ الۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۱۸۲﴾ (১)

(পারা: ২৩, সূরা: সাফ্ফাত, আয়াত: ১৮০ থেকে ১৮২ পর্যন্ত)

---

(১) কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: পবিত্রতা আপনার প্রতিপালকের জন্য, তাদের উক্তি সমূহ থেকে এবং শান্তি বর্ষিত হোক পয়গম্বরদের প্রতি এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই, যিনি সমস্ত জাহানের প্রতিপালক।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

তিন বার পাঠ করবে, সে যেন প্রতিদানের বিশাল এক ভান্ডার (পাত্র) পূর্ণ করে নিলো। (তাফসীরে দুররে মনছুর লিস সূয়ূতী, ৭ম খন্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা)

মিনিটের মধ্যে ৪টি খতমে কুরআনের সাওয়াব

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসুলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি ফযর নামাযের পর ১২বার قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ (সম্পূর্ণ সূরা) পাঠ করবে সে যেন চার বার (সম্পূর্ণ) কুরআন পড়লো এবং ঐ দিন তার সেই আমল পৃথিবীবাসীর মধ্যে সব চাইতে উত্তম, যদি সে তাকওয়া অবলম্বন করে থাকে।”
(শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, ২য় খন্ড, ৫০১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৫২৮)

শয়তান থেকে সুরক্ষিত থাকার আমল

আল্লাহ্র হাবীব, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি ফজরের নামায আদায় করলো এবং কথা না বলে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ (সম্পূর্ণ সূরা) ১০বার আদায় করলো, তাহলে ঐ দিন তার নিকট কোন গুনাহ পৌঁছাতে পারবে না এবং তাকে শয়তান থেকে বাঁচানো হবে।” (তাফসীরে দুররে মনসুর, ৮ম খন্ড, ৬৭৮ পৃষ্ঠা) (নামাযের পর পড়ার জন্য অতিরিক্ত দোয়া মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব বাহারে শরীয়াত ৩য় অংশের ১০৭ পৃষ্ঠা থেকে ১১০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আল ওযীফাতুল করীমা এবং শাজারায়ে কাদেরীয়া অধ্যয়ন করুন।)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ফয়যানে দরূদ

দরূদ শরীফের ৭টি ফযীলত

(১) হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **নূরের পায়কর, সকল নবীদের সরওয়ার, দো-জাহানের তাজওয়ার, সুলতানে বাহরোবার, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার উপর একবার দরূদে পাক পাঠ করলো, **আল্লাহ্ তাআলা** তার উপর ১০টি রহমত নাযিল করবেন।" (সহীহ মুসলিম, ২১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪০৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২) হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রাব্বুল ইয্যত, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদে পাক পড়ল, **আল্লাহ্ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করবেন ও তার ১০টি গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।"

(আল ইহসান বি-তারতীবে সহীহ ইবনে হাবান, ২য় খন্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৯০১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৩) হযরত সায়্যিদুনা আবু বারদা বিন নিয়ার رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবীয়ে মুকাররাম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম, শাহান শাহে বনী আদম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে একবার দরূদ শরীফ পাঠ করলো, **আল্লাহ্ তাআলা** তার উপর ১০টি রহমত নাযিল করবেন, তার জন্য ১০টি নেকী লিপিবদ্ধ করবেন ও তার ১০টি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং তার ১০টি গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।"

(মু'জামুল কবীর, ২২তম খন্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫১৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৪) হযরত সায়্যিদুনা আবু উমামা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসুলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "প্রত্যেক জুমার দিন আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়ো। নিঃসন্দেহে প্রতি জুমার দিন আমার উম্মতের দরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়। (কিয়ামতের দিন) মানুষের মধ্যে আমার নিকটবর্তী ঐ ব্যক্তিই হবে, যে (দুনিয়ায়) আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করে থাকবে।"

(সুনানুল কোবরা, ৩য় খন্ড, ৩৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৯৯৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৫) হযরত সায়্যিদুনা ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসুলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "নিঃসন্দেহে কিয়ামতের দিন আমার নিকটবর্তী ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করে থাকবে।"

(আল ইহসান বিতারতীবে সহীহ ইবনে হাব্বান, ২য় খন্ড, ১৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৯০৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৬) **প্রিয় রাসূল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসূলে মাকবুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "হে লোকরা! নিশ্চয়ই কিয়মাতের দিনের ভয়াবহতা ও হিসাব-নিকাশ থেকে তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবে সেই ব্যক্তি, যে দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করে থাকে।"

(ফিরদাউসুল আখবার, ২য় খন্ড, ৪৭১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮২১০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৭) **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিঃসন্দেহে আমার উপর তোমাদের দরূদে পাক পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ (তথা- ক্ষমা স্বরূপ)। (জামেউস্ সগীর, ৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৪০৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দরূদ শরীফের ৩০টি মাদানী ফুল

(১) **আল্লাহ্ তাআলার** নির্দেশ পালিত হয়।

(২) একবার দরূদ শরীফ পাঠকারীর উপর দশটি রহমত বর্ষিত হয়।

(৩) তার দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

(৪) তার জন্য দশটি নেকী লিপিবদ্ধ করা হয়।

(৫) তার দশটি গুনাহ ক্ষমা করা হয়।

(৬) দোয়ার পূর্বে দরূদ শরীফ পাঠ করে নেওয়া, দোয়া কবুল হওয়ার মাধ্যম।

(৭) দরূদ পড়া **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত লাভের মাধ্যম।

(৮) দরূদ শরীফ পড়া গুনাহ ক্ষমা হওয়ার মাধ্যম।

(৯) দরূদ শরীফের কারণে **আল্লাহ্ তাআলা** বান্দাদের দুশ্চিন্তাগুলোকে দূর করে দেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

(১০) দরূদ শরীফ পড়ার কারণে বান্দা কিয়ামতের দিন **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য লাভ করবে।

(১১) দরূদ শরীফ অভাবীদের জন্য দান সদকার স্থলাভিষিক্ত।

(১২) দরূদ শরীফ উদ্দেশ্য পূরণের মাধ্যম।

(১৩) দরূদ শরীফ **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত ও ফিরিশতাদের দোয়া লাভের মাধ্যম।

(১৪) দরূদ শরীফ তার পাঠকারীর জন্য পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার মাধ্যম।

(১৫) দরূদ শরীফের মাধ্যমে বান্দার নিকট মৃত্যুর পূর্বে জান্নাতের সুসংবাদ লাভ হয়।

(১৬) দরূদ শরীফ পাঠ করার কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে মুক্তির কারণ।

(১৭) দরূদ শরীফ পাঠ করার বরকতে মানুষের ভুলে যাওয়া কথা স্মরণে এসে যায়।

(১৮) দরূদ শরীফ মজলিশের (বৈঠকের) পবিত্রতার কারণ ও কিয়ামতের দিন এই মজলিশ আফসোসের কারণ হবে না।

(১৯) দরূদ শরীফ পাঠের কারণে দারিদ্রতা দূর হয়ে যায়।

(২০) এই আমল বান্দাকে জান্নাতের পথে নিয়ে যায়।

(২১) দরূদ শরীফ পুলসিরাতের উপর বান্দার আলো বৃদ্ধির কারণ।

(২২) দরূদ শরীফের মাধ্যমে বান্দা জুলুম ও অত্যাচার থেকে বেরিয়ে আসে।

(২৩) দরূদ শরীফ পড়ার কারণে বান্দা আসমান ও জমিনে প্রশংসার যোগ্য (পাত্র) হয়ে যায়।

(২৪) দরূদ শরীফ পাঠকারীর এই আমলের কারণে তার নিজের, আমলের, হায়াতের এবং কল্যানের বিষয়ে বরকত অর্জিত হয়।

(২৫) দরূদ শরীফ **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত অর্জনের মাধ্যম।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

(২৬) দরূদ শরীফ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে স্থায়ী ভালবাসা এবং এতে সমৃদ্ধির কারণ এবং এই ভালবাসা ঈমানী শর্তের মধ্যে অন্যতম, যা ছাড়া ঈমান পরিপূর্ণ হয় না।

(২৭) দরূদ শরীফ পাঠকারীকে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ভালবাসেন।

(২৮) দরূদ শরীফ পাঠ করা বান্দার হিদায়াত ও তার জীবিত অন্তরের মাধ্যম। কেননা সে যখন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করে এবং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিকির (তথা আলোচনা) করেন, তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুহাব্বত তার অন্তরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে।

(২৯) দরূদ শরীফ পাঠ কারীর এই বিশেষত্বও রয়েছে যে, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে তার নাম পেশ করা হয় ও তার আলোচনা করা হয়।

(৩০) দরূদ শরীফ পুলসিরাতের উপর অটলতা ও নিরাপত্তার সাথে পথ অতিক্রম করার মাধ্যম। (জিলাউল আফহাম, ২৪৬-২৫৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হুযুর পুরনূর ﷺ এর দিদারের আকাঙ্ক্ষীদের জন্য উপহার

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رُوْحِ مُحَمَّدٍ فِي الْاَرْوَاحِ
وَعَلٰى جَسَدِهٖ فِي الْاَجْسَادِ وَعَلٰى قَبْرِهٖ فِي الْقُبُوْرِ

নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি এই দরূদে পাক পাঠ করবে স্বপ্নে সে আমার যিয়ারত লাভ করবে এবং

www.dawateislami.net

যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে আমাকে দেখেছে সে আমাকে কিয়ামতের দিনও দেখবে। আর যে ব্যক্তি আমাকে কিয়ামাতের দিন দেখে নিবে, আমি তার সুপারিশ করব। আর যাকে আমি সুপারিশ করবো সে হাউজে কাউছারের পানি পান করবে। আর তার শরীরকে **আল্লাহ্ তাআলা** দোযখের উপর হারাম করে দিবেন।

(কাশফুল গুম্মা আন জামীঈল উম্মাহ, ১ম খন্ড, ৩২৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ক্ষমা ও মাগফিরাত

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ

وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ

কোন ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে ইন্তিকালের পর স্বপ্নে দেখলেন এবং অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলেন তখন তিনি বললেন: **আল্লাহ্ তাআলা** এই দরূদ শরীফের বরকতে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

(আফদালুস্ সালাওয়াত, আলা সায়্যিদিস সাদাত, ৮১ পৃষ্ঠা)

সম্পদের মধ্যে কল্যাণ ও বরকত

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ

وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ

রুহুল বয়ানের প্রণেতা বলেছেন: যে ব্যক্তি এই দরূদ পাক পাঠ করবে তার ধন-সম্পদ বাড়তে থাকবে। (তাফসীরে রুহুল বয়ান, সূরা- আহযাব, আয়াত- ৫৬, ৭ম খন্ড, ২৩৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

স্মরণশক্তি মজবুত হবে

اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ
الْكَامِلِ وَعَلٰى اٰلِهٖ كَمَا لَا نِهَايَةَ لِكَمَالِكَ وَعَدَدَ كَمَالِهٖ

যদি কোন ব্যক্তির ভুলে যাওয়ার রোগ হয়, তবে সে মাগরীব ও ইশার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে এই দরূদ শরীফটি বেশি বেশি করে পাঠ করবে اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ স্মরণশক্তি মজবুত হয়ে যাবে।

(আফদালুস্ সালাওয়াত আলা সায়্যিদিত সাদাত, ১৯১ ও ১৯২ পৃষ্ঠা)

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদে পাক

(১) জুমার রাতের (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) দরূদ শরীফ

اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ
الْحَبِيْبِ الْعَالِى الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রতি জুমার রাতে (বৃহস্পতি ও শুক্রবারের মধ্যবর্তী রাত) এই দরূদ শরীফটি নিয়মিত ভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় সে **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে আপন রহমত পূর্ণ হাতে কবরে রাখছেন।

(আফদালুস্ সালাওয়াত আলা সায়্যিদিত সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(২) সকল গুনাহ মাফ

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِہٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি এই দরূদ শরীফটি পাঠ করে, সে যদি দাঁড়ানো থাকে, তাহলে বসার পূর্বে, আর যদি বসা অবস্থায় থাকে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (প্রাগুক্ত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা

صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّدٍ

যে (ব্যক্তি) এই দরূদ শরীফটি পড়ে তার জন্য রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেওয়া হয়। (আল কওলুল বদী, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَی اللّٰہُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا ھُوَ اَھْلُہٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "এই দরূদে পাক পাঠকারীর জন্য সত্তর (৭০)জন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী লিখতে থাকে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০ম খন্ড, ২৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(৫) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফের সাওয়াব

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِیْ عِلْمِ اللّٰہِ

صَلَاۃً دَآئِمَۃً بِدَوَامِ مُلْکِ اللّٰہِ

www.dawateislami.net

হযরত আহমদ সাবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ কিছু বুযুর্গদের কাছ থেকে উদ্ধৃত করেন: এই দরূদ শরীফটি একবার পড়ার দ্বারা ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পড়ার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফদালুস্ সালাওয়াত আলা সায়্যিদিত সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৬) প্রিয় মুস্তফা ﷺ এর নৈকট্য লাভ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে নিজের এবং সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে, ইনি কোন্ সম্মনিত ব্যক্তি! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ে, তখন এটাই পড়ে থাকে।"

(আল কউলুল বদী, ১২৫ পৃষ্ঠা)

দরূদে রযবীয়া

صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

صَلٰوةً وَّسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

এই দরূদ শরীফটি প্রত্যেক নামাযের পর বিশেষ করে জুমার নামাযের পর মদীনা শরীফের দিকে মুখ করে একশবার পড়ার দ্বারা অসংখ্য ফযীলত ও বরকত অর্জিত হয়। (আল ওযীফাতুল করীমা, ৪০ পৃষ্ঠা)

(বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানে (ভারতে) কা'বা শরীফের দিকে মুখ করলে মদীনা শরীফের দিকেও মুখ হয়ে যায়।)

www.dawateislami.net

দ্বীন ও দুনিয়ার নেয়ামত অর্জন করুন

اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَّعَلٰی اٰلِہٖ عَدَدَ اِنْعَامِ اللّٰہِ وَاِفْضَالِہٖ

এই দরূদ শরীফ পড়ার দ্বারা দ্বীন ও দুনিয়ার অসংখ্য নেয়ামত অর্জিত হবে।

(আফদালুস্ সালাওয়াত আলা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

দরূদে শাফাআত

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পড়ে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।”

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২য় খন্ড, ৩২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩১)

দুনিয়া ও আখিরাতের সম্মান

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِہٖ وَصَحْبِہٖ وَسَلِّمْ بِعَدَدِ
مَا فِیْ جَمِیْعِ الْقُرْاٰنِ حَرْفًا حَرْفًا وَّبِعَدَدِ کُلِّ حَرْفٍ اَلْفًا اَلْفًا

কুরআনুল করীম তিলাওয়াত করার পর যে ব্যক্তি এই দরূদ শরীফটি পাঠ করবে, সে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানি হবে।

(তাফসীরে রুহুল বয়ান, সূরা আহযাব- ৫৬, ৭ম খন্ড, ২৩৪ পৃষ্ঠা)

১১ হাজার দরূদ শরীফের সাওয়াব

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِہٖ صَلٰوۃً اَنْتَ لَھَا اَھْلٌ وَّھُوَ لَھَا اَھْلٌ

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

হযরত সায়্যিদুনা হাফেজ জালাল উদ্দীন সুয়ুতী শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন: এই দরূদ শরীফটি একবার পাঠ করা ১১ হাজারবার দরূদ শরীফ পড়ার সমান। (আফদালুস্ সালাওয়াত আলা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫৩ পৃষ্ঠা)

১৪ হাজার দরূদ শরীফ পড়ার সাওয়াব

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وَّ عَلٰۤى اٰلِهٖ عَدَدَ كَمَالِ اللهِ وَكَمَا يَلِيْقُ بِكَمَالِهٖ

এই দরূদ শরীফটি শুধুমাত্র একবার পড়ার দ্বারা চৌদ্দ হাজারবার দরূদ শরীফ পড়ার সাওয়াব অর্জিত হয়। (আফদালুস্ সালাওয়াত আলা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫০ পৃষ্ঠা)

১লক্ষ দরূদ শরীফের সাওয়াব

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ النُّوْرِ

الذَّاتِيِّ وَالسِّرِّ السَّارِىْ فِيْ سَائِرِ الْاَسْمَآءِ وَالصِّفَاتِ

এই দরূদ শরীফটি যদি একবার পড়া হয়, তাহলে এক লাখ বার দরূদ শরীফ পড়ার সাওয়াব পাওয়া যায়। এছাড়া কারো কোন প্রয়োজন দেখা দিলে এই দরূদ শরীফটি ৫০০ বার পাঠ করবে, اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।

(আফদালুস্ সালাওয়াত আলা সায়্যিদিস সাদাত, ১১৩ পৃষ্ঠা)

প্রত্যেক প্রকারের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির জন্য

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

قَدْ ضَاقَتْ حِيْلَتِيْ اَدْرِكْنِيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ

www.dawateislami.net

সায়্যিদ ইবনে আবেদীন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি এটাকে মহা ফিতনার সময় পড়লাম, যা দামেশকে সংঘটিত হয়। এটি আমি এখনো দুইশতবারও পড়িনি যে এমতাবস্থায় আমাকে এক ব্যক্তি এসে সংবাদ দিলো যে, ফিতনার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। (আফদালুস্ সালাওয়াত আলা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫৪ পৃষ্ঠা)

'আবে কাওসার' পূর্ণ পেয়ালা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَوْلَادِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ
وَذُرِّيَّتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ وَاَصْهَارِهٖ وَاَنْصَارِهٖ وَاَشْيَاعِهٖ وَمُحِبِّيْهِ
وَاُمَّتِهٖ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ اَجْمَعِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তি হাউজে কাউসার থেকে পূর্ণ পেয়ালা পান করতে চায়, সে যেন এই দরূদ শরীফটি পাঠ করে। (আল কওলুল বদী, ১২২ পৃষ্ঠা)

দরূদে তাজের ৮টি মাদানী ফুল

(১) যে ব্যক্তি চন্দ্র মাসের ১ম তারিখ থেকে চৌদ্দ তারিখ এর মধ্যবর্তী জুমার রাতে ইশার নামাযের পর ওযু সহকারে পবিত্র কাপড় পরিধান করে সুগন্ধি লাগিয়ে ১৭০বার এই দরূদ শরীফ পাঠ করে শয়ন করবে, আর এভাবে ১১টি রাত ধারাবাহিকতার সাথে (এভাবে) আমল করলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভে ধন্য হবে।

(২) যাদুর প্রভাব, দুষ্ট জিন ও শয়তান দূর করার জন্য এবং বসন্তরোগে ১১বার পাঠ করে ফুঁক দিলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উপকার পাওয়া যাবে।

(৩) আত্মার পবিত্রতার জন্য প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর ৬০বার, আসরের নামাযের পর ৩বার ও ইশার নামাযের পর ৩বার করে পাঠ করুন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

(৪) শত্রু, অত্যচারী, হিংসুক ও বাদশাহর অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং দুঃখ, দুশ্চিন্তা ও অভাব অনটন দূর হওয়ার জন্য ৪০ রাত ধারাবাহিক ভাবে ইশার নামাযের পর ৪১বার পাঠ করুন।

(৫) রুজি রোজগারে বরকতের জন্য ফযরের নামাযের পর ৭বার করে নিয়মিত পাঠ করুন।

(৬) বন্ধ্যা স্ত্রীলোকদের জন্য ২১টি শুকনো খেজুরে ৭বার করে পাঠ করে ফুঁক দিয়ে একটি করে খেজুর দৈনিক খাইয়ে দিন এবং মাসিকের পর পবিত্রতার দিন গুলোতে সহবাস করলে **আল্লাহ্ তাআলার** দয়ায় নেক্কার সন্তান জন্ম নিবে।

(৭) যদি গর্ভবর্তী মহিলার কষ্ট হয় (বেদনা হয়) তাহলে সাত দিন পর্যন্ত ৭বার করে পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে পান করান।

(৮) ‘বৈধ প্রেম’ যেমন- স্বামী ও স্ত্রীর মুহাব্বত বৃদ্ধির জন্য এবং যে কোন বৈধ আশা পূরণের জন্য অর্ধ রাতের পর ওযু সহকারে ৪০ বার সত্য অন্তরে দৃঢ়তার সাথে পড়ুন اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে। (আমালে রযা, ২২ পৃষ্ঠা)

দরূদে তাজ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ التَّاجِ وَالْمِعْرَاجِ وَالْبُرَاقِ وَالْعَلَمِ ط دَافِعِ الْبَلَآءِ وَالْوَبَآءِ وَالْقَحْطِ وَالْمَرَضِ وَالْاَلَمِ ط اِسْمُهٗ مَكْتُوْبٌ مَّرْفُوْعٌ مَّشْفُوْعٌ مَنْقُوْشٌ فِى اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ ط سَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ ط جِسْمُهٗ مُقَدَّسٌ مُّعَطَّرٌ مُّطَهَّرٌ مُّنَوَّرٌ فِى الْبَيْتِ وَالْحَرَمِ ط شَمْسِ الضُّحٰى بَدْرِ الدُّجٰى صَدْرِ الْعُلٰى

www.dawateislami.net

نُوْرِ الْهُدٰى كَهْفِ الْوَرٰى مِصْبَاحِ الظُّلَمِ ط جَمِيْلِ الشِّيَمِ ط
شَفِيْعِ الْاُمَمِ ط صَاحِبِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ ط وَاللّٰهُ عَاصِمُهٗ وَجِبْرِيْلُ
خَادِمُهٗ وَالْبُرَاقُ مَرْكَبُهٗ وَالْمِعْرَاجُ سَفَرُهٗ وَسِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى
مَقَامُهٗ وَقَابَ قَوْسَيْنِ مَطْلُوْبُهٗ وَالْمَطْلُوْبُ مَقْصُوْدُهٗ وَالْمَقْصُوْدُ
مَوْجُوْدُهٗ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ شَفِيْعِ الْمُذْنِبِيْنَ
اَنِيْسِ الْغَرِيْبِيْنَ رَحْمَةٍ لِّلْعَالَمِيْنَ رَاحَةِ الْعَاشِقِيْنَ مُرَادِ
الْمُشْتَاقِيْنَ شَمْسِ الْعَارِفِيْنَ سِرَاجِ السَّالِكِيْنَ مِصْبَاحِ
الْمُقَرَّبِيْنَ مُحِبِّ الْفُقَرَآءِ وَالْغُرَبَآءِ وَالْمَسَاكِيْنِ سَيِّدِ الثَّقَلَيْنِ
نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ اِمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ وَ سِيْلَتِنَا فِى الدَّارَيْنِ صَاحِبِ
قَابَ قَوْسَيْنِ مَحْبُوْبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ جَدِّ الْحَسَنِ
وَالْحُسَيْنِ مَوْلَانَا وَمَوْلَى الثَّقَلَيْنِ اَبِى الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ
اللّٰهِ نُوْرٍ مِّنْ نُوْرِ اللّٰهِ ط يٰاَيُّهَا الْمُشْتَاقُوْنَ بِنُوْرِ جَمَالِهٖ صَلُّوْا عَلَيْهِ
وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

www.dawateislami.net

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের **সরদার ও মাওলা হযরত মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর রহমত বর্ষণ করো, যিনি মুকুট, মিরাজ বোরাক ও ঝান্ডার অধিকারী। যিনি বিপদাপদ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ ও রোগশোক-কে দূরীভূতকারী। তাঁরই পবিত্র নাম উঁচু এবং আল্লাহ্র নামের সাথে লিখা রয়েছে লৌহ-মাহফুজ ও কলমে, চমৎকার ভাবে সমুন্নত, সংযোজিত ও অঙ্কিত রূপে। যিনি আরব ও অনারবের সর্দার। যাঁর শরীর পবিত্র, সকল ধরণের ত্রুটি থেকে মুক্ত, সুগন্ধ বের হবার উৎস, অতি পবিত্র নূরুন আ'লা নূর, নিজের ঘর এবং বায়তুল্লাহ হেরম শরীফে এখনো এই সমস্ত অবস্থাই দীপ্তিমান। যিনি সকালের সূর্য, অন্ধকারে পূর্ণিমার চাঁদ সর্বোচ্চ সম্মানের উৎসস্থল। হেদায়তের আলো, সৃষ্টি জগতের আশ্রয়স্থল ও আঁধারের চেরাগ। যিনি নিখুঁত চরিত্রের অধিকারী। সকল উম্মতের সুপারিশকারী দানবীর ও দানশীল এর উপর দরূদ ও সালাম। যাঁর রক্ষণাবেক্ষণকারী **আল্লাহ্ তাআলা** ও খাদেম হলো জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام। যাঁর বাহন বোরাক ও সফর মিরাজ। যাঁর অবস্থান সিদরাতুল মুনতাহা ও আকাঙ্ক্ষা হলো কা'বা কাওসাঈন (মাওলার পরিপূর্ণ নৈকট্যলাভ) আর মাওলার পরিপূর্ণ নৈকট্যলাভই হলো তাঁর উদ্দেশ্য, আর উদ্দেশ্য হাসিল হয়েছে, যিনি রাসূলগণের সর্দার। নবীগণের মধ্যে আগত সর্বশেষ নবী। পাপীদের সুপারিশকারী, সফরকারীদের এবং অপরিচিতদের দরদী, সকল জাহানের উপর দয়াকারী, প্রেমিকগণের শান্তি ও আশিকদের উদ্দেশ্য। যিনি আরিফদের সূর্য, সালেকদের আলো, নৈকট্য লাভকারীদের আলোকবর্তিকা। ফকির মিসকিনদের ভালবাসা পোষণকারী। জিন ও মানুষের সর্দার। মক্কা মদীনা দুই হেরমের নবী, দুই কিবলার ইমাম। উভয় জগতে আশিকদের উসিলা। যিনি কা'বা কাউসাইনের অধিকারী। পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতিপালকের বন্ধু, হাসান ও হোসাইনের নানাজান, আমাদের আক্বা, সকল মানুষ ও জিনের সাহায্যকারী, সুসংবাদ দানকারী। যাঁর উপনাম আবুল কাসিম, যাঁর নাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ।

www.dawateislami.net

যিনি **আল্লাহ্ তাআলার** আলোর মধ্য থেকে এক উজ্জল আলোর উপর দরূদ ও সালাম। **হে নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নুরানী সৌন্দর্যের আশিকগণ! আপনারা তাঁর ও তাঁর পরিবার পরিজনের উপর দরূদ ও সালাম পেশ করুন।

দরূদে তুনাজ্জিনার ব্যাপারে ঈমান তাজাকারী ঘটনা

আল্লামা ইবনে ফাকেহানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ "আল ফাযরুল মুনীর" নামক কিতাবের মধ্যে এই দরূদ শরীফের ব্যাপারে একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: পারস্যের শায়খ মূসা জরীর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নৌকা যোগে সমুদ্র সফরে বের হলেন। প্রতিমধ্যে প্রচন্ড ঝড়-তুফান আক্রমণ করল, যাকে ইকলাবিয়া (লন্ড ভন্ড কারী ঝড়) বলা হয়। খুব কম লোক আছে যাদের ঐ তুফান আক্রমণ করার পর না ডুবে বাঁচতে পারে। লোকেরা ডুবে যাওয়ার ভয়ে চিৎকার শুরু করে দিল। আমার ঘুম চলে আসল। স্বপ্নে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারতের সৌভাগ্য অর্জন হলো। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "নৌকার আরোহীদের বলো; তারা যেন এক হাজার বার এই দরূদ শরীফটি اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنَجِّيْنَا بِهَا থেকে শুরু করে بَعْدَ الْمَمَاتِ পর্যন্ত পড়ে। এই স্বপ্ন দেখে আমি জাগ্রত হলাম এবং নৌকার আরোহীদের স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলাম। আমরা সবাই মিলে ৩০০বার পর্যন্ত পড়েছি মাত্র, এরই মধ্যে **আল্লাহ্ তাআলা** (আমাদেরকে) তুফান থেকে মুক্তি দান করেন। (মাতালেয়ুল মুসার্‌রাত, ৪৭১ পৃষ্ঠা)

কামুস প্রণেতা শায়খ মাজদুদ্দীন ফিরোজাবাদী শায়খ হাসান বিন আলী উসওয়ানীর বরাতে বর্ণনা করেন: যে ব্যক্তি এই দরূদ শরীফ (দরূদে তুনাজ্জিনা) যে কোন কঠিন মুহুর্তে, বিপদাপদে এক হাজার বার পাঠ করবে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার বিপদাপদকে দূর করে দিবেন ও তার আশা পূর্ণ করে দিবেন।

(মাতালেয়ুল মুসার্‌রাত, ৪৭১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَالْاٰفَاتِ وَتَقْضِىْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِى الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

অনুবাদ: হে আল্লাহ! হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর এমন রহমত নাযিল করো যে, তুমি এর দ্বারা আমাদেরকে সকল ভয়ভীতি ও বিপদাপদ থেকে মুক্তি দাও এবং এর দ্বারা আমাদের সকল উদ্দেশ্য পূরণ করো এবং এর বদৌলতে তুমি আমাদেরকে গুনাহ সমূহ থেকে পবিত্র করে দাও আর এর মাধ্যমে তুমি আমাদেরকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করে দাও আর এর বরকত দ্বারা তুমি আমাদের সকল নেকীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দাও, জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরে আর নিশ্চয়ই তুমি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

রোগ মুক্তি

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوْبِ وَدَوَآئِهَا وَعَافِيَةِ الْاَبْدَانِ وَشِفَآئِهَا وَنُوْرِ الْاَبْصَارِ وَضِيَآئِهَا وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

ওযু সহকারে কোন রোগীকে লিখে দিন, যেন সে জিহ্বা দ্বারা চাটে বা পানিতে নেড়ে পানি পান করিয়ে দিন। সুস্থ হওয়া পর্যন্ত এই আমল অনবরত করতে থাকুন। **আল্লাহ্ তাআলার** হুকুমে মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের ক্ষেত্রে উপকারী।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

দরূদে মাহী এর ব্যাপারে মাছের কাহিনী

এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নদীর পার্শ্বে ওযু করছিলেন তখন একটি মাছ আসল আর ঐ মাছ এই দরূদ শরীফটি পাঠ করলো, ঐ বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মাছকে জিজ্ঞাসা করলেন: এই দরূদ কোথা থেকে শিখেছো? মাছ উত্তরে বললো: একদা নদীর কিনারায় এক ফিরিশতাকে এই দরূদ পাঠ করতে শুনেছি এবং মুখস্থ করে নিয়েছি। ঐ দিন থেকে (এই দরূদের বরকতে) সকল বিপদাপদ থেকে নিরাপদ রয়েছি। (আমালে রযা, ১৩৮ পৃষ্ঠা)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْخَلَآئِقِ وَاَفْضَلِ
الْبَشَرِ وَشَفِيْعِ الْاُمَمِ يَوْمَ الْحَشْرِ وَالنَّشْرِ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ وَصَلِّ عَلٰى
مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ وَصَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَآءِ
وَالْمُرْسَلِيْنَ وصَلِّ عَلٰى كُلِّ الْمَلٰٓئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ
الصّٰلِحِيْنَ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا بِرَحْمَتِكَ وَبِفَضْلِكَ
وَبِكَرَمِكَ يَا اَكْرَمَ الْاَكْرَمِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَا
قَدِيْمُ يَا دَآئِمُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا وِتْرُ يَا اَحَدُ يَا صَمَدُ يَا مَنْ لَّمْ يَلِدْ
وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

ফয়যানে দোয়া

দরূদ শরীফের ফযীলত

তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবূয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত, নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর একশত বার দরূদ শরীফ পাঠ করে, সে (ব্যক্তি) যখন কিয়ামতের দিন আসবে তখন তার সাথে এমন এক নূর থাকবে, ঐ নুর যদি সমস্ত সৃষ্টির মাঝে বন্টন করে দেওয়া হয়, তবে তা সকলের জন্য যথেষ্ট হবে।"

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৮ম খন্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৩৪১)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

দোয়ার গুরুত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দোয়া করা বড়ই সৌভাগ্যর কাজ। কুরআন ও হাদীসে মুবারাকার মধ্যে বিভিন্ন স্থানে দোয়া করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। একটি হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: "আমি কি তোমাদেরকে ঐ বস্তুর কথা বলব না, যা তোমাদেরকে শত্রু থেকে রক্ষা করবে ও তোমাদের রিযিক প্রশস্ত করে দিবে! রাত দিন **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট দোয়া করতে থাকো। কেননা, দোয়া মুমিনের হাতিয়ার।" (মুসনদে আবি ইয়ালা, ২য় খন্ড, ২০১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৮০৬)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَاللهعَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।” **(সা’য়াদাতুদ দা’রাঈন)**

দোয়া বিপদ দূরকারী

মদানীর তাজেদার, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “বিপদ অবতীর্ণ হয়, অতপর দোয়া এর সাথে মিলিত হয়। অতঃপর উভয়ে কিয়ামত পর্যন্ত ঝগড়া করতে থাকে।” **(মুসতাদরাক, ২য় খন্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৮৫৬)**

ইবাদতে দোয়ার পদমর্যাদা

হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: ইবাদত সমূহের মধ্যে দোয়ার পদমর্যাদা হলো, খাবারের মাঝে লবণের পদমর্যাদার মতো।

(তানবীহুল গাফেলীন, ২১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৭৭)

দোয়ার তিনটি উপকারীতা

আল্লাহ্ তাআলার মাহবুব, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে মুসলমান এমন দোয়া করে, যে দোয়ার মধ্যে গুনাহ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার কোন বিষয় নেই, তখন **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে তিনটি বস্তু থেকে যে কোন একটি অবশ্যই দান করেন:

(১) হয়তো তার দোয়ার ফলাফল খুব শীঘ্রই তার জীবনে প্রকাশ পায়। বা

(২) ঐ দোয়ার বরকতে **আল্লাহ্ তাআলা** তার কোন বিপদ দূর করেন। অথবা

(৩) তার জন্য আখিরাতে কল্যাণ একত্রিত করা হয়।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: “বান্দা (যখন আখিরাতে আপন দোয়া সমূহের সাওয়াব দেখবে যা দুনিয়াতে কবুল হয়নি। তখন সে) আশা করবে যে, হায়! যদি দুনিয়াতে আমার কোন দোয়াই কবুল না হতো।”

(মুসতাদরাক লিল হাকিম, ২য় খন্ড, ১৬৩ ও ১৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৮৫৯ ও ১৮৬২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! দোয়া কখনও বৃথা যায় না। দোয়ার প্রভাব দুনিয়াতে প্রকাশ না পেলেও আখিরাতে এর প্রতিদান ও সাওয়াব অবশ্যই মিলবে। এজন্য দোয়াতে অলসতা করা উচিত নয়।

www.dawateislami.net

দোয়ার ৫টি মাদানী ফুল

(১) প্রথম উপকারীতা হলো: **আল্লাহ্ তাআলার** হুকুমের আনুগত্য হয়। আর তার হুকুম হলো আমার নিকট দোয়া করো। যেমনিভাবে- কুরআনুল করীমে ইরশাদ হচ্ছে:

اُدۡعُوۡنِیۡۤ اَسۡتَجِبۡ لَکُمۡ ؕ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আমার নিকট দোয়া করো। আমি কবুল করবো।

পারা: ২৪, সূরা: মু'মিন, আয়াত: ৬০))

(২) দোয়া করা সুন্নাত। যেহেতু আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অধিকাংশ সময় দোয়া করতেন। এজন্য দোয়া করার দ্বারা সুন্নাতের অনুসরণেরও সৌভাগ্য অর্জিত হবে।

(৩) দোয়া করাতে **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যও হয়ে যায়। যেহেতু **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন গোলামদেরকে দোয়ার ব্যাপারে সর্বদা তাগিদ দিতেন।

(৪) দোয়াকারী আবিদ (ইবাদত পরায়ণ) বান্দাদের দলে প্রবেশ করে। যেহেতু দোয়া নিজেই একটি ইবাদত বরং ইবাদতেরই মগজ। যেমনিভাবে- আমাদের **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তাফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ **অনুবাদ:** দোয়া ইবাদতের মগজ।"

(সুনানে তিরমিযী ৫ম খন্ড, ২৪৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৩৮২)

(৫) দোয়ার মাধ্যমে হয়তো তার (দোয়াকারীর) গুনাহ ক্ষমা করা হয় অথবা দুনিয়াতে তার সমস্যায় সমাধান হয়ে যায় অথবা ঐ দোয়া তার জন্য আখিরাতের ধনভান্ডারে পরিণত হয়ে যায়।

জানি না কোন গুনাহ হয়ে গেলো?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! দোয়া করার মধ্যে **আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যও হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

দোয়া করা সুন্নাত আবার দোয়া করার মাধ্যমে ইবাদতের সাওয়াবও পাওয়া যায়। এছাড়াও দুনিয়া ও আখিরাতের অসংখ্য উপকার অর্জিত হয়। কোন কোন লোককে দেখা যায় যে, তারা দোয়া কবুল হওয়ার জন্য অনেক তাড়াহুড়া করে থাকে। বরং مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ অনেকে এ-কথাও বলে বেড়ায় যে, আমি তো এতদিন ধরে দোয়া করে আসছি, বুযুর্গ ব্যক্তিদের মাধ্যমে দোয়া করিয়েছি, কোন পীর ফকির বাদ দেইনি। এই ওযীফা পড়ছি, ঐ ছবক পড়ছি, অমুক অমুক মাজারেও গিয়েছি কিন্তু এরপরও **আল্লাহ্ তাআলা** আমার আশা পূরণই করছেনা, বরং কেউ কেউ একথাও বলতে শুনা যায় যে, জানিনা কোন গুনাহ হয়ে গেছে যে, যার শাস্তি আমি ভোগ করছি।

নামায না পড়া যেন কোন অপরাধই নয়!

এ ধরণের অদ্ভুদ কথা যারা বলে থাকে তাদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, “ভাই আপনি ঠিকমত নামায আদায় করেন তো তাই না?” তখন সম্ভবত উত্তর পাওয়া যাবে “জ্বি না।” দেখলেন তো! মুখ দিয়ে অনায়াসে অতর্কিতভাবে বের হয়ে আসছে “জানি না আমার দ্বারা এমন কোন গুনাহ হয়েছে, যার শাস্তি আমি পাচ্ছি!” আর নামাযের প্রতি অবহেলা তার দৃষ্টিতেই পড়ছে না! যেন নামায আদায় না করা مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ কোন গুনাহই নয়। আরে! সে যদি নিজের ছোট দেহটির প্রতি একটু নজর দিতো! বাস্তবে আপনি দেখুন না! মাথার চুল ইংরেজদের মত, তাদের মত মাথাও খোলা, পোশাক ইংরেজ মার্কা, চেহারা হলো **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শত্রু অগ্নি-পূঁজাদের মতো, অর্থাৎ **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান সুন্নাত দাঁড়ি মোবারক চেহারা থেকে অদৃশ্য! জীবন ধারনের রীতিনীতি ইসলামের শত্রুদের মতো, নামায পর্যন্ত পড়েনা, অথচ নামায আদায় না করা জঘন্য গুনাহ্। দাঁড়ি মুন্ডানো হারাম। তদুপরি সারাদিন মিথ্যা, গীবত, চুগলখোরী, ওয়াদা ভঙ্গ,

www.dawateislami.net

কু-ধারণা, কু-দৃষ্টি, পিতা-মাতার অবাধ্যতা, গালি-গালাজ, সিনেমা-নাটক ও গান বাজনা ইত্যাদি, জানিনা আরো কত ধরণের গুনাহ করা হচ্ছে। কিন্তু এসব গুনাহ জনাবের দৃষ্টিতেই পড়ছে না। এত গুনাহ করার পরও তাকে শয়তান উদাসীন করে রেখেছে এবং মুখ দিয়ে এ সমস্ত অভিযোগপূর্ণ কথা গুলো বের হতেই চলেছে, “ আমার দ্বারা এমন কোন গুনাহ হয়েছে, যার শাস্তি আমি পাচ্ছি!”

যে বন্ধুর কথা রাখেনি

একটু চিন্তা করুন! আপনার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু আপনাকে কিছু কাজ করে দেওয়ার জন্য বার বার বলা সত্ত্বেও আপনি ঐ কাজ করলেন না। অতপর কোন সময় আপনার কোন কাজ ঐ বন্ধু দ্বারা যদি করাতে হয় তখন এটা স্পষ্ট যে, আপনি প্রথমে চিন্তা করবেন যে, আমি তো তার একটি কাজও করিনি, এখন তিনি আমার কাজ কেন করবেন? তারপর আপনি যদি মনে সাহস নিয়ে তাকে কাজ করার জন্য অনুরোধ করেও দেখলেন, আর সে যদি তা নাও করে তবুও আপনি অভিযোগ করতে পারবেন না। কেননা আপনি তো আপনার বন্ধুর কোন কাজ করেননি। এখন ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখুন যে! **আল্লাহ্ তাআলা** কতো কাজের কথা বলেছেন, কত বিধান চালু করেছেন কিন্তু আপনি নিজে তা থেকে কোন কোন বিধান পালন করছেন? চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, তাঁর অনেক বিধান পালনের ক্ষেত্রে অলসতা হয়েছে। আশা করি একথা বুঝে এসে গেছে যে, আপনি নিজে **আল্লাহ্ তাআলার** আদেশ অনুসারে আমল করছেন না আর তিনি যদি আপনার কোন কথায় তথা দোয়ার প্রভাব বা ফলাফল প্রকাশ না করেন তখন তাঁর (**আল্লাহ্ তাআলার**) বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে বসেন! দেখুন না! আপনি যদি আপনার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুর কোন কথাকে বার বার এড়িয়ে চলেন, তাহলে হতে পারে তিনি আপনার সাথে বন্ধুত্বেরই ইতি টানবেন! কিন্তু **আল্লাহ্ তাআলা** তার বান্দাদের উপর কতইনা দয়াবান যে, তার বিধানের লাখো বিরোধিতা করলেও তিনি তাকে তার বান্দাদের তালিকা থেকে বের করে দেন না।

www.dawateislami.net

তিনি প্রতিনিয়ত দয়া আর অনুগ্রহ করেই যাচ্ছেন। একটু চিন্তা করুন! যে সকল বান্দা অকৃজ্ঞতা প্রকাশ করছে যদি **আল্লাহ্ তাআলা** শাস্তি স্বরূপ আপন দয়া ও অনুগ্রহ ঐ বান্দার প্রতি বন্ধ করে দেন তাহলে তাদের কি অবস্থা হবে? নিঃসন্দেহে তাঁর দয়া ছাড়া একটি কদমও উঠানো সম্ভব নয়। আরে! তিনি যদি নিজের মহান নেয়ামত বাতাসকে, যা একেবারে বিনামূল্যে দান করে যাচ্ছেন, যদি কয়েকটি মুহূর্তের জন্য বন্ধ করে রাখেন তাহলে সারা পৃথিবীতে লাশের স্তুপ পড়ে যাবে!

দোয়া কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে দেরী হওয়ার একটি কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনেক সময় দোয়া দেরীতে কবুল হওয়ার মাঝে যথেষ্ট কল্যাণও হয়ে থাকে, যা আমরা বুঝতে পারি না। **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যখন **আল্লাহ্ তাআলার** কোন প্রিয় বান্দা দোয়া করে থাকেন, তখন **আল্লাহ্ তাআলা** জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام কে ইরশাদ করলেন: থামো! এখন দিও না, যাতে সে পুনরায় আমার নিকট চায়, কারণ তার আওয়াজ আমার নিকট (খুবই) পছন্দনীয়।” আর যখন কোন কাফির বা ফাসিক (গুনাহগার) দোয়া করে তখন **(আল্লাহ্ তাআলা)** ইরশাদ করেন: “হে জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام)! তার কাজ দ্রুত করে দাও। যাতে সে পুনরায় না চায়, কারণ তার আওয়াজ আমার নিকট অপছন্দনীয়। (কানযুল উম্মাল, ২য় খন্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩২৬১)

ঘটনা

হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহিয়া বিন সাঈদ বিন কাত্তান رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ **আল্লাহ্ তাআলাকে** স্বপ্নে দেখলেন, (অতঃপর) আরয করলেন: **হে আমার আল্লাহ্!** আমি অধিকাংশ সময় দোয়া করি আর তুমি তা কবুল করনা কেন? তখন নির্দেশ হলো: “হে ইয়াহিয়া! আমি তোমার আওয়াজকে মুহাব্বত করি। এজন্য আমি তোমার দোয়া কবুল করতে দেরী করি।” (আহসানুল বিআ, ৩৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখন যে হাদীসে পাক ও ঘটনা বর্ণনা করা হলো এতে একথা বলা হয়েছে যে, **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট তার প্রিয় বান্দাদের কান্নাকাটি খুবই পছন্দ, তাই একারনেও অনেক সময় দোয়া কবুল হতে দেরী হয়। এখন এই রহস্যগুলো আমরা কিভাবে বুঝতে পারবো! তাই কোন অবস্থাতেই দোয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া না করা চাই।

"আহসানুল বিআ" নামক কিতাবে ৩৩ পৃষ্ঠায় 'আদাবে দোয়া' (তথা দোয়ার আদব) বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মাওলানা নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন:-

তাড়াহুড়োকারীর দোয়া কবুল হয় না

(দোয়ার আদবের মধ্যে এটাও রয়েছে যে) দোয়া কবুল হওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করতে নেই। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: **আল্লাহ্ তাআলা** তিন ব্যক্তির দোয়া কবুল করেন না। (১) ঐ ব্যক্তি যে গুনাহের জন্য দোয়া করে। (২) ঐ ব্যক্তির দোয়া, যে এটা কামনা করে যাতে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। (৩) ঐ ব্যক্তির দোয়া, যে দোয়া কবুল হওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করে। (যেমন) বলে যে, আমি দোয়া করেছি এখনো কবুল হয়নি? (সহীহ মুসলিম, ১৪৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৭৩৫) এই হাদীসে বলা হয়েছে; অবৈধ কাজের জন্য দোয়া না করা চাই। যেহেতু তা কবুল হয়না। এছাড়া কোন আত্মীয় স্বজনের হক নষ্ট হয় এমন দোয়াও করবে না এবং দোয়া কবুল হওয়ার জন্য তাড়াহুড়াও যেন না করে, অন্যথায় দোয়া কবুল করা হবে না। "আহসানুল বিআ লি আদাবিদ দোয়া" নামক কিতাবটির উপর আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ্ আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ পাদটীকায় লিখেছেন এবং এর নাম রেখেছেন "জায়লুল মুদ্দাআ লি আহসানিল বিআ।" এই পাদটীকার একস্থানে দোয়া কবুল হওয়ার জন্য তাড়াহুড়া কারীদেরকে তিনি আপন বিশেষ স্বকীয়তায় ও অতীব জ্ঞান গর্ব পন্থায় বুঝাতে গিয়ে বলেছেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

অফিসারদের নিকট তো বারবার ধর্না দাও কিন্তু ...

দুনিয়াবী অফিসারগণের নিকট আশা প্রার্থীদেরকে (অর্থাৎ তাদের নিকট কার্যোদ্ধারে ইচ্ছুক ব্যক্তিগনকে) দেখা যায় যে, তিন বছর পর্যন্ত আশায় আশায় অপেক্ষা করতে থাকে, সকাল সন্ধ্যা তাদের দরজায় দরজায় ঘুরতে থাকে, (ধাক্কা খায়) আর ঐ অফিসাররা তাদের দিকে ভ্রুক্ষেপও করে না, উত্তরও দেয় না, বরং ধমক দেয়, নাক ছিটকায়, কাজের আশাকারীরা অযথা কষ্ট করে ঘুরে বেড়ায়, সে নিজের পকেট থেকে খায়, ঘর থেকে খরচের টাকা চায়, বেকার অযথা খাটে। এদিক সেদিক তথা অফিসারদের নিকট ধাক্কা খেতে খেতে বছর অতিবাহিত হতে চলেছে। এরপরও আজকের দিনটি যেন তার জন্য প্রথম দিন। কিন্তু এরা (অর্থাৎ অফিসারদের নিকট ধাক্কা খাওয়া লোকেরা) নিরাশও হয় না এবং (অফিসারদের) পিছনে পিছনে দৌড়া দৌড়িও বন্ধ করে দেয় না। অথচ **আহকামুল হাকিমীন, আকরামুল আকরামীন, আল্লাহ্ তাআলার** দরজায় কেউবা একেবারে প্রথমবার আসলো! আসলেও পেরেশান হয়ে যায়, ভয় পায়। আশা করে যে, কালকের কাজ আজকেই হয়ে যাক। কোন দোয়া বা ওযীফা এক সপ্তাহ ধরে পড়লে অভিযোগ শুরু হয়ে যায় যে, জনাব অনেক তো পড়েছি কোন কাজ হয়নি। এই বোকারা মূলত, তার দোয়া কবুল হওয়ার দরজা নিজেই বন্ধ করে দিলো।

নবীকুল সুলতান, মাহবুবে রহমান, হুযুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “يُسۡتَجَابُ لِاَحَدِكُمۡ مَالَمۡ يُعَجِّلۡ يَقُوۡلُ دَعَوۡتُ فَلَمۡ يُسۡتَجِبۡ لِىۡ <u>অনুবাদ</u>: তোমাদের দোয়া কবুল হবে যতক্ষণ তাড়াহুড়া না করো। এটা বলিওনা যে, দোয়া করেছি কবুল হয়নি। (সহীহ বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ২০০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৩৪)

কেউ কেউ তো এমতাবস্থায় (লাগামহীন, সীমালজ্ঘন কারী হয়ে যায়) আয়ত্বের বাহিরে চলে যায় যে, দোয়া আমল ইত্যাদির প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে পড়ে। বরং **আল্লাহ্ তাআলা**র অঙ্গিকার দয়া অনুগ্রহের প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়ে (**আল্লাহ্**র পানাহ!)।

www.dawateislami.net

এই সমস্ত লোকদের বলি, হে নির্লজ্জ! নিজের অবস্থার দিকে একটু দৃষ্টি দাও। যদি তোমার সমকক্ষ কোন বন্ধু তোমাকে হাজারবার কোন কাজ করার জন্য বলে, তুমি সেখান থেকে কোন একটা কাজও যদি না করো তাহলে তোমার কোন কাজ তাকে করে দেয়ার জন্য বলার পূর্বে অবশ্যই তুমি লজ্জা পাবে যে, আমি তো তার কোন কাজই করিনি, এখন কোন মুখে তাকে আমার কাজ করার জন্য বলি? যদি বেশি প্রয়োজনীয় কাজ হয়, তাকে করার জন্য বলে ফেলা হলো আর সে যদি আমার কাজ না করে তাহলে মূলত এতে তার প্রতি কোন অভিযোগ করা যাবে না। (অর্থাৎ এতে সে অভিযোগ করবেই না, কেননা তা সে নিজেই বুঝতে পারে যে) আমি তার কাজ কখন করেছি যে, তিনি আমার কাজ করে দিবেন।

এখন বিচার করো! তুমি মুনিবের কতটা বিধি-বিধান মেনে চলছ? তাঁর হুকুম না মানা আর নিজের প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় আবেদন সবসময় মঞ্জুর হোক এমন কামনা করাটা কতটাই নির্লজ্জের ব্যাপার?

হে নির্বোধ! এরপরও পার্থক্য দেখো! নিজের মাথা থেকে পা পর্যন্ত গভীরভাবে পর্যবেক্ষন করো! তোমার প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, সদা সর্বদা, হাজার হাজার, অগণিত নেয়ামত দ্বারা পরিপূর্ণ। যেমন – তুমি যখন শয়ন করো তাঁর নিস্পাপ ফিরিশতারা তোমাকে নিজ হিফাজতে পাহারা দিচ্ছে। তুমি গুনাহ করার পরও পুরোপুরি সুস্থ আছো। বিপদ থেকে মুক্তি, খাওয়ার পর তা হজম হচ্ছে। শরীরের ভেতরের নাপাকী বস্তু (পায়খানা প্রস্রাব) দূর করণ, মাসিক রক্তস্রাব, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শক্তি, চোখের দৃষ্টিশক্তি সহ অগণিত দয়া, অনুগ্রহ তুমি না চাইতেই তোমার উপর বর্ষন হচ্ছে। এরপরও তোমার কোনো কোনো চাহিদা যদি তোমাকে দান করা না হয়, তখন কোন্ মুখে অভিযোগ কর? তুমি কি জানো, তোমার জন্য মঙ্গল কিসে? তোমার জন্য হয়ত কোন কঠিন বিপদ আসার ছিলো যা (কবুল না হওয়া) দোয়ার বদৌলতে দূর হয়ে গেছে! তুমি কি জানো ঐ দোয়ার বদলায় তোমার জন্য কি বিশাল সাওয়াবের ভান্ডার অপেক্ষা করছে?

www.dawateislami.net

তাঁর (**আল্লাহ্ তাআলা**) অঙ্গিকার সত্য, আর কবুল হওয়ার উল্লেখিত তিনটি পন্থাই আছে। যাদের প্রথমটি পরেরটার চাইতে উত্তম। তবে হ্যাঁ! যদি অবিশ্বাস আসে তাহলে অবশ্যই জেনে রাখ, তুমি মরেছ আর অভিশপ্ত শয়তান তোমাকে আপন করে নিল। وَالْعِيَاذُ بِاللهِ سُبْحٰنَهٗ وَتَعَالٰى

হে অপবিত্র! নিজের মুখটি দেখো আর মহান সত্তা নিয়ে চিন্তা গবেষণা করো যে, (তোমার মত অপবিত্রকে) নিজের মহান দরবারে উপস্থিত হওয়ার, নিজের মহান নাম নেওয়ার, তাঁর দিকে মনোনিবেশ করার ও তাঁকে (**আল্লাহ্ তাআলাকে**) ডাকার জন্য তোমাকে অনুমতি দিয়েছেন। তোমার লক্ষ লক্ষ আশা এর উপর তো কোরবান! কোন তুলনাই হয় না!

হে অধৈর্য! ভিক্ষা করতে শিখো। এই মহান দরবারের মাটিতে লুটিয়ে পড়ো। মিশে যাও, এমন মনমানষিকতা তৈরী করো যে, এখনি দিবেন, এখনি দিবেন, বরং তাঁকে ডাকার ও তাঁর নিকট মুনাজাত করার স্বাদে এমনভাবে ডুবে যাও যে, ইচ্ছা ও মনের বাসনা কিছুই যেন স্মরণে না থাকে। নিঃসন্দেহে জেনে রাখ, ঐ দরজা থেকে বঞ্চিত হয়ে কেউ ফিরবে না। যেহেতু مَنْ دَقَّ بَابَ الْكَرِيْمِ اِنْفَتَحَ (অর্থাৎ- যে ব্যক্তি **দয়ালু আল্লাহ্ তাআলা**র দরজায় কড়া নেড়েছে, সেটা তার জন্য খুলেছে) তাওফিক **আল্লাহ্ তাআলা**র পক্ষ থেকেই।

(জায়লুল মুদ্দায়া লি আহসানিল বিআ, ৩৪-৩৭ পৃষ্ঠা)

দোয়া দেরীতে কবুল হওয়া এটা একটা দয়া

হযরত সায়্যিদুনা নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: হে প্রিয় বন্ধু! তোমার প্রতিপালক ইরশাদ করেন:

اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ

অনুবাদ: আমি প্রার্থনা গ্রহণ করি আহ্বানকারীর যখন আমাকে আহ্বান করে। (পারা: ২, সূরা: বাকারা, আয়াত: ১৮৬)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ ﴿۷۵﴾

অনুবাদ: আমি কতইনা উত্তম কবুলকারী। (পারা: ২৩, সূরা: সাফ্‌ফাত, আয়াত: ৭৫)

اُدْعُوْنِیْۤ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

অনুবাদ: আমার নিকট দোয়া করো আমি কবুল করবো। (পারা:২৪, সূরা: মু'মিন, আয়াত: ৬০)

অতএব নিঃসন্দেহে বুঝে নিন, **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাকে আপন দরজা থেকে বঞ্চিত করবেন না ও তিনি আপন অঙ্গীকার পালন করবেন। **আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করেন:

وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿۱۰﴾

অনুবাদ: ভিক্ষুককে ধমক দিয়ো না। (পারা: ৩০, সূরা: দ্বোহা, আয়াত: ১০)

আল্লাহ্ তাআলা কিভাবে তোমাকে তাঁর আপন দয়ার ভান্ডার থেকে দূরে রাখবেন। বরং তিনি তোমার দোয়া দেরীতে কবুল করে তোমার উপর দয়ার দৃষ্টি রাখছেন। (আহসানুল বিআ, ৩২ ও ৩৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলার আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করে দোয়াকারীদের অনেক সমস্যা সমাধান হওয়ার ঘটনা শুনতে পাওয়া যায়।

মাদানী কাফেলায় ইরকুন্নিছা রোগের চিকিৎসা হয়ে গেলো

এক ইসলামী ভাই এর বর্ণনা নিজস্ব আঙ্গিকে বর্ণনা করার চেষ্টা করছি: আমাদের মাদানী কাফেলা ‘ঠাট্টা’ নামক শহরে পৌছল। আমাদের সাথে অংশগ্রহণকারী এক ইসলামী ভাইয়ের ইরকুন্নিছা নামক একটি ব্যথা জাতীয় রোগ দেখা দিলো। বেচারা প্রচন্ড ব্যথায় পানি বিহীন মাছের ন্যায় ছটফট করতে লাগলো। একদা ব্যথায় সারা রাত ঘুমাতে পারেনি। শেষ দিন আমীরে কাফেলা বললেন: আসুন আমরা সকলে মিলে তার জন্য দোয়া করি।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

অতঃপর দোয়া শুরু হয়ে গেলো। ঐ ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা হচ্ছে, اَلْحَمْدُلِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ দোয়া চলাকালীন সময়ে ব্যথা কমতে শুরু করল। আরো কিছুক্ষন পর আমার শিরা রোগের ব্যথা সম্পূর্ণরূপে চলে গেলো। اَلْحَمْدُلِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ এই বয়ান দেওয়ার পর যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে আজ পর্যন্ত আমার আর ঐ রোগ দেখা দেয়নি। اَلْحَمْدُلِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ এই বর্ণনা দানকালে আমি মাদানী কাফেলার জিম্মাদার হিসাবে মাদানী কাফেলার সাড়া জাগানোর চেষ্টায় সচেষ্ট রয়েছি।

গর হো ইরকুন্নিছা, ইয়া আরেযা কোয়ি চা, পাওগে সিহ্যাতেঁ, কাফেলে মে চলো।
দুর বিমারিয়াঁ, আউর পেরেশানিয়া, হোগী বস চল পড়ে, কাফেলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! মাদানী কাফেলার বরকতে ইরকুন্নিছা রোগের মত কষ্ট দায়ক রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া গেলো। ইরকুন্নিছা তথা শিরা রোগ হলো এতে উরুর গোড়া থেকে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত প্রচন্ড ব্যথা হয়। এই রোগ বছরের পর বছর পিছু ছাড়ে না।

দোয়া করার ১৭টি মাদানী ফুল

(প্রায় সব মাদানী ফুল মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী থেকে প্রকাশিত “আহ্সানুল বিআ লি আ-দাবিদ দোয়া মাআ’ শারহি যাইলুল মুদ্দা‘আ লি আহ্সানিল উই‘আ” নামক গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।)

(১) প্রতিদিন কমপক্ষে ২০ বার দোয়া করা ওয়াজীব। اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ নামাযীদের এ ওয়াজীব, নামাযে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে আদায় হয়ে যায়। কারণ اِهْدِ نَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (**<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ</u>:** আমাদেরকে সোজা পথে পরিচালিত করো) ও দোয়া এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (**<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ</u>:** সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ্র** জন্য, যিনি মালিক সমস্ত জগদ্বাসীর) বলাও দোয়া। (১২৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

(২) দোয়াতে সীমা অতিক্রম করবেন না। যেমন আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর পদমর্যাদা চাওয়া বা আসমানে আরোহনের আকাঙ্ক্ষা করা। এছাড়া উভয় জগতের সমস্ত কল্যাণ ও সর্বপ্রকার গুনাবলী চাওয়াও নিষেধ। কারণ এসব গুণাবলীর মধ্যে আম্বিয়াদের عَلَيْهِمُ السَّلَام পদমর্যাদাটাও রয়েছে, যা অর্জন করা যাবে না। (৮০-৮১ পৃষ্ঠা)

(৩) যেটা অসম্ভব বা অসম্ভবের কাছাকাছি, সেটার দোয়া করবেন না। সুতরাং সব সময়ের জন্য সুস্থতা, নিরাপত্তা চাওয়া যে, মানুষ সারাজীবন কখনো কোন প্রকার কষ্টে পতিত হবে না, এটা হলো অসম্ভব বিষয়ের দোয়া চাওয়া। অনুরূপভাবে লম্বাকৃতির মানুষের ক্ষুদ্র আকৃতির হওয়ার জন্য কিংবা ছোট চক্ষু বিশিষ্টের বড় চোখ লাভের দোয়া করা নিষেধ। কারণ এটা এমন কাজের দোয়া, যেটার উপর কলম জারী হয়ে গেছে (অর্থাৎ এটা পূর্বে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে)। (৮১ পৃষ্ঠা)

(৪) গুনাহের দোয়া করবেন না, যেমন, অন্যের ধন যেন আপনার মিলে যায়। কারণ গুনাহের আশা করাও গুনাহ্। (৮২ পৃষ্ঠা)

(৫) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার দোয়া করবেন না। (যেমন- অমুক আত্মীয়দের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ লেগে যাক)। (৮২ পৃষ্ঠা)

(৬) **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট শুধুমাত্র নিকৃষ্ট বস্তু চাইবেন না। কেননা, পরওয়ারদিগার **(আল্লাহ্ তাআলা)** খুবই ঐশ্বর্যশালী। তাই নিজের মনোযোগ সর্বদা তাঁরই প্রতি রাখুন এবং প্রতিটি বস্তু তাঁরই কাছে চান। (৮৪ পৃষ্ঠা)

(৭) দুঃখ ও বিপদে ভীত হয়ে নিজের মৃত্যুর দোয়া করবেন না। মনে রাখবেন যে, পার্থিব ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য মৃত্যু কামনা করা না জায়িয ও দ্বীন-ধর্মের ক্ষতির ভয়ে (মৃত্যু কামনা করা) জায়িয। (অর্থাৎ- যেমন এই দোয়া করা যে, **হে আল্লাহ্!** আমার দ্বারা দ্বীন-ধর্মের, সুন্নীয়তের ক্ষতি হওয়ার পূর্বেই আমার মৃত্যু নসীব করো)। (৮৫, ৮৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

(৮) শরয়ী প্রয়োজন ব্যতীত কারো মৃত্যু ও অনিষ্ট (ধ্বংস) এর দোয়া করবেন না। অবশ্য যদি কোন কাফিরের ঈমান গ্রহণ না করার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস বা প্রবল ধারণা হয় ও (তার) বেঁচে থাকাতে দ্বীনের ক্ষতি হয় অথবা কোন অত্যচারির তাওবা করার ও অত্যাচার ত্যাগ করার আশা না থাকে এবং তার মৃত্যু, ধ্বংস সৃষ্টিকুলের জন্য উপকার হয় তবে এ ধরণের মানুষের জন্য বদ্-দোয়া করা শুদ্ধ হবে। (৮৭ পৃষ্ঠা)

(৯) কোন মুসলমানকে এ বদ্-দোয়া দেবেন না যে, "তুই কাফির হয়ে যা।" কারণ অনেক আলিমের মতে (এধরণের দোয়া করা) কুফরী আর বাস্তব সত্য এটাই যে, যদি কুফরকে ভাল ও ইসলামকে মন্দ জেনে এ রূপ বলে, তবে নিঃসন্দেহে কুফরী। অন্যথায় বড় গুনাহ কেননা মুসলমানের (অমঙ্গল কামনা করা) হারাম। বিশেষতঃ অমঙ্গল চাওয়া (যে অমুকের ঈমান নষ্ট হয়ে যাক) সব ধরণের অমঙ্গল থেকে নিকৃষ্ট। (পৃষ্ঠা ৯০)

(১০) কোন মুসলমানের উপর অভিশাপ দেবেন না ও তাকে মরদূদ (বিতাড়িত) ও মলঊন (অভিশপ্ত) বলবেন না এবং যে কাফিরের কুফরের উপর মৃত্যু নিশ্চিত নয় তার উপরও নাম নিয়ে লানত করবেন না।

(১১) কোন মুসলমানকে এ বদ দোয়া দেবেন না যে, "তোর উপর খোদার গযব নাযিল (অবতীর্ণ) হোক ও তুই দোযখে যা," কারণ হাদীস শরীফে এটার প্রতি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। (১০০ পৃষ্ঠা)

(১২) যে কাফির হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে তার জন্য ক্ষমার দোয়া করা হারাম ও কুফরী। (১০০ পৃষ্ঠা)

(১৩) এ দোয়া করা, "হে খোদা! সকল মুসলমানের সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দাও।" জায়িয নেই। কারণ এতে ঐসব হাদীসে মুবারকের মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়ে থাকে, যেগুলোতে অনেক মুসলমানের দোযখে যাওয়া সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে। (১০৬ পৃষ্ঠা) তবে এভাবে দোয়া করা, "সমস্ত **উম্মতে মুহাম্মদী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাগফিরাত (অর্থাৎ-ক্ষমা) হোক বা সমস্ত মুসলমানের ক্ষমা হোক" জায়িয। (১০৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

(১৪) নিজের জন্য এবং নিজের বন্ধু-বান্ধব, পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিদের জন্য বদ্-দোয়া করবেন না। জানা নেই যে, যদি সেই মুহূর্তটা দোয়া কবুল হওয়ার সময় হয়ে থাকে আর বদ্-দোয়ার প্রভাব প্রকাশ হওয়াতে পরে আবার যেন অনুশোচনা করতে না হয়। (১০৭ পৃষ্ঠা)

(১৫) যে বস্তু অর্জিত হয়েছে, (অর্থাৎ-নিজের কাছে বিদ্যমান রয়েছে) সেটার দোয়া করবেন না। যেমন-পুরুষেরা বলবে না যে, "**হে আল্লাহ্**! আমাকে পুরুষ করে দাও।" কারণ এটা তামাসা করা। তবে এরূপ দোয়া যাতে শরীয়াতের নির্দেশ পালন বা বিনয় ও বন্দেগীর বহিঃপ্রকাশ অথবা **আল্লাহ্ তাআলা** এবং **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালবাসা অথবা ধর্ম বা ধার্মিকদের প্রতি অনুরাগ, বা কুফ্র ও কাফিরদের প্রতি ঘৃণা ইত্যাদির ফায়দাসমূহ্ অর্জিত হয় তাহলে তা জায়িয। যদিও এ বিষয় গুলো অর্জিত হওয়া নিশ্চিত ভাবে হয়। যেমন- দরূদ শরীফ পাঠ করা, উসীলা, সিরাতে মুস্তাকীম (সঠিক পথ) এর, **আল্লাহ্** ও **রাসুলের** শত্রুদের উপর শাস্তি ও অভিসম্পাতের দোয়া করা। (১০৮,১০৯ পৃষ্ঠা)

(১৬) দোয়াতে সংকীর্ণতা করবে না। যেমন- এভাবে চাইবে না যে, **হে আল্লাহ্** শুধু আমার উপর দয়া করো বা শুধুমাত্র আমাকে ও আমার অমুক অমুক বন্ধুকে নেয়ামত দান করো। (১০৯ পৃষ্ঠা) উত্তম হলো, সকল মুসলমানকে দোয়াতে অন্তর্ভূক্ত করে নেয়া। এর একটা উপকারীতা এটাও হবে যে, যদি নিজে ঐ নেক বিষয়ের হকদার নাও হয় তবে নেক্কার মুসলমানদের ওসীলায় (তা) পেয়ে যাবে।

(১৭) হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে দোয়া করবেন এবং কবুল হওয়ার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখবেন। (ইহ্‌ইয়াউল উ'লূম, ৯ম খন্ড, ৭৭০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” **(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)**

১৫টি কুরআনী দোয়া

(১) رَبَّنَآ اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّ فِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۲۰۱﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতে মঙ্গল দাও ও আখিরাতের মঙ্গল দাও এবং আমাদেরকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও। **(পারা: ২য়, সূরা: বাকারা, আয়াত: ২০১)**

(২) رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِیْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যদি বিস্মৃত হই কিংবা ভূল করি তবে আমাদেরকে পাকড়াও করিও না।

(পারা: ৩য়, সূরা: বাকারা, আয়াত: ২৮৬)

(৩) رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَیْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর ভারি বোঝা রেখো না যেমনিভাবে তুমি আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর রেখেছিলে।

(পারা:৩য়, সূরা:বাকারা, আয়াত: ২৮৬)

(৪) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَیْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿۸﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমাদের প্রতিপালক! হিদায়াত দেওয়ার পর আমাদের অন্তরকে বক্র করো না এবং আমাদেরকে তোমার নিকট থেকে রহমত দান করো। নিশ্চয় তুমি মহান দাতা। **(পারা: ৩য়, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ৮)**

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

(৫) رَبَّنَاۤ اِنَّنَاۤ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি অতএব আমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দাও ও আমাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও। (পারা: ৩য়, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ১৬)

(৬) رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের গুনাহ ক্ষমা করো, ও আমাদের মন্দ কর্মগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দাও এবং আমাদের মৃত্যু নেককারদের সাথে করো। (পারা: ৪, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ১৯৩)

(৭) رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٧﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে জালিমদের সঙ্গী করো না। (পারা: ৮, সূরা: আ'রাফ, আয়াত: ৪৭)

(৮) رَبَّنَاۤ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ﴿١٢٦﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর ধৈর্য বর্ষণ করো এবং আমাদেরকে মুসলমান হিসেবে উঠাও।

(পারা: ৯, সূরা: আ'রাফ, আয়াত: ১২৬)

(৯) رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ﴿٤٠﴾

www.dawateislami.net

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার কিছু বংশধরকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী হিসেবে রাখো। **হে আমাদের প্রতিপালক!** আমাদের দোয়া কবুল করে নাও। (পারা: ১৩, সূরা: ইবরাহীম, আয়াত: ৪০)

(১০) رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ
يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ﴿٤١﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমাদের প্রতিপালক! যেই দিন হিসাব কায়েম হবে সে দিন আমাকে এবং আমার পিতামাতাকে ও সমস্ত মুসলমানকে ক্ষমা করে দাও। (পারা: ১৩, সূরা: ইবরাহীম, আয়াত: ৪১)

(১১) رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿١٠٩﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও ও আমাদের উপর দয়া করো আর তুমি সর্বাপেক্ষা অধিক দয়ালু। (পারা: ১৮, সূরা: মু’মিনুন, আয়াত: ১০৯)

(১২) رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ
وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ﴿٧٤﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দান করো আমাদের স্ত্রীগণ এবং আমাদের সন্তান সন্ততি থেকে চোখের শীতলতা, আর আমাদেরকে মুত্তাকীদের আদর্শ বানাও। (পারা: ১৯, সূরা: ফোরকান, আয়াত: ৭৪)

(১৩) رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ
فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٠﴾

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। আর আমাদের ঐ সমস্ত ভাইদেরকে যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে। আর আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ রাখিও না। **হে আমাদের প্রতিপালক!** নিশ্চয় তুমিই অতি দয়ার্দ্র, দয়াময়।

(পারা: ২৮, সূরা: হাশর, আয়াত: ১০)

(১৪) رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ ﴿۹۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমাদের প্রতিপালক! শয়তানের প্ররোচনা সমূহ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (পারা: ১৮, সূরা: মু'মিনুন, আয়াত: ৯৭)

(১৫) رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ﴿۲۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমার প্রতিপালক! তুমি ঐ দুজনের (পিতামাতা) উপর দয়া করো যেমনিভাবে ঐ দুজন আমাকে শিশু কালে প্রতিপালন করেছিল। (পারা: ১৫, সূরা: বনী ইসরাঈল, আয়াত: ২৪)

দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণে ভরপুর ৪৯টি দোয়া

(১) দোয়ায়ে মুস্তফা ﷺ

আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অধিকাংশ সময় এই দোয়া করতেন:

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ

অনুবাদ: হে অন্তরের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখো। (মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খন্ড, ৫১১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৩৬৯৭) এই দোয়া উম্মতের শিক্ষার জন্য, যাতে লোকেরা তা শুনে শিখে নেয়। (মিরআত, ১ম খন্ড, ১০৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(২) ঘুমানোর সময়ের দোয়া

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيَا

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমি তোমার নামেই মৃত্যুবরণ করি ও জীবিত হই। (অর্থাৎ- ঘুমাই ও জাগ্রহ হই) (সহীহ বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৩১৪)

(৩) ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পরের দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْۤ اَحْيَانَا بَعْدَ مَاۤ اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

অনুবাদ: সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ্ তাআলার** জন্য যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর (ঘুমের) পর জীবন (জাগরণ) দান করেছেন। আর আমাদেরকে তাঁরই প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (সহীহ বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৩১৪)

(৪) পায়খানায় প্রবেশের পূর্বের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْۤ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَآئِثِ

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমি নাপাক জিন ও জিন্নাত (সকল জিন) থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (ছহীহ বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৩২২) যেহেতু পায়খানায় অপবিত্র জিনেরা থাকে, এজন্য এই দোয়া পাঠ করে নেয়া উচিত।

(মিরআতুল মানাযিহ, ১ম খন্ড, ২৫৯ পৃষ্ঠা)

(৫) পায়খানা থেকে বের হয়ে পাঠ করার দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْۤ اَذْهَبَ عَنِّی الْاَذٰی وَعَافَانِیْ

অনুবাদ: আল্লাহ্ তাআলার কৃতজ্ঞতা, যিনি আমার কাছ থেকে কষ্ট দায়ক বস্তু দূর করেছেন ও আমাকে নিরাপত্তা দান করেছেন।

(মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, ৭ম খন্ড, ১৪৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

(৬) ঘরে প্রবেশ করার সময়ের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡۤ اَسۡئَلُكَ خَیۡرَ الۡمَوۡلَجِ وَ خَیۡرَ الۡمَخۡرَجِ

بِسۡمِ اللّٰهِ وَلَجۡنَا وَ بِسۡمِ اللّٰهِ خَرَجۡنَا وَ عَلَی اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلۡنَا

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট প্রবেশ ও বাহিরের স্থান গুলোর কল্যাণ কামনা করছি। **আল্লাহ্ তাআলা**র নাম নিয়ে আমি ভিতরে প্রবেশ করি এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র নামে বাহির হই আর আমি আমার প্রতিপালক **আল্লাহ্ তাআলা**র উপর ভরসা করি। (সুনানে আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৪২১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫০৯৬)

(৭) ঘর থেকে বের হওয়ার সময়ের দোয়া

بِسۡمِ اللّٰهِ تَوَكَّلۡتُ عَلَی اللّٰهِ لَا حَوۡلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

অনুবাদ: আল্লাহ্ তাআলার নামে শুরু করছি, আমি **আল্লাহ্ তাআলা**র উপর ভরসা করেছি, গুনাহ থেকে বাঁচার শক্তি এবং নেককাজ করার সামর্থ একমাত্র **আল্লাহ্ তাআলা**র পক্ষ থেকেই। (সুনানে আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৪২০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫০৯৫)

এই দোয়া পাঠ করলে অদৃশ্য ফিরিস্তা পাঠকারীকে বলে যে, তুমি بِسۡمِ اللّٰهِ এর বরকতে হিদায়ত পেয়েছো, تَوَكَّلۡتُ عَلَی اللّٰهِ এর ওসীলায় যথেষ্টতা পেয়েছো ও لَا حَوۡلَ দ্বারা নিরাপত্তা পেয়েছো। (মিরআতুল মানাযিহ, ৪র্থ খন্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা)

(৮) খাবার খাওয়ার পূর্বের দোয়া

بِسۡمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ الَّذِیۡ لَا یَضُرُّ مَعَ اسۡمِهٖ شَیۡءٌ

فِی الۡاَرۡضِ وَلَا فِی السَّمَآءِ یَا حَیُّ یَا قَیُّوۡمُ

www.dawateislami.net

অনুবাদ: আল্লাহ্ তাআলার নামে আরম্ভ করছি, যার নামের বরকতে যমীন ও আসমানের কোন বস্তুই ক্ষতি সাধন করতে পারে না, হে চিরঞ্জীব ও চির প্রতিষ্ঠিত। (কানযুল উম্মাল, ১৫তম খন্ড, ১০৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪০৭৯২)

খাবারের শুরুতে এই দোয়া পাঠ করে নিন। যদি খাবারের মধ্যে বিষও থেকে থাকে তবু اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

(কানযুল উম্মাল, ১৫ম খন্ড, ১০৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪০৭৯২)

(৯) খাবার খাওয়ার পরের দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْٓ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِیْنَ

অনুবাদ: সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ্ তাআলার** জন্য, যিনি আমাদেরকে খাওয়ালেন, পান করালেন এবং আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন।

(সুনানে আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ৫১৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮৫)

(১০) দুধ পান করার পরের দোয়া

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِیْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য এতে বরকত দান করো এবং আমাদেরকে এর চেয়ে আরো বেশি দান করো।

(সুনানে আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ৪৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৭৩০)

(১১) আয়না দেখার সময়কার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ حَسَّنْتَ خَلْقِیْ فَحَسِّنْ خُلُقِیْ

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! তুমি আমার আকৃতি তথা গঠন তো সুন্দর বানিয়েছো, আমার চরিত্রও সুন্দর করে দাও। (আল হাসানু ওয়াল হুসাইন, ১০২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

(১২) কোন মুসলমানকে মুচকি হাসতে দেখে পাঠ করার দোয়া

أَضْحَكَ اللهُ سِنَّكَ

অনুবাদ: আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে সর্বদা হাসি খুশি রাখুক।

(সহীহ বুখারী, ২য় খন্ড, ৪০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩২৯৪)

(১৩) কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দোয়া

جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا

অনুবাদ: আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুক।

(সুনানে তিরমিযী ৩য় খন্ড, ৪১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০৪২)

এই সংক্ষিপ্ত বাক্যে তার অনুগ্রহের স্বীকারোক্তি হয়ে গেলো, পাশাপাশি নিজের অক্ষমতার বিষয়ও প্রকাশ পেল, আর তার জন্য উত্তম দোয়া করাও হয়ে গেলো, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যও এটাই হয়ে থাকে।

(মিরআতুল মানাযিহ, ৪র্থ খন্ড, ৩৫৭ পৃষ্ঠা)

হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে; "যে (ব্যক্তি) মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল না, সে **আল্লাহ্ তাআলার** কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করলো না।"

(মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫৭, হাদীস নং- ৩০২৫)

(১৪) ঋণ পরিশোধের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমাকে হালাল রিযিক প্রদান করে হারাম থেকে বাঁচাও এবং আপন দয়া ও অনুগ্রহে তুমি ব্যতীত অন্য সকল থেকে অমুখাপেক্ষী করে দাও। (মুসতাদরাক লিল হাকিম, ২য় খন্ড, ২৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০১৬)

এই দোয়া খুব দ্রুত কার্যকরী। যদি সকল মুসলমান সর্বদা প্রত্যেক নামাযের পর অবশ্যই এই দোয়া একবার পাঠ করে নেয় اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ঋণ ও জুলুম থেকে সুরক্ষিত থাকবে। (মিরআতুল মানাযিহ, ৪র্থ খন্ড, ৫১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

(১৫) রাগ আসার সময়কার দোয়া

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

অনুবাদ: আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (সহীহ বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ১৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬১১৫)

(১৬) জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দোয়া

رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে বেশি পরিমানে জ্ঞান দান করো। (পারা:১৬, সূরা:ত্বাহা, আয়াত:১১৪)

(১৭) কাফিরের কোন নিদর্শণ দেখলে বা সেখানকার শব্দ শুনলে এই দোয়া পাঠ করবে

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

اِلٰهًا وَّاحِدًا لَّا نَعْبُدُ اِلَّآ اِيَّاهُ

অনুবাদ: আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, **আল্লাহ্ তাআলা** ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি একক, তার কোন শরীক নেই। তিনি একক মাবুদ, আমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করি।

মলফুজাতে আ'লা হযরতে উল্লেখ রয়েছে যে, মন্দিরের ঘন্টা বা শঙ্খ বাজানোর শব্দ শুনে ও গীর্জা ইত্যাদির বিল্ডিং দেখেও এই দোয়া পাঠ করবে।

(মলফুজাত, ২য় খন্ড, ২৩৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(১৮) বিপদগ্রস্থকে দেখে পাঠ করার দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ عَافَانِیْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ

وَفَضَّلَنِیْ عَلٰی كَثِیْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِیْلًا

অনুবাদ: সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ্ তাআলার** জন্য, যিনি আমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন যে বিপদে আপনাকে ফেলেছেন। আর আমাকে তাঁর অনেক সৃষ্টির উপর মর্যাদা দিয়েছেন। (সুনানে তিরমিযী ৫ম খন্ড, ২৭২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৪৪২)

যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে দেখে এই দোয়া পাঠ করবে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ সে ঐ বিপদ থেকে মুক্ত থাকবে। সব ধরণের রোগাক্রান্ত, বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে দেখে এই দোয়া পাঠ করতে পারবেন। কিন্তু তিন প্রকারের রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে দেখে এই দোয়া পড়া যাবে না। যেহেতু বর্ণিত আছে, তিন প্রকারের রোগকে অপছন্দ করো না।

(১) **সর্দি-** যেহেতু এই রোগের কারণে অনেক রোগের শিকড় কেটে যায়।

(২) **চুলকানী-** যেহেতু এই রোগের দ্বারা চর্ম রোগ ও কুষ্ঠ রোগ ইত্যাদি রোগ দূর হয়ে যায়।

(৩) **চোখ উঠা-** এই রোগ অন্ধত্বকে দূর করে।

(মলফুজাতে আ'লা হযরত, ১ম অংশ, ৭৮ পৃষ্ঠা, সংশোধিত)

এই দোয়া পড়ার সময় একথা স্মরণ রাখবেন! যেন বিপদগ্রস্থ ব্যক্তি না শুনে, কারণ এতে তার মন ভেঙ্গে যেতে পারে।

(১৯) মোরগের ডাক শুনে পড়ার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে তোমার দয়ার প্রার্থনা করছি।

(সহীহ বুখারী, ২য় খন্ড, ৪০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৩০৩)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

মোরগ রহমতের ফিরিশতা দেখে ডাক দেয়। তাই সেই সময়ের দোয়ার ক্ষেত্রে ফিরিশতা কর্তৃক আমিন বলার আশা থাকে। (মিরআতুল মানাযিহ, ৪র্থ খন্ড, ৩২ পৃষ্ঠা)

(২০) অবিরাম বৃষ্টির সময়কার দোয়া

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاٰكَامِ

وَالظِّرَابِ وَبُطُوْنِ الْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমাদের আশেপাশে বর্ষণ করো আমাদের উপর নয়। **হে আল্লাহ্!** টিলা, পাহাড়, উপত্যকা ও গাছ উৎপন্ন হওয়ার স্থানে বর্ষন করো। (অর্থাৎ যেখানে বৃষ্টি হলে জান-মালের ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকে)

(সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৩৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১০১৪)

(২১) ঘুর্ণিপাকের সময় পড়ার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ

وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট এটি (অন্ধকারের), এর মধ্যে যা আছে তার এবং যার সাথে তা প্রেরণ করা হয়েছে তার কল্যাণের প্রার্থনা করছি। আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঐ (অন্ধকারের) ক্ষতি থেকে, এর মধ্যে যা ক্ষতি আছে তা থেকে, ও যে ক্ষতির সাথে তা প্রেরণ করা হয়েছে তা থেকে। (সহীহ মুসলিম, ৪৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮৯৯)

(২২) নক্ষত্র খসে পড়তে দেখার সময় দোয়া

مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

অনুবাদ: **আল্লাহ্ তাআলা** যা চান। **আল্লাহ্ তাআলার** সাহায্য ছাড়া কোন শক্তি সামর্থ্য নেই। (আমালুল ইয়াউমি ওয়াল লাইলাতি, ১৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৫৩)

(২৩) বাজারে প্রবেশের সময়কার দোয়া

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ
وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

অনুবাদ: “**আল্লাহ্ তাআলা** ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি একক। তার কোন শরীক নেই। তাঁর জন্যই রাজত্ব। তারই জন্য প্রশংসা, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু দান করেন, তিনি চিরঞ্জীব, তিনি কখনই মৃত্যু বরণ করেন না। সমস্ত কল্যান তাঁরই কুদরতের হাতে। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।”

(সুনানে তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ২৭১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৪৩৯)

আল্লাহ্ তাআলা এই দোয়া পাঠকারীর জন্য দশ লাখ নেকী লিপিবদ্ধ করেন ও তার দশলাখ গুনাহ ক্ষমা করেন এবং তার দশ লাখ মর্যাদা বৃদ্ধি করেন আর তার জন্য জান্নাতে ঘর তৈরী করেন। (মিরআতুল মানাযীহ, ৪র্থ খন্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা)

(২৪) বাজারে ক্ষতি না হয়ে বরং যেন লাভ হয় বাজারে গেলে এই দোয়া পড়ুন:

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ السُّوْقِ وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَاَعُوْذُ
بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَعُوْذُ بِكَ
اَنْ اُصِيْبَ فِيْهَا يَمِيْنًا فَاجِرَةً اَوْ صَفْقَةً خَاسِرَةً

(মুসতাদরাক লিল হাকিম, ২য় খন্ড, ২৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০২১)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

এই দোয়ার বরকতে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ বাজারে অনেক লাভ হবে এবং কোন ধরণের ক্ষতি হবে না। এই দোয়া **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাঠ করেছেন। (জান্নাতী যেওর, ৫৮০ পৃষ্ঠা)

(২৫) শবে ক্বদরের দোয়া

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দিকা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا বলেন: আমি **আমার মাথার তাজ, সাহিবে মিরাজ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খিদমতে আরয করলাম: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যদি আমার শবে ক্বদর সম্পর্কে জানা হয়ে যায় তবে আমি কি পড়ব?" উত্তরে **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: এভাবে দোয়া করো:

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّیْ

অনুবাদ: হে **আল্লাহ্**! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাকারী, দয়াময় এবং ক্ষমা করাকেই তুমি পছন্দ করো, তাই আমাকে ক্ষমা করে দাও।

(সুনানে তিরমিযী ৫ম খন্ড, ৩০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৫২৪)

(২৬) ইফতারের দোয়া

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

অনুবাদ: হে **আল্লাহ্**! আমি তোমার জন্য রোযা রেখেছি, আর তোমরাই প্রদত্ত রিযিক দ্বারা ইফতার করেছি। (সুনানে আবু দাউদ, ২য় খন্ড, ৪৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৩৫৮)

(২৭) যমযমের পানি পান করার সময়ের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اَسْاَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّشِفَآءً مِّنْ كُلِّ دَآءٍ

www.dawateislami.net

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট উপকারী জ্ঞান, প্রশস্থ রিযিক ও সমস্ত রোগ থেকে মুক্তি প্রার্থনা করছি।

(মুসতাদরাক লিল হাকিম, ২য় খন্ড, ১৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭৮২)

তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যমযমের পানি যে (উদ্দেশ্যে) কাজের জন্য পান করা হবে ফলপ্রসু হবে, আপনারা তা পান করার সময় রোগ মুক্তি কামনা করুন, তাহলে **আল্লাহ্ তাআলা** আরোগ্য দান করবেন। আর যদি আশ্রয় প্রার্থনা করেন তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে আশ্রয় দান করবেন। (মুসতাদরাক লিল হাকিম, ২য় খন্ড, ১৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭৮২)

(২৮-২৯) নতুন পোশাক পরিধানের সময়কার দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ مَآ اُوَارِىْ بِهٖ عَوْرَتِىْ وَاَتَجَمَّلُ بِهٖ فِىْ حَيَاتِىْ

অনুবাদ: সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ্ তাআলার** জন্য, যিনি আমাকে ঐ কাপড় পরিধান করিয়েছেন, যার মাধ্যমে আমি আমার সতর ঢেকে রাখি, আর এর মাধ্যমে আমি জীবনে সৌন্দর্য্য লাভ করছি। (সুনানে তিরমিযী ৫ম খন্ড, ৩২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৫৭১)

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ اَسْاَلُكَ خَيْرَهٗ

وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهٗ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهٗ

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! তোমার শোকর যে, তুমি আমাকে এই কাপড় পরিধান করিয়েছ। আমি তোমার কাছে এর কল্যাণ ও যে জন্য এটাকে তৈরী করা হয়েছে তার কল্যাণ কামনা করছি। আর এর অকল্যাণ ও যে জন্য এটাকে তৈরী করা হয়েছে তার অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। (সুনানে তিরমিযী ৩য় খন্ড, ২৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭৭৩)

www.dawateislami.net

(৩০) তেল লাগানোর সময়কার দোয়া

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

অনুবাদ: আল্লাহ্ তাআলার নাম নিয়ে আরম্ভ করছি। যিনি পরম দয়ালু ও করুণাময়।

তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি بِسۡمِ اللّٰہ না পড়ে তেল লাগায় তখন তার সাথে সত্তর জন শয়তান তেল লাগায়। (আমালুল ইয়াউমি ওয়াল লাইলাতি, ৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭৪)

(৩১) ছেলে সন্তানের আকিকার দোয়া

اَللّٰھُمَّ ھٰذِہٖ عَقِیۡقَۃُ اِبۡنِیۡ (এখানে ছেলে সন্তানের নাম উল্লেখ করুন) دَمُھَا بِدَمِہٖ وَلَحۡمُھَا بِلَحۡمِہٖ وَعَظۡمُھَا بِعَظۡمِہٖ وَجِلۡدُھَا بِجِلۡدِہٖ وَشَعۡرُھَا بِشَعۡرِہٖ اَللّٰھُمَّ اجۡعَلۡھَا فِدَآءً لِّاِبۡنِیۡ مِنَ النَّارِ بِسۡمِ اللّٰہِ اَللّٰہُ اَکۡبَرُ

(দোয়া শেষে দ্রুত যবেহ করবে)

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! এটা আমার অমুক সন্তানের আকিকা, এটার রক্ত তার রক্তের, এটার মাংস তার মাংসের, এটার হাঁড় তার হাড়ের, এটার চামড়া তার চামড়ার, এটার লোম তার লোমের বদলা স্বরূপ। **হে আল্লাহ্!** এটাকে আমার সন্তানের জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার ফিদিয়া হিসেবে বানিয়ে দাও। **আল্লাহ্ তাআলার** নামে শুরু করছি, **আল্লাহ্ তাআলা** সর্বশ্রেষ্ঠ।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০তম খন্ড, ৫৮৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৩২) কন্যা সন্তানের আকিকার দোয়া

اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ عَقِيْقَةُ بِنْتِىْ (এখানে কন্যা সন্তানের নাম উল্লেখ করুন) دَمُهَا

بِدَمِهَا وَلَحْمُهَا بِلَحْمِهَا وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهَا وَجِلْدُهَا بِجِلْدِهَا

وَشَعْرُهَا بِشَعْرِهَا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا فِدَآءً لِّبِنْتِىْ مِنَ النَّارِ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

(দোয়া শেষে দ্রুত যবেহ করবে)

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! এটা আমার অমুক মেয়ে সন্তানের আকিকা, এটার রক্ত তার রক্তের, এটার মাংস তার মাংসের, এটার হাঁড় তার হাড়ের, এটার চামড়া তার চামড়ার, এটার লোম তার লোমের বদলা স্বরূপ। **হে আল্লাহ্!** এটাকে আমার কন্যার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার ফিদিয়া হিসেবে বানিয়ে দাও। **আল্লাহ্ তাআলার** নামে শুরু করছি, **আল্লাহ্ তাআলা** সর্বশ্রেষ্ঠ।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০তম খন্ড, ৫৮৫ পৃষ্ঠা)

(৩৩) যানবাহনে উঠে বসার পর দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ

مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

অনুবাদ: সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ্ তাআলার** জন্য, তাঁরই পবিত্রতা, যিনি এই বাহনকে আমাদের অনুগত করে দিয়েছেন, আর এটা আমাদের সামর্থ্যের মধ্যে ছিলনা। নিশ্চয় আমাদেরকে আপন রবের দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

(সুনানে আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৬০২)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

(৩৪) যদি কোন অশুভ লক্ষণ মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে তখনকার দোয়া

اَللّٰهُمَّ لَا يَأْتِيْ بِالْحَسَنَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ
السَّيِّئَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ

অনুবাদঃ হে আল্লাহ্! তুমিই মঙ্গল দানকারী এবং তুমিই অমঙ্গল দূরকারী। আর গুনাহ থেকে বাঁচার ও সৎকাজ করার শক্তি একমাত্র তোমার পক্ষ থেকেই।

(সুনানে আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৯১৯)

ইসলামে অশুভলক্ষণের কোন বাস্তবতা নেই। যেমন- কোন কোন লোককে দেখা যায় যে, যদি তাদের সামনে দিয়ে কালো রঙ্গের কোন বিড়াল অতিক্রম করে তখন বলে ‘আমাদের অমঙ্গল হবে’। ‘আমরা যে উদ্দেশ্য গমন করছি তা পূর্ণ হবে না।’ তাই উল্টো ঘরে ফিরে আসে এবং যেই উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়েছিলো পুনরায় সেই উদ্দেশ্য নিয়ে রওয়ানা হয়। স্মরণ রাখবেন! ইসলামে এরূপ ধারণা বা সন্দেহ ও শুভ অশুভ এর কোন ভিত্তি নেই। এগুলো থেকে বিরত থাকা উচিত। যদি মনে এমন কোন কথা সন্দেহ সৃষ্টি করে তখন এই দোয়া পাঠ করবেন, যেহেতু এই দোয়াতে মুসলমানদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, মূল প্রভাব বিস্তারকারী আসলে **আল্লাহ্ তাআলাই**। তিনি যা চান তাই হয়ে থাকে। এই কথাটি যদি মু’মিন বান্দা সর্বদা স্মরণ রাখে তবে সমস্ত সন্দেহ, ধারণা বা শুভ অশুভ থেকে নিজের মুক্তি লাভ হয়ে যাবে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ।

(৩৫-৩৬) বদ নযর লাগলে পড়ার দোয়া

وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ
لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ﴿۵۱﴾

www.dawateislami.net

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং অবশ্যই কাফিরদেরকে তো এমনই মনে হচ্ছে যেন তাদের কু-দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আপনার পতন ঘটাবে যখন তারা কুরআন শ্রবণ করে আর বলে এটা অবশ্যই বোধশক্তি থেকে অনেক দূরে।

(পারা: ২৯, সূরা: কলম, আয়াত: ৫১)

এই আয়াতটি বদ নযর থেকে বাঁচার জন্য খুবই উপকারী। (নুরুল ইরফান, ৯৭১ পৃষ্ঠা) হযরত সায়্যিদুনা হাসান رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: যার বদ নযর লাগে তাকে যেন এই দোয়া পাঠ করে ফুঁক দেয়া হয়। (খাযাইনুল ইরফান, ১০১৯ পৃষ্ঠা)

اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنْهُ حَرَّهَا وَبَرْدَهَا وَوَصَبَهَا

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! সেই (অশুভ দৃষ্টির) উষ্ণতা, শীতলতা, বিপদ তার থেকে দূর করে দাও। (মুসতাদরাক লিল হাকিম, ৫ম খন্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৫৭৫)

(৩৭) জ্বলে কিংবা পুড়ে গেলে পাঠ করার দোয়া

اَذْهِبِ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسِ ط اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِيْ لَا شَافِيْ اِلَّا اَنْتَ

অনুবাদ: হে সমস্ত মানুষের প্রতিপালক! কষ্ট দূর করে দাও, সুস্থতা দান করো, একমাত্র তুমিই আরোগ্য দানকারী। তুমি ছাড়া কোন আরোগ্য দানকারী নাই। (সুনানে কুবরা লিন নাসায়ী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১০৮৬৪)

(৩৮) বিষাক্ত প্রাণী থেকে সুরক্ষিত থাকার দোয়া

প্রতিদিন ফযর ও মাগরীবের নামাযের পর এই দোয়া তিনবার করে পাঠ করবেন আর দোয়ার আগে ও পরে তিনবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করবেন;

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

www.dawateislami.net

অনুবাদঃ আমি **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট পরিপূর্ণ বাক্য সমূহের সহিত সকল সৃষ্টি জীবের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (এখানে সৃষ্টি জীব দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেগুলো থেকে অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে) অতপর এই দোয়া পড়ুন;

এই দোয়া সফর কিংবা মুকীম সর্বাবস্থায় সকাল সন্ধ্যা পাঠ করুন, বিষাক্ত প্রাণী থেকে নিরাপদ থাকবেন। এটা পরীক্ষিত। (মিরআত, ৪র্থ খন্ড, ৩৫ পৃষ্ঠা)

سَلٰمٌ عَلٰی نُوۡحٍ فِی الۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۷۹﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ সৃষ্টিকুলের মধ্যে হযরত নূহ এর উপর শান্তি বর্ষন হোক। (পারাঃ ২৩, সূরাঃ সাফ্‌ফাত, আয়াতঃ ৭৯) **আল্লাহ্ তাআলা** চাইলে বিষাক্ত সাপ বিচ্ছু ইত্যাদি থেকে নিরাপদ থাকবেন, এটা খুবই পরীক্ষিত। (ইসলামী জিন্দেগী, ১২৮ পৃষ্ঠা)

(৩৯) কোন সম্প্রদায় দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সময়কার দোয়া

اَللّٰھُمَّ اِنَّا نَجۡعَلُکَ فِیۡ نُحُوۡرِھِمۡ وَنَعُوۡذُ بِکَ مِنۡ شُرُوۡرِھِمۡ

অনুবাদঃ হে আল্লাহ্! আমরা তোমাকে শত্রুর প্রতিপক্ষ করছি আর তাদের ক্ষতি থেকে তোমার আশ্রয় কামনা করছি।

(সুনানে আবু দাউদ, ২য় খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৫৩৭)

(৪০) কঠিন বিপদের মুহুর্তের দোয়া

اَللّٰھُمَّ اسۡتُرۡ عَوۡرَاتِنَا وَاٰمِنۡ رَوۡعَاتِنَا

অনুবাদঃ হে আল্লাহ্! আমাদের পর্দায় আবৃত করো ও আমাদের ভয়কে নির্ভয় ও প্রশান্তিতে পরিবর্তন করে দাও।

(মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খন্ড, ৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১০৯৯৬)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

(৪১) মুখে তোৎলামীর দোয়া

رَبِّ اشْرَحْ لِیْ صَدْرِیْ ﴿۲۵﴾ وَیَسِّرْ لِیْۤ اَمْرِیْ ﴿۲۶﴾

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِیْ ﴿۲۷﴾ یَفْقَهُوْا قَوْلِیْ ﴿۲۸﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য বক্ষ প্রশস্থ করে দাও। আমার জন্য আমার কাজ সহজ করে দাও। আর আমার মুখের গিট খুলে দাও যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।

(পারা: ১৬, সূরা: ত্বাহা, আয়াত: ২৫ থেকে ২৮)

(৪২) কুফরী ও অভাব থেকে বেঁচে থাকার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْۤ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমি কুফরী, অভাব ও কবরের আযাব থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (সুনানে নসায়ী, ২৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৩৪৪)

(৪৩-৪৪) রোগী দেখতে যাওয়ার দোয়া সমূহ

لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ

অনুবাদ: কোন সমস্যা নেই, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এই রোগ গুনাহ থেকে পবিত্রকারী।

(সহীহ বুখারী, ২য় খন্ড, ৫০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৬১৬)

اَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ

অনুবাদ: আমি আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করছি, যিনি মহান আরশের মালিক। তিনি যেন তোমাকে শিফা দান করেন। (সুনানে আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ২৫১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩১০৬)

www.dawateislami.net

(৪৫) বিপদের মুহুর্তের দোয়া

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ○ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاَخْلِفْ لِىْ خَيْرًا مِّنْهَا

অনুবাদ: নিশ্চয় আমরা **আল্লাহ্ তাআলা**রই, নিঃসন্দেহে আমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন কারী। **হে আল্লাহ্!** আমার বিপদের মধ্যে আমার জন্য প্রতিদান দান করো এবং আমাকে এর চাইতেও উত্তম দান করো।

(সহীহ মুসলিম, ৪৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৯১৮)

(৪৬) কারো মৃত্যুতে সমবেদনা জ্ঞাপনের দোয়া

اِنَّ لِلّٰهِ مَآ اَخَذَ وَلَهٗ مَآ اَعْطٰى وَكُلٌّ عِنْدَهٗ بِاَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ

অনুবাদ: নিশ্চয় **আল্লাহ্ তাআলা**রই যা তিনি নিয়ে নিয়েছেন এবং যা কিছু তিনি দিয়েছেন, আর তাঁর নিকট প্রত্যেক বস্তুর সময় নির্ধারিত রয়েছে, অতএব তোমার ধৈর্য্য ধারণ করা উচিত এবং সাওয়াবের আশা করা উচিৎ।

(সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৪৩৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১২৮৪)

(৪৭) কাফনের উপর লিখার দোয়া

মৃত ব্যক্তির কাফনের উপরে এই দোয়া লিখে দেয়া হলে **আল্লাহ্ তাআলা** কিয়ামত পর্যন্ত তার কবরের আযাব তুলে নিবেন, দোয়াটি নিম্নরূপ:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ یَا عَالِمَ السِّرِّ یَا عَظِیْمَ الْخَطَرِ یَا خَالِقَ الْبَشَرِ
یَا مُوْقِعَ الظَّفَرِ یَا مَعْرُوْفَ الْاَثَرِ یَا ذَا الطَّوْلِ وَالْمَنِّ یَا كَاشِفَ الضُّرِّ
وَالْمِحَنِ یَا اِلٰهَ الْاَوَّلِیْنَ وَالْاٰخِرِیْنَ فَرِّجْ عَنِّیْ هُمُوْمِیْ وَاكْشِفْ
عَنِّیْ غُمُوْمِیْ وَصَلِّ اللّٰهُمَّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّسَلِّمْ

এই দোয়া কোন কাগজের উপর লিখে কাফনের নিচে বুকের উপর রেখে দিলে তার কবরের আযাব হবে না, মুনকার নকীরও দৃষ্টিগোছর হয় না। দোয়াটি নিম্নরূপ:

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ
لَا شَرِیْكَ لَهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ১০৮, ১১০ পৃষ্ঠা)

মাদানী ফুল: উত্তম পদ্ধতি হলো, এই কাগজ (বরং আহাদ নামা বা শাজারা শরীফ ইত্যাদি) মৃত ব্যক্তির মুখের সামনে কিবলার দিকের (কবরের ভিতরের দেওয়ালে) তাক বানিয়ে তাতে রাখা। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৪র্থ অংশ, ৮৪৮ পৃষ্ঠা)

মাদানী পরামর্শ: আহাদ নামা সম্বলিত কিছু কাগজের টুকরা নিজের কাছে রাখুন ও কোন মুসলমান মৃত্যু বরণ করলে তা থেকে প্রদান করে সাওয়াব অর্জন করুন। এছাড়াও কাফন পরিধানকারী, কাফন-দাফনকারী সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহকেও তা প্রদান করুন, তারা যেন প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কাফনের সাথে এক খন্ড আহাদ নামা পেশ করতে পারে।

www.dawateislami.net

(৪৮) দৃষ্টিশক্তির জন্য দোয়া

প্রত্যেক নামাযের পর ‘আয়াতুল কুরসী’ একবার করে পাঠ করুন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিতভাবে আদায় করুন, আর মহিলাদের যে সমস্ত দিনগুলোতে নামায পড়ার অনুমতি নেই সে সময়েও পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় ‘আয়াতুল কুরসী’ **আল্লাহ্ তাআলার** বানী হিসেবে নয় বরং **আল্লাহ্ তাআলার** প্রশংসার নিয়্যতে পাঠ করুন। আর যখন وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا এই স্থানে পৌঁছবেন তখন উভয় হাতের আঙ্গুল সমূহের অগ্রভাগ চোখের উপর রেখে ঐ শব্দটি ১১বার পাঠ করুন (অতঃপর আয়াত শেষ করে) উভয় হাতের আঙ্গুলে ফুঁক দিয়ে চোখের উপর বুলিয়ে নিন।

(৪৯) ফরয নামাযের পর দোয়া সমূহ

প্রত্যেক নামাযের পর কপালে হাত রেখে পড়ুন;

بِسۡمِ اللّٰهِ الَّذِیۡ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحۡمٰنُ الرَّحِیۡمُ
اَللّٰهُمَّ اَذۡهِبۡ عَنِّی الۡهَمَّ وَالۡحُزۡنَ

অনুবাদ: আল্লাহ্ তাআলার নামে আরম্ভ, যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি পরম করুনাময়, দয়ালু। **হে আল্লাহ্!** আমার পেরেশানী দুঃখ দূর করে দাও। (মজমুয়ায যাওয়ায়েদ, ১০ম খন্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৬৯৭১) অতঃপর হাত টেনে মাথা পর্যন্ত নিয়ে আসুন। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩য় অংশ, ৫৩৯ পৃষ্ঠা)

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّیۡ عَلٰی ذِکۡرِكَ وَشُکۡرِكَ وَحُسۡنِ عِبَادَتِكَ

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! তুমি আপন যিকির, শোকর ও উত্তম ইবাদত করার ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য করো। (সুনানে আবু দাউদ, ২য় খন্ড, ১২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৫২২)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ
يَاذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! তুমি শান্তি দাতা। শান্তি তোমার পক্ষ থেকেই আসে, তুমি বরকতময়, হে মহান ও সম্মানের মালিক। (সহীহ মুসলিম, ২৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৯২)

আহাদ নামা

যে ব্যক্তি প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের (ফরয ও সুন্নাত ইত্যাদি আদায় করার) পর আহাদ নামা পাঠ করবে, ফিরিশতারা তা লিখে মোহর তথা সীল করে কিয়ামত দিবসের জন্য রেখে দিবেন। যখন **আল্লাহ্ তাআলা** ঐ বান্দাকে কবর থেকে উঠাবেন, ফিরিশতারা সেই মোহরকৃত রেজিষ্টারটি নিয়ে উপস্থিত হবেন এবং এই বলে আহবান করবেন: "আহাদ নামা পাঠকারীরা কোথায়?" অতঃপর তাকে তা দেওয়া হবে।

ইমাম হাকেম তিরমিযী رَحْمَةُ الله تَعَالٰى عَلَيه তা বর্ণনা করে বলেছেন ইমাম তাউছ رَحْمَةُ الله تَعَالٰى عَلَيه এর অসিয়ত অনুযায়ী এই আহাদ নামাটি তাঁর কাফনে লিখে দেওয়া হয়। (দুররুল মনছুর, ৫ম খন্ড, ৫৪২ পৃষ্ঠা)

আহাদ নামা হলো;

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
الرَّحْمٰنَ الرَّحِيْمَ اِنِّيْ اَعْهَدُ اِلَيْكَ فِيْ هٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
بِاَنَّكَ اَنْتَ اللهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ

www.dawateislami.net

وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ فَلَا تُكِلْنِیْ اِلٰی نَفْسِیْ فَاِنَّكَ

اِنْ تُكِلْنِیْ اِلٰی نَفْسِیْ تُقَرِّبْنِیْ مِنَ الشَّرِّ وَتُبَاعِدْنِیْ مِنَ

الْخَیْرِ وَاِنِّیْ لَا اَثِقُ اِلَّا بِرَحْمَتِكَ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ لِیْ عَهْدًا

عِنْدَكَ تُؤَدِّیْهِ اِلٰی یَوْمِ الْقِیٰمَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِیْعَادَ

(দুররুল মনছুর, ৫ম খন্ড, ৫৪২ পৃষ্ঠা)

মাদানী ফুল: উত্তম হলো, এই আহাদ নামা (বরং শাজারা সহ অন্যান্য বরকতময় কাগজ) মৃত ব্যক্তির মুখের সম্মুখভাগের কিবলার দিকে (কবরের ভিতরের দেওয়ালে) তাক করে তাতে রাখা। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৪র্থ অংশ, ৮৪৮ পৃষ্ঠা)

মাদানী পরামর্শ

প্রতিদিন শোয়ার পূর্বে সতর্কতামূলক তাওবা ও ঈমানের নবায়ন করে নেয়া উচিৎ। স্মরণ রাখবেন! مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ যার শেষ (নিঃশ্বাস ত্যাগ) কুফরীর উপর হবে সে সদা সর্বদা স্থায়ীভাবে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকবে ও শাস্তি পেতে থাকবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

ফয়যানে ওযীফা

রহমতের বর্ষণ

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “তোমরা আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত বর্ষন করবেন।”

(আল কামিল ফি দুআফাইর রিজাল, ৫ম খন্ড, ৫০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৪১)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

বুযুর্গানে দ্বীন থেকে বর্ণিত ৩৮টি মাদানী ওযীফা

(১) ভীতিকর স্বপ্ন থেকে মুক্তি

یَا مُتَکَبِّرُ ২১ বার শুরু ও শেষে ১বার করে দরূদ শরীফ সহকারে শোয়ার সময় পাঠ করে নিলে। اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ ভীতিকর স্বপ্ন আর দেখবে না।

(ফয়যানে সুন্নাত, খাবারের আদব অধ্যায়, ১ম খন্ড, ২৪২ পৃষ্ঠা)

(২) কোন বিষাক্ত প্রাণী দংশণ করলে আমল

এই আয়াতে করীমা যে কোন প্রাণীর দংশনের ক্ষেত্রে দ্রুতই কার্যকরী। তা ১১বার পাঠ করে দংশনের স্থানে ফুঁক দিবে।

www.dawateislami.net

اَمْ اَبْرَمُوْۤا اَمْرًا فَاِنَّا مُبْرِمُوْنَ ﴿۷۹﴾

(পারা: ২৫, সূরা: যুখরুফ, আয়াত: ৭৯)

(৩) রক্তাক্ত অর্শরোগ ও বায়ু জনিত রোগ থেকে মুক্তির জন্য

প্রত্যেক প্রকারের রক্তাক্ত অর্শরোগ ও বায়ু জনিত রোগ দূর হওয়ার জন্য দুই রাকাত নামায পড়ুন ১ম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা الم نشرح ও ২য় রাকাতে সূরা ফীল পড়ুন এবং সালাম ফিরানোর পর ৭০বার পড়ুন:

اَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّیْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَیْهِ سُبْحٰنَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ

এভাবে কয়েকদিন আমল করুন اِنْ شَآءَاللهعَزَّوَجَلَّ অর্শরোগ দূর হয়ে যাবে।

(৪) অর্ধাঙ্গ ও মুখ ঝলসানো রোগ (এর চিকিৎসা)

মুখ ঝলসানো রোগ ও অর্ধাঙ্গ রোগ: সূরা যিলযাল লোহা বা ষ্টিলের প্লেটে লিখে ধুয়ে পান করুন।

অন্য পদ্ধতি: সূরা যিলযাল ষ্টিল তথা লোহার প্লেটে লিখে দিন রোগী তা দেখতে থাকবে, اِنْ شَآءَاللهعَزَّوَجَلَّ সুস্থ হয়ে যাবে।

(৫) স্মরণশক্তি বৃদ্ধির জন্য

ধর্মীয় কিতাব বা ইসলামী সবক পাঠ করার পূর্বে নিম্নে উল্লেখিত দোয়াটি (শুরু ও শেষে দরূদ সহ) পাঠ করে নিন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ যা পাঠ করবে তা স্মরণ থাকবে।

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَیْنَا حِكْمَتَكَ

وَانْشُرْ عَلَیْنَا رَحْمَتَكَ یَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِ كْرَام

www.dawateislami.net

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও। আমাদের উপর তোমার রহমত বর্ষন করো। হে চির মহান ও চির মহিমান্বিত।

(আল মুসতাতরাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকর বৈরুত)

(৬) মেধা সমৃদ্ধির দোয়া

প্রতিদিন সবকের পূর্বে নিম্নলিখিত দোয়াটি ৪১বার পাঠ করে সবক পাঠ শুরু করবেন:

اِلٰهِیْ اَنْتَ اِلٰهٌ عَالِمٌ وَّاَنَا عَبْدُكَ جَاهِلٌ اَسْئَلُكَ اَنْ تَرْزُقَنِیْ
عِلْمًا نَّافِعًا وَّ فَهْمًا كَامِلًا وَّطَبْعًا زَكِیًّا وَّ قَلْبًا صَفِیًّا حَتّٰى اَعْبُدَكَ
وَلَا تُهْلِكْنِیْ بِالْجَهَالَةِ بِرَحْمَتِكَ یَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِیْنَ

(৭) কুষ্ঠ ও জন্ডিস

সূরা বায়্যিনাহ পাঠ করে কুষ্ঠ ও জন্ডিস রোগীর উপর ফকুঁ দিন ও লিখে গলায় পরিয়ে দিন। দুই বেলায় খাবারে এই সূরা শুদ্ধ তিলাওয়াত কারীর মাধ্যমে পড়িয়ে ফুঁক দিয়ে খাওয়াবেন। **আল্লাহ্ তাআলা** চাইলে অনেক উপকার হবে।

(৮) রিযিকের প্রশস্তা

یَا مُسَبِّبَ الْاَسْبَابِ ৫০০বার শুরু ও শেষে দরূদ শরীফ ১১বার করে ইশার নামাযের পর অযু সহকারে কিবলামুখী হয়ে খালি মাথায় পাঠ করবে। এমনস্থানে অবস্থান করবে যেখানে মাথা ও আসমানের মধ্যে কোন পর্দা না থাকে এমনকি মাথায় টুপিও থাকবে না।

www.dawateislami.net

(৯) জীবিকা অন্বেষণ

জীবিকা অন্বেষণের জন্য “সূরা ইখলাস” بِسْمِ الله সহকারে ১০০১বার শুরু ও শেষে ১০০বার দরূদ শরীফ সহকারে চন্দ্র মাসের প্রথম ১৪দিন পর্যন্ত পাঠ করা খুবই কার্যকরী।

(১০) কখনো মুখাপেক্ষী হবে না

যে ব্যক্তি প্রতিরাতে “সূরা ওয়াকেয়া” পাঠ করবে সে কখনো অভাবগ্রস্থ হবে না اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ। (মিশকাতুল মাসাবীহ, ১ম খন্ড, ৪০৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২১৮১) হযরত খাজা কলিমুল্লাহ্ সাহেব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: ঋণ পরিশোধ ও অভাব দুর করার জন্য এটা মাগরীবের পর পাঠ করো। (জান্নাতী যেওর, ৫৯৭ পৃষ্ঠা)

(১১) চুরি থেকে নিরাপদ থাকবে

“সূরা তাওবা” নিজের আসবাব-পত্রের সাথে রাখলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ চুরি থেকে সুরক্ষিত থাকবে।

(১২) হারানো জিনিস পাওয়ার আমল

৪০বার করে “সূরা ইয়াছিন শরীফ” সাত দিন পর্যন্ত পাঠ করুন।

(১৩) অভাব পূর্ণ হওয়ার জন্য

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে: **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার এমন একটি আয়াত জানা আছে, যদি মানুষ এটার উপর আমলকারী হয়ে যায়, তবে তা তাদের অভাব পূরণে যথেষ্ট হবে। (ঋণশোধ ও রোজগারের জন্য এটার বেশি বেশি তেলাওয়াত ফলপ্রসু। এটা পরীক্ষিত।)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

وَمَنۡ یَّتَّقِ اللّٰهَ یَجۡعَلۡ لَّهٗ مَخۡرَجًا ۙ﴿۲﴾ وَّ یَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَیۡثُ
لَا یَحۡتَسِبُ ؕ وَ مَنۡ یَّتَوَکَّلۡ عَلَی اللّٰهِ فَهُوَ حَسۡبُهٗ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمۡرِهٖ ؕ قَدۡ جَعَلَ اللّٰهُ لِکُلِّ شَیۡءٍ قَدۡرًا ﴿۳﴾

(পারা: ২৮, সূরা: ত্বালাক, আয়াত: ২,৩)

(১৪) সমস্ত বাসনা ও উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে

এক হাজার বার يَا شَيْخُ عَبْدَ الْقَادِرِ شَيْئًا لِّلّٰهِ শুরু ও শেষে ১০বার দরূদ শরীফ সহকারে পাঠ করে ডান হাতে ফুঁক দিয়ে চেহারার (গালের) নিচে রেখে শুয়ে যাবে, اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ সমস্ত মনোবাসনা পূর্ণ হয়ে যাবে।

(১৫) তুষারপাত বন্ধ করার জন্য

লোহার কড়াইয়ের কালো অংশের দিকে (তথা উল্টো দিকে) এই দোয়া আঙ্গুল দ্বারা লিখে আকাশের নিচে রাখবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তুষারপাত বন্ধ হয়ে যাবে।

দোয়াটি হলো: يَا حَافِظُ يَا خَافِضُ

(১৬) হারিয়ে যাওয়া বা পালাতক লোককে ফিরে পাওয়ার জন্য

(ক) কোন বুযুর্গ ব্যক্তির মাজারের পার্শ্বে বসে, আর এটা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে ঘরের এক কোণায় বসে নিম্নলিখিত আয়াতে করীমা

وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ﴿۷﴾ وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغۡنٰى ﴿۸﴾

(পারা: ৩০, সূরা: দ্বোহা, আয়াত: ৭,৮)

নয়শত নব্বই (৯৯০)বার পড়ার পর একবার "সূরা দ্বোহা" সম্পূর্ণ পাঠ করে দোয়া করলে اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ ফিরে আসবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

(খ) ইশার নামাযের পর بِسْمِ اللّٰه সহকারে ৪১বার "সূরা দ্বোহা" পাঠ করে, দাঁড়িয়ে ঘরের দু'কোণায় আযান এবং দু'কোণায় তাকবীর বলে ফিরে আসার জন্য দোয়া করবে। এক সপ্তাহের মধ্যে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ ফিরে আসবে।

(১৭) বিষের প্রভাব পড়বে না

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ

وَلَا فِى السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

সব সময় এই দোয়া পাঠ করে খাবার খাবেন ও পানি পান করবেন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ বিষের প্রভাব দূর হয়ে যাবে। বিষ কোন ক্ষতি করবে না।

(জান্নাতী যেওর, ৫৭৯ পৃষ্ঠা)

(১৮) জ্বর থেকে আরোগ্য

যার জ্বর হবে সে এই দোয়া সাতবার পাঠ করবে:

بِسْمِ اللّٰهِ الْكَبِيْرِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ

مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَّعَّارٍ وَّمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ

(মুসতাদরিক লিল হাকিম, ৫ম খন্ড, ৫৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮৩২৪)

যদি অসুস্থ ব্যক্তি নিজে পাঠ করতে না পারে তাহলে অন্য কোন নামাযী ব্যক্তি সাত বার পাঠ করে ফুঁক দিবে অথবা পানিতে ফুঁক দিয়ে তা পান করিয়ে দিবে, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ জ্বর চলে যাবে। একবারে জ্বর না গেলে বারবার এই আমল করতে থাকুন। (জান্নাতী যেওর, ৫৮০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(১৯) অত্যাচারী ও শয়তানের অনিষ্ঠতা থেকে বাঁচার জন্য

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ একটি চিঠিতে লিখেছেন: হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ুতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ “জমউল জাওয়ামে” নামক কিতাবে মুহাদ্দিস আবু শায়খ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কিতাব “কিতাবুস সাওয়াব” এবং “তারিখে ইবনে আসাকীর” থেকে নকল করছেন যে, একদিন অত্যাচারী গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সাকাফী হযরত আনাস বিন মালিক رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে বিভিন্ন প্রজাতির ৪০০টি ঘোড়া দেখিয়ে বললেন: হে আনাস! তুমি কি তোমার মুনিব **আল্লাহ্‌র রাসূল, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকটও এত ঘোড়া ও এত শান শওকত চাকচিক্য দেখেছ? হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বললেন: খোদার কসম! আমি **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট এর চাইতেও উত্তম জিনিস দেখেছি এবং **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট শুনেছি যে, ঘোড়া তিন প্রকার। (১) ঐ ঘোড়া যা যুদ্ধের জন্যে রাখা হয়, অতঃপর তা রাখার সাওয়াব বর্ণনা করলেন, (এটা সাধারণ হাদীসের কিতাবে আছে) (২) ঐ ঘোড়া যা আরোহন করার জন্য রাখা হয়। (৩) তৃতীয় প্রকার ঐ ঘোড়া যা সুনাম ও খ্যাতির জন্য রাখা হয়। এরকম ঘোড়া রাখলে মানুষ জাহান্নামে যাবে। হে হাজ্জাজ! তোমার ঘোড়াগুলো সেই রকম। (তথা তোমাকে তা জাহান্নামে প্রবেশ করাবে) একথা শুনে হাজ্জাজ রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলো এবং বললো: হে আনাস! আমি যদি এটা বিবেচনা না করতাম যে, তুমি **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খেদমত করেছ এবং আমীরুল মুমিনীন (আবদুল মালিক বিন মারওয়ান) তোমার সাথে সদাচারনের জন্য উপদেশ দিয়েছেন, অন্যথা আমি তোমার সাথে খুব খারাপ আচরণ করতাম। হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বললেন: হে হাজ্জাজ! খোদার কসম! তুমি আমার সাথে কোন খারাপ আচরণ করতে পারবে না। আমি **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে কিছু কলেমা শিখেছি যেগুলোর বরকতে আমি সর্বদা **আল্লাহ্ তাআলার** আশ্রয়ে থাকি।

www.dawateislami.net

আর ঐ কলেমা সমূহের বদৌলতে আমি কোন জালিমের কঠোরতা ও শয়তানের অনিষ্ঠতাকে ভয় পাইনা। হাজ্জাজ ঐ কথার প্রভাবে চুপ হয়ে গেলো মাথা নিচু করে ফেললো। কিছুক্ষণ পর মাথা উঠালো এবং বললো: হে আবু হামজা! (এটা হযরত আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর উপনাম) সেই কালমা আমাকে বলে দিন। হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: আমি তোমাকে কখনো বলবো না যেহেতু তুমি এর উপযুক্ত নও। বর্ণনাকারী বলেন: যখন হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর জীবনের শেষ সময় চলে আসলো, তখন তার খাদেম হযরত সায়্যিদুনা আব্বান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তার মাথার নিকট বসে কাঁদতে লাগলেন। হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: কি চাও! (কাঁদছ কেন)? হযরত সায়্যিদুনা আব্বান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আরয করলেন: আমাকে ঐ কলেমার শিক্ষা দিন যেগুলো বলার জন্য হাজ্জাজ আপনার নিকট আবেদন করেছিল। আপনি সেটা জানাতে অস্বীকার করেছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: নাও, শিখে নাও। আর তা সকাল সন্ধ্যা পাঠ করবে। ঐ কলেমাটি হলো: সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর দোয়া:

بِسْمِ اللّٰہِ عَلٰی نَفْسِیْ وَدِیْنِیْ بِسْمِ اللّٰہِ عَلٰی اَھْلِیْ وَمَالِیْ وَوَلَدِیْ بِسْمِ اللّٰہِ عَلٰی مَا اَعْطَانِیَ اللّٰہُ اَللّٰہُ رَبِّیْ لَا اُشْرِكُ بِہٖ شَیْئًا اَللّٰہُ اَکْبَرُ اَللّٰہُ اَکْبَرُ اَللّٰہُ اَکْبَرُ وَاَعَزُّ وَاَجَلُّ وَاَعْظَمُ مِمَّا اَخَافُ وَاَحْذَرُ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَآءُكَ وَلَآ اِلٰہَ غَیْرُكَ ط اَللّٰھُمَّ اِنِّیْۤ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِیْ وَمِنْ شَرِّ کُلِّ شَیْطَانٍ مَّرِیْدٍ وَّمِنْ شَرِّ کُلِّ جَبَّارٍ عَنِیْدٍ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِیَ اللّٰہُ لَآ اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ عَلَیْہِ تَوَکَّلْتُ وَھُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

إِنَّ وَلِيِّ ۦَ اللّٰهُ الَّذِیْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ

এই দোয়া তিনবার সকালে ও তিনবার সন্ধ্যায় পড়া বুযুর্গদের আমল ছিলো। (জান্নাতী যেওর, ৫৮৩ পৃষ্ঠা। আখবারুল ইখইয়ার, ২৯২ পৃষ্ঠা)

সকাল ও সন্ধ্যার পরিচয়: অর্ধরাতের পর থেকে সূর্যের ১ম কিরণ পর্যন্ত সকাল (এই সময়ে যা কিছু পাঠ করা হবে তা সকালে পড়া হয়েছে বলে গণ্য হবে) আর যোহরের প্রথম ওয়াক্ত থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সন্ধ্যা বলা হয়। (এই সময়ে যা কিছু পাঠ করা হবে তা সন্ধ্যায় পড়া হয়েছে বলে গণ্য হবে)।

(২০) স্মরণশক্তি বৃদ্ধির জন্য

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর মাথার উপর ডান হাত রেখে ১১বার يَا قَوِيُّ পাঠ করুন। (জান্নাতী যেওর, ৬০৫ পৃষ্ঠা)

(২১) দৃষ্টিশক্তি হিফাযতের জন্য

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর ১১বার يَا نُوْرُ পাঠ করে, উভয় হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগে ফুঁক দিয়ে চোখে বুলিয়ে নিন। (প্রাগুক্ত, ৬০৬ পৃষ্ঠা)

(২২) মুখের তোৎলামীর জন্য

ফজরের নামাযের পর একটি পবিত্র কংকর মুখে রেখে নিম্ন-লিখিত আয়াত ২১বার পাঠ করবেন: (প্রাগুক্ত)

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ۙ﴿۲۵﴾ وَيَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ ۙ﴿۲۶﴾

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ۙ﴿۲۷﴾ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ۪﴿۲۸﴾

www.dawateislami.net

(২৩) পেটের ব্যথার জন্য

এই আয়াত তিন বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে পান করিয়ে দিন, বা লিখে পেটে বেঁধে দিন: (জান্নাতী যেওর, ৬০৬ পৃষ্ঠা)

لَا فِيۡهَا غَوۡلٌ وَّلَا هُمۡ عَنۡهَا يُنۡزَفُوۡنَ ﴿۴۷﴾

(পারা: ২৩, সূরা: সাফ্‌ফাত, আয়াত: ৪৭)

(২৪) প্লীহা বেড়ে যাওয়া

এই আয়াত লিখে প্লীহার স্থানে বেঁধে দিন। (প্রাগুক্ত)

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ○

ذٰلِكَ تَخۡفِيۡفٌ مِّنۡ رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٌ ؕ

(পারা: ২, সূরা: বাকারা, আয়াত: ১৭৮)

(২৫) নাভী পড়ে যাওয়া

(ক) এই আয়াত লিখে নাভীর স্থানে বেঁধে দিন। (জান্নাতী যেওর, পৃষ্ঠা ৬০৬)

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ○

اِنَّ اللّٰهَ يُمۡسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ اَنۡ تَزُوۡلَا ۚ وَلَئِنۡ زَالَتَاۤ اِنۡ اَمۡسَكَهُمَا مِنۡ اَحَدٍ مِّنۡۢ بَعۡدِهٖ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيۡمًا غَفُوۡرًا ﴿۴۱﴾

(পারা: ২২, সূরা: ফাতের, আয়াত: ৪১)

(খ) আরোগ্য লাভ না করা পর্যন্ত প্রতিদিন একবার নাভীতে হাত রেখে শুরু ও শেষে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করে নিম্ন-লিখিত আয়াত শরীফটি সাত বার পাঠ করে ফুঁক দিন। (এই আমল সগে মদীনা عُفِیَ عَنۡهُ কর্তৃক পরীক্ষিত)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

هُوَ الَّذِیۡۤ اَنۡزَلَ عَلَیۡکَ الۡکِتٰبَ مِنۡهُ اٰیٰتٌ مُّحۡکَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الۡکِتٰبِ وَ اُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِیۡنَ فِیۡ قُلُوۡبِهِمۡ زَیۡغٌ فَیَتَّبِعُوۡنَ مَا تَشَابَهَ مِنۡهُ ابۡتِغَآءَ الۡفِتۡنَةِ وَ ابۡتِغَآءَ تَاۡوِیۡلِهٖ ۚ وَ مَا یَعۡلَمُ تَاۡوِیۡلَهٗۤ اِلَّا اللّٰهُ ۘ وَ الرّٰسِخُوۡنَ فِی الۡعِلۡمِ یَقُوۡلُوۡنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ کُلٌّ مِّنۡ عِنۡدِ رَبِّنَا ۚ وَ مَا یَذَّکَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الۡاَلۡبَابِ ﴿۷﴾ رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوۡبَنَا بَعۡدَ اِذۡ هَدَیۡتَنَا وَ هَبۡ لَنَا مِنۡ لَّدُنۡکَ رَحۡمَةً ۚ اِنَّکَ اَنۡتَ الۡوَهَّابُ ﴿۸﴾

(পারা: ৩, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ৭,৮)

(২৬) জ্বর

(ক) জ্বর যদি কাঁপানো ছাড়া আসে, তবে এই আয়াতটি লিখে গলায় বাঁধবেন, তা পাঠ করে ফুঁক দিবে।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ○

قُلۡنَا یٰنَارُ کُوۡنِیۡ بَرۡدًا وَّ سَلٰمًا عَلٰۤی اِبۡرٰهِیۡمَ ﴿ۙ۶۹﴾

(পারা: ১৭, সূরা: আম্বিয়া, আয়াত: ৬৯)

(খ) আর জ্বর যদি শরীরে কাঁপুনি সহকারে আসে, তবে এই আয়াত লিখে গলায় বাঁধুন। (জান্নাতী যেওর, ৬০৬ পৃষ্ঠা)

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ○

بِسۡمِ اللّٰهِ مَجۡرٖىهَا وَ مُرۡسٰىهَا ؕ اِنَّ رَبِّیۡ لَغَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ ﴿۴۱﴾

(পারা: ১২, সূরা: হুদ, আয়াত: ৪১)

www.dawateislami.net

(২৭) খোশপাচড়া

পবিত্র মাটির ঢিলা গুঁড়ো করে এর উপর নিম্নলিখিত দোয়া তিনবার পাঠ করে থু থু দিবেন এবং ঐ মাটিতে সামান্য পানি ছিঁটা দিয়ে ঐ মাটি রোগের স্থানে দিনে ২/৪ বার মালিশ করুন চাইলে পাট্টি বেঁধে দিতে পারেন। (জান্নাতি যেওর, ৬০৭ পৃষ্ঠা)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا ﴿١٥﴾ وَّاَكِيْدُ كَيْدًا ﴿١٦﴾

فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴿١٧﴾

(পারা: ৩০, সূরা: তারিক, আয়াত: ১৫-১৭)

(২৮) পাগলা কুকুর কামড়ালে

উপরোল্লেখিত আয়াতকে রুটি বা বিস্কিটের ৪০টি টুকরোয় লিখে দৈনিক এক টুকরা করে খাইয়ে দিন। اِنْ شَآءَاللهعَزَّوَجَلَّ এ ব্যক্তির জলাতঙ্ক রোগ হবে না।

(জান্নাতী যেওর, ৬০৭ পৃষ্ঠা)

(২৯) বন্ধ্যাত্ম

৪০টি লবঙ্গ নিয়ে প্রত্যেকটির উপর সাত বার করে এই আয়াত পাঠ করবে আর যেদিন মহিলা হায়েজ থেকে পবিত্র হয়ে গোসল করবে ঐ দিন থেকে একটি করে লবঙ্গ শয়ন করার সময় খাওয়া আরম্ভ করবে। এটা খাওয়ার পর পানি পান করবে না। এমতাবস্থায় অবশ্যই স্বামীর সাথে সহবাস করবে। আয়াতটি নিম্নরূপ। (জান্নাতী যেওর, ৬০৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ○

اَوۡ کَظُلُمٰتٍ فِیۡ بَحۡرٍ لُّجِّیٍّ یَّغۡشٰہُ مَوۡجٌ مِّنۡ فَوۡقِہٖ مَوۡجٌ مِّنۡ فَوۡقِہٖ سَحَابٌ ؕ ظُلُمٰتٌۢ بَعۡضُہَا فَوۡقَ بَعۡضٍ ؕ اِذَاۤ اَخۡرَجَ یَدَہٗ لَمۡ یَکَدۡ یَرٰىہَا ؕ وَ مَنۡ لَّمۡ یَجۡعَلِ اللّٰہُ لَہٗ نُوۡرًا فَمَا لَہٗ مِنۡ نُّوۡرٍ ﴿۴۰﴾

(পারা: ১৮, সূরা: নূর, আয়াত: ৪০) اِنۡ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ সন্তান লাভ হবে।

(৩০) যদি পেটে বাচ্চা বাঁকা হয়ে যায় তবে...

সূরা ইনশিক্বাফ এর প্রথম ৫ আয়াত তিনবার পাঠ করুন। (শুরু ও শেষে তিনবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন) আয়াত গুলোর শুরুতে প্রতিবার بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ পাঠ করুন। পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে পান করে নিন। প্রতিদিন এই আমল করতে থাকুন। মাঝে মাঝে এই আয়াত সমূহ পড়তে থাকুন। অন্য কেউও ফুঁক দিয়ে দিতে পারবে। اِنۡ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ বাচ্চা সোজা হয়ে যাবে। প্রসব বেদনার জন্যও এ আমল উপকারী।

(৩১) কলেরা

সকল প্রকারের খাদ্যদ্রব্যে সূরা ক্বদর পাঠ করে ফুঁক দিন اِنۡ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিরাপদ থাকবে আর যার কলেরা রোগ হয়ে যায় তাকেও এই সূরা কোন কিছুতে ফুঁক দিয়ে খাইয়ে দিন ও পান করিয়ে দিন اِنۡ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ আরোগ্য লাভ হবে।

(জান্নাতী যেওর, ৬০৯ পৃষ্ঠা)

(৩২) বমি, ব্যথা ও পেট ব্যথার জন্য

এই আয়াতে করীমা লিখে পান করিয়ে দিন।

www.dawateislami.net

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ﴿۷۷﴾

(পারা: ২৩, সূরা: ইয়াসিন, আয়াত: ৭৭)

(৩৩) শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ব্যথার জন্য

নামাযের পর সাতবার নিম্মলিখিত আয়াতে করীমা পাঠ করে উভয় হাতে ফুঁক দিয়ে ব্যথার স্থানে মালিশ করুন, اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ ব্যথা চলে যাবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ

خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَ تِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۲۱﴾

(পারা: ২৮, সূরা: হাশর, আয়াত: ২১)

(৩৪) স্বপ্নদোষ থেকে রক্ষা

স্বপ্নদোষ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য “সূরা নূহ” শোয়ার সময় একবার পাঠ করে নিজের উপর ফুঁক দিন।

(৩৫) চোখে কখনো জ্বালা করবে না

مَرْحَبًا بِحَبِيْبِىْ وَقُرَّةِ عَيْنِىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনকে اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ বলতে শুনে উল্লেখিত দোয়া পাঠ করবে ও নিজের আঙ্গুল চুম্বন করে চোখের সাথে লাগাবে সে ব্যক্তি কখনো অন্ধ হবে না ও তার চোখে কখনো জ্বালা-যন্ত্রণা করবে না। (মাকাসিদুল হাসানা, ৩৯১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আ’দী)

(৩৬) ঘরে মাদানী পরিবেশ তৈরী করার ব্যবস্থাপত্র

رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ اَزۡوَاجِنَا وَ ذُرِّیّٰتِنَا قُرَّۃَ

اَعۡیُنٍ وَّ اجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِیۡنَ اِمَامًا ﴿۷۴﴾

(পারা: ১৯, সূরা: ফোরকান, আয়াত: ৭৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানকে আমাদের চোখের জন্য শীতলতা বানাও। আর আমাদেরকে মুত্তাকীদের আদর্শ বানিয়ে দাও। (পারা: ১৯, সূরা: ফোরকান, আয়াত: ৭৪)

প্রত্যেক নামাযের পর শুরু শেষে দরূদ শরীফ সহ একবার পাঠ করে নিন। اِنۡ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সন্তান-সন্ততিরা সুন্নাতের অনুসারী হবে ও ঘরে মাদানী পরিবেশ সৃষ্টি হবে। (মাসায়েলুল কোরআন, ২৯০ পৃষ্ঠা)

(৩৭) ডাইবেটিক রোগ থেকে আরোগ্য লাভ

رَّبِّ اَدۡخِلۡنِیۡ مُدۡخَلَ صِدۡقٍ وَّ اَخۡرِجۡنِیۡ مُخۡرَجَ صِدۡقٍ

وَّ اجۡعَلۡ لِّیۡ مِنۡ لَّدُنۡکَ سُلۡطٰنًا نَّصِیۡرًا ﴿۸۰﴾

(পারা: ১৫, সূরা: বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৮০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সত্যভাবে প্রবেশ করাও, সত্যভাবে বাহিরে নিয়ে যাও এবং আমাকে তোমার পক্ষ থেকে সাহায্য কারী প্রদান করো।

এই কোরআনী দোয়াটি সকাল-সন্ধ্যা তিনবার করে (শুরু ও শেষে তিনবার দরূদ সহ) পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে পান করুন। (চিকিৎসার মেয়াদ আরোগ্য লাভ করা পর্যন্ত)

www.dawateislami.net

(৩৮) ঋণ মুক্ত হওয়ার ওযীফা

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! হালাল রিযিক দানের মাধ্যমে হারাম থেকে বাঁচাও এবং তোমার দয়া ও মেহেরবানীতে তুমি ছাড়া অন্য কারো মুখাপেক্ষী করিও না।

উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক নামাযের পর ১১বার করে এবং প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা ১০০বার করে পড়ুন। (শুরু ও শেষে একবার করে দরূদ শরীফ)

বর্ণিত আছে: এক চুক্তিবদ্ধ গোলাম (ঐ গোলামকে বলে, যে নিজের মালিকের কাছ থেকে টাকা আদায়ের বিনিময়ে মুক্ত হওয়ার চুক্তি করেছে) (মুখতাসারুল কুদুরী, ১৭১ পৃষ্ঠা) হযরত মুশকিল কোশা, আলী মরতুজা শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর দরবারে আরয করলো: আমি আমার চুক্তিমত টাকা মুনিবকে আদায় করতে অপারগ, আমাকে সাহায্য করুন। তিনি বললেন: আমি কি তোমাকে এমন কিছু কলেমা শিখাবো না, যা **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে শিখিয়েছেন? যদি তোমার উপর 'সাইর' পাহাড় সমান (সাইর একটি পাহাড়ের নাম।) (নেহায়া, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৬১) ঋণ থাকে, তবু **আল্লাহ্ তাআলা** তোমার পক্ষ থেকে পরিশোধ করে দিবেন। তুমি এভাবে বলবে:

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

(সুনানে তিরমিযী ৫ম খন্ড, ৩২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৫৭৪)

৯৯টি আসমায়ে হুসনা ও তার ফযীলত

প্রত্যেক ওযীফার শুরু ও শেষে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করে নিন। উপকার প্রকাশ্যভাবে দেখা না গেলে অভিযোগ না করে, নিজের অলসতা ও একনিষ্ঠতার কমতির কথা ভাবুন ও **আল্লাহ্ তাআলার** হিকমতের প্রতি দৃষ্টি রাখুন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

(১) يَا اَللّٰهُ যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর ১০০বার পাঠ করবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তার বাতিন প্রশস্থ হয়ে যাবে।

(২) هُوَ اللّٰهُ الرَّحِيْمُ যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর ৭বার পাঠ করে নিবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ শয়তানের ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকবে এবং ঈমানের সাথে মৃত্যু হবে।

(৩) يَا قُدُّوْسُ যে ব্যক্তি সফর অবস্থায় পাঠ করবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ক্লান্ত হওয়া থেকে সুরক্ষিত থাকবে।

(৪) يَا رَحْمٰنُ যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর ২৯৮বার পাঠ করবে। **আল্লাহ্ তাআলা** তার উপর অনেক দয়া করবেন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

(৫) يَا رَحِيْمُ যে ব্যক্তি প্রতিদিন ৫০০ বার পাঠ করবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ধন-সম্পদ লাভ করবে এবং সৃষ্টিজগত তার উপর মেহেরবান ও দয়ালু হবে।

(৬) يَا مَلِكُ গরীব ও সহায়-সম্বলহীন ব্যক্তি তা ৯০বার দৈনিক পাঠ করবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সে অভাব থেকে মুক্তি পাবে।

(৭) يَا سَلَامُ ১১১বার পাঠ করে (যে কোন) রোগীর উপর ফুঁক দিলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আরোগ্য লাভ করবে।

(৮) يَا مُؤْمِنُ যে ব্যক্তি ১১৫বার পাঠ করে নিজের উপর ফুঁক দিবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সুস্থতা লাভ করবে।

(৯) يَا مُهَيْمِنُ দৈনিক ২৯বার পাঠকারী اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সকল বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” **(জামে সগীর)**

(১০) **يَا عَزِيْزُ** বিচারক অথবা কোন অফিসারের নিকট যাওয়ার পূর্বে ৪১বার পাঠ করে নিন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সেই বিচারক বা অফিসার দয়ালু হয়ে যাবে।

(১১) **يَا جَبَّارُ** যে ব্যক্তি এটা নিয়মিত পাঠ করবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ নিজের গীবত থেকে বাঁচবে।

(১২) **يَا مُتَكَبِّرُ** দৈনিক ২১বার পাঠ করে নিন। ভয়ংকর স্বপ্ন দেখলেও اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ভয় পাবেন না। (সুস্থ হওয়া পর্যন্ত আমল করতে থাকুন)

يَا مُتَكَبِّرُ স্ত্রী সহবাসের পূর্বে ১০বার পাঠকারী اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ নেককার সন্তানের পিতা হবে।

(১৩) **يَا خَالِقُ** যে ব্যক্তি ৩০০বার পাঠ করবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তার শত্রু পরাজিত হবে।

(১৪) **يَا بَارِئُ** যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমাবার (শুক্রবার) তা ১০বার পাঠ করবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তার পুত্র সন্তান লাভ হবে।

(১৫) **يَا مُصَوِّرُ** যে বন্ধ্যা মহিলা সাতটি রোযা রাখবে ও ইফতারের সময় **اَلْمُصَوِّرُ** ২১বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে পান করবে **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে নেককার ছেলে সন্তান দিবেন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

(১৬) **يَا غَفَّارُ** যে ব্যক্তি তা সর্বদা পাঠ করবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ নফসের কু-প্রবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকবে।

(১৭) **يَا قَهَّارُ** কোন বিপদ আসলে ১০০বার পড়লে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তা দূর হয়ে যাবে।

(১৮) **يَا وَهَّابُ** যে দৈনিক ৭বার পড়বে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তার সকল দোয়া কবুল হবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

(১৯) يَا رَزَّاقُ যে ব্যক্তি ফজরের ফরয ও সুন্নাত নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে ৪১ দিন পর্যন্ত ৫৫০বার করে পাঠ করবে اِنْ شَآءَاللهعَزَّوَجَلَّ সে সম্পদশালী হয়ে যাবে।

(২০) يَا فَتَّاحُ যে ব্যক্তি দৈনিক ফযর নামাযের পর উভয় হাত বুকে রেখে ৭০বার পাঠ করবে اِنْ شَآءَاللهعَزَّوَجَلَّ তার অন্তরের মরিচা দূর হয়ে যাবে।

يَا فَتَّاحُ যে ব্যক্তি দৈনিক ৭বার যে কোন সময়ে পাঠ করবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তার অন্তর আলোকিত হয়ে যাবে।

(২১) يَا عَلِيْمُ যে ব্যক্তি এটাকে বেশি পরিমাণে পাঠ করবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তাকে **আল্লাহ্ তাআলা** দ্বীন-দুনিয়া উভয় জগতের মারেফাত (পরিচিতি ও জ্ঞান) দান করবেন।

(২২) يَا بَاسِطُ-يَا قَابِضُ যে ব্যক্তি তা দৈনিক ৩০বার পাঠ করবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সে শত্রুর উপর বিজয় লাভ করবে।

(২৩) يَا بَاسِطُ যে ব্যক্তি তা ৪০বার পাঠ করবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সে সৃষ্টিজগত থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে যাবে।

(২৪) يَا خَافِضُ যে ব্যক্তি তা ৫০০বার পাঠ করবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সে শত্রু থেকে নিরাপদ থাকবে।

(২৫) يَا رَافِعُ যে ব্যক্তি দৈনিক ২০ বার পাঠ করবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।

(২৬) يَا مُعِزُّ যে ব্যক্তি জুমার রাতে ইশার নামাযের পর তা ১৪০বার পাঠ করবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সৃষ্টিজগতের কাছে তার মান-সম্মান এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়বে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

(২৭) يَا حَكَمُ যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর এটা ৮০বার পাঠ করবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সে কারো প্রতি মুখাপেক্ষী হবে না।

(২৮) يَا بَصِيْرُ যে ব্যক্তি প্রতিদিন আসরের সময় (তথা আসরের ওয়াক্ত শুরু হওয়া থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে কোন সময়ে) ৭বার পড়ে নিবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সে হঠাৎ মৃত্যু থেকে রক্ষা পাবে।

(২৯) يَا سَمِيْعُ যে ব্যক্তি এটা প্রতিদিন ১০০বার পাঠ করবে এবং এসময়ে কোন কথাবার্তা বলবে না, আর পাঠ করার সাথে সাথেই দোয়া করবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ যা চাইবে তা-ই পাবে।

(৩০) يَا مُعِزُّ - يَا مُذِلُّ যে ব্যক্তি ৭৫বার পাঠ করে সিজদা করবে এবং বলবে "**হে আল্লাহ্!** অমুক অত্যাচারীর ক্ষতি থেকে আমাকে রক্ষা করো" **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে নিরাপত্তা দিবেন এবং আপন হিফাজতে রাখবেন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ।

(৩১) يَا عَدْلُ যে ব্যক্তি মাগরীবের নামাযের পর ১০০০বার পাঠ করবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সে আসমানী বিপদ থেকে রক্ষা পাবে।

(৩২) يَا لَطِيْفُ কন্যা সন্তানের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়া ও রোগ থেকে সুস্থতা এবং বিপদ থেকে মুক্ত থাকার জন্য প্রতিদিন "তাহিয়াতুল অযুর" নামাযের পর ১০০বার পাঠ করে নিবেন।

(৩৩) يَا خَبِيْرُ যে ব্যক্তি নফসে আম্মারার ফাঁদে বন্দী হয়ে যায়, তবে প্রতিদিন এই ওযীফা নিয়মিত পড়লে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ মুক্তি পাবে।

(৩৪) يَا حَلِيْمُ যে ব্যক্তি এটাকে কাগজের উপর লিখে তা ধুয়ে নিজের ক্ষেতে পানি ছিটিয়ে দেয় اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ শস্যক্ষেত সকল বিপদ থেকে রক্ষা পাবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

(৩৫) يَا عَظِيْمُ যে ব্যক্তি ৭বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা পান করবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তার পেটে ব্যথা হবে না।

(৩৬) يَا غَفُوْرُ যার মাথা ব্যথা বা অন্য কোন রোগ বা চিন্তা পেরেশানী আসে, সে ৩বার يَا غَفُوْرُ (অর্থাৎ এ নাম মোবারককে কাগজে লিখে এর ভেজা কালিতে রুটির টুকরা লাগিয়ে তা আরেকটি রুটিতে মিলিয়ে নিন অতঃপর) খেয়ে নিন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আরোগ্য লাভ হবে।

(৩৭) يَا شَكُوْرُ যে ব্যক্তি এটা প্রতিদিন ৫০০০বার পাঠ করবে কিয়ামতের দিন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তার উচুঁ মর্যাদা হবে।

(৩৮) يَا عَلِيُّ যে ব্যক্তি ফোলা স্থানে ৩বার পাঠ করে ফুঁক দিবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সুস্থ হয়ে যাবে।

(৩৯) يَا كَبِيْرُ যে ব্যক্তি কোন রোগীর উপর ৯বার পাঠ করে ফুঁক দিবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সুস্থ হয়ে যাবে।

(৪০) يَا حَفِيْظُ যে ব্যক্তি প্রতিদিন ১৬বার পাঠ করবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সর্বক্ষেত্রে তার বীরত্ব বজায় থাকবে।

(৪১) يَا مُقِيْتُ যার চোখ লাল হয়ে যায় এবং ব্যথা করে, ১০বার পাঠ করে তার চোখে ফুঁক দিন।

(৪২) يَا حَسِيْبُ যে ব্যক্তি প্রতিদিন ৭০বার পাঠ করবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সমস্ত বিপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

(৪৩) يَا جَلِيْلُ ১০বার পাঠ করে যে ব্যক্তি নিজের মাল-পত্র ও টাকা পয়সা ইত্যাদির উপর ফুঁক দিবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তা চুরি থেকে রক্ষা পাবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

(৪৪) يَا كَرِيْمُ যদি কেউ এটা পাঠ করতে করতে নিজ বিছানায় শুয়ে যায় তাহলে তার জন্য ফিরিশতা দোয়া করবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

(৪৫) يَا رَقِيْبُ যে ব্যক্তি খোশপাঁচড়ার উপর তিনবার পাঠ করে ফুঁক দিলে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ সুস্থতা লাভ করবে।

(৪৬) يَا مُجِيْبُ যে ব্যক্তি এটা তিনবার পাঠ করে ফুঁক দিবে মাথা ব্যথা اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ দূরীভূত হয়ে যাবে।

(৪৭) يَا وَاسِعُ যাকে বিচ্ছু দংশন করে, সে যদি এটা ৭০বার পাঠ করে ফুঁক দেয় اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ বিষ প্রভাব বিস্তার করবে না।

(৪৮) يَا حَكِيْمُ যে ব্যক্তি দৈনিক ৮০বার পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর পাঠ করবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ সে কারো মুখাপেক্ষী হবে না।

(৪৯) يَا وَدُوْدُ কোন খাবারে এই নাম মোবারক ১০০০বার পাঠ করে, যার পক্ষ থেকে শত্রুতার সম্ভাবনা থাকে, তাকে খাইয়ে দিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ শত্রুতা দূর হয়ে যাবে।

(৫০) يَا مَجِيْدُ গ্রীষ্ম কালে যে এটা পাঠ করবে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ সে পানির তৃষ্ণা থেকে রক্ষা পাবে।

(৫১) يَا بَاعِثُ যে ৭ বার পাঠ করে নিজের উপর ফুঁক দিয়ে বিচারকের নিকট যাবে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ বিচারকের দয়া হবে।

(৫২) يَا شَهِيْدُ সকালে ২১বার (সূর্য উঠার পূর্বে) অবাধ্য ছেলে-মেয়ের কপালে হাত রেখে আকাশের দিকে মুখ করে যে পাঠ করবে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ তার সে ছেলে-মেয়ে সৎ হয়ে যাবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

(৫৩) **يَا حَقُّ** কোন বন্দী যদি মধ্য রাতে খালি মাথায় ১০৮বার পাঠ করে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ বন্দী থেকে মুক্তি পাবে।

(৫৪) **يَا وَكِيْلُ** যে ব্যক্তি দৈনিক আসরের সময় ৭বার পাঠ করবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সে বিপদ থেকে রক্ষা পাবে।

(৫৫) **يَا قَوِيُّ** যদি জুমার (শুক্রবার) দ্বি-প্রহরের সময় অধিকহারে পাঠ করে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তবে ভুলে যাওয়ার রোগ চলে যাবে।

(৫৬) **يَا مَتِيْنُ** যে বাচ্চার দুধ পান বন্ধ করে দেয়া হয়েছে তাকে এটা কাগজের টুকরায় লিখে পান করিয়ে দিন, বাচ্চা শান্ত হবে। আর যদি মায়ের বুকে দুধ কম হয় তবে এই নাম মোবারক লিখে পান করলে দুধ বাড়বে।

(৫৭) **يَا وَلِيُّ** যে ব্যক্তি এই নাম মোবারক অধিকহারে পাঠ করবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তার স্ত্রী তার অনুগত হবে।

(৫৮) **يَا حَمِيْدُ** যে ব্যক্তির অশ্লীল কথা বলার অভ্যাস যায় না, তবে কোন খালি পাত্রে বা গ্লাসে এটা ৯০বার পাঠ করে ফুঁক দিয়ে প্রয়োজন অনুসারে সেই পাত্রে বা গ্লাসে পানি পান করলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অশ্লীল কথা বলার অভ্যাস চলে যাবে। (কোন পাত্রে একবার ফুঁক দিয়ে সেটা পুরো বছর ব্যবহার করা যাবে।)

(৫৯) **يَا مُحْيِيُ** ৭ বার পাঠ করে নিজের উপর ফুঁক দিন। গ্যাস হোক বা পেটে কিংবা অন্য কোন স্থানে ব্যথা হোক বা কোন অঙ্গ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় হোক اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উপকার হবে। (সুস্থ হওয়া পর্যন্ত অন্তত দৈনিক একবার এই আমল করুন)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

(৬০) يَا مُحْيِيُ , يَا مُمِيْتُ দৈনিক সাতবার পাঠ করে নিজের উপর ফুঁক দিন। কোন যাদু اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ প্রভাব ফেলবে না।

(৬১) يَا حَيُّ যদি কেউ অসুস্থ হয়, এই নাম মোবারক ১০০০বার পাঠ করলে اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ সুস্থ হয়ে যাবে।

(৬২) يَا قَيُّوْمُ ভোরে যে ব্যক্তি এই নাম মোবারক অধিকহারে পাঠ করবে اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ এর প্রভাব অন্তরে প্রকাশ পাবে। তথা মানুষ তাকে ভালবাসবে।

(৬৩) يَا وَاجِدُ যে ব্যক্তি খাওয়ার সময় প্রতি লোকমায় এটা পাঠ করবে اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ ঐ খাবার তার পেটে নূর হবে ও তার রোগ দূর হবে।

(৬৪) يَا مَاجِدُ যে ব্যক্তি এটা ১০বার পাঠ করে শরবতে ফুঁক দিয়ে পান করে নিবে اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ তার রোগ হবে না।

(৬৫) يَا وَاحِدُ একাকী যে ব্যক্তি ভয় পায় সে ১০০১বার নির্জনাবস্থায় পাঠ করে নিবে, اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ তার অন্তর থেকে ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাবে।

(৬৬) يَا اَحَدُ যে ব্যক্তি এই নাম মোবারক ৯বার পাঠ করে বিচারকের সামনে যাবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সে সম্মান ও সাফল্য পাবে। যে ব্যক্তি এটা একাকী অবস্থায় ১০০০বার পাঠ করবে। সে নেককার হয়ে যাবে اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ।

(৬৭) يَا صَمَدُ যে ব্যক্তি এটা ১০০০বার পাঠ করবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সে শত্রুর উপর বিজয় লাভ করবে।

(৬৮) يَا قَادِرُ যে ব্যক্তি অযু করাবস্থায় প্রতিটি অঙ্গ ধৌত করার সময় পাঠ করার অভ্যাস গড়ে নিবে اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ শত্রু তাকে পরাস্থ করতে পারবে না।

يَا قَادِرُ বিপদে ৪১বার পাঠ করে নিন, اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ বিপদ দূর হয়ে যাবে।

www.dawateislami.net

(৬৯) **يَا مُقْتَدِرُ** যে ব্যক্তি এটা দৈনিক ২০বার পাঠ করবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সে রহমতের ছায়ায় থাকবে। যে ব্যক্তি ঘুম থেকে উঠে ২০বার **يَا مُقْتَدِرُ** পাঠ করবে, তার প্রতিটি কাজে **আল্লাহ্ তাআলা**র সাহায্য লাভ হবে।

(৭০) **يَا مُقَدِّمُ** যে ব্যক্তি কোন যুদ্ধের ময়দান বা কোন ভীতিকর স্থানে অস্থির অবস্থায় থাকে সে যেন এই নাম মোবারক অধিকহারে পাঠ করতে থাকে।

(৭১) **يَا مُؤَخِّرُ** দৈনিক ১০০বার পাঠকারীর اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সকল কাজ সুসম্পন্ন হবে।

(৭২) **يَا اَوَّلُ** যে ১০০বার দৈনিক পাঠ করবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তার স্ত্রী তাকে ভালবাসবে।

(৭৩) **يَا آخِرُ** যে ব্যক্তি কোন স্থানে যায় এবং এই পবিত্র নাম মোবারক পাঠ করে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সেখানে সে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করবে।

(৭৪) **يَا ظَاهِرُ** ঘরের দেয়ালে লিখে নিন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দেয়াল নিরাপদ থাকবে।

(৭৫) **يَا بَاطِنُ** যদি কাউকে কোন বস্তু আমানত হিসেবে দেয়া হয় বা মাটিতে পুঁতে রাখা হয়, তখন যেন **اَلْبَاطِنُ** লিখে ঐ বস্তুর সাথে রেখে দেয় اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ কেউ তা খেয়ানত করতে পারবে না।

(৭৬) **يَا وَالِي** যে ব্যক্তি নতুন পাত্রে লিখে এতে পানি ভরে ঘরের দেওয়ালে ঢেলে দেয় اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ঐ ঘর বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাবে।

(৭৭) **يَا مُتَعَالِي** কঠিনতম কাজের জন্য এটা অধিকহারে পাঠ করা অনেক উপকারী।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

(৭৮) يَا بَرُّ যে ব্যক্তি ৭বার পাঠ করে কোন বাচ্চার উপর ফুঁক দিয়ে **আল্লাহ্ তাআলার** জিম্মায় দিয়ে দেয় বালিগ হওয়া পর্যন্ত ঐ বাচ্চা اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ বিপদ থেকে রক্ষা পাবে।

(৭৯) يَا تَوَّابُ যে ব্যক্তি চাশতের নামাযের পর ৩৬০বার এটা পাঠ করবে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে “তাওবায়ে নাছুহা” নসীব করবেন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ।

(৮০) يَا مُنْتَقِمُ - يَا عَفُوُّ শত্রুকে বন্ধু বানানোর জন্য তিন জুমা পর্যন্ত এটা অধিকহারে পাঠ করুন।

(৮১) يَا عَفُوُّ যার গুনাহ বেশি, সে যেন এই পবিত্র নাম মোবারক অধিকহারে পাঠ করে, **আল্লাহ্ তাআলা** আপন দয়ায় তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।

(৮২) يَا رَءُوْفُ যদি কেউ কোন অত্যাচারী ব্যক্তি থেকে কোন নির্যাতিত ব্যক্তিকে মুক্তি দিতে চায়, সে যেন এই নাম মোবারক ১০বার পাঠ করে ঐ অত্যাচারী ব্যক্তির সাথে কথা বলে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সেই অত্যাচারী ব্যক্তি তার সুপারিশ কবুল করবে।

(৮৩) يَا مَالِكَ الْمُلْكِ যে ব্যক্তি এটা অধিকহারে পাঠ করে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ঐ ব্যক্তি ভাল অবস্থায় থাকবে।

(৮৪) يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ এটা অধিকহারে পাঠ করলে সুখের জীবন নসীব হবে। এর সাথে দোয়া করলে দোয়া কবুল হবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ।

(৮৫) يَا مُقْسِطُ শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ১০০বার পাঠ করা খুবই উপকারী اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

(৮৬) يَا جَامِعُ যার প্রিয় আত্মীয়-স্বজন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, সে চাশতের সময় গোসল করে আকাশের দিক মুখ করে এই নাম মোবারক ১০বার পাঠ করবে এবং প্রত্যেকবার একটি করে আঙ্গুল বন্ধ করে নিবে, এরপর নিজের মুখের উপর হাত বুলিয়ে নিবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অল্প সময়ের মধ্যে সকলে একত্রিত হয়ে যাবে।

(৮৭) يَا غَنِيُّ মেরুদন্ডের হাঁড়, গোড়ালী, জোড়ায় জোড়ায় বা শরীরের যে কোন স্থানে যদি ব্যথা হয়, তবে চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে এটা পাঠ করুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ব্যথা চলে যাবে।

(৮৮) يَا مُغْنِيُ একবার পাঠ করে হাতে ফুঁক দিয়ে ব্যথার স্থানে মালিশ করলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আরাম পাওয়া যাবে।

(৮৯) يَا مَانِعُ - يَا مُعْطِى স্ত্রী অসন্তুষ্ট হলে স্বামী, স্বামী অসন্তুষ্ট হলে স্ত্রী ২০বার শয়ন করার পূর্বে বিছানায় বসে পাঠ করবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপোষ হয়ে যাবে।

(৯০) يَا ضَآرُّ - يَا نَافِعُ যার কোন পদমর্যাদা অর্জন হয় আর সে তা ধরে রাখতে চায়, তবে সে যেন বৃহস্পতিবার রাতে ও আইয়্যামে বীজ (তথা প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ১৫ তারিখে) ১০০বার করে পাঠ করে।

(৯১) يَا نَافِعُ যে ব্যক্তি কোন কাজ আরম্ভ করার পূর্বে ২০বার পাঠ করে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ কাজ তার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী হবে।

(৯২) يَا نُوْرُ যে ব্যক্তি সাতবার ‘সূরা নুর’ পাঠ করবে এবং ১০০১বার يَا نُوْرُ পাঠ করবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তার অন্তর আলোকিত হবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

(৯৩) **يَا هَادِىُ** যে ব্যক্তি আসমানের দিকে মুখ করে হাত তুলে এই নাম মোবারক অধিকহারে পাঠ করবে এবং হাত নিজের মুখমন্ডল ও চোখে বুলিয়ে নিবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সে আহলে মারিফাতের (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলার** পরিচয় লাভকারীদের) মর্যাদা পাবে।

(৯৪) **يَا بَدِيْعُ** যে ব্যক্তির খুব কঠিন কোন প্রয়োজন দেখা দিবে, সে এটা ৭০০০০বার পাঠ করবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সফল হবে।

(৯৫) **يَا بَاقِىُ** যে সূর্য উদয়ের পূর্বে দৈনিক ১০০বার পাঠ করবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সে দুঃখ থেকে বেঁচে থাকবে।

(৯৬) **يَا وَارِثُ** যে ব্যক্তি এটা সর্বদা পড়তে থাকবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তার হায়াত দীর্ঘ হবে।

(৯৭) **يَا رَشِيْدُ** যে ব্যক্তি কোন কাজের (তদবীর) পদ্ধতি জানে না, সে মাগরীব ও ইশার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে ১০০০বার এটা পাঠ করবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সঠিক পদ্ধতি তার অন্তরে জানা হয়ে যাবে।

(৯৮) **يَا صَبُوْرُ** কোন ব্যক্তির কষ্ট, পেরেশানী বা বিপদাপদ আসলে, এটা ৩৩বার পড়বে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ শান্তি অর্জিত হবে।

(৯৯) **يَا مُؤَخِّرُ** যে ব্যক্তি এই পবিত্র নাম কোন নামাযের পর ১০০বার পাঠ করবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তার অন্তর **আল্লাহ্ তাআলার** ভালবাসায় ও তাঁর স্মরণে থাকবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

খতমে কাদেরীয়া

(১) দরূদে গাউছিয়া ১১১বার পড়ুন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّعْدِنِ
الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَاٰلِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

(২) তৃতীয় কলেমা ১১১বার পড়ুন।

سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

(৩) 'সূরা আলাম নাশরাহ' ১১১বার পড়ুন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿۱﴾ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ﴿۲﴾ الَّذِیْۤ اَنْقَضَ
ظَهْرَكَ ﴿۳﴾ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿۴﴾ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿۵﴾ اِنَّ مَعَ
الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿۶﴾ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ﴿۷﴾ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿۸﴾

(৪) সূরা ইখলাস ১১১বার পড়ুন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿۱﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿۲﴾
لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ﴿۳﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿۴﴾

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

(৫) ১১১বার। يَا بَاقِيْ اَنْتَ الْبَاقِيْ

১১১বার। يَا شَافِيْ اَنْتَ الشَّافِيْ

১১১বার। يَا كَافِيْ اَنْتَ الْكَافِيْ

(৬) ১১১বার।

يَارَسُوْلَ اللهِ اُنْظُرْ حَالَنَا　　يَاحَبِيْبَ اللهِ اِسْمَعْ قَالَنَا

اِنَّنِيْ فِيْ بَحْرِ هَمٍّ مُّغْرَقٌ　　خُذْ يَدِيْ سَهِّلْ لَنَا اَشْكَالَنَا

(৭) ১১১বার

يَا حَبِيْبَ الْاِلٰهِ خُذْ بِيَدِيْ　　مَا لِعَجْزِيْ سِوَاكَ مُسْتَنَدِيْ

(৮) ১১১বার

فَسَهِّلْ يَا اِلٰهِيْ كُلَّ صَعْبٍ　　بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْاَبْرَارِ سَهِّلْ

(৯) ১১১বার يَا صِدِّيْق يَا عُمَر يَا عُثْمَان يَا حَيْدَر

دَفْعْ شَرْ كُنْ خَيْر آوَر يَا شَبِّيْرْ يَا شَبَّر

(১০) ১১১বার

يَا حَضْرَتْ سُلْطَانْ شَيْخ سَيِّد شَاه عَبْدَ الْقَادِرْ

جِيْلَانِيْ شَيْئًا لِّلّٰهِ اَلْمَدَدْ

www.dawateislami.net

(১১) ১১১বার

مَا همه مُحتَاجُ تو حَاجَتُ رَوَا   اَلْمَدَدْ یَا غَوْثِ اَعْظَم سَیِّدَا

(১২) ১১১বার

مُشْکِلَاتِ بے عَدَدْ دَارِیْم مَا   اَلْمَدَدْ یَا غَوْثِ اَعْظَم پِیْرِ مَا

(১৩) ১১১বার

یَا حَضْرَتْ شَیْخ مُحْیِ الدِّیْن مُشْکِلْ کُشَا بِالْخَیْر

(১৪) ১১১বার

اِمْدَادْ کُنْ اِمْدَادْ کُنْ اَزْ بَنْدِ غَمْ آزَادْ کُنْ

دَرْ دِیْن وَدُنْیَا شَاد کُنْ یَا غَوْثِ اَعْظَم دَسْتگِیْرْ

(১৫) ১১১বার

یَا حَضْرَتْ غَوْث اَغِثْنَا بِاِذْنِ اللهِ تَعَالٰی

(১৬) ১১১বার

خُذْ یَدِیْ یَا شَاهِ جِیْلَانْ خُذْ یَدِیْ   شَیْئًا لِلّٰهِ اَنْتَ نُوْرٌ اَحْمَدِیْ

(১৭) ১১১বার

طُفَیْلِ حَضْرَتْ دَسْتْگِیْر دُشْمَنْ هو ے زَیْر

(১৮) সূরা ইয়াসিন শরীফ, (১৯) ক্বসিদায়ে গাউছিয়া, (২০) দরূদে গাউছিয়া।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আ'দী)

ক্বসিদায়ে গাউছিয়া শরীফ

سَقَانِي الْحُبُّ كَاسَاتِ الْوِصَالِ ۔ فَقُلْتُ لِخَمْرَتِيْ نَحْوِيْ تَعَالِيْ

سَعَتْ وَمَشَتْ لِنَحْوِيْ فِيْ كُئُوْسٍ ۔ فَهِمْتُ بِسُكْرَتِيْ بَيْنَ الْمَوَالِيْ

فَقُلْتُ لِسَآئِرِ الْاَقْطَابِ لُمُّوْا ۔ بِحَالِيْ وَادْخُلُوْا اَنْتُمْ رِجَالِيْ

وَهُمُّوْا وَاشْرَبُوْا اَنْتُمْ جُنُوْدِيْ ۔ فَسَاقِي الْقَوْمِ بِالْوَافِيْ مَلَالِيْ

شَرِبْتُمْ فُضْلَتِيْ مِنْ بَعْدِ سُكْرِيْ ۔ وَلَا نِلْتُمْ عُلُوِّيْ وَاتِّصَالِيْ

مَقَامُكُمُ الْعُلٰى جَمْعًا وَّلٰكِنْ ۔ مَقَامِيْ فَوْقَكُمْ مَّا زَالَ عَالِيْ

اَنَا فِيْ حَضْرَةِ التَّقْرِيْبِ وَحْدِيْ ۔ يُصَرِّفُنِيْ وَحَسْبِيْ ذُو الْجَلَالِ

اَنَا الْبَازِيُّ اَشْهَبُ كُلِّ شَيْخٍ ۔ وَمَنْ ذَا فِي الرِّجَالِ اُعْطِيَ مِثَالِيْ

كَسَانِيْ خِلْعَةً بِطِرَازِ عَزْمٍ ۔ وَتَوَّجَنِيْ بِتِيْجَانِ الْكَمَالِ

وَاَطْلَعَنِيْ عَلٰى سِرٍّ قَدِيْمٍ ۔ وَقَلَّدَنِيْ وَاَعْطَانِيْ سُؤَالِيْ

وَوَلَّانِيْ عَلَى الْاَقْطَابِ جَمْعًا ۔ فَحُكْمِيْ نَافِذٌ فِيْ كُلِّ حَالِ

فَلَوْ اَلْقَيْتُ سِرِّيْ فِيْ بِحَارٍ ۔ لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ

وَلَوْ اَلْقَيْتُ سِرِّيْ فِيْ جِبَالٍ ۔ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ

وَلَوْ اَلْقَيْتُ سِرِّيْ فَوْقَ نَارٍ ۔ لَخَمِدَتْ وَانْطَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِيْ

وَلَوْ اَلْقَيْتُ سِرِّيْ فَوْقَ مَيْتٍ ۔ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلٰى تَعَالِيْ

وَمَا مِنْهَا شُهُوْرٌ اَوْ دُهُوْرٌ ۔ تَمُرُّ وَتَنْقَضِيْ اِلَّا اَتَا لِيْ

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

وَتُخْبِرُنِيْ بِمَا يَأْتِيْ وَيَجْرِيْ   وَتُعْلِمُنِيْ فَاَقْصِرْ عَنْ جِدَالِيْ

مُرِيْدِيْ هِمْ وَطِبْ وَاشْطَحْ وَغَنِّ   وَافْعَلْ مَا تَشَاءُ فَالْاِسْمُ عَالِ

مُرِيْدِيْ لَا تَخَفْ اَللّٰهُ رَبِّيْ   عَطَانِيْ رِفْعَةً نِلْتُ الْمَنَالِيْ

طُبُوْلِيْ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ دُقَّتْ   وَشَاءُوْسُ السَّعَادَةِ قَدْ بَدَالِيْ

بِلَادُ اللّٰهِ مُلْكِيْ تَحْتَ حُكْمِيْ   وَوَقْتِيْ قَبْلَ قَلْبِيْ قَدْ صَفَالِيْ

نَظَرْتُ اِلٰى بِلَادِ اللّٰهِ جَمْعًا   كَخَرْدَلَةٍ عَلٰى حُكْمِ اتِّصَالِ

دَرَسْتُ الْعِلْمَ حَتّٰى صِرْتُ قُطْبًا   وَنِلْتُ السَّعْدَ مِنْ مَّوْلَى الْمَوَالِيْ

فَمَنْ فِيْ اَوْلِيَاءِ اللّٰهِ مِثْلِيْ   وَمَنْ فِي الْعِلْمِ وَالتَّصْرِيْفِ حَالِيْ

رِجَالِيْ فِيْ هَوَاجِرِهِمْ صِيَامٌ   وَفِيْ ظُلَمِ اللَّيَالِيْ كَاللَّاٰلِيْ

وَكُلُّ وَلِيٍّ لَّهٗ قَدَمٌ وَّاِنِّيْ   عَلٰى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ

نَبِيٌّ هَاشِمِيٌّ مَكِّيٌّ حِجَازِيٌّ   هُوَ جَدِّيْ بِهٖ نِلْتُ الْمَوَالِيْ

مُرِيْدِيْ لَا تَخَفْ وَاشٍ فَاِنِّيْ   عَزُوْمٌ قَاتِلٌ عِنْدَ الْقِتَالِ

اَنَا الْجِيْلِيُّ مُحْيِ الدِّيْنِ لَقَبِيْ   وَاَعْلَامِيْ عَلٰى رَأْسِ الْجِبَالِ

اَنَا الْحَسَنِيُّ وَالْمُخْدَعُ مَقَامِيْ   وَاَقْدَامِيْ عَلٰى عُنُقِ الرِّجَالِ

وَعَبْدُ الْقَادِرِ الْمَشْهُوْرُ اِسْمِيْ   وَجَدِّيْ صَاحِبُ الْعَيْنِ الْكَمَالِ

تَقَبَّلْنِيْ وَلَا تَرْدُدْ سُؤَالِيْ   اَغِثْنِيْ سَيِّدِيْ اُنْظُرْ بِحَالِيْ

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

ক্বসিদায়ে গাউছিয়া শরীফের ফযীলত

এই ক্বসিদা শরীফটি হুযুর সায়্যিদুনা গাউছে আযম, মাহবুবে ছোবহানী, কুতুবে রব্বানী, শায়খ আবদুল কাদের জিলানী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ এর নুরানী ফয়েজ সমৃদ্ধ মুখ মোবারক দ্বারা পঠিত, এই ক্বসিদা শরীফ পাঠ করাটা আমাদের সিলসিলায়ে আলীয়ায়ে কাদেরীয়ার মধ্যে জাহেরী ও বাতেনী দৌলত অর্জন করার একটি উত্তম মাধ্যম, এর মধ্যে ২৮ টি পংক্তিমালা রয়েছে। এই ক্বসিদার দৈনন্দিন পাঠে অনেক উপকারীতা রয়েছে।

(১) সৃষ্টিকে কাবুতে রাখার ক্ষেত্রে সীমাহীন কার্যকরী এবং **আল্লাহ্ তাআলার** নৈকট্য অর্জনের একটি মাধ্যম।

(২) এই মোবারক ক্বসিদাটি নিয়মিত পাঠ স্মরণশক্তিকে বৃদ্ধি করে।

(৩) এই ক্বসিদা পাঠ কারীর আরবী ইবারত পড়ার ক্ষেত্রে খুবই দক্ষতা অর্জন হয়।

(৪) যে কোন কঠিন কাজের জন্য ৪০ দিন পর্যন্ত পড়ুন اِنۡ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ সফল হবেন।

(৫) যে ব্যক্তি এই ক্বসিদা মোবারককে নিজের সামনে রাখবে ও তিনবার পাঠ করবে তাহলে গাউছে পাক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ এর দরবারে সে মাকবুল হবে এবং اِنۡ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ গাউছে পাক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ এর যিয়ারত দ্বারা ধন্য হবে।

(৬) প্রত্যেক রোগ বা কষ্টের জন্য তিনবার বা পাঁচবার পড়া উপকারী।

(৭) বন্ধ্যা মহিলা এই ক্বসিদা মোবারক বিশুদ্ধ পাঠকারীর মাধ্যমে ৪১ বা ২১বার পড়িয়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে ৪০ দিন পর্যন্ত পান করলে গর্ভধারণ করবে এবং হুযুর গাউছে আজম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ এর বরকতে ছেলে সন্তান লাভ করবে اِنۡ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ।

(৮) জিনে ধরা রোগীর জন্য তেলে ফুঁক দিয়ে তার শরীরে মালিশ করলে, এর মন্দ প্রভাব দূর হয়ে যাবে اِنۡ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ।

(৯-১০) অত্যাচারীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রতিদিন পড়লে মুক্তি লাভ হবে, এমনিভাবে শত্রু ও দুর হয়ে যাবে اِنۡ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

খতমে খাজেগান

(১) সূরা ফাতিহা	৭বার।
(২) দরূদ শরীফ	১০০বার।
(৩) সূরা আলাম নাশরাহ	৭৯বার।
(৪) সূরা ইখলাছ	১০০বার।
(৫) সূরা ফাতিহা	৭বার।
(৬) দরূদে খিযরী শরীফ	১০০বার।

দরূদে খিযরী: صَلَّى اللهُ عَلٰى حَبِيْبِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمْ

এরপর সবাই মিলে নিম্নলিখিত প্রতিটি কলেমা ১১১বার করে পাঠ করুন:

اَللّٰهُمَّ يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ اَللّٰهُمَّ يَا كَافِيَ الْمُهِمَّاتِ

اَللّٰهُمَّ يَا حَلَّ الْمُشْكِلَاتِ اَللّٰهُمَّ يَا دَافِعَ الْبَلِيَّاتِ

اَللّٰهُمَّ يَا رَافِعَ الدَّرَجَاتِ اَللّٰهُمَّ يَا مُنَزِّلَ الْبَرَكَاتِ

اَللّٰهُمَّ يَا شَافِيَ الْاَمْرَاضِ اَللّٰهُمَّ يَا رَازِقَ الْعِبَادِ

اَللّٰهُمَّ يَا مُعْطِيَ الْخَيْرَاتِ وَالْحَسَنَاتِ اَللّٰهُمَّ يَا مُجِيْبَ الدَّعْوَاتِ

اَللّٰهُمَّ يَا مُسَبِّبَ الْاَسْبَابِ اَللّٰهُمَّ يَا مُفَتِّحَ الْاَبْوَابِ

اَللّٰهُمَّ يَا خَيْرَ النَّاصِرِيْنَ اَللّٰهُمَّ يَا خَيْرَ الْحَافِظِيْنَ

اَللّٰهُمَّ يَا خَيْرَ الرَّازِقِيْنَ اَللّٰهُمَّ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ

www.dawateislami.net

اَغِثْنِیْ یَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْكَ وَسَلَّمْ

اَلْمَدَدْ خَوَاهَمْ زِتوا ے شاہِ نَقْشبَنْد

اَلْمَدَدْ خَوَاهَمْ زِتوا ے غرِیْب نَواز

اَلْمَدَدْ خَوَاهَمْ زِتو یَا شِهَابَ الدِّیْن سُهروَردی

بِرَحْمَتِكَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْن

ওলামায়ে কিরামের মর্যাদা

মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “জান্নাতের অধিবাসীরা জান্নাতের মধ্যে ওলামায়ে কিরামের মুখাপেক্ষী হবে। এজন্য যে, তারা প্রতি জুমার দিন **আল্লাহ্ তাআলার** দিদারের মাধ্যমে সম্মানিত হবেন। তখন **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করবেন: تَمَنَّوْا عَلَیَّ مَا شِئْتُمْ অর্থাৎ তোমাদের যা ইচ্ছা তা আমার নিকট চাও। (তখন) তারা ওলামায়ে কিরামের দিকে ফিরবেন (এই জিজ্ঞাসা নিয়ে) যে, (তারা) আপন প্রতিপালকের কাছে কি চাইবেন? তারা (অর্থাৎ- ওলামায়ে কিরামগণ) বলবেন: এটা চাও, ওটা চাও। মানুষেরা দুনিয়াতে যেমন ওলামায়ে কিরামের মুখাপেক্ষী ছিলো, তেমন জান্নাতেও তাদের মুখাপেক্ষী হবে।” (আল ফিরদাউস বিমাসূরীল খাত্তাব, ১ম খন্ড, ২৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮৮০) ও (আল্লামা সুয়ূতী প্রণীত জামেউস সগীর, ১৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২২৩৫)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ফয়যানে নফল

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবীকুল সুলতান, মাহবুবে রহমান, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যখন বৃহস্পতিবার আসে তখন **আল্লাহ্ তাআলা** ফিরিশতাদেরকে প্রেরণ করেন, তাদের নিকট রূপার কাগজ ও স্বর্ণের কলম থাকে। তারা লিপিবদ্ধ করে, কে বৃহস্পতিবার এবং জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করে।” **(কানযুল উম্মাল, ১ম খন্ড, ২৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২১৭৪)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় বান্দা হওয়ার ব্যবস্থাপত্র

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “**আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: যে আমার কোন ওলীর (বন্ধু) সাথে শত্রুতা করবে, তার সাথে আমি যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে দিয়েছি, আর বান্দারা যে সমস্ত জিনিষের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করতে চায় তৎমধ্যে সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় হলো ফরয (কার্যাবলী) এবং নফলের মাধ্যমে সে নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আমি তাকে আমার বন্ধু বানিয়ে নিই।

www.dawateislami.net

যদি সে আমার নিকট কিছু চায়, তবে আমি তাকে অবশ্যই তা দান করব। আর যদি আশ্রয় চায় অবশ্যই আশ্রয় দিব।" (সহীহ বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ২৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৫০২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাতের নামায

রাতে ইশার নামাযের পর যে নফল নামায আদায় করা হয়, তাকে সালাতুল লাইল তথা রাতের নামায বলা হয়। আর রাতের নফল নামায, দিনের নফলের চাইতে উত্তম। সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত রয়েছে: **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ফরয নামাযের পর উত্তম নামায হলো রাতের নামায।" (সহীহ মুসলিম, ৫৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৬৩)

তাহাজ্জুদ ও রাতে নামায আদায় করার সাওয়াব

আল্লাহ্ তাআলা ২১ পারার সূরায়ে সাজদার ১৬ ও ১৭ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۫ وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿۱۶﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّاۤ اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তাদের পার্শ্ব দেশ গুলো পৃথক থাকে শয্যা সমূহ থেকে এবং আপন প্রতিপালককে ডাকতে থাকে ভীত ও আশাবাদী হয়ে এবং আমার প্রদত্ত থেকে কিছু দান খায়রাত করে। সুতরাং কোন ব্যক্তির জানা নেই যে, নয়নাভিরাম তাদের জন্য লুকায়িত রাখা হয়েছে। পুরস্কার স্বরূপ তাদের কৃত কর্মের।

(পারা- ২১, সূরা- সাজদা, আয়াত নং- ১৬, ১৭)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

রাতের নামাযের মধ্যে এক প্রকারের নাম হলো তাহাজ্জুদ, তা হলো ইশার নামাযের পর রাতে শয়ন করে পুনরায় উঠে নফল আদায় করা। শোয়ার পূর্বে যা আদায় করা হয় তা তাহাজ্জুদ নয়। তাহাজ্জুদ কমপক্ষে দু'রাকাত, আর **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর থেকে আট রাকাত পর্যন্ত প্রমাণিত আছে। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ২৬,২৭ পৃষ্ঠা) এতে কিরাতের ব্যাপারে স্বাধীনতা রয়েছে, যা ইচ্ছা পাঠ করতে পারবে। তবে উত্তম হলো; কুরআন শরীফের যতটুকু মুখস্থ তাই পাঠ করবে অথবা এটাও হতে পারে যে, প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর তিনবার করে সূরা ইখলাস পাঠ করবে, এভাবে প্রতি রাকাতে কোরআনুল করীম খতম করার সাওয়াব পাওয়া যাবে। এভাবে পড়া উত্তম। অবশ্য সূরা ফাতিহার পর অন্য যে কোন সূরাও পাঠ করতে পারবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, থেকে সংকলিত, ৭ম খন্ড, ৪৪৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

তাহাজ্জুদ আদায়কারীদের জন্য জান্নাতের জাঁকজমকপূর্ণ ঘর

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم থেকে বর্ণিত, **খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "জান্নাতে এমনও ঘর রয়েছে যার বাহিরের অংশ ভিতর থেকে দেখা যায় ও ভিতরের অংশ বাহির থেকে দেখা যায়। তখন এক বেদুঈন (গ্রাম্য লোক) দাঁড়িয়ে আরয করল: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এই ঘর কার জন্য? **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: এটা ঐ ব্যক্তির জন্য যে নম্র কথা বলে, খাবার খাওয়ায়, লাগাতার রোযা রাখে, এবং রাতে যখন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে, তখন সে ঘুম থেকে উঠে **আল্লাহ্ তাআলার** জন্য নামায আদায় করে।

(সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ২৩৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৫৩৫ ও শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৪০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮৯২)

www.dawateislami.net

প্রসিদ্ধ মুফাস্সির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ “মিরআতুল মানাযীহ” এর ২য় খন্ডের ২৬০ পৃষ্ঠায় হাদীসে পাকের এই অংশ “وَتَابَعَ الصِّيَامَ অর্থাৎ লাগাতার রোযা রাখে।” এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: সর্বদা রোযা রাখা, তবে যে ৫ দিন রোযা রাখা হারাম সেগুলো ব্যতিত অর্থাৎ শাওয়ালের ১ম ও জিলহজ্বের ১০ম থেকে ১৩তম তারিখ পর্যন্ত। এই হাদীস ঐ সমস্ত লোকদের জন্য দলীল (প্রমাণ স্বরূপ) যারা সব সময় রোযা রাখে। কেউ কেউ বলেছেন: এর অর্থ হলো প্রতি মাসে লাগাতার তিনটি রোযা রাখা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নেককার বান্দাদের ৮টি কাহিনী

(১) সারা রাত নামায আদায় করতেন

হযরত সায়্যিদুনা আবুদল আজীজ বিন রাওয়াদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ প্রতি রাতে শয়ন করার জন্য নিজের বিছানায় আসতেন এবং এতে (বিছানায়) হাত বুলিয়ে বলতেন: “তুমি নরম (মোলায়েম), কিন্তু **আল্লাহ্ তাআলার** শপথ! জান্নাতে তোমার চাইতে উত্তম নরম বিছানা মিলবে।” একথা বলে সারা রাত নামায আদায় করতেন। (ইহ্‌ইয়াউল উলুম, ১ম খন্ড, ৪৬৭ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বিল ইয়াক্বিন এ্যয়সে মুসলমান হে বে হদ নাদান,
জু কেহ্ রঙ্গিনি দুনিয়া পে মরা করতে হে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

(২) মৌমাছির আওয়াজের ন্যায় ভন ভন শব্দ!

প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ যখন মানুষ ঘুমিয়ে যাওয়ার পর উঠে (ইবাদতে) দাঁড়িয়ে যেতেন তখন তার কাছ থেকে সকাল পর্যন্ত মৌমাছির আওয়াজের ন্যায় ভন ভন শব্দ শুনা যেতো।

(ইহ্ইয়াউল উলুম, ১ম খন্ড, ৪৬৭ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

মুহাব্বাত মে আপনি গুমা ইয়া ইলাহী! না পাওঁ মে আপনা পাতা ইয়া ইলাহী!

(৩) আমি জান্নাত কিভাবে চাইব!

হযরত সায়্যিদুনা ছিলা বিন আস্‌সম رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ সারা রাত নামায আদায় করতেন। যখন সেহেরীর সময় হতো, তখন **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে আরয করতেন: "**হে আল্লাহ্!** আমার মত মানুষ তো জান্নাত চাইতে পারে না, কিন্তু তুমি তোমার রহমতের মাধ্যমে আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাও।"

(ইহ্ইয়াউল উলুম, ১ম খন্ড, ৪৬৭ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

তেরে খওফ সে তেরে ডর সে হামেশা, মে থর থর রাহোঁ কাঁপতা ইয়া ইলাহী!

(৪) তোমার পিতা আকস্মিক শাস্তিকে ভয় করে!

হযরত সায়্যিদুনা রবি বিন হোসাইন رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর কন্যা তার নিকট আরয করলেন: "আব্বাজান! মানুষ ঘুমিয়ে যায়, কিন্তু আপনি ঘুমান না কেন?" তিনি رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বললেন: "কন্যা আমার! তোমার পিতা আকস্মিক শাস্তিকে ভয় করে যা রাতে হঠাৎ চলে আসে।" (শুয়াবুল ঈমান, ১ম খন্ড, ৫৪৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৯৮৪)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

গর তু নারাজ হুয়া মেরী হালাকত হোগী,
হায়! মে নারে জাহান্নাম মে জ্বলোঁঙ্গা ইয়া রব!

(৫) ইবাদতের জন্য জাগ্রত থাকার অভিনব পদ্ধতি

হযরত সায়্যিদুনা সাফওয়ান বিন সুলাইম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর পায়ের গোছা নামাযে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার কারণে ব্যথায় ফোলে গিয়েছিল। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এতই বেশি ইবাদত করতেন যে, ধরুন তাকে যদি বলে দেওয়া হয় যে, কাল কিয়ামত হবে, তবু তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ইবাদত বৃদ্ধি করতে পারতেন না। (অর্থাৎ ইবাদতের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়ার মতো সময় তার হাতেই নেই। কারণ সমস্ত সময় তিনি ইবাদতের মধ্যেই মশগুল থাকতেন) যখন শীতের মৌসুম আসতো, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বাড়ীর ছাদে শয়ন করতেন। যেন ঠান্ডা তাকে জাগিয়ে রাখে। আর যখন গরমকাল আসতো তখন রুমের ভিতরে আরাম করতেন, যাতে গরমের কষ্টের কারণে শয়ন করতে না পারেন। (কেননা, **A.C.** তো দুরের কথা তখনকার যুগে বৈদ্যুতিক পাখাও ছিল না) সিজদা অবস্থাতেই তাঁর ইন্তিকাল হলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দোয়া করতেন: "হে **আল্লাহ্!** আমি তোমার সাক্ষাতকে খুবই পছন্দ করি, তুমিও আমার সাক্ষাতকে পছন্দ করে নাও।" (ইহ্ইয়ায়ে উলুমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ইত্তিহাফুস্ সাদাতিল মুত্তাকিন, ১৩ খন্ড, ২৪৭,২৪৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

আফো কর আউর সদা কেলিয়ে রাজি হো জা,
গর করম করদে তু জান্নাত মে রহোঁঙ্গা ইয়া রব!

www.dawateislami.net

(৬) কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে যাওয়া মহিলা

হযরত সায়্যিদুনা খাওয়াছ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: 'আমি আবিদা রিহালার নিকট গেলাম। তিনি অত্যাধীক রোযা রাখতেন এবং এত বেশি কান্নাকাটি করতেন যে, যার কারণে তাঁর দৃষ্টি শক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছিলো। তিনি এত বেশি নামায আদায় করতেন যে, দাঁড়াতেই পারতেন না, তাই বসে বসে নামায আদায় করতেন। আমি তাঁকে প্রথমে সালাম করলাম। অতঃপর **আল্লাহ্ তাআলার** ক্ষমা ও দয়ার কথা আলোচনা করলাম যাতে তার কাজকর্ম সহজ হয়, তিনি এই কথা শুনে একটি চিৎকার করে উঠলেন এবং বললেন: আমার নফসের খবর আমিই ভাল জানি, সেই নফস আমার হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে আর কলিজা টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। **আল্লাহ্ তাআলার** শপথ! আমি চাই যে, যদি **আল্লাহ্ তাআলা** আমাকে সৃষ্টিই না করতেন তাহলে আমি কোন আলোচনার বস্তুই হতাম না। এই কথা বলে তিনি পুনরায় নামাযে মশগুল হয়ে গেলেন।'

(ইহ্ইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা সংক্ষেপিত)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আহ! সলবে ঈমাঁ কা খওফ খায়ে জাতা হে,
কাশ! মেরী মা নে হি মুঝ কো না জনা হোতা।

(৭) মৃত্যুর স্মরণে ক্ষুধার্ত থাকা এক মহিলা

হযরত সায়্যিদাতুনা মুয়াজা আদবিয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا প্রতিদিন সকালে বলতেন: "(হয়তো) এটা সেই দিন, যে দিন আমাকে মরতে হবে।" অতঃপর সন্ধ্যা পর্যন্ত কিছুই খেতেন না। এরপর যখন রাত হতো তখন বলতেন: "(হয়তো) এটা সেই রাত, যে রাতে আমাকে মরতে হবে।" এরপর সকাল পর্যন্ত নামায আদায় করতে থাকতেন। (প্রাগুক্ত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

মেরা দিল কাঁপ উঠতাহে কলেজা মুহ কো আতা হে,
করম ইয়া রব আন্দেরা কবর কা জব ইয়াদ আতা হে।

(৮) অধিক কান্নাকাটি করে এমন বুযুর্গ

হযরত সায়্যিদুনা কাশিম বিন রাশেদ শায়বানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা যামরা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ ‘মুহাস্‌সাব’ নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও কন্যারাও তার সাথে ছিলো, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ রাতে উঠলেন এবং অনেক্ষণ পর্যন্ত নামায আদায় করতে লাগলেন। যখন সেহেরী খাওয়ার সময় হলো, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ উচ্চ আওয়াজে বলতে শুরু করলেন: “হে রাতে তাবুতে শায়িত কাফিলার মুসাফিরগণ! সারা রাত কি শুয়ে থাকবে? উঠে কি সফর করবে না?” তখন সব লোক দ্রুত উঠে গেলো, আর কোথাও থেকে কান্নার শব্দ আর কোথাও থেকে দোয়া করার শব্দ আসতে লাগলো। এক পাশে কুরআন তিলাওয়াতের শব্দ আসতে লাগলো, অপর প্রান্ত থেকে কেউ হয়তো অযু করছে (তার শব্দ আসতে লাগলো)। অতঃপর যখন সকাল হলো তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ উচ্চ আওয়াজে বললেন: “লোকেরা সকালে চলাচল করাকে বেশি ভাল মনে করেন।” (কিতাবুত তাহাজ্জুদ ও কিয়ামুল লাইল, ইবনে আবিদ দুনিয়া, ১ম খন্ড, ২৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭২)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

মেরে গাউস কা ওসীলা রহে শাদ সব কাবিলা,
ইনহেঁ খুলদ মে বাসানা মাদানী মদীনে ওয়ালে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

ইশরাকের নামায

দু'টি ফরমানে মুস্তফা ﷺ:

(১) "যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করে **আল্লাহ্ তাআলার** যিকির করতে থাকে যতক্ষণ না সূর্য (উদিত হয়ে) উপরে উঠে যায়, অতঃপর দু'রাকাত নামায আদায় করে, তাহলে সে সম্পূর্ণ হজ্ব ও ওমরার সাওয়াব পাবে।" (সুনানে তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১০০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৮৬)

(২) "যে ব্যক্তি ফজরের নামায আদায় করার পর জায়নামাযে (নিজের নামাযের স্থানে) বসে থাকে, অবশেষে ইশরাকের নফল নামায আদায় করে নেয়, এমতাবস্থায় শুধু মাত্র ভাল কথাই বলে, তবে তার গুনাহ সমুদ্রের ফেনার চেয়ে বেশি হলেও ক্ষমা করে দেওয়া হবে।"

(সুনানে আবু দাউদ, ২য় খন্ড, ৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১২৮৭)

এখানে হাদীসের অংশ "নামাযের স্থানে বসে থাকার" ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মোল্লা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: "অর্থাৎ মসজিদ কিংবা ঘরে এমন অবস্থায় থাকবে যে, **আল্লাহ্ তাআলার** যিকির কিংবা চিন্তা ভাবনা বা ইলমে দ্বীন শেখা বা শিক্ষাদানে অথবা বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করার মধ্যে মশগুল থাকা।" এছাড়া "শুধু ভাল ভাল কথা বলবে" এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন: "অর্থাৎ ফযর ও ইশরাকের নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে শুধুমাত্র উত্তম তথা ভাল ভাল কথা ব্যতিত অন্য কোন কথা বার্তা না বলা। কেননা, ভাল কথায় সাওয়াব পাওয়া যায়।" (মিরকাত, ৩য় খন্ড, ৩৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৩১৭)

ইশরাকের নামাযের সময়: সূর্য উদয় হওয়ার সময় থেকে কমপক্ষে ২০-২৫ মিনিট পর থেকে শুরু করে "দাহওয়ায়ে কুবরা" (যখন সূর্য মাথার উপর থাকে) পর্যন্ত ইশরাকের নামাযের সময় থাকে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

চাশতের নামাযের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **প্রিয় রাসুল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসুলে মাকবুল** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি চাশতের দু'রাকাত নামায প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে আদায় করতে থাকে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। যদিওবা তার গুনাহ সমুদ্রের ফেনার সমপরিমাণ হয়।" (সুনানে ইবনে মাযাহ, ২য় খন্ড, ১৫৩,১৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৩৮২)

চাশতের নামাযের সময়: এই নামাযের সময় হলো, সূর্য উঁচু হওয়ার পর থেকে পশ্চিম দিকে ঢলে পড়া তথা শরীয়াত সম্মত অর্ধ দিন পর্যন্ত। তবে উত্তম হলো, দিনের এক চতুর্থাংশে আদায় করা। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ২৫ পৃষ্ঠা) ইশরাকের নামাযের পরপরই চাইলে চাশতের নামায আদায় করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

সালাতুত তাসবীহ

এই নামাযের মহান সাওয়াব রয়েছে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন চাচাজান হযরত সায়্যিদুনা আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে ইরশাদ করলেন: "হে আমার চাচা! যদি সম্ভব হয়, তবে 'সালাতুত তাসবীহ' এর নামায প্রতিদিন একবার আদায় করবেন, আর যদি প্রতিদিন সম্ভব না হয় তবে প্রতি শুক্রবারে একবার আদায় করবেন, তাও সম্ভব না হলে প্রতি মাসে একবার আদায় করুন, তাও সম্ভব না হলে প্রতি বছর একবার আদায় করবেন, আর যদি এটাও সম্ভব না হয় তবে জীবনে অন্তত একবার আদায় করবেন।"

(সুনানে আবু দাউদ, ২য় খন্ড, ৪৪,৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১২৯৭)

www.dawateislami.net

সালাতুত্ তাসবীহর নামায আদায় করার নিয়ম

এই নামায আদায়ের পদ্ধতি হলো; তাকবীরে তাহরীমার পর সানা পড়বে, এরপর ১৫বার এই তাসবীহ পড়বে: سُبْحٰنَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ এরপর اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ এবং بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে এর সাথে একটি সূরা পাঠ করে রুকু করার পূর্বে এই তাসবীহ ১০বার পাঠ করবে। এরপর রুকু করবে। রুকুতে سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ তিনবার পাঠ করে সেই তাসবীহ ১০বার পাঠ করবে। এরপর রুকু থেকে উঠে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ ও اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ পড়ার পর দাঁড়িয়ে সেই তাসবীহ ১০বার পাঠ করবে। এরপর সিজদা করবে এবং তিনবার سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى পাঠ করে সেই তাসবীহ ১০বার পাঠ করবে। এরপর প্রথম সিজদা থেকে উঠে, দ্বিতীয় সিজদার পূর্বে অর্থাৎ উভয় সিজদার মধ্যবর্তী সময়ে বসে বসে সেই তাসবীহ ১০বার পাঠ করবে। এরপর দ্বিতীয় সিজদায় গিয়ে سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى তিনবার পাঠ করে, অতঃপর সেই তাসবীহ ১০বার পাঠ করবে। এই নিয়মে চার রাকাত নামায আদায় করবে। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, তাসবীহটি দন্ডায়মান অবস্থায় শুধুমাত্র সূরা ফাতিহার পূর্বে ১৫বার আর সকল স্থানে ১০বার করে পাঠ করবে। এভাবে প্রতি রাকাতে ৭৫বার সেই তাসবীহ পড়া হবে, আর চার রাকাতে মোট তাসবীহ ৩০০বার হবে। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ৩৩ পৃষ্ঠা)

তাসবীহ আঙ্গুলে গণনা না করে সম্ভব হলে মনে মনে গুনবে অন্যথায় আঙ্গুলে চাপ দিয়ে। (প্রাগুক্ত, ৩২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

ইস্তিখারা

হযরত সায়্যিদুনা জাবির বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **রাসূলে আকরাম, নুরে মুজাস্‌সাম** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদেরকে সমস্ত কাজে ইস্তিখারার করার শিক্ষা দিতেন। যেমনিভাবে কুরআনের বিভিন্ন সূরা শিক্ষা দিতেন। **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করতেন: "যখন তোমরা কোন কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করো, তখন দু'রাকাত নফল নামায আদায়ের পর বলবে:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡ اَسۡتَخِیۡرُكَ بِعِلۡمِكَ وَاَسۡتَقۡدِرُكَ بِقُدۡرَتِكَ وَاَسۡاَلُكَ مِنۡ فَضۡلِكَ الۡعَظِیۡمِ فَاِنَّكَ تَقۡدِرُ وَلَا اَقۡدِرُ وَتَعۡلَمُ وَلَا اَعۡلَمُ وَاَنۡتَ عَلَّامُ الۡغُیُوۡبِ اَللّٰهُمَّ اِنۡ كُنۡتَ تَعۡلَمُ اَنَّ هٰذَا الۡاَمۡرَ خَیۡرٌ لِّیۡ فِیۡ دِیۡنِیۡ وَمَعَاشِیۡ وَعَاقِبَةِ اَمۡرِیۡ اَوۡ قَالَ عَاجِلِ اَمۡرِیۡ وَاٰجِلِهٖ فَاقۡدِرۡهُ لِیۡ وَیَسِّرۡهُ لِیۡ ثُمَّ بَارِكۡ لِیۡ فِیۡهِ وَاِنۡ كُنۡتَ تَعۡلَمُ اَنَّ هٰذَا الۡاَمۡرَ شَرٌّ لِّیۡ فِیۡ دِیۡنِیۡ وَمَعَاشِیۡ وَعَاقِبَةِ اَمۡرِیۡ اَوۡ قَالَ فِیۡ عَاجِلِ اَمۡرِیۡ وَاٰجِلِهٖ فَاصۡرِفۡهُ عَنِّیۡ وَاصۡرِفۡنِیۡ عَنۡهُ وَاقۡدِرۡ لِیَ الۡخَیۡرَ حَیۡثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِیۡ بِهٖ

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমি তোমার জ্ঞানের সাথে তোমার মঙ্গল কামনা করছি, আর তোমার কুদরতের মাধ্যমে তোমার নিকট শক্তি কামনা করছি। আর তোমারই কাছে তোমার মহান ফযীলত প্রার্থনা করছি। কেননা তুমি ক্ষমতা রাখ, আর আমি ক্ষমতা রাখিনা, তুমি সবকিছু জান আর আমি জানি না, তুমি সমস্ত গোপন কথা ভালভাবেই জান। **হে আল্লাহ্!** আমার এই কাজ (যা আমি করার জন্য ইচ্ছা করেছি) তোমার জ্ঞানে যদি আমার ধর্ম, ঈমান এবং

www.dawateislami.net

জীবন ও শেষ পরিণামে দুনিয়া ও আখিরাতে আমার জন্য উত্তম হয় তবে এটা আমার ভাগ্যে দান করো এবং তা আমার জন্য সহজ করে দাও আর এতে আমার জন্য বরকত দাও। **হে আল্লাহ্!** তোমার জ্ঞানে যদি (এই কাজ) আমার ধর্ম, ঈমান এবং জীবন ও শেষ পরিণাম, দুনিয়া ও আখিরাতে আমার জন্য অকল্যাণকর হয় তবে তাকে আমার কাছ থেকে আর আমাকে তার থেকে দূরে সরিয়ে দাও। আর যে সমস্ত কাজ আমার জন্য কল্যাণকর (উত্তম) হয়, তাই আমার ভাগ্যে দান করো, অতঃপর তার প্রতি আমাকে সন্তুষ্ট রাখো।

(সহীহ বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, ৩৯৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৬২। রদ্দুল মুখতার, ২য় খন্ড, ৫৯৬ পৃষ্ঠা)

اَوْ قَالَ عَاجِلِ اَمْرِیْ এর মধ্যে “اَوْ” বর্ণনাকারীর সন্দেহ, ফকিহগণ বলেন: একত্রিত করে অর্থাৎ এভাবে বলবে: وَعَاقِبَةِ اَمْرِیْ وَعَاجِلِ اَمْرِیْ وَاٰجِلِهٖ।

(গুনিয়াহ, ৪৩১ পৃষ্ঠা)

মাসয়ালা: হজ্ব, জিহাদ ও অন্যান্য নেক কাজে মনকে বুঝানোর জন্য ইস্তিখারা করা যাবেনা। তবে হ্যাঁ, কাজের সময় নির্নয় করার ক্ষেত্রে ইস্তিখারা করা যাবে। (প্রাগুক্ত)

ইস্তিখারার নামাযে কোন সূরা পাঠ করবে

মুস্তাহাব হলো; এই দোয়ার শুরু ও শেষে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ও দরূদ শরীফ পাঠ করা এবং প্রথম রাকাতে ‘সূরা কাফিরুন’ ও দ্বিতীয় রাকাতে ‘সূরা ইখলাস’ পাঠ করা। আর কোন কোন মাশায়েখরা বলেন: প্রথম রাকাতে

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ؕ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعٰلٰى
عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۶۸﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿۶۹﴾

(পারা- ২০, সূরা- কাসাস, আয়াত নং- ৬৮,৬৯)

পাঠ করবে। আর দ্বিতীয় রাকাতে

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ﴿٣٦﴾

(পারা- ২২, সূরা- আহযাব, আয়াত নং- ৩৬)

পাঠ করবে। (রুদ্দুল মুখতার, ২য় খন্ড, ৫৭০ পৃষ্ঠা)

উত্তম হলো; ৭বার ইস্তিখারা করা। কেননা, একটি হাদীসে বর্ণিত আছে: "হে আনাস! তুমি যখন কোন কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করবে। তখন তোমার প্রতিপালকের নিকট এ ব্যাপারে সাত বার ইস্তিখারা করো। এরপর অনুধাবন করো তোমার অন্তরে কি আছে, অবশ্যই এতেই কল্যাণ।" (প্রাগুক্ত) আর কোন কোন মাশায়েখ رَحِمَهُمُ اللّٰه تَعَالٰی থেকে বর্ণিত আছে; উল্লেখিত দোয়া পাঠ করে পবিত্র অবস্থায় কিবলামুখী হয়ে শুয়ে পড়বে। যদি স্বপ্নে সাদা বা সবুজ দেখে তবে ঐ কাজ উত্তম হবে। আর যদি কালো কিংবা লাল দেখে তবে ঐ কাজ মন্দ হবে এবং তা থেকে বিরত থাকবে। (প্রাগুক্ত)

ইস্তিখারার সময় ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না দু'টি বিষয়ের কোন একটি সিদ্ধান্ত নির্ধারিত না হয়। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ৩২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আওয়াবীনের নামাযের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰه تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত: **খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন** صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) মাগরিবের নামাযের পর ৬ রাকাত নামায এমনভাবে আদায় করবে যে, এর মাঝখানে কোন মন্দ কথা বার্তা বলবে না, তাহলে এই ৬ রাকাত ১২ বছরের ইবাদতের সমান হবে।"

(সুনানে ইবনে মাযাহ, ২য় খন্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১১৬৭)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

আওয়াবীনের নামায আদায়ের পদ্ধতি

মাগরীবের ৩ রাকাত ফরয নামায আদায়ের পর ৬ রাকাত নামায এক নিয়্যতে পড়ুন। প্রতি দু'রাকাত পর কা'দা করুন অর্থাৎ বসুন, এতে তাশাহুদ, দরূদে ইবরাহীম ও দোয়া পাঠ করুন, প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম রাকাতের শুরুতে ছানা, أَعُوْذُ بِاللّٰه ও بِسْمِ الله ও পাঠ করুন। ৬ষ্ঠ রাকাতের বৈঠকের পর সালাম ফিরিয়ে নিন। প্রথম দু'রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আদায় হলো ও অবশিষ্ট চার রাকাত হলো নফল। আর এটাই হলো আওয়াবীন (তথা তাওবাকারীর) নামায।

(আল অযিফাতুল করীমা, ২৪ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

চাইলে দুই রাকাত করেও আদায় করতে পারবেন। **বাহারে শরীয়তের ৪র্থ অংশের ১৫ ও ১৬ পৃষ্ঠায়** উল্লেখ আছে: মাগরীবের পর ছয় রাকাত আদায় করা মুস্তাহাব, তাকে সালাতুল আওয়াবীন বলা হয়। চাইলে এক সালাম দ্বারা সব আদায় করবে বা দুই সালাম দ্বারা অথবা তিন সালাম দ্বারা অর্থাৎ প্রতি দুই রাকাত পর সালাম ফিরানো উত্তম। (দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুখতার, ২য় খন্ড, ৫৪৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

তাহিয়্যাতুল অযুর নামায

অযু করার পর অঙ্গ শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বে দুই রাকাত নামায আদায় করা মুস্তাহাব। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৫৬৩ পৃষ্ঠা) হযরত সায়্যিদুনা ওকবা বিন আমের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি অযু করে ও ভালভাবে অযু করে এবং যাহির ও বাতিন সহকারে মনোনিবেশ করে দু'রাকাত নামায আদায় করে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(সহীহ মুসলিম, ১৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৩৪)

www.dawateislami.net

গোসল করার পরও দুই রাকাত নামায আদায় করা মুস্তাহাব। অযু করার পর যদি ফরয বা সুন্নাত নামায আদায় করে নেয়, তবে তা তাহিয়্যাতুল অযুর স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে। (রদ্দুল মুখতার, ২য় খন্ড, ৫৬৩ পৃষ্ঠা) মাকরুহ সময়ে তাহিয়্যাতুল অযু এবং গোসলের পরের দুই রাকাত নামায আদায় করা যাবে না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সালাতুল আসরার

দোয়া কবুল ও আশা পূরণ হওয়ার জন্য এক পরীক্ষিত নামায হলো "সালাতুল আসরার"। যেটা ইমাম আবুল হাসান নুরুদ্দীন আলী বিন জরীর লহমী শাতনুফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه "বাহজাতুল আসরার" কিতাবে এবং হযরত মোল্লা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ও শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه উভয়ে হুযুরে গাউছে আযম رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণনা পূর্বক লিখেছেন। এর পদ্ধতি হলো; মাগরীব নামাযের পর সুন্নাত আদায় করে দুই রাকাত নফল নামায আদায় করবে। আর উত্তম হলো; সূরা ফাতিহার পর প্রতি রাকাতে ১১বার করে সূরা ইখলাস পাঠ করা। সালাম ফিরানোর পর **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রশংসা বর্ণনা করা। (যেমন প্রশংসার নিয়্যতে সূরা ফাতিহা শরীফ পড়া) এরপর **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর ১১বার দরূদ ও সালাম পেশ করা। এরপর ১১বার এই দোয়াটি পাঠ করবে:

يَا رَسُوْلَ اللهِ يَا نَبِيَّ اللهِ اَغِثْنِىْ وَامْدُدْنِىْ فِىْ قَضَاءِ حَاجَتِىْ يَا قَاضِىَ الْحَاجَاتِ

অনুবাদ: হে আল্লাহ্র রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! হে আল্লাহ্র নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার ফরিয়াদ কবুল করুন এবং আমাকে আমার আশা পূরণে সাহায্য করুন, হে সমস্ত আশা পূরণকারী।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

অতঃপর ইরাকের দিকে ১১ কদম হাটবে এবং প্রতি কদমে বলবে:

يَا غَوْثَ الثَّقَلَيْنِ يَا كَرِيْمَ الطَّرَفَيْنِ اَغِثْنِيْ وَامْدُدْنِيْ

فِيْ قَضَاءِ حَاجَتِيْ يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ

(**অনুবাদ:** হে জিন ও মানুষের ফরিয়াদ কবুলকারী এবং হে উভয় দিক থেকে (মা বাবা উভয়ের দিক থেকে) সম্মানিত বুযুর্গ! আমার ফরিয়াদ কবুল করুন এবং আমাকে আমার আশা পূরণে সাহায্য করুন, হে আশা সমূহ পূরণকারী।) অতঃপর **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ওসীলা বানিয়ে **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট নিজের আশা আকাঙ্খার জন্য দোয়া করুন। (আরবী দোয়ার সাথে অনুবাদ পড়ার প্রয়োজন নেই) (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ৩৫ পৃষ্ঠা। বাহজাতুল আসরার, ১৯৭ পৃষ্ঠা)

হুসনে নিয়্যত হো, খতা ফির কাভি করতা হি নেহী,
আ'জমায়া হে এগানা হে দুগানা তেরা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সালাতুল হাজাত

হযরত সায়্যিদুনা হুযাইফা رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ আসত তখন তিনি (এ) নামায আদায় করতেন।"

(সুনানে আবু দাউদ, ২য় খন্ড, ৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৩১৯)

এর জন্য দুই অথবা চার রাকাত নামায আদায় করুন। হাদীসে পাকে উল্লেখ আছে: "প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহা ও তিনবার আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে ও বাকী তিন রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে সূরা ইখলাস ও সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস একবার করে পাঠ করবে। তবে এটা এমন, যেন সে শবে ক্বদরে চার রাকাত নামায আদায় করলো।" (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ৩৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

মাশায়েখে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى বলেছেন: আমরা এই নামায আদায় করেছি আর আমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে। (প্রাগুক্ত) হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আওফা رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "কারো কোন চাহিদা **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট হোক বা কোন আদম সন্তানের (মানুষের) নিকট, তবে সে যেন ভালভাবে অযু করে। অতঃপর দুই রাকাত নামায আদায় করে **আল্লাহ্ তাআলার** প্রশংসা ও **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ প্রেরন করে এরপর নিম্নলিখিত দোয়াটি পাঠ করবে:

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَسْاَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ لَا تَدَعْ لِىْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهٗ وَلَا حَاجَةً هِىَ لَكَ رِضًا اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

(সুনানে তিরমিযী, ২য় খন্ড, ২১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৭৮)

অনুবাদ: আল্লাহ্ তাআলা ছাড়া কোন মাবুদ নেই। যিনি সহিষ্ণু মহা দয়ালু। **আল্লাহ্ তাআলা** পুত-পবিত্র, মহান আরশের মালিক। সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ্ তাআলার** জন্য যিনি উভয় জগতের প্রতিপালক। আমি তোমার নিকট তোমার রহমতের মাধ্যমে প্রার্থনা করছি এবং তোমার ক্ষমার ওসীলা প্রার্থণা করছি এবং প্রত্যেক নেকীকে গণিমত ও গুনাহ থেকে নিরাপত্তা, আমার কোন গুনাহ ক্ষমা করা ছাড়া রাখিও না এবং সমস্ত চিন্তা-পেরেশানী দূর করে দাও। আর আমার যে সমস্ত উদ্দেশ্য তোমার সন্তুষ্টির অনুকূলে হবে সেগুলো পূর্ণ করে দাও। হে সকল দয়ালুদের চাইতে বেশি দয়ালু।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

অন্ধ ব্যক্তি দৃষ্টি ফিরে পেলো

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন হুনাইফ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; এক অন্ধ সাহাবী رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলো: **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে দোয়া করুন যেন আমাকে সুস্থ করে দেন। **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তুমি চাইলে দোয়া করতে পারি অথবা ধৈর্যধারণ করতে পারো, আর ধৈর্যধারণ করাই তোমার জন্য উত্তম।" ঐ সাহাবী رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ আরয করলেন: **হুযুর!** দোয়া করে দিন। তখন তাকে আদেশ করলেন: "অযু করো এবং ভালভাবে অযু করো ও দু'রাকাত নামায আদায় করে এই দোয়া করো:

اَللّٰھُمَّ اِنِّیۡ اَسۡئَلُكَ وَاَتَوَسَّلُ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيۡكَ بِنَبِیِّكَ مُحَمَّدٍ نَّبِیِّ الرَّحۡمَةِ يَا رَسُوۡلَ اللّٰهِ[১] اِنِّیۡ تَوَجَّهۡتُ بِكَ اِلٰی رَبِّیۡ فِیۡ حَاجَتِیۡ هٰذِهٖ لِتُقۡضٰی لِیۡ اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعۡهُ فِیَّ

<u>অনুবাদ</u>: হে **আল্লাহ্!** আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, তোমাকেই ওসীলা করছি এবং তোমার দিকেই মনোযোগী হয়েছি তোমার **নবী হযরত মুহাম্মদ** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মাধ্যমে যিনি রহমতের নবী। **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি আপনার মাধ্যমেই আপনার প্রতিপালকের নিকট এই আশা নিয়ে মনোযোগী হয়েছি, যেন আমার এই বাসনা পূর্ণ হয়। "হে **আল্লাহ্!** তাঁর (**নবী করীম** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর) সুপারিশ আমার জন্য কবুল করো।"

---

[১] হাদীসে পাকে এই স্থলে "یا محمد" (صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) ছিলো। কিন্তু মুজাদ্দিদে আযম আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ "یا محمد" (صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) বলার পরিবর্তে یَا رَسُوۡلَ اللّٰہِ (صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) বলার শিক্ষা দিয়েছেন।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন হুনাইফ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: "**আল্লাহ্ তাআলার** শপথ! আমরা উঠতেও পারিনি, আলোচনা করছিলাম, এমন সময় ঐ অন্ধ সাহাবী আমাদের নিকট আসলেন, যেন তিনি কখনোই অন্ধ ছিলেন না।" (সুনানে ইবনে মা'যাহ, ২য় খন্ড, ১৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৩৮৫। সুনানে তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ৩৩৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৫৮৯। আল মু'জামুল কবির, ৯ম খন্ড, ৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮৩১১। বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ৩৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শয়তান যখন এ কুমন্ত্রণা দেয় যে শুধু "یَا اَللّٰہ" বলা যাবে "یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ" বলা যাবে না। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ এই হাদীস শরীফ শয়তানের এই খুবই মারাত্মক কুমন্ত্রণার মূলোৎপাঠন করে দিয়েছে, যদি "یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ" বলা জায়েয না হতো তাহলে স্বয়ং **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কেন এই শিক্ষা দিলেন? সুতরাং আনন্দচিত্তে "یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ" এর স্লোগান দিতে থাকুন।

ইয়া রাসুলাল্লাহ্ কে না'রে সে হামকো পিয়ার হে,
জিসনে ইয়ে না'রা লাগায়া উসকা বেড়া পার হে।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(সূর্য বা চন্দ্র) গ্রহণের নামায

হযরত সায়্যিদুনা আবু মূসা আশআরী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মুবারক যুগে একবার সূর্য গ্রহণ হয়েছিল। **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মসজিদে তাশরীফ আনলেন ও অনেক দীর্ঘ কিয়াম, রুকু ও সিজদা সহকারে নামায আদায় করলেন। আমি আগে কখনো এভাবে করতে দেখিনি এবং একথা ইরশাদ করলেন: "**আল্লাহ্ তাআলা** কারো জন্ম ও মৃত্যুর কারণে নিজের এই সমস্ত নিদর্শন প্রকাশ করেন না, বরং এগুলোর মাধ্যমে আপন বান্দাদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন করেন।

www.dawateislami.net

সুতরাং যখন এরকম কিছু দেখবে তখন ভীত হয়ে যিকির, দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করো।" (সহীহ বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, ৩৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১০৫৯) সূর্য গ্রহণের নামায সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ও চন্দ্র গ্রহণের নামায মুস্তাহাব। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৮০ পৃষ্ঠা)

(সুর্য বা চন্দ্র) গ্রহণের নামায আদায় করার পদ্ধতি

এই নামাযও অন্যান্য নফলের মতো দুই রাকাত পড়বে অর্থাৎ প্রত্যেক নামাযে একটি রুকু ও ২টি সিজদা করবে। এতে কোন আজান বা ইকামত নেই। উঁচু আওয়াজে কিরাতও পাঠ করবে না। নামাযের পর গ্রহণ ছেড়ে দেওয়া পর্যন্ত দোয়া করবে। দু'রাকাতের চাইতে বেশিও আদায় করা যায়। সালাম দু'রাকাতেও ফিরানো যাবে কিংবা চার রাকাত পরও ফিরানো যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ১৩৬ পৃষ্ঠা)

যদি এমন সময় গ্রহণ হয়, যে সময় নামায আদায় করা নিষেধ, তখন নামায আদায় করবে না, বরং দোয়া করতে থাকবে আর এই অবস্থায় যদি সূর্য ডুবে যায় তাহলে দোয়া শেষ করুন এবং মাগরিবের নামায আদায় করে নিন।

(আল জাওহারাতুন নায়্যিরাতু, ১২৪ পৃষ্ঠা । রদ্দুল মুখতার, ৩য় খন্ড, ৭৮ পৃষ্ঠা)

প্রচন্ড অন্ধকারাছন্ন ঘূর্ণিঝড় হলে বা দিনে প্রকটভাবে অন্ধকার হয়ে গেলে বা রাতে ভয়ঙ্কর ভাবে আলোকিত হলে বা লাগাতার প্রচণ্ড বৃষ্টি হলে বা অতিরিক্ত শিলাবৃষ্টি হলে বা আকাশ লাল হয়ে গেলে বা বজ্রপাত হলে বা অধিক পরিমাণে তারা খসে পড়লে বা কলেরা জাতীয় মহামারির বিস্তার হলে বা ভূমিকম্প হলে বা শত্রুর ভয় হলে বা অন্য কোন ভয়ঙ্কর বিষয় পরিলক্ষিত হলে এসব কিছুর জন্য দু'রাকাত নামায আদায় করা মুস্তাহাব।

(আলমগীরি, ১ম খন্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা । দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৮০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

তাওবার নামায

হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব, হাবীবে লবীব, রাসুলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যখন কোন বান্দা গুনাহ করে, অতঃপর অযু করে নামায আদায় করে এরপর ক্ষমা প্রার্থনা করে **আল্লাহ্ তাআলা** তার গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।” এরপর এ আয়াত পাঠ করলেন:

وَالَّذِيۡنَ اِذَا فَعَلُوۡا فَاحِشَةً اَوۡ ظَلَمُوۡۤا اَنۡفُسَهُمۡ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسۡتَغۡفَرُوۡا لِذُنُوۡبِهِمۡ ۖ وَمَنۡ يَّغۡفِرُ الذُّنُوۡبَ اِلَّا اللّٰهُ ۖ وَلَمۡ يُصِرُّوۡا عَلٰى مَا فَعَلُوۡا وَهُمۡ يَعۡلَمُوۡنَ ﴿۱۳۵﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং ঐসব লোক, যখন তাদের কেউ অশ্লীলতা কিংবা স্বীয় আত্মার প্রতি যুলুম করে তখন তারা **আল্লাহ্‌**কে স্মরণ করে আপন গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং **আল্লাহ্** ব্যতিত গুনাহ কে ক্ষমা করবে? আর তারা জেনে বুঝে নিজেদের কৃত অপরাধের প্রতি পুনঃ পুনঃ অগ্রসর হয় না।

(পারা: ৪, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ১৩৫)

(সুনানে তিরমিযী, ১ম খন্ড, ৪১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪০৬)

ইশার নামাযের পর দুই রাকাত নফল নামাযের সাওয়াব

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “যে ব্যক্তি ইশার নামাযের পর দু’রাকাত নামায আদায় করবে এবং প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর ১৫ বার সূরা ইখলাছ পাঠ করবে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার জন্য জান্নাতে এমন দুইটি অট্টালিকা তৈরী করবেন যা জান্নাতবাসীরা দেখবে।” (তাফসীর দুররে মনছুর, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৮১)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

আসরের সুন্নাতের ব্যাপারে দু'টি ফরমানে মুস্তফা ﷺ

(১) "যে ব্যক্তি আসরের নামাযের পূর্বে চার রাকাত নামায আদায় করবে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার শরীরকে আগুনের (জাহান্নামের) জন্য হারাম করে দিবেন।" (মু'জামুল কবীর লিত তাবারানী, ২৩তম খন্ড, ২৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬১১)

(২) "যে ব্যক্তি আসরের পূর্বে চার রাকাত (সুন্নাত) নামায আদায় করবে, তাকে আগুন স্পর্শ করবে না।" (মু'জামুল আউসাত লিত তাবারানী, ২/৭৭, হাদীস নং- ২৫৮০)

যোহরের শেষ দুই রাকাত নফল সম্বন্ধে কি বলব!

যোহরের পর চার রাকাত আদায় করা মুস্তাহাব। কেননা হাদীস শরীফে এসেছে: "যে ব্যক্তি যোহরের (ফরয নামাযের) পূর্বে চার রাকাত ও পরে চার রাকাত নামাযের যত্ন নিবে অর্থাৎ আদায় করবে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার জন্য আগুন হারাম করে দিবেন।" (সুনানে নসায়ী, ৩১০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৮১৩)

আল্লামা সৈয়দ তাহতাবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: জাহান্নামে প্রবেশ করবে না এবং তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে এবং তার উপর যে সমস্ত পাওনা (হক্কুল ইবাদ নষ্ট করার) থাকবে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার পাওনাদারকে তার উপর সন্তুষ্ট করে দিবেন অথবা এর অর্থ এই যে, এমন কাজ করার সামর্থ্য দান করবেন যাতে কোন শাস্তি না হয়। (হাশিয়ায়ে তাহতাবী, ১ম খন্ড, ২৮৪ পৃষ্ঠা)

আল্লামা শামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: তার জন্য সুসংবাদ হলো, সৌভাগ্যের সহিত তার ইন্তিকাল হবে ও সে জাহান্নামে যাবে না। (রদ্দুল মুখতার, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৪৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ যেখানে দশ রাকাত যোহরের নামায আদায় করা হয় সেখানে শেষে দু'রাকাত অতিরিক্ত নফল নামায আদায় করে বারবী শরীফের সাথে সম্পর্ক রেখে ১২ রাকাত আদায় করলে এতে আর কত দেরীই বা হবে! অটলতার সহিত দুই রাকাত নফল নামায আদায় করার নিয়্যত করে নিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

জান্নাত মায়ের পদতলে

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **নূরের পায়কর, সকল নবীদের সরওয়ার, উভয় জগতের তাজওয়ার, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "জান্নাত মায়ের পদতলে।" **(কানযুল উম্মাল, কিতাবুন নিকাহ, আল বাবুস সানী ফি বিররিল ওয়ালিদাইন, ১৬তম খন্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৫৪৩১)**

ইসলামের প্রকৃতি

ইসলামে 'লজ্জা'কে খুবই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যেমন- হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: "নিঃসন্দেহে প্রত্যেক ধর্মের একটি প্রকৃতি, স্বভাব (তথা উত্তম বৈশিষ্ট) রয়েছে, আর ইসলামের প্রকৃতি হচ্ছে 'লজ্জা'।" **(সুনানে ইবনে মাযাহ, ৪র্থ খন্ড, ৪৬০ পৃষ্ঠা, হদীস: ৪১৮১, দরুল মা'রিফাত, বৈরুত)** অর্থাৎ- প্রত্যেক উম্মতের কোন না কোন বিশেষ স্বভাব (বৈশিষ্ট) থাকে। যা অন্যান্য বৈশিষ্টের উপর প্রাধান্য পায়। আর ইসলামের ঐ স্বভাবটি হচ্ছে 'লজ্জা'।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ফয়যানে রোযা

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসূলে আমীন, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কিয়ামতের দিন **আল্লাহ্ তাআলা**র আরশ ছাড়া কোন ছায়া থাকবে না। তিন ব্যক্তি **আল্লাহ্ তাআলা**র আরশের ছায়ার নিচে থাকবে।" আরয করা হলো, **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তারা কারা? **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবূয়ত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "(১) ঐ ব্যক্তি, যে আমার উম্মতের কষ্ট দূর করবে। (২) আমার সুন্নাতকে জীবিতকারী, (৩) আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠকারী।" (আল্লামা সুয়ুতী প্রণীত আল বদরুল মুসাফিরাত ফি উমুরিল আখিরাত, ১৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৬৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নফল রোযার ইহকালীন ও পরকালীন উপকারীতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ফরয রোযা ছাড়াও নফল রোযার অভ্যাস করা চাই। কারণ, তাতে পরকালীন অগণিত উপকার রয়েছে। আর সাওয়াবতো এতো বেশি যে, মন চায় শুধু রোযাই রাখতে থাকি। আর পরকালীন উপকারীতাগুলো হচ্ছে অফুরন্ত সাওয়াব, ঈমানের হিফাযত, জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং জান্নাত অর্জন। ইহকালীন উপকার হচ্ছে:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

দিনের বেলায় পানাহারের সময় ও খরচাদি বেঁচে যাওয়া। রোযার মাধ্যমে পেট ঠিক থাকে এবং অনেক ধরনের রোগব্যাধি থেকে নিরাপদ থাকে। বস্তুতঃ সমস্ত উপকারীতার মূল হচ্ছে; এর দ্বারা **আল্লাহ্ তাআলা** সন্তুষ্ট হন।

নফল রোযার ফযীলত সম্বলিত ১১টি বর্ণনা

(১) জান্নাতের আশ্চার্য গাছ

হযরত সায়্যিদুনা কায়েস বিন যায়েদ জুহান্নী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি একটি নফল রোযা রাখে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার জন্য জান্নাতে একটা গাছ লাগাবেন, যার ফল আনারের চেয়ে ছোট এবং আপেল অপেক্ষা বড় হবে। সেটা (মৌচাক থেকে পৃথক না করা) মধুর মত মিষ্টি, আর স্বাদ হবে (মৌচাক থেকে পৃথককারী) খাঁটি মধুর মতো তৃপ্তিদায়ক হবে। **আল্লাহ্ তাআলা** কিয়ামতের দিন রোযাদারকে ওই গাছের ফল খাওয়াবেন।”

(আল মু'জামুল কবীর, ১৮তম খন্ড, ৩৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৯৩৫)

(২) দোযখ থেকে ৪০ বছরের দূরত্বে রাখবেন

আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি সাওয়াবের আশায় একটা নফল রোযা রাখলো, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে দোযখ থেকে ৪০ বছরের দূরত্বে রাখবেন।”

(কানযুল উম্মাল, ৮ম খন্ড, ২৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৪১৪৮)

(৩) জাহান্নাম থেকে ৫০ বছরের দূরত্বে রাখবেন

মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, “যে ব্যক্তি **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির জন্য একটি নফল রোযা রাখে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার ও দোযখের মধ্যে (একটি দ্রুত গতি সম্পন্ন যানের) পঞ্চাশ বছরের দূরত্বের ব্যবধান রাখবেন।” (কানযুল উম্মাল, ৮ম খন্ড, ২৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৪১৪৯)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

(৪) পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণের চেয়েও বেশি সাওয়াব

প্রিয় রাসূল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসূলে মাকবুল, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যদি কেউ একদিন নফল রোযা রাখে, আর পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণ তাকে দেয়া হয়, তবুও এর সাওয়াব পূর্ণ হবে না। তার সাওয়াবতো কিয়ামতের দিনই পাওয়া যাবে।"

(মুসনাদে আবু ইয়ালা, ৫ম খন্ড, ৩৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬১০৪)

(৫) জাহান্নাম থেকে অনেক বেশি দূরে

হযরত সায়্যিদুনা উতবা ইবনে আবদে সুলামী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি **আল্লাহ্ তাআলার** রাস্তায় (অর্থাৎ সন্তুষ্টির জন্য) একদিনের ফরয রোযা রাখলো, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে জাহান্নাম থেকে এতো দূরে রাখবেন, যতো দূরত্ব সাত জমীন ও আসমানের মধ্যবর্তীতে রয়েছে। আর যে ব্যক্তি একটি নফল রোযা রাখলো তাকে **আল্লাহ্ তাআলা** জাহান্নাম থেকে এত দূরে রাখবেন যতটুকু দূরত্ব জমীন ও আসমানের মধ্যবর্তীতে রয়েছে।" (মু'জামুল কবীর, ১৭তম খন্ড, ১২০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৯৫)

(৬) একটি রোযা রাখার ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির জন্য একটি রোযা রাখে **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে জাহান্নাম থেকে এতটুকু দূরে সরিয়ে রাখেন যে, একটি কাক শিশুকাল থেকে বৃদ্ধ হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত সর্বদা উড়তে উড়তে যতদুর যেতে পারবে, ততদূরে।" (মসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৩য় খন্ড, ৬১৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১০৮১০)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

(৭) উত্তম আমল

হযরত সায়্যিদুনা আবু উমামা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বর্ণনা করেন: "আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! আমাকে কোন একটি আমল সম্পর্কে বলুন। **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "রোযা রাখো, কেননা এর মতো অন্য কোন আমল নেই।" আমি পুনরায় আরয করলাম: আমাকে কোন আমলের কথা বলুন। তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "রোযা রাখো। কেননা, এর মতো কোন আমল নেই।" আমি পুনরায় আরয করলাম: আমাকে কোন আমলের কথা বলুন। **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "রোযা রাখো। কেননা, এর কোন তুলনা নেই।" (নাসায়ী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা)

(৮) রোযা রাখো সুস্থ হয়ে যাবে

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "জিহাদ করো, তবে নিজেই যিম্মাদার হয়ে যাবে। রোযা রাখো, তবে সুস্থ হয়ে যাবে, সফর করো, তবে সম্পদশালী হয়ে যাবে।" (আল মুজামূল আউসাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৪৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮৩১২)

(৯) স্বর্ণের দস্তরখানা

হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: "রোযাদারদের প্রত্যেকটি চুল তার জন্য তাসবিহ পড়ে। কিয়ামতের দিন আরশের নিচে রোযাদারদের জন্য মুক্তা ও অতি মূল্যবান পাথরের খচিত স্বর্ণের এমন দস্তরখানা বিছানো হবে যার পরিধি দুনিয়ার সমতুল্য হবে। এর উপর বিভিন্ন প্রকারের জান্নাতি খাবার, পানীয় ও ফল মূল থাকবে, তারা পানাহার করতে থাকবে, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে অথচ তখন বাকী লোকেরা কঠিন হিসাবের মুখোমুখি হবে।

(আল ফিরদৌস বিমাসুরীল খাত্তাব, ৫ম খন্ড, ৪৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮৮৫৩)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

(১০) হাঁড় সমূহ তাসবীহ পাঠ করে

হযরত সায়্যিদুনা বুরায়দা رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **মদীনার তাজদার, রহমতের ভান্ডার, রাসূলদের সরদার** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে ইরশাদ করলেন: "হে বিলাল! আসো, নাস্তা করি।" তখন (হযরত সায়্যিদুনা) বিলাল رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ আরয করলেন: "আমি রোযাদার! তখন **নবী করীম, রঊফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আমরা নিজেদের রিযিক খাচ্ছি আর বিলাল (رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ) এর রিযিক জান্নাতে বৃদ্ধি পাচ্ছে।" অতঃপর তিনি আরো ইরশাদ করলেন: "হে বিলাল! তুমি কি জানো যতক্ষণ পর্যন্ত রোযাদারের সামনে খাবার খাওয়া হয় ততক্ষণ ঐ রোযাদারদের হাঁড়গুলো তাসবীহ পাঠ করে এবং ফেরেশতারা তার জন্য গুনাহ ক্ষমা চাইতে থাকে।" (সুনানে ইবনে মাযাহ, ২য় খন্ড, ৩৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭৪৯)

(১১) রোযা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করার ফযীলত

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا থেকে বর্ণিত; **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, শফিয়ে উম্মত** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) রোযা রাখা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, **আল্লাহ্ তাআলা** কিয়ামত পর্যন্ত তার আমলনামায় রোযার সাওয়াব লিখে দেন।" (আল ফেরদৌস বিমাসুরিল খাত্তাব, ৩য় খন্ড, ৫০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৫৫৭)

নেক কাজ করার সময় মৃত্যুবরণ করার সৌভাগ্য

سُبْحٰنَ اللہ عَزَّوَجَلَّ! সৌভাগ্যবান হচ্ছে ওই মুসলমান, যার মৃত্যু রোযা রাখা অবস্থায় হয়েছে; বরং যে কোন নেক কাজরত অবস্থায় মৃত্যু আসা অত্যন্ত ভাল লক্ষণ। যেমন- অযু সহকারে অথবা নামাযরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা, মদীনার দিকে সফরকালে, বরং মদীনায়ে মুনাওয়ারায় রূহ কবজ হওয়া,

www.dawateislami.net

হজ্ব পালনকালে মক্কায়ে মুকাররমা, মিনা, মুযদালিফা কিংবা আরাফাত শরীফে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা, **দা’ওয়াতে ইসলামী**র ‘সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফরের মধ্যে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়া-এ সবই এমন মহা সৌভাগ্য যে, যেগুলো শুধু সৌভাগ্যবান লোকেরাই লাভ করে থাকে। এ প্রসঙ্গে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত সায়্যিদুনা খায়সামা رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡهُ বলেন: “সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এ কথাই পছন্দ করতেন যে, কোন লোকের ইন্তিকাল কোন ভালো কাজ, যেমন- হজ্ব, ওমরা, জিহাদ ও রমযানের রোযা ইত্যাদির পরে হোক।”

কালু চাচার ঈমান তাজাকারী মৃত্যু

ভাল ও উত্তম কাজ করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করার সৌভাগ্য ভাগ্যবানদেরই অংশ হয়ে থাকে। এই বিষয়ের ধারাবাহিকতায় তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা’ওয়াতে ইসলামী**র সম্মিলিত ইতিকাফের একটি মাদানী বাহার শুনুন এবং সারা জীবন **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকার দৃঢ় নিয়্যত করে নিন। যেমন- মদীনাতুল আউলিয়া আহমদাবাদ গুজরাট, ভারত এর কালু চাচা (প্রায় ৬০ বছর বয়স্ক) ১৪২৫ হিজরি মোতাবেক ২০০৪ সালের রমজানুল মোবারকের শেষ ১০ দিনে শাহী মসজিদে (শাহ্আলম আহমদাবাদ শরীফ) অনুষ্ঠিত তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা’ওয়াতে ইসলামী**র ইজতিমায়ী ইতিকাফে ইতিকাফকারী হয়ে গেলেন। তিনি আগে থেকেই **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন কিন্তু আশিকানে রাসূলের সাথে ইতিকাফে এই প্রথমবারই অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। ইতিকাফে অনেক কিছু শিখার সুযোগ হলো এবং সাথে সাথে **দা’ওয়াতে ইসলামী**র ৭২টি মাদানী ইনআমাত থেকে প্রথম কাতারে নামায আদায়ের উৎসাহ বৃদ্ধিকারী ২য় মাদানী ইনআম এর উপর আমল করার যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করলো।

www.dawateislami.net

তাই তিনি প্রথম কাতারে নামায আদায়ের অভ্যাস করে নিলেন। ২রা শাওয়াল তথা ঈদুল ফিতরের ২য় দিন ৩ দিনের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করলেন। মাদানী কাফেলা থেকে ফিরে আসার ৫/৬ দিন পর তথা ২০০৪ সাল মোতাবেক ১৪২৫ হিজরীর ১১ই শাওয়াল তারিখে কোন কাজে বাজারে গেলেন। ব্যস্ততাও ছিলো, কিন্তু (বাজার থেকে ফিরতে) দেরী হয়ে গেলে প্রথম কাতার না পাওয়ার সম্ভাবনায় চিন্তিত ছিলেন। এজন্য সব কাজ ছেড়ে মসজিদের দিকে রওয়ানা দিল এবং আযানের পূর্বেই মসজিদে পৌঁছে গেলেন। অজু করে যখনই নামাযে দাঁড়ালেন সাথে সাথে পড়ে গেলেন। কলেমা শরীফ ও দরূদ শরীফ পড়তে পড়তে তার রূহ দেহ থেকে বের হয়ে যায়।

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! ইজতিমায়ী ইতিকাফের বরকতে মাদানী ইনআমাতের ২য় মাদানী ইনআম “প্রথম কাতারে নামায আদায়ের” আগ্রহ চাচাকে ইন্তিকালের সময় বাজারের অলসতায় ভরা আঙ্গিনা থেকে উঠিয়ে মসজিদের রহমতে ভরা আঙ্গিনায় পৌঁছে দিলো। আর কি সৌভাগ্য যে, শেষ সময়ে কলেমা শরীফ ও দরূদে পাক পড়ার সুযোগ হলো। سُبْحٰنَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ! ইন্তিকালের সময় যে ব্যক্তির কলেমা শরীফ পড়ার সৌভাগ্য হবে কবর ও হাশরে তার তরী পার হয়ে যাবে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ। যেমন- **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির শেষ বাক্য لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” (আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ২৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩১১৬) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের আরো কিছু বরকতের কথা শুনুন। যেমন কালু চাচার ইন্তিকালের কিছুদিন পর তার সন্তানদের কেউ স্বপ্নে দেখল যে, মরহুম কালু চাচা সাদা পোশাক ও মাথায় সবুজ পাগড়ী শরীফের তাজ পরিধান করে মুচকি হেসে হেসে বলছেন: “বৎস! **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ-কর্মে লেগে থাকো। কেননা, এই মাদানী পরিবেশের বরকতে আমার উপর দয়া হয়েছে।

www.dawateislami.net

মওত ফজলে খোদা ছে হো ঈমান পর, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ।
রব্ব কি রহ্মত ছে পাওগে জান্নাত মে ঘর, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখার ফযীলত

প্রত্যেক মাদানী মাসে (আরবী মাসে) কমপক্ষে তিনটি রোযা প্রত্যেক ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনের রাখা উচিত। এর অগণিত ইহকালীন ও পরকালীন উপকারীতা ও ফযীলত রয়েছে। উত্তম হলো; এই রোযাগুলো ‘আইয়্যামে বীয’ অর্থাৎ প্রত্যেক চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রাখা।

আইয়ামে বীযের রোযা সম্পর্কিত ৮টি বর্ণনা

(১) উম্মুল মু’মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা হাফসা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا থেকে বর্ণিত; **ছরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভান্ডার, রাসূলদের সরদার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চারটা জিনিস ছাড়তেন না: (১) আশুরা, (২) যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশদিন, (৩) প্রতি মাসে তিনদিনের রোযা এবং (৪) ফযরের ফরয নামাযের পূর্বে দু’রাকাত সুন্নাত নামায”। (সুনানে নাসায়ী, ৪র্থ খন্ড, ২২০ পৃষ্ঠা)

(২) হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ‘আইয়ামে বীয’-এর রোযা সফর অবস্থায় হোক বা সফর ছাড়া হোক তা বাদ দিতেন না।”

(সুনানে নাসায়ী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ১৯৮ পৃষ্ঠা)

(৩) উম্মুল মু’মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا বর্ণনা করেন: **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক মাসের মধ্যে শনি, রবি, সোমবার অন্য মাসের মধ্যে মঙ্গল বুধ ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন।”

(তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৪৬)

www.dawateislami.net

(৪) হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন আবু আস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি **খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, জনাবে সাদিক ও আমীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: “যেমনিভাবে তোমাদের মধ্যে কারো নিকট যুদ্ধে শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য ঢাল থাকে তেমনিভাবে জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য রোযা হচ্ছে তোমাদের জন্য ঢাল স্বরূপ। আর প্রতি মাসে ৩দিন রোযা রাখা সর্বোত্তম রোযা।” (ইবনে খুযাইমা, ৩য় খন্ড, ৩০১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২১২৫)

(৫) “প্রতি মাসে তিন দিনের রোযা এমন, যেমন- সারা বছরের (সার্বক্ষণিক) রোযা।” (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৪৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৯৭৫)

(৬) “রমযানের রোযা এবং প্রতি মাসে তিন দিনের রোযা বুকের সমস্যা দূর করে দেয়।” (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৯ম খন্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৩১৩২)

(৭) “যার দ্বারা সম্ভব হয় প্রতি মাসে তিন দিন রোযা পালন করবে। কারণ, প্রতিটি রোযা দশটি গুনাহ নিশ্চিহ্ন করে দেয়। আর গুনাহ থেকে তেমনভাবে পবিত্র করে দেয়, যেমন পানি কাপড়কে পবিত্র করে।”

(তাবারানী ফিল মু'জামিল কবীর, ২৫তম খন্ড, ৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬০)

(৮) “যখন মাসে তিনটি রোযা রাখবে, তখন ১৩, ১৪ ১৫ তারিখে রাখবে।”

(সুনানে নাসায়ী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ২২১ পৃষ্ঠা)

সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা সম্পর্কিত ৫টি বর্ণনা

(১) হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “সোমবার ও বৃহস্পতিবার আমল সমূহ পেশ করা হয়, তাই আমি পছন্দ করি যে, আমার আমলগুলো তখনই পেশ করা হোক, যখন আমি রোযাদার অবস্থায় থাকি।”

(সুনানে তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭৪৭)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

(২) **রহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসূলে আমীন, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পবিত্র সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। এ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তদুত্তরে, **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবূয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত, শফিয়ে উম্মত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "ঐ উভয় দিনে **আল্লাহ্ তাআলা** প্রতিটি মুসলমানের মাগফিরাত করেন; কিন্তু ওই দু' ব্যক্তি ব্যতিত যারা পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। তাদের সম্পর্কে ফেরেশতাদেরকে বলেন: তাদেরকে ছেড়ে দাও, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পরস্পর মীমাংসা না করে।"

(সুনানে ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭৪০)

(৩) উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বলেন: **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযার বিশেষ গুরুত্ব দিতেন।" (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৪৫)

(৪) হযরত সায়্যিদুনা আবু কাতাদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: **মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সোমবার রোযা রাখার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে ইরশাদ করেন: "এদিনে আমার (বেলাদত শরীফ) শুভাগমণ হয়েছে, এদিনে আমার প্রতি (সর্বপ্রথম) ওহী নাযিল হয়েছে।" (সহীহ মুসলিম শরীফ, ৫৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৬২)

(৫) হযরত সায়্যিদুনা উসামা বিন যায়েদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا এর গোলাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "হযরত সায়্যিদুনা উসামা বিন যায়েদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا সফররত অবস্থায় ও সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা বাদ দিতেন না। আমি তাঁর দরবারে আরয করলাম: "কি ব্যাপার, আপনি এ বৃদ্ধ অবস্থায়ও সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখছেন?" তিনি বললেন: "**প্রিয় রাসূল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসূলে মাকবুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন।

www.dawateislami.net

আমি আরয করলাম: হে **আল্লাহ্‌র রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! এর কারণ কি আপনি সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখছেন?" তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "মানুষের আমলগুলো সোমবার ও বৃহস্পতিবার **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট পেশ করা হয়।"

(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮৫৯)

বিদ্বেষের সংজ্ঞা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ বরকতময় হাদীসগুলো থেকে বুঝা গেলো যে, সোমবার ও বৃহস্পতিবার **আল্লাহ্ তাআলার** মহান দরবারে বান্দার আমল সমূহ পেশ করা হয় আর ঐ উভয় দিনে **আল্লাহ্ তাআলা** আপন দয়ায় মুসলমানদের ক্ষমা করে দেন। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে কোন দুনিয়াবী কারণে সম্পর্ক ছিন্নকারীদের ক্ষমা করেন না। বাস্তবে এটা খুবই দুশ্চিন্তার বিষয়। বর্তমানে খুবই কম সংখ্যক মানুষ পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ পোষণ করা থেকে পবিত্র। অন্তরের লুকানো শত্রুতাকে বিদ্বেষ বলে। তাই আমাদের উচিত ভালো করে চিন্তাভাবনা করে যে যে মুসলমানদের অন্তরে বিদ্বেষ স্থান পেয়েছে, তা অন্তর থেকে দুর করে দেয়া। বিশেষ করে যদি বংশীয়, গোত্রীয় ঝগড়া-বিবাদ থাকে নিজেই এগিয়ে গিয়ে সমাধানের পথ বের করা। নিষ্ঠার সাথে পূর্ণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যদি কেউ অকৃতকার্য হয়, তবে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। মোটকথা, যে কোন অবস্থাতেই পবিত্র সোমবার ও বৃহস্পতিবার **নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রোযা রাখতেন। পবিত্র সোমবার রোযা রাখার একটা কারণ নিজের বেলাদত শরীফ ও বলেছেন। আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেনো প্রতি সোমবার শরীফ রোযা রেখে নিজের 'শুভাগমণের দিন' উদযাপন করতেন!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

বুধ ও বৃহস্পতিবারের রোযার ৩টি ফযীলত

(১) হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত; **আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় রাসূল, মা আমিনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসূলে মাকবুল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি বুধবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখে, তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি লিখে দেয়া হয়।"

(আবু ইয়ালা, ৫ম খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৬১০)

(২) হযরত সায়্যিদুনা মুসলিম বিন ওবায়দুল্লাহ কারাশী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ তাঁর সম্মানিত পিতা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মহান দরবারে হয়তো নিজে আরয করেছেন, নতুবা অন্য কেউ আরয করেছেন: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি কি সব সময় রোযা রাখবো?" **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কোন জবাব দিলেন না। পুনরায় আরয করলেন। এবারও কোন জবাব দিলেন না। তৃতীয়বার আরয করলো: তখন ইরশাদ করলেন: "রোযা সম্পর্কে কে প্রশ্ন করেছে?" আরয করলো: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি। **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তার উত্তরে ইরশাদ করলেন: "নিশ্চয় তোমার উপর তোমার পরিবারের প্রতি কর্তব্য (হক) রয়েছে। তুমি রমযান ও এর পরবর্তী মাসে (শাওয়াল) এবং প্রত্যেক বুধ ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখো! যদি তুমি এভাবে রোযা রাখো, তাহলে যেনো তুমি সব সময় রোযা রেখেছো।"

(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮৬৮)

(৩) যে (ব্যক্তি) রমযান, শাওয়াল, বুধ ও বৃহস্পতিবারের রোযা রাখে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আস-সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী, ২য় খন্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৭৭৮)

www.dawateislami.net

বৃহস্পতি ও শুক্রবারের রোযার ৩টি ফযীলত

(১) হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; **নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি বুধ, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার রোযা পালন করে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার জন্য জান্নাতে এমন একটি ঘর তৈরী করবেন, যার বাইরের অংশ ভিতর থেকে দেখা যাবে আর ভিতরের অংশ বাইরে থেকে দেখা যাবে। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৩য় খন্ড, ৪৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫২০৪)

(২) হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **আল্লাহ্ তাআলা** তার জন্য (অর্থাৎ: বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার রোযা পালনকারীর জন্য) জান্নাতে মণি-মুক্তা, পদ্মরাগ ও পান্না দ্বারা মহল তৈরী করবেন। আর তার জন্য দোযখ থেকে মুক্তি লিখে দেয়া হবে।" (শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮৭৩)

(৩) হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; "যে (ব্যক্তি) এ তিন দিনের রোযা পালন করে, তারপর শুক্রবার দিনে কম অথবা বেশি সদকা করে, তাহলে সে যেসব গুনাহ করেছে, তা ক্ষমা করে দেয়া হয়। আর এমন (পবিত্র) হয়ে যাবে, যেন ওই দিন সে মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। অর্থাৎ নিষ্পাপ হয়ে যাবে।" (মুজামুল কবীর, ১২তম খন্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৩৩০৮)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

জুমার রোযা সম্পর্কিত ৫টি ফযীলত

(১) **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) শুক্রবার দিন রোযা রেখেছে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে আখিরাতের দশ দিনের সমান সাওয়াব দান করবেন। আর সেগুলোর সংখ্যা দুনিয়ার দিনগুলোর মতো নয়।" (শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩৯৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮৬২)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

কিন্তু শুধুমাত্র শুক্রবারে একটি মাত্র রোযা রাখবেন না। এর সাথে বৃহস্পতিবার কিংবা শনিবারকে মিলিয়ে নিবেন। (শুধু জুমার দিনের রোযা পালন করার নিষেধ সম্বলিত বর্ণনা সামনে আসছে।)

(২) হযরত সায়্যিদুনা আবু উমামা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি জুমা আদায় করলো (অর্থাৎ জুমার নামায সম্পন্ন করলো) এবং এদিনের রোযা রাখলো, রোগীর দেখাশুনা করলো ও জানাযার সাথে চললো এবং বিবাহের সাক্ষ্য দিলো, তাহলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(মুজামুল কবীর, ৮ম খন্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৪৮৪)

(৩) হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে রোযা অবস্থায় শুক্রবার দিনের ভোর করলো, রোগীর সেবা করলো, জানাযার সাথে চললো (জানাযা পড়লো) এবং সদকা করলো, সে নিজের জন্য জান্নাতকে ওয়াজীব করে নিলো।" **(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮৬৪)**

(৪) হযরত সায়্যিদুনা জাবির বিন আবদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসূলে আমীন, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন রোযা রেখেছে, রোগীর দেখাশুনা করেছে ও সেবা করেছে, মিসকীনকে আহার করিয়েছে এবং জানাযার সাথে চলেছে, তাকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত গুনাহ স্পর্শ করবে না।"

(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৩৮৬৫)

(৫) হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবূয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জুমার রোযা খুব কমই ছেড়ে দিতেন।" **(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮৬৫)**

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেভাবে আশুরার রোযার পূর্বে কিংবা পরে আরো একটা রোযা রাখতে হয়, অনুরূপভাবে জুমাতেও রাখতে হয়। কেননা, বিশেষভাবে জুমার একটি মাত্র রোযা, কিংবা শুধু শনিবারের রোযা রাখা 'মাকরূহে তানযিহী'। অবশ্য, যদি কোন বিশেষ তারিখে জুমা কিংবা শনিবার এসে যায়, তাহলে মাকরূহ নয়। উদাহরণস্বরূপ ১৫ই শা'বানুল মুআয্যম, (শবে বরাত), ২৭শে রজবুল মুরাজ্জাব (শবে মেরাজ) ইত্যাদি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রোযার নিষেধাজ্ঞার ৩টি বর্ণনা

(১) হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: "তোমাদের মধ্যে কেউ যেনো কখনো শুধু জুমার রোযা না রাখে, বরং এর আগে কিংবা পরে একদিনের রোযা মিলিয়ে নেয়।" (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৯৮৫)

(২) হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ **খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "রাত গুলো থেকে জুমার রাতকে জাগ্রত থেকে ইবাদত করার জন্য নির্দিষ্ট করে নিওনা, আর দিনগুলোর মধ্যে শুধু জুমার দিনকে রোযার জন্য নির্দিষ্ট করে নিওনা। কিন্তু তোমরা (ওই দিনে) এমন রোযা পালনরত থাকো, যা তোমাদের পালনই করতে হবে, (তাহলে কোন ক্ষতি নেই।) (সহীহ মুসলিম, ৫৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং - ১১৪৪)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

(৩) হযরত সায়্যিদুনা আমের ইবনে লুদায়ন আশআরী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, আমি **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: “জুমার দিন তোমাদের জন্য ঈদ। শুধু এ দিনে রোযা রেখো না। বরং আগে কিংবা পরের দিন মিলিয়ে রোযা রাখবে।”

(আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ২য় খন্ড, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১)

উপরোক্ত হাদীস শরীফ থেকে জানা গেলো, শুধু জুমার (একদিন) রোযা রাখা উচিত নয়। অবশ্য, যদি কোন বিশেষ কারণ হয় যেমন ২৭শে রজবুল মুরাজ্জাব (শবে মেরাজ শরীফ) জুমার দিনে হয়ে গেছে, তাহলে রোযা রাখলে ক্ষতি নেই।

শনি ও রবিবারের রোযা

হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে সালামা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا থেকে বর্ণিত, **মদীনার তাজদার, রহমতের ভান্ডার, রাসূলদের সরদার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم শনি ও রবিবার রোযা রাখতেন। আর বলতেন, “এ দু’টি দিন (শনি ও রবিবার) মুশরিকদের ঈদের দিন। আর আমি চাচ্ছি তাদের বিরোধীতা করতে।”

(ইবনে খুযাইমা, ৩য় খন্ড, ৩১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২১৬৭)

শুধু শনিবার (একদিন) রোযা রাখা নিষেধ। যেমন হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে বুসর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ আপন বোন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا থেকে বর্ণনা করেছেন, **প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: শুধুমাত্র শনিবারের রোযা, ফরয রোযা ব্যতীত রেখো না।” হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বলেন: “এটি হাদীস ‘হাসান’। আর এখানে নিষেধ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে: কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র শনিবারের রোযাকে নির্দিষ্ট করে নেয়াই নিষিদ্ধ। কারণ ইহুদীরা ওই দিনের প্রতি সম্মান দেখায়। **(সুনানে তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৪৪)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” **(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)**

নফল রোযার ১২টি মাদানী ফুল

(১) মা-বাবা যদি সন্তানকে নফল রোযা রাখতে এজন্য নিষেধ করে যে, রোগাক্রান্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে, তবে মা-বাবার কথা মানবে।

(রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪৭৮ পৃষ্ঠা)

(২) স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী নফল রোযা রাখতে পারবে না।

(দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪৭৭ পৃষ্ঠা)

(৩) নফল রোযা স্বেচ্ছায় শুরু করলে তা পরিপূর্ণ করা ওয়াজীব। যদি ভাঙ্গে তবে কাযা ওয়াজীব হবে। **(দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪৭৩ পৃষ্ঠা)**

(৪) নফল রোযা ইচ্ছাকৃত ভাঙ্গেনি, বরং অনিচ্ছা সত্ত্বে ভেঙ্গে গেছে; যেমন মহিলাদের রোযা পালনরত অবস্থায় ‘হায়েয’ (ঋতুস্রাব) শুরু হয়ে গেলে। তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে; কিন্তু কাযা ওয়াজীব। **(দুররে মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪১২ পৃষ্ঠা)**

(৫) নফল রোযা বিনা কারণে (ওযর ব্যতীত) ভাঙ্গা নাজায়িয। মেহমানের সাথে যদি মেযবান আহার না করে তবে মেহমান নারায হয়ে যায়, অথবা মেহমান যদি খাবার না খায় তবে মেযবানের কষ্ট হবে, তাহলে নফল রোযা ভাঙ্গার জন্য ওই অবস্থাগুলোকে ওযর হিসেবে গণ্য করা যাবে; তবে এ শর্তে যে, তার এ নিশ্চিত বিশ্বাস আছে, সে তা কাযা আদায় করে নিবে। এতে এ শর্তও আছে যে, তা ‘দ্বাহওয়ায়ে কুবরা’ (দ্বীপ্রহর) এর পূর্বে ভাঙ্গতে পারবে; পরে ভাঙ্গা যাবে না। **(দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪৭৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) পিতামাতার অসন্তুষ্টির কারণে আসরের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত রোযা ভাঙ্গতে পারবে; আসরের পরে পারবে না। **(দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৭) যদি কোন ইসলামী ভাই দা’ওয়াত করলো, তাহলে ‘দ্বাহওয়ায়ে কুবরা’ এর পূর্ব পর্যন্ত নফল রোযা ভাঙ্গতে পারবে; কিন্তু কাযা করা ওয়াজীব।

(দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪৭৭ পৃষ্ঠা)

(৮) এভাবে নিয়্যত করেছে যে, ‘কোথাও দা’ওয়াত হলে রোযা রাখবোনা, আর দা’ওয়াত না হলে রোযা।’ এ ধরণের নিয়্যত শুদ্ধ নয়। এ অবস্থায় সে রোযাদার না। **(আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

(৯) চাকর কিংবা কর্মচারী নফল রোযা রেখে যদি কাজ পুরোপুরি করতে না পারেন, তাহলে যে তাকে চাকুরী কিংবা কর্মচারী হিসেবে রেখেছে তার অনুমতি জরুরী। আর যদি কাজ পূর্ণভাবে করতে পারে, তবে অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪৭৮ পৃষ্ঠা)

(১০) হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام একদিন পর একদিন রোযা রাখতেন। এ ধরনের রোযা রাখাকে ‘সাওমে দাউদী’ বলা হয়। আমাদের জন্যও এটা উত্তম। যেমন- **নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “উত্তম রোযা হচ্ছে-আমার ভাই দাউদ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর রোযা; তিনি একদিন রোযা রাখতেন, একদিন ছেড়ে দিতেন এবং শত্রুর মোকাবেলা থেকে পলায়ন করতেন না।”

(সুনানে তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৭০)

(১১) হযরত সায়্যিদুনা সোলাইমান عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام মাসের শুরুতে তিনদিন, মধ্যভাগে তিনদিন, শেষভাগে তিনদিন রোযা রাখতেন। আর এভাবে মাসের শুরু, মধ্যবর্তী ও শেষ দিকের দিন গুলোতে রোযাদার থাকতেন। (কানযুল উম্মাল, ৮ম খন্ড, ৩০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং - ২৪৬২৪)

(১২) গোটা বছর রোযা রাখা ‘মাকরূহে তানযিহী’। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৩৩৭ পৃষ্ঠা)

হে আল্লাহ্! আমাদেরকে আমাদের জীবদ্দশায়, সুস্বাস্থ্য ও সময় সুযোগে অতিরিক্ত সুযোগ হিসেবে খুব বেশি পরিমাণ নফল রোযা রাখার সৌভাগ্য দান করো! তা কবুল করে নাও! আর আমাদের এবং **মদীনার তাজদার, রাসূলদের সরদার, হুযুর** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সমস্ত উম্মতের মাগফিরাত করে দাও।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

বরকতময় মাস

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **শফীউল মুজনাবীন, রাহমাতুল্লীল আলামিন, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “مَن صَلّٰى عَلَيَّ حِيْنَ يُصْبِحُ عَشْرًا وَحِيْنَ يُمْسِيْ عَشْرًا اَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ; অনুবাদ: যে ব্যক্তি আমার উপর সকালে দশবার সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করলো, কিয়ামতের দিন সে আমার সুপারিশ লাভ করবে।”

(মাজমুউয যাওয়ায়িদ, ১০ম খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৭০২২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মুহাররামুল হারাম

ইসলামী বছর মুহার্‌রম মাস দ্বারা শুরু হয়। এটা অনেক মহত্বপূর্ণ ও বরকতময় মাস, যেটা আমাদেরকে ধৈর্য্য ও ত্যাগের শিক্ষা দেয়। এই মোবরক মাসে ইবাদত করা ও রোযা রাখার ব্যাপারে অসংখ্য ফযীলতের কথা বর্ণিত রয়েছে। এছাড়াও এই মাসেই আশুরার দিন, যা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত।

www.dawateislami.net

রমযানের পর উত্তম রোযা

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **ছরকারে নামদার, মদীনার তাজেদার, রাসুলদের সরদার** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "রমযানের রোযার পর মুহাররমের রোযা উত্তম। আর ফরয নামাযের পর 'সালাতুল লায়ল' হচ্ছে উত্তম নামায (অর্থাৎ রাতের নফল নামায)।"

(সহীহ মুসলিম, ৫৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৬৩)

এক মাসের রোযার সমান

প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ্ صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "মুহাররমের প্রতিদিনের রোযা এক মাসের রোযার সমান।"

(আল মু'জামুস সগীর লিত তাবারানী, ২য় খন্ড, ৭১ পৃষ্ঠা)

আশুরার দিন সংগঠিত ২৫টি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

(১) ১০ই মুহাররামুল হারাম আশুরার দিন হযরত সায়্যিদুনা আদম সফিয়্যুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর তাওবা কবুল করা হয়েছে। (২) এই দিন তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে, (৩) এই দিন তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছিলো (৪) এই দিন আরশ, (৫) কুরছী (৬) আসমান, (৭) জমিন, (৮) সূর্য (৯) চন্দ্র (১০) তারকা এবং (১১) জান্নাত সৃষ্টি করা হয়েছে, (১২) এই দিন হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে সৃষ্টি করা হয়েছে, (১৩) এই দিন ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام আগুন থেকে মুক্তি পেয়েছেন (১৪) এই দিন হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলিমুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ও তাঁর উম্মতগণ মুক্তি পায় আর ফিরআউন নিজ গোত্রসহ নীলনদে ডুবে যায় (১৫) এই দিন হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে সৃষ্টি করা হয়। (১৬) এই দিনই ঈসা عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে আসমানের দিকে উঠিয়ে নেয়া হয়।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

(১৭) এই দিন হযরত সায়্যিদুনা নুহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর কিশতি জুদী পাহাড়ে গিয়ে থামে। (১৮) এই দিন হযরত সায়্যিদুনা সোলাইমান عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কে বিশাল রাজত্ব দান করা হয়। (১৯) এই দিন হযরত সায়্যিদুনা ইউনুছ عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কে মাছের পেট থেকে বের করা হয়। (২০) এই দিন হযরত সায়্যিদুনা ইয়াকুব عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর দৃষ্টিশক্তির দূর্বলতা দূরীভুত হয়। (২১) এই দিন হযরত সায়্যিদুনা ইউছুফ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কে গভীর কূপ থেকে বের করা হয়। (২২) এই দিন হযরত সায়্যিদুনা আইয়ুব عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর রোগ থেকে মুক্তি দেয়া হয়, (২৩) এই দিনই আসমান থেকে জমিনে সর্বপ্রথম বৃষ্টি হয়। (২৪) এই দিনের রোজা উম্মতগণের নিকট প্রসিদ্ধ ছিলো এমনকি এই কথাও বলা হয়েছে যে, এই দিনের রোজা রমযানের রোযার পূর্বে ফরয ছিলো পরে তা রহিত করা হয়েছে। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ৬৫০ পৃষ্ঠা) (২৫) ইমামে আলী মকাম, ইমামে আরশে মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁর আত্মীয় স্বজন সহ ৩ দিন ক্ষুধার্ত রাখার পর এই আশুরার দিনে কারবালার জমিনে অবর্ণনীয় নিষ্ঠুরতার মাধ্যমে শহীদ করা হয়।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

আশুরার দিন আপন পরিবার ও পরিজনের জন্য খরচ করার বরকত

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন; **নূরের পায়কর, সকল নবীদের সরওয়ার, দো-জাহানের তাজোয়ার, সুলতানে বাহরোবার, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আশুরার দিন নিজের সন্তান সন্তুতির পানাহারের জন্য খুব বেশি ব্যয় করবে তথা বেশি পরিমানে খাবার দাবার তৈরী করে খুব পেট ভরে খাওয়াবে, তবে **আল্লাহ্ তাআলা** সারা বছর তার রিযিকে প্রশস্থতা ও বরকত দান করবেন।”

(মাসাবাতা বিস্‌সুন্নাহ, শাহরুল মুহাররাম, ১৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

সারা বছর রোগ থেকে হিফাযত

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হাকীমূল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা বলেন করেন: "মুহাররম মাসের ৯ম ও ১০ম তারিখ রোযা রাখলে অনেক বেশি সাওয়াব পাওয়া যায়। সন্তান-সন্ততির জন্য ১০ই মুহাররম যদি ভাল ভাল খাবার রান্না করা হয়, তাহলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلّ সারা বছর ঘরে বরকত থাকবে। উত্তম হচ্ছে, খিচুড়ী রান্না করে হযরত সায়্যিদুনা শহীদে কারবালা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর নামে ফাতিহা দেয়া হয় তবে তা পরীক্ষিত। ঐ তারিখে অর্থাৎ ১০ই মুহাররমে যদি গোসল করা হয় তবে সারা বছর اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلّ রোগ-ব্যাধি থেকে নিরাপদ থাকবে। কেননা, এইদিন সমস্ত পানির সাথে জমজমের পানি মিশে থাকে।" (তাফসীরে রুহুল বয়ান, ৪র্থ খন্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা, কোয়েটা)

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আশুরার দিন, "ইসমদ সুরমা" চোখে লাগাবে তবে তার চোখ কখনো রোগাক্রান্ত হবে না।"

(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৭৯৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আশুরায় দান সদকা করার বরকত

আশুরার দিনে "রায়" নামক রাজ্যের কাজী সাহেবের নিকট এক ভিক্ষুক এসে আরজ করলো: আমি একজন অত্যন্ত গরীব নিঃস্ব অসহায় লোক। আপনাকে আশুরার দিনের দোহাই! আমার জন্য দু'কেজি রুটি, পাঁচ কেজি মাংস ও ১০টি দিরহামের ব্যবস্থা করে দিন, **আল্লাহ্ তাআলা** আপনার মান মর্যাদা বৃদ্ধি করুক। কাজী সাহেব বললো: যোহরের পর আসুন, ঐ ফকির যোহরের পর আসলো। তখন কাজী সাহেব বললো: আসরের পর আসুন। সে আসরের পর আসলেও তাকে কিছু দিলো না, খালি হাতে ফিরিয়ে দিলো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আ'দী)

ফকিরের অন্তর ভেঙ্গে গেলো। সে মনের দুঃখ নিয়ে এক খ্রীষ্টানের কাছে গেলো এবং তাকে বললো: আজকের পবিত্র দিনের সদকায় আমাকে কিছু দান করুন। সে জিজ্ঞাসা করলো: আজ কোন্ দিন? উত্তর দিলো: আজ আশুরার দিন। একথা বলে আশুরার কিছু ফযীলত বর্ণনা করলো। সে (খ্রীষ্টান) শুনে বললো: আপনি অনেক মর্যাদাবান একটি দিনের ওসীলা দিয়েছেন, বলুন আপনার কি প্রয়োজন? ফকীর তাকে ও আগের মত প্রয়োজনের কথা বলল। সেই খ্রীষ্টান তাকে ১০ বস্তা গম, ১০০ কেজি মাংস, ও ২০টি দিরহাম দিয়ে বললো: এটা আপনার পরিবার পরিজনের জন্য সারা জীবন প্রতি মাসে ঐ দিনের ফযীলত ও মাহাত্ম্যের সদকায় নির্ধারিত (রইলো)। রাতে কাজী সাহেব স্বপ্নে দেখলো: কেউ যেন বলছেন দৃষ্টি উঠিয়ে দেখো! যখন দৃষ্টি উঠলো, তখন দুটি আলীশান অট্টালিকা দেখলো। একটি রৌপ্য ও স্বর্ণের ইট দ্বারা তৈরী এবং আরেকটি লাল ইয়াকুত পাথরের তৈরী। কাজী সাহেব জিজ্ঞাসা করলো: এই অট্টালিকা দুটি কার জন্য? উত্তর আসলো, তুমি যদি ফকীরের অভাব পূর্ণ করে দিতে তাহলে এটা তুমিই পেতে। কিন্তু তুমি তাকে বারবার ঘুরিয়েও কিছু দাওনি। এজন্য এখন এই অট্টালিকা ২টি অমুক খ্রীষ্টানের জন্য। কাজী সাহেব ঘুম থেকে উঠে খুবই অস্থির হয়ে গেলো। সকালে ঐ খ্রীষ্টানের নিকট গেলো এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলো: কাল তুমি কোন ‘নেকী’ করেছ? সে জিজ্ঞাসা করলো: আপনি কিভাবে জানলেন? তখন কাজী সাহেব তাকে স্বপ্নের কথা শুনালো এবং প্রস্তাব করলো: আমার কাছ থেকে এক লক্ষ দিরহাম নিন এবং গত কালের নেকী আমার নিকট বিক্রি করে দিন। খ্রীষ্টান বললো: আমি পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের বিনিময়েও তা বিক্রি করব না। **আল্লাহ্ তাআলার** দয়া ও দান খুবই উত্তম। শুনে নিন, আমি মুসলমান হয়ে যাচ্ছি। একথা বলে তিনি পাঠ করে নিলেন: اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ অর্থাৎ আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, **আল্লাহ্ তাআলা** ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর বিশেষ বান্দা ও রাসূল।

(রওযুর রিয়াহীন, ১৫২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আশুরার রাতের নফল নামায

আশুরার রাতে চার রাকাত নফল নামায এভাবে আদায় করবে যে; প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর আয়াতুল কুরসী ১বার ও সূরা ইখলাছ তিনবার করে পাঠ করবে এবং নামায শেষ করে ১০০বার সূরা ইখলাছ পাঠ করবে। তবে গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যাবে এবং বেহেস্তে অফুরন্ত নিয়ামত লাভ করবে।

(জান্নাতী যেওর, ১৫৭ পৃষ্ঠা)

আশুরার রোযার ৪টি ফযীলত

(১) হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُمَا বলেন: “**মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন মদীনা মুনাওয়ারায় তাশরীফ আনলেন, তখন ইহুদীদেরকে আশুরার দিন রোযা পালন করতে দেখলো। **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “এটা কোন দিন যে, তোমরা রোযা রেখেছো?” আরয করলো: “এটি একটি মহান দিন, যাতে হযরত মূসা عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام ও তাঁর সম্প্রদায়কে **আল্লাহ্ তাআলা** মুক্তি দিয়েছেন আর ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে মেরেছেন। সুতরাং হযরত মূসা عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এ দিনের রোযা রেখেছেন। তাই আমরাও রোযা রাখি।” **নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “মুসা عَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর সাথে একাত্বতা ঘোষণা করার ক্ষেত্রে তোমাদের তুলনায় আমরা বেশি হকদার ও অধিক নিকটবর্তী।” তখন **নবীকুল সুলতান, সরদারে দো’জাহান, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজেও রোযা রাখলেন, আর মুসলমানকেও রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন।

(সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০০৪)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

(২) হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا বলেন: "আমি **আল্লাহর প্রিয় হাবীব, রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কোন রোযাকে অন্য কোন দিনের রোযার উপর প্রাধান্য দিতে দেখিনি; কিন্তু আশুরার দিনের ও রমযান মাসের রোযা ব্যতীত।" (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০০৬)

(৩) **রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আশুরার দিনের রোযা রাখো, আর তাতে ইহুদীদের বিরোধীতা করো, এর আগে বা পরেও এক দিনের রোযা রাখো।" (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ১ম খন্ড, ৫১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২১৫৪) অর্থাৎ- যখন আশুরার রোযা রাখবেন তখন সাথে সাথে নবম (৯) কিংবা একাদশ (১১) মুহাররমের রোযাও রেখে নেয়া উত্তম।

(৪) হযরত সায়্যিদুনা আবু কাতাদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ্ তাআলার** প্রতি আমার সুধারণা রয়েছে যে, আশুরার রোযা এক বছর আগের গুনাহকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।" (সহীহ মুসলিম, ৫৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৬২)

আশুরার দোয়া

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ؕ

يَا قَابِلَ تَوۡبَةِ اٰدَمَ يَوۡمَ عَاشُوۡرَآءَ

يَا فَارِجَ كَرۡبِ ذِى النُّوۡنِ يَوۡمَ عَاشُوۡرَآءَ

يَا جَامِعَ شَمۡلِ يَعۡقُوۡبَ يَوۡمَ عَاشُوۡرَآءَ

يَا سَامِعَ دَعۡوَةِ مُوۡسٰى وَهٰرُوۡنَ يَوۡمَ عَاشُوۡرَآءَ

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

يَا مُغِيْثَ اِبْرَاهِيْمَ مِنَ النَّارِ يَوْمَ عَاشُوْرَآءَ

يَا رَافِعَ اِدْرِيْسَ اِلَى السَّمَآءِ يَوْمَ عَاشُوْرَآءَ

يَا مُجِيْبَ دَعْوَةِ صَالِحٍ فِي النَّاقَةِ يَوْمَ عَاشُوْرَآءَ

يَا نَاصِرَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُوْرَآءَ

يَا رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّصَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ

وَاقْضِ حَاجَاتِنَا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَطِلْ عُمْرَنَا فِيْ طَاعَتِكَ

وَمَحَبَّتِكَ وَرِضَاكَ وَاَحْيِنَا حَيٰوةً طَيِّبَةً وَّتَوَفَّنَا عَلَى الْاِيْمَانِ

وَالْاِسْلَامِ بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ط اَللّٰهُمَّ بِعِزِّ الْحَسَنِ

وَاَخِيْهِ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ وَجَدِّهٖ وَبَنِيْهِ فَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ ط

এরপর সাতবার পাঠ করুন

سُبْحٰنَ اللهِ مِلْءَ الْمِيْزَانِ وَمُنْتَهَى الْعِلْمِ وَمَبْلَغَ الرِّضٰى وَزِنَةَ

الْعَرْشِ لَا مَلْجَاَ وَلَا مَنْجَاَ مِنَ اللهِ اِلَّا اِلَيْهِ ط سُبْحٰنَ اللهِ عَدَدَ الشَّفْعِ

وَالْوَتْرِ وَعَدَدَ كَلِمَاتِ اللهِ التَّآمَّاتِ كُلِّهَا نَسْئَلُكَ السَّلَامَةَ بِرَحْمَتِكَ

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ط وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ط نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ط وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ط وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ عَدَدَ ذَرَّاتِ الْوُجُوْدِ وَعَدَدَ مَعْلُوْمَاتِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ط

রবিউন নূর শরীফ

দরূদ শরীফের ফযীলত

যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করলো **আল্লাহ্ তাআলা** তার উপর একশতটি রহমত নাযিল করেন। (আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব, ২য় খন্ড, ৩২৩ পৃষ্ঠা)

মাহে রবিউন্ নূর তথা রবিউল আউয়াল শরীফ আসতেই চতুর্দিকে বসন্তকাল আগমন করে। **মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আশিকদের অন্তরে আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। বৃদ্ধ হোক কিংবা যুবক, প্রত্যেক প্রকৃত মুসলমান যেন অন্তরের মুখ দিয়ে অন্তরের ভাষায় বলে উঠে:-

নিছার তেরী চেহেল পেহেল পর হাজার ঈদে রবিউল আউয়াল,
সিওয়ায়ে ইবলিস কে জাহা মে সবহি তো খুশিয়া মানা রহে হে।

যখন সমগ্র বিশ্ব কুফরী, শিরক এবং পশুত্ব, বর্বরতার ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল ঠিক তখনি ১২ই রবিউন নুর এর রাতে মক্কায়ে মোকাররমায় হযরত সায়্যিদাতুনা মা আমিনা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর পবিত্র ঘর থেকে এমন এক নূরের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হলো, যা সমগ্র বিশ্ব জগতকে আলোকিত করে দিলো।

www.dawateislami.net

ভূলুণ্ঠিত মানবতা যার আগমনের প্রতীক্ষায় ব্যাকুল ছিলো, **তাজেদারে মদীনা, রহমতের খযিনা, আল্লাহ্র প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্য রহমত হয়ে এই পৃথিবীতে শুভাগমণ করলেন।

মোবারক হো কেহ খাতামুল মুরসালিন ﷺ তাশরিফ লে আয়ে,
জনাবে রাহমাতুল্লিল আলামিন ﷺ তাশরিফ লে আয়ে।

বসন্তের প্রভাত

খাতামুল মুরছালীন, রহমাতুল্লিল আলামীন, প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতিটি অশান্ত ও দুঃখী হৃদয়ের শান্তির বার্তা হয়ে ১২ই রবিউল আউয়াল শরীফের সুবহে সাদিকের সময় এই জাহানে শুভাগমণ করেন, আর এসেই নিরাশ্রয়, পেরেশান, দুঃখী, আঘাতে জর্জরিত দরজায় দরজায় হোচট খাওয়া বেচারা গরীবদের অন্ধকার রাতকে বসন্তের সকাল বানিয়ে দিয়েছেন।

মুসলমানো! সুবহে বাহারা মোবারক,
ওহ বরসাতে আনওয়ার ছরকার ﷺ আয়ে।

মু'জিযা সমূহ

১২ই রবিউন্ নূর শরীফে **আল্লাহ্র নূর, রহমতে ভরপুর, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়াতে শুভাগমণ করার সাথে সাথে কুফরী ও শিরিকের মেঘ কেটে গেলো। ইরান সম্রাট "কিসরার" প্রাসাদে ভূকম্পন হলো তাতে ১৪টি গম্বুজ ধ্বংস হলো। ইরানের যে অগ্নিকুণ্ড এক হাজার বছর ধরে জ্বলছিল হঠাৎ করে মুহুর্তের মধ্যে তা নিভে গেলো। সাবা নদী শুকিয়ে গেলো। কা'বা শরীফ আন্দোলিত হতে লাগল, আর উপুড় হয়ে মূর্তিগুলো উল্টে পড়ে গেলো।

তেরী আমদ থি কেহ বাইতুল্লাহ মুজরে কো ঝোকা,
তেরী হায়বত থি কেহ হার ভুত থর থরা কর গীর গেয়া।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

তাজেদারে রিসালত, মুস্তফা জানে রহমত, শময়ে বাজমে হিদায়ত, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পৃথিবীতে দয়া, অনুগ্রহ ও রহমত হয়ে তাশরীফ আনলেন। আর অবশ্যই **আল্লাহ্ তাআলা**র রহমত অবতীর্ণ হওয়ার দিনই তো আনন্দ ও উৎসবের দিন হয়। যেহেতু **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেছেন:

قُلۡ بِفَضۡلِ اللّٰهِ وَبِرَحۡمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلۡيَفۡرَحُوۡا ؕ هُوَ خَيۡرٌ مِّمَّا يَجۡمَعُوۡنَ ﴿۵۸﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপনি বলুন- **আল্লাহ্**রই অনুগ্রহ তারই দয়া এবং সেটার উপর তাদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিৎ। তা তাদের সমস্ত ধন-দৌলত অপেক্ষা উত্তম। (পারা: ১১, সূরা: ইউনুছ, আয়াত: ৫৮)

اَللهُ اَكۡبَر! **আল্লাহ্**র রহমতের উপর আনন্দ উদযাপনের জন্য কুরআনুল করীমে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর **আমাদের প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেয়ে বড় **আল্লাহ্**র কোন রহমত কি আছে? দেখুন, কুরআন মজিদে'র অন্য এক জায়গায় এ ব্যাপারে পরিস্কার ঘোষণা দিচ্ছে:

وَمَاۤ اَرۡسَلۡنٰكَ اِلَّا رَحۡمَةً لِّلۡعٰلَمِيۡنَ ﴿۱۰۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি। (পারা: ১৭, সূরা: আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭)

শবে ক্বদরের চেয়েও উত্তম রাত

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ বর্ণনা করেছেন: "নিঃসন্দেহে **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসুলে আকরাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমণের রাত লাইলাতুল ক্বদরের চেয়েও উত্তম। কেননা, বিলাদতের রাত **আল্লাহ্র হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই দুনিয়াতে শুভাগমণের রাত। যেহেতু 'লায়লাতুল ক্বদর' **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রদত্ত (নেয়ামতরাজীর) মধ্যে একটি মাত্র রাত (নেয়ামত)।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

আর যে রাত **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর 'জাতে মুকাদ্দাছ' প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে সম্মানিত, তা ঐ রাতের চেয়েও অনেক বেশি উত্তম, যে রাত ফিরিস্তা অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে সম্মানিত হয়েছে, অর্থাৎ- **শবে ক্বদর**। (মা-ছাবাতা বিস্‌সুন্নাহ্, ৭৩ পৃষ্ঠা)

জশ্নে বিলাদত উদ্‌যাপন করার সাওয়াব

শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেছেন: "**নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমণের রাতে আনন্দ উদযাপনকারীদের প্রতিদান হলো, **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁর দয়া আর মেহেরবানীতে তাদেরকে **"জান্নাতুন নাঈম"** দান করবেন। মুসলমানগণ সর্বদা **মিলাদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উদযাপন করে আসছেন। বিলাদতের খুশিতে আনন্দিত হয়ে মানুষকে দাওয়াত দেয়। খাবারের আয়োজন করে, বেশি পরিমাণে দান খয়রাত করে থাকে, খুবই আনন্দ প্রকাশ করে থাকে। তাছাড়া **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় বিলাদতের আলোচনার ব্যবস্থা করে থাকেন এবং নিজেদের ঘর-বাড়ী সজ্জিত করে থাকেন, আর এই সমস্ত ভাল কাজের বরকতে তাদের উপর **আল্লাহ্ তাআলা**র রহমত বর্ষিত হয়।

(মা-ছাবাতা বিস্‌সুন্নাহ্, ৭৪ পৃষ্ঠা)

মাহবুবে রব্বে আকবর তাশরীফ লা রহে হে, আজ আম্বিয়া কে সাওয়ার তাশরীফ লা রহে হে।
কিউ হে ফযা মুআত্তার! কিউ রওশনী হে ঘর ঘর, আচ্ছা! হাবীবে দাওয়ার তাশরীফ লা রহে হে।
ঈদো কি ঈদ আয়ী রহমত খোদা কি লায়ী, জুদ ও ছখা কে পায়কর তাশরীফ লা রহে হে।
হুরো লাগি তারানে নাতো কে গুনগুনানে, হুর ও মালক কে আফসর তাশরীফ লা রহে হে।
জু শাহে বাহরোবর হে নবীয়ো কে তাজওয়ার হে, ওহ আমেনা তেরে ঘর তাশরীফ লা রহে হে।

আত্তার আব খুশী ছে পুলে নেহী ছামাতে,
দুনিয়া মে উন কে দিলবর তাশরীফ লা রহে হে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রবিউন নূর শরীফে অধিকহারে ইজতিমায়ে যিকির ও নাত করুন। এ মাসে বেশি বেশি দরূদ শরীফ পাঠ করুন। বেশি বেশি নফল নামায আদায় করে ও অন্যান্য ভাল কাজ করে **হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্সম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে ইছালে সাওয়াব করুন।

রজবুল মুরাজ্জব

জান্নাতী নহর

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **আল্লাহ্ তাআলার রাসুল, রাসুলে মাকবুল, নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "জান্নাতে একটি নহর রয়েছে যেটাকে "রজব" বলা হয়, সেটার পানি দুধের চেয়ে অধিক সাদা, আর মধুর চেয়েও অধিক মিষ্টি। যে কেউ রজব মাসে একটি রোযা রাখে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে এ নহর থেকে পানি পান করাবেন।"

(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩৬৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮০০)

জান্নাতী মহল

হযরত সায়্যিদুনা আবু কিলাবা رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: "রজব মাসের রোযাদারদের জন্য জান্নাতে একটি মহল রয়েছে।" (শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩৬৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮০২)

২৭তম রাতের ফযীলত

রজব মাসে একটি রাত রয়েছে, তাতে নেক আমলকারীদের জন্য ১০০ বছরের নেকীর সাওয়াব রয়েছে, আর তা হচ্ছে রজবের ২৭তম রাত (২৬ শে রজবের দিবাগত রাত)। যে এ রাতে ১২ রাকাত (নামায) এভাবে আদায় করবে যে, প্রতি রাকাতে সুরা ফাতিহা ও যে কোন একটি সুরা পাঠ করবে এবং প্রতি দুই রাকাত পর আত্তাহিয়্যাত পড়বে এবং ১২ রাকাত পূর্ণ করে শেষ সালাম ফেরানোর পর سُبۡحٰنَ اللّٰہِ وَالۡحَمۡدُ لِلّٰہِ وَلَاۤ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اَکۡبَر ১০০বার,

www.dawateislami.net

ইসতিগফার ১০০বার ও দরূদ শরীফ ১০০বার পাঠ করবে এবং নিজের ইহকাল ও পরকালের ব্যাপারে যা কিছু প্রয়োজন তার জন্য দোয়া করবে, আর দিনে রোযা রাখবে, তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তার সকল দোয়া কবুল করবেন, শুধুমাত্র ঐ দোয়া ছাড়া যা গুনাহের জন্য করা হয়। **(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮১২)**

২৭তম রজবের রোযার ফযীলত

আমার আক্বা, আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ওলিয়ে নিয়ামত, আজিমুল বারাকাত, আজিমুল মারতাবাত, পারওয়ানায়ে শাময়ে রিসালাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, হামিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদায়াত, আলিমে শরীয়াত, পীরে তরীকত, বায়েছে খায়রো বরকত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব আলহাফিজ আলক্বারী শাহ ইমাম আহমদ রাযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেছেন: ‘ফাওয়ায়েদে হানাদ’ নামক গ্রন্থে হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “২৭ শে রজব আমাকে নুবয়ত দান করা হয়েছে, যে এই দিনে রোযা রাখবে ও ইফতারের সময় দোয়া করবে, তবে তা দশ বছরের গুনাহের কাফ্ফারা হয়ে যাবে।” **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংশোধিত), ১০ম খন্ড, ৬৪৮ পৃষ্ঠা)**

১০০ বছরের রোযার সাওয়াব

হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারসী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “রজবে একটি দিন ও একটি রাত রয়েছে। যে এ দিন রোযা রাখবে, আর রাত জেগে ইবাদত করবে, তবে সে যেন ১০০ বছরের রোযা রাখল এবং ১০০ বছরের রাত জেগে ইবাদত করল, আর তা হচ্ছে রজবের ২৭তম তারিখ। এই দিনই **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে **আল্লাহ্ তাআলা** রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন।”

(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮১১)

www.dawateislami.net

শাবানুল মুয়াজ্জম

প্রিয় নবীর ﷺ মাস

রাসুলে আকরাম, নূরে মুজাস্সম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাবানুল মুয়াযযাম সম্পর্কে সম্মানিত ফরমান হচ্ছে: "শাবান আমার মাস, আর রমযানুল মোবারক **আল্লাহ্ তাআলার** মাস।" (আল জামেউস্ সগীর, ৩০১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৮৮৯)

রমযানের পর কোন্ মাস উত্তম?

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: **নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্রতম দরবারে আরয করা হলো, "রমযানের পর কোন্ রোযা উত্তম?" ইরশাদ করলেন: "রমযানের সম্মানের জন্য শা'বানের রোযা।" তারপর আরয করা হলো, "কোন সদকা উত্তম?" ইরশাদ করলেন: "রমযান মাসে সদকা করা।" (সুনানে তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৬৩)

১৫তম রাতে তাজাল্লী

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا থেকে বর্ণিত, **ছরকারে নামদার, হুযুরে আনওয়ার, মদীনার তাজেদার, রাসুলদের সরদার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "**আল্লাহ্ তাআলা** শা'বানের ১৫তম রাতে তাজাল্লী প্রদান করেন, তাওবাকারীদেরকে ক্ষমা করে দেন, রহমতপ্রার্থীদের প্রতি দয়া করেন আর শত্রুতা পোষণকারীদেরকে, তারা যে অবস্থায় থাকে, ওই অবস্থায় ছেড়ে দেন।" (শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮৩৫)

www.dawateislami.net

কল্যাণময় রাত সমূহ

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا বর্ণনা করেন; "আমি **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: "**আল্লাহ্ তাআলা** (বিশেষভাবে) চার রাতে কল্যাণের দরজা খুলে দেন (১) কুরবানীর ঈদের রাত, (২) ঈদুল ফিতরের রাত (৩) ১৫ই শাবানের রাত। এই রাতে মৃত্যু বরণকারীদের নাম, মানুষের রিযিক এবং (সেই বছর) হজ্ব পালনকারীদের নাম লিপিবদ্ধ করা হয়, (৪) আরাফার (৯ই যিলহজ্ব) রাত এসব রাতের ফযীলত ফজরের (আযান) পর্যন্ত। (দুররে মনছুর, ৭ম খন্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা)

মাগরিবের পর ছয় রাকাত নফল নামায

আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَہُمُ اللّٰہُ السَّلَام এর আমলগুলোর মধ্যে অন্যতম আমল হচ্ছে, মাগরিবের ফরয ও সুন্নাত ইত্যাদির পর ছয় রাকাত নফল দু' দু' রাকাত করে আদায় করা। প্রথম দুই রাকাতের পূর্বে মঙ্গলময় দীর্ঘায়ূর নিয়্যত করবে, এর বরকতে **আল্লাহ্ তাআলা** মঙ্গলময় দীর্ঘায়ু দান করবেন! এর পর দুই রাকাত বিপদাপদ থেকে মুক্তির জন্য। এর পরবর্তী দুই রাকাতে নিয়্যত করবেন, **আল্লাহ্ তাআলা** যেনো তিনি ব্যতীত অন্য কারো মুখাপেক্ষী না করেন। প্রতি দুই রাকাতের পর ২১বার সূরা ইখলাস অথবা একবার 'সুরা ইয়াসিন' পড়বেন। বরং সম্ভব হলে উভয়টি পড়বেন। আর এমনও হতে পারে, একজন ইসলামী ভাই 'সুরা ইয়াসিন' শরীফ উচুঁ আওয়াজে পড়বেন অন্যান্যরা চুপ হয়ে শুনবেন। এ ক্ষেত্রে একথা খেয়াল রাখবেন যে, কোন শ্রবণকারী যেন নিজ মুখে 'ইয়াসীন শরীফ' না পড়ে। اِنۡ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ! রাতের শুরু থেকেই সাওয়াবের ভান্ডার তৈরী হয়ে যাবে। প্রত্যেকবার 'ইয়াসীন শরীফ' এর পর 'অর্ধ শা'বান' এর দোয়া পড়বেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

অর্ধ শাবানের দোয়া

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اَللّٰھُمَّ یَا ذَاالۡمَنِّ وَ لَا یُمَنُّ عَلَیۡہِ ط یَا ذَاالۡجَلَالِ وَالۡاِکۡرَامِ
یَاذَاالطَّوۡلِ وَالۡاِنۡعَامِ ط لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا اَنۡتَ ظَھۡرُ اللَّاجِیۡنَ ط
وَجَارُالۡمُسۡتَجِیۡرِیۡنَ ط وَاَمَانُ الۡخَآ ئِفِیۡنَ ط اَللّٰھُمَّ اِنۡ کُنۡتَ
کَتَبۡتَنِیۡ عِنۡدَكَ فِیۡ اُمِّ الۡکِتٰبِ شَقِیًّا اَوۡ مَحۡرُوۡمًا اَوۡمَطۡرُوۡدًا
اَوۡمُقَتَّرًا عَلَیَّ فِی الرِّزۡقِ فَامۡحُ اللّٰھُمَّ بِفَضۡلِكَ شَقَاوَتِیۡ وَحِرۡمَانِیۡ
وَطَرۡدِیۡ وَاقۡتِتَارَ رِزۡقِیۡ ط وَاَثۡبِتۡنِیۡ عِنۡدَكَ فِیۡۤ اُمِّ الۡکِتٰبِ سَعِیۡدًا
مَّرۡزُوۡقًا مُّوَفَّقًا لِّلۡخَیۡرَاتِ ط فَاِنَّكَ قُلۡتَ وَقَوۡلُكَ الۡحَقُّ فِیۡ کِتَابِكَ
الۡمُنۡزَّلِ ط عَلٰی لِسَانِ نَبِیِّكَ الۡمُرۡسَلِ ط یَمۡحُوا اللّٰہُ مَا یَشَآءُ وَ یُثۡبِتُ
وَعِنۡدَہٗۤ اُمُّ الۡکِتٰبِ اِلٰھِیۡ بِالتَّجَلِّیۡ الۡاَعۡظَمِ ط فِیۡ لَیۡلَۃِ النِّصۡفِ مِنۡ
شَھۡرِ شَعۡبَانَ الۡمُکَرَّمِ ط اَلَّتِیۡ یُفۡرَقُ فِیۡھَا کُلُّ اَمۡرٍ حَکِیۡمٍ وَّیُبۡرَمُ ط
اَنۡ تَکۡشِفَ عَنَّا مِنَ الۡبَلَآءِ وَ الۡبَلۡوَآءِ مَا نَعۡلَمُ وَمَا لَا نَعۡلَمُ ط وَاَنۡتَ
بِہٖۤ اَعۡلَمُ ط اِنَّكَ اَنۡتَ الۡاَعَزُّ الۡاَکۡرَمُ ط وَ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی سَیِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰۤی اٰلِہٖ وَ اَصۡحَابِہٖ وَ سَلَّمَ ط وَ الۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ○

www.dawateislami.net

অনুবাদঃ **আল্লাহ্ তাআলার** নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু ও মেহেরবান। **হে আল্লাহ্!** হে ইহ্সানকারী! যাঁর উপর ইহ্সান করা যায় না। হে মহান শান ও মহত্ত্বের অধিকারী! হে অনুগ্রহ ও পুরস্কার প্রদানকারী! **আল্লাহ্** ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, তুমি পেরেশানদের সাহায্যকারী, আশ্রয় প্রার্থনাকারীদের আশ্রয় দাতা এবং ভীত-সন্ত্রস্থদের নিরাপত্তা দাতা। **হে আল্লাহ্!** যদি তুমি আমাকে তোমার নিকট লওহে মাহ্ফুযে হতভাগ্য, বঞ্চিত, বিতাড়িত ও জীবিকার মধ্যে সংকীর্ণতা অবস্থা লিখে থাকো, তবে **হে আল্লাহ্!** আপন অনুগ্রহে আমার হতভাগ্যতা, বঞ্চিত, অপদস্থতা ও জীবিকার সংকীর্ণতা দূর করে দাও এবং তোমার নিকট লওহে মাহ্ফুযে আমাকে সৌভাগ্যবান, জীবিকা প্রাপ্ত ও সৎকর্মের তাওফীক প্রাপ্ত হিসাবে লিখে দাও। কেননা, তুমিই তোমার নাযিলকৃত কিতাবে তোমারই প্রেরিত **নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র মুখে ইরশাদ করেছেন, আর তোমার এই বলাটা সত্য। "**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** **আল্লাহ্** যা চায় নিশ্চিহ্ন করে দেয় এবং প্রতিষ্ঠিত করে এবং মূল লেখা তাঁরই নিকট রয়েছে।" (পারাঃ ১৩, সূরাঃ রাদ, আয়াতঃ ৩৯) **হে আল্লাহ্!** তাজ্জল্লিয়ে আযমের ওসীলায় যা অর্ধ শাবানুল মুয়ায্যমের (১৫তম) রাতে রয়েছে, যাতে বন্টন করে দেয়া হয় প্রত্যেক হিকমতপূর্ণ কাজ আরো স্থির করে দেয়া হয়। (**হে আল্লাহ্!**) মুসীবত ও বেদনা সমূহ আমাদের কাছ থেকে দূর করে দাও, যেগুলো সম্পর্কে আমরা জানি কিংবা জানিনা, অথচ তুমি এগুলো সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বেশি জ্ঞানী। নিঃসন্দেহে তুমি সর্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী ও সম্মানের অধিকারী। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের সরদার **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর ও **তাঁর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বংশধর, সাহাবাগণ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُم এর উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণ করুক। সকল প্রশংসা সমগ্র জাহানের পালন কর্তা **আল্লাহ্ তাআলার** জন্য।

www.dawateislami.net

কবরের উপর মোমবাতি জ্বালানো

শবে বরাতে ইসলামী ভাইদের কবরস্থানে যাওয়া সুন্নাত। (ইসলামী বোনদের শরীয়াতের পক্ষ থেকে অনুমতি নেই) কবরগুলোর উপর মোমবাতি জ্বালানো যাবে না। অবশ্য, যদি তিলাওয়াত ইত্যাদি করতে হয়, তবে প্রয়োজনানুসারে আলোর জন্য কবর থেকে একটু দুরে মোমবাতি জ্বালাতে পারেন। অনুরূপভাবে উপস্থিত লোকদের নিকট সুগন্ধ পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে কবর থেকে কিছু দূরে আগর বাতি জ্বালালে ক্ষতি নেই। অবশ্য, আউলিয়ায়ে কিরামগণের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام মাযারগুলোর উপর চাঁদর চড়ানো ও সেটার পাশে আলোকসজ্জা করা জায়িয। কারণ, এর দ্বারা মানুষ সেদিকে ধাবিত হয় এবং তাঁদের প্রতি মানুষের মধ্যে ভক্তি-শ্রদ্ধা সৃষ্টি হয়। আর সর্ব সাধারণ হাযির হয়ে তাঁদের ফয়েয ও বরকত লাভ করেন। যদি আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর মাজার ও সাধারণ লোকদের কবরগুলো এক সমান রাখা হয়, তবে ধর্মীয় অনেক উপকার দূর হয়ে যাবে।

আতশবাজি হারাম

আফসোস! আতশবাজির ঘৃণ্য প্রথা এখন মুসলমানদের সমাজে খুবই প্রচলিত হয়ে গেছে। প্রতি বছর মুসলমানদের কোটি কোটি টাকা এই আতশবাজিতেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন আগে এ খবরও পাওয়া গেছে যে, আতশবাজির কারণে অমুক জায়গায় এতটি ঘর জ্বলে গেছে, এতজন মানুষ আগুনে পুড়ে মারা গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এতে প্রাণনাশের ভয়, সম্পদ বিনষ্ট এবং ঘর-বাড়িতে আগুন লাগার আশঙ্কা থাকে। সর্বোপরি, এ কাজটি **আল্লাহ্ তাআলার** অবাধ্যতাও বটে। হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: 'আতশবাজি বানানো, বিক্রি করা, ক্রয় করা ও ক্রয় করানো ও করাতে উৎসাহিত করা সবই হারাম।' (ইসলামী যিন্দেগী, ৭৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

তুঝকো শা’বানে মুআজ্জম কা খোদায়া ওয়াসেতা,
বখশদে রব্বে মুহাম্মদ তু মেরি হার ইক খাতা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রমযানুল মোবারক

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “নিঃসন্দেহে কিয়ামতের দিন মানুষদের মধ্যে আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী সেই হবে, যে আমার উপর সর্বাপেক্ষা বেশি দরূদ শরীফ পাঠ করবে।” (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৮৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দয়ালু **আল্লাহ্ তাআলার** কোটি কোটি ইহসান হচ্ছে তিনি আমাদেরকে রমযান মাসের মতো মহান নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন। রমযানের কল্যাণ সম্পর্কে কী বলবো? এর প্রতিটি মুহুর্তই রহমতে ভরপুর। এ মাসে প্রতিদান ও সাওয়াব অনেকগুণ বেড়ে যায়। নফলের সাওয়াব ফরযের সমান, আর ফরযের সাওয়াব সত্তর গুণ বৃদ্ধি করা হয়; বরং এ মাসে রোযাদারের ঘুমও ইবাদতে গণ্য হয়। আরশবহনকারী ফেরেশতারা রোযাদারদের দোয়ার সাথে ‘আমীন’ বলেন। এক হাদীসে পাক অনুযায়ী, “রমযানের রোযাদারের জন্য সমুদ্রের মাছেরাও ইফতারের সময় পর্যন্ত মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে।”

(আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

স্বর্ণের দরজা বিশিষ্ট দালান

হযরত সায়্যিদুনা আবূ সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী সুলতান, রহমতে আলামিয়ান, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যখন রমযান মাসের প্রথম রাত আসে, তখন আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয়। আর সেগুলো সর্বশেষ রাত পর্যন্ত বন্ধ করা হয় না। যে কোন বান্দা এ বরকতময় মাসের যে কোন রাতে নামায আদায় করে, তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তার প্রতিটি সিজদার পরিবর্তে (অর্থাৎ বিনিময় স্বরূপ) তার জন্য পনের শত নেকী লিপিবদ্ধ করেন। আর তার জন্য জান্নাতে লাল পদ্মরাগ পাথরের দালান তৈরী করেন, যার ষাট হাজার দরজা থাকবে, প্রতিটি দরজার কপাট স্বর্ণের তৈরী হবে, যাতে লাল বর্ণের পদ্মরাগের পাথর খচিত থাকবে। সুতরাং যে কেউ রমযানের প্রথম রোযা রাখে তার জন্য **আল্লাহ্ তাআলা** রমযানের শেষ দিন পর্যন্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেন এবং তার জন্য সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকেন। রাত ও দিনে যখনই সে সিজদা করে তার ওই প্রতিটি সিজদার বিনিময়ে তাকে (জান্নাতে) একেকটা এমন গাছ দান করা হবে, সেটার ছায়া অতিক্রম করতে ঘোড়ার আরোহীকে পাঁচশ’ বছর দৌঁড়াতে হবে।”

(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৬৩৫)

سُبۡحٰنَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ! **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলার** কতোই মহান করুণা যে, **তিনি আপন হাবীব, নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ওসীলায় আমাদেরকে এমন মাহে রমযান দান করেছেন যে, এ সম্মানিত মাসে জান্নাতের সকল দরজা খুলে দেয়া হয়, নেকীর প্রতিদান এতো বেশি বেড়ে যায় যে, বর্ণিত হাদীস অনুসারে ‘রমযানুল মোবারক’ এর রাতগুলোতে নামায সম্পন্নকারীকে প্রতিটি সিজদার বিনিময়ে পনের শত নেকী দান করা হয়। অনুরূপভাবে, জান্নাতের আযীমুশশান পরিবেশে অতিরিক্ত প্রদান করা হবে। এ বরকতময় হাদীসে -

www.dawateislami.net

রোযাদারদের জন্য এ মহা সু-সংবাদও রয়েছে যে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শে থাকাবস্থায় মাহে রমজানুল মোবারকের বরকত অর্জনের মন-মানসিকতা খুব বেশি করে তৈরী হয়। অন্যথায় খারাপ সংস্পর্শে থেকে এই মোবারক মাসে অধিকাংশ লোক গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। আসুন! গুনাহের সাগরে ডুবন্ত এক চিত্রশিল্পীর জীবনী পড়ুন, যাকে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশ মাদানী রঙে রঙ্গিন করে দিয়েছে। যেমনিভাবে-

আমি একজন অভিনেতা ছিলাম

আওরঙ্গি টাউন বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারসংক্ষেপ হচ্ছে: আফসোস! শত কোটি আফসোস!! আমি একজন চিত্রশিল্পী ছিলাম। মিউজিক্যাল অনুষ্ঠান ও ফাংশনের কাজ করতে করতে আমার জীবনের খুব মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। অন্তর ও মস্তিস্কের মধ্যে এমন অলসতার পর্দা পড়ে গিয়েছিল যে, নামায আদায় করার সৌভাগ্য হত না, গুনাহ করার পরও অনুশোচনা জাগত না। সাহরায়ে মদীনা টোল প্লাজা সুপার হাইওয়ে বাবুল মদীনা করাচীতে বাবুল ইসলামে অনুষ্ঠিত তিন দিনের সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় (১৪২৪ হিজরী ২০০৩ ইং) অংশগ্রহণ করার জন্য এক যিম্মাদার ইসলামী ভাই ইনফিরাদী কৌশিশ করে আমাকে খুব উৎসাহিত করেন। সৌভাগ্যের বিষয়! তাতে শরীক হওয়ার সৌভাগ্য নসীব হলো। তিন দিনের ইজতিমা শেষে হৃদয়গ্রাহী দোয়াতে আমার নিজের বিগত গুনাহের উপর খুবই ঘৃণা ও অনুশোচনা হলো।

www.dawateislami.net

আমি আমার জযবাকে আর ধরে রাখতে পারলাম না, খুব কাঁদলাম। আর এই কাঁদাটা আমার কাজে এসে গেলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আমি **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ পেয়ে গেলাম। আমি গান-বাজনা ও আনন্দ উৎসবের অনুষ্ঠান থেকে তাওবা করলাম এবং মাদানী কাফেলায় সফর করাকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নিলাম। ২৫শে ডিসেম্বর ২০০৪ইং তারিখে আমি যখন মাদানী কাফেলায় সফর করার জন্য রওয়ানা হচ্ছিলাম তখন আমার ছোট বোনের ফোন আসলো। সে বুক ভরা কান্নার আওয়াজে আমাকে তার এক অন্ধ মেয়ের জন্মের সংবাদ শুনাল। আর সাথে এটাও বললো যে, ডাক্তার বলেছেন, এই বাচ্চার কখনো দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে না। ততটুকু বলেই তার কথা আটকে গেলো এবং ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। আমি এতটুকু বলে তাকে সান্ত্বনা দিলাম যে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফেলায় দোয়া করবো। আমি মাদানী কাফেলায় নিজে খুব দোয়া করলাম এবং আশিকানে রাসূলের মাধ্যমেও দোয়া করালাম, যখন মাদানী কাফেলা থেকে ফিরে আসলাম তখন ফিরার দ্বিতীয় দিন আমার ছোট বোনের আনন্দে ভরা হাসি মিশ্রিত ফোন আসল এবং সে খুশি মনে এই আনন্দের সংবাদটুকু শুনাল যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আমার অন্ধ মেয়ের চোখে দৃষ্টিশক্তি ফিরে এসেছে এবং ডাক্তার এই বলে আশ্চর্য হলো যে, এটা কিভাবে সম্ভব! কেননা আমাদের চিকিৎসা বিজ্ঞানে এর কোন চিকিৎসাই ছিলো না। এই বর্ণনা দেয়ার সময় اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আমি বাবুল মদীনা করাচীর এলাকায়ী মুশাওয়ারাত এর একজন রোকন হিসেবে **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার সৌভাগ্য অর্জনের চেষ্টা করছি।

আফাতু ছে না ডর, রাখ করম পর নজর,
রৌশন আখে মিলে, কাফিলে মে চলো।
আপকো ডাক্টর, নে গো মায়ুস কর,
ভী দিয়া মত ঢরে কাফিলে মে চলো।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশ কতই প্রিয়! এর সংস্পর্শে এসে সমাজের না জানি কত অসংখ্য পথহারা মানুষ সৎচরিত্রবান হয়ে সুন্নাতে ভরা সম্মানের জীবন অতিবাহিত করছে! আর মাদানী কাফেলার বাহারতো আপনাদের সামনেই আছে। যেভাবে মাদানী কাফেলায় সফরের বরকতে অনেকের দুনিয়াবী সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। সেভাবে **আল্লাহ্র হাবীব, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুপারিশে আখিরাতের বিপদগুলোও প্রশান্তিতে পরিণত হয়ে যাবে।

টুট জায়েঙ্গে গুনাহগার কে ফওরান কয়েদও বন্দ,
হাশর কো খুল জায়েগী তাকত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি।

পাঁচটি বিশেষ দয়া

হযরত সায়্যিদুনা জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত: **ছরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভান্ডার, রাসুলদের সরদার, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমার উম্মতকে রমযান মাসে পাঁচটি এমন বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে অন্য কোন নবী عَلَيْهِ السَّلَام পাননি:

(১) যখন রমযানুল মোবারকের প্রথম রাত আসে, তখন **আল্লাহ্ তাআলা** তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেন। আর যার প্রতি **আল্লাহ্ তাআলা** রহমতের দৃষ্টি দেন তাকে কখনো আযাব দিবেন না।

(২) সন্ধ্যায় তাদের মুখের গন্ধ (যা ক্ষুধার কারণে সৃষ্টি হয়) **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট মেশকের চেয়েও বেশি সুগন্ধিময় হয়।

(৩) ফেরেশতাগণ প্রত্যেক দিনে ও রাতে তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকেন।

www.dawateislami.net

(৪) **আল্লাহ্ তাআলা** জান্নাতকে নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেন: “আমার নেক বান্দাদের জন্য সুসজ্জিত হয়ে যাও! শীঘ্রই তারা দুনিয়ার কষ্টের বিনিময়ে আমার ঘর ও দয়ার মধ্যে শান্তি পাবে।”

(৫) যখন রমযান মাসের সর্বশেষ রাত আসে তখন **আল্লাহ্ তাআলা** সবাইকে ক্ষমা করে দেন।”

উপস্থিতদের মধ্যে একজন দাঁড়িয়ে আরয করলেন: **“ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এটা কি ‘লাইলাতুল ক্বদর?” ইরশাদ করলেন: “না”। তোমরা কি দেখনি, শ্রমিকগণ যখন নিজের কাজ সম্পন্ন করে নেয়, তখন তাদেরকে পারিশ্রমিক দেয়া হয়?” (আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ২য় খন্ড, ৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭)

‘সগীরা’ গুনাহের কাফ্ফারা

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **হুযুর পুরনূর, শাফিয়ে ইয়াউমুন নুশুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “পাঁচ ওয়াক্তের নামায, এক জুমা থেকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত, এক রমযান মাস থেকে পরবর্তী রমযান মাস পর্যন্ত গুনাহ্ সমূহের কাফ্ফারা হয়ে যায়, যতক্ষণ কবীরা গুনাহ্ থেকে বিরত থাকা হয়।” (সহীহ মুসলিম, ১৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৩৩)

তাওবার পদ্ধতি

سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ রমযানুল মোবারকে রহমতের মুসলধারে বৃষ্টি ও সগীরা গুনাহের কাফ্ফারার মাধ্যম হয়ে যায়। ‘কবীরা’ গুনাহ তাওবার মাধ্যমে ক্ষমা হয়ে যায়। তাওবা করার পদ্ধতি হচ্ছে, যে গুনাহ্ হয়েছে, বিশেষভাবে ওই গুনাহ্ উল্লেখ করে মনে মনে তার প্রতি ঘৃনা ও ভবিষ্যতে সেটা থেকে বেঁচে থাকার অঙ্গীকার করে তাওবা করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, মিথ্যা বলা এটা ‘কবীরা গুনাহ্।’ সুতরাং **আল্লাহ্ তাআলার** মহান দরবারে আরয করবে: **“ইয়া আল্লাহ্!** আমি এ যে মিথ্যা বলেছি, তা থেকে তাওবা করছি এবং ভবিষ্যতে বলবো না।”

www.dawateislami.net

তাওবা করার সময় অন্তরে মিথ্যা বলার প্রতি ঘৃণা, আর 'ভবিষ্যতে বলবো না' কথাটা বলার সময় অন্তরে এ দৃঢ় ইচ্ছাও থাকবে যে, 'যা কিছু মুখে বলছি, তেমনি করবো।' তখনই হবে 'তাওবা'। যদি বান্দার হক বিনষ্ট করে থাকে, তবে তাওবার সাথে সাথে ওই বান্দার নিকট থেকে ক্ষমা করিয়ে নেয়াও জরুরী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রতি রাতে ৬০ হাজার গুনাহগারের ক্ষমা

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত: **প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "রমযান শরীফের প্রতিটি রাতে আসমানে সুবহে সাদিক পর্যন্ত একজন আহ্বানকারী এ বলে আহ্বান করে, "হে কল্যাণকামী! **আল্লাহ্ তাআলার** আনুগত্যের দিকে অগ্রসর হও এবং আনন্দিত হয়ে যাও! ওহে অসৎকর্মপরায়ণ! অসৎকর্ম থেকে বিরত হও এবং শিক্ষা গ্রহণ করো। কেউ মাগফিরাত চাওয়ার আছো কি? তার দরখাস্ত পূরণ করা হবে। কেউ তাওবাকারী আছো কি? তার তাওবা কবুল করা হবে। কেউ প্রার্থনাকারী আছো কি? তার দোয়া কবুল করা হবে। কোন দোয়া চাওয়ার কেউ আছো কি? তার প্রার্থনা পূরণ করা হবে। **আল্লাহ্ তাআলা** রমযানুল মোবারকের প্রতিটি রাতে ইফতারের সময় ষাট হাজার গুনাহগারকে দোযখ থেকে মুক্তি দান করেন। আর ঈদের দিন সমগ্র মাসের সমসংখ্যক গুনাহগারকে ক্ষমা করা হয়।" (দুররে মনসুর, ১ম খন্ড, ৪৪৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

হে মদীনার আশিকরা! রমযান মাসের শুভাগমন কি জিনিষ? আমরা গরীবদের ভাগ্য জেগে ওঠে। **আল্লাহ্ তাআলার** অনুগ্রহ ও বদান্যতায় রহমতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। আর মাগফিরাতের মুক্তিনামা বেশি পরিমাণে বন্টন করা হয়। আহ! আমরা গুনাহগারগণ যদি মাহে রমযানের মাধ্যমে **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা, রাসুলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রহমতপূর্ণ হাতে জাহান্নাম থেকে মুক্তির আদেশ নামা পেয়ে যেতাম! ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **নবী করীম, রঊফুর রহীম, রাসূলে আমীন, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান দরবারে আরয করেছেন:

তামান্না হে ফরমাইয়ে রোযে মাহশার,
ইয়ে তেরী রেহাঈ কী চিট্‌ঠী মিলী হে।

প্রতিদিন দশলক্ষ গুনাহগারকে দোযখ থেকে মুক্তি

আল্লাহ্ তাআলার দান, দয়া ও ক্ষমার কথা উল্লেখ করে এক জায়গায় **নবী করীম, রঊফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যখন রমযানের প্রথম রাত আসে, তখন **আল্লাহ্ তাআলা** আপন সৃষ্টির দিকে দয়ার দৃষ্টি দেন। বস্তুতঃ যখন **আল্লাহ্ তাআলা** কোন বান্দার দিকে দয়ার দৃষ্টি দেন, তাকে কখনো আযাব দিবেন না। আর প্রতিদিন দশলক্ষ (গুনাহগারকে) জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেন। (এভাবে) যখন ঊনত্রিশতম রাত আসে তখন গোটা মাসে যতসংখ্যক লোককে মুক্তিদান করেছেন, তার সমসংখ্যক মানুষকে ওই রাতে মুক্তিদান করেন। অতঃপর যখন ঈদুল ফিতরের রাত আসে তখন ফেরেশতাগণ আনন্দ প্রকাশ করে। আর **আল্লাহ্ তাআলা** আপন নূরকে বিশেষভাবে বিচ্ছুরিত করেন এবং ফেরেশতাদেরকে ইরশাদ করেন: “হে ফেরেশতার দল! ওই শ্রমিকদের কি প্রতিদান হতে পারে, যে তার দায়িত্ব পালন করেছে?

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

ফেরেশতাগণ আরয করেন: “তাদেরকে পরিপূর্ণ প্রতিদান দেয়া হোক।” **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: “আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে ইরশাদ করছি, আমি তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিলাম।” (কানযুল উম্মাল, ৮ম খন্ড, ২১৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৩৭০২)

জুমার দিনের প্রতিটি মুহুর্তে দশলক্ষ জাহান্নামীর মাগফিরাত

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত: **খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, হুযুর নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “**আল্লাহ্ তাআলা** মাহে রমযানে প্রতিদিন ইফতারের সময় এমন দশলক্ষ গুনাহগারকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন, যাদের গুনাহের কারণে জাহান্নাম অনিবার্য (ওয়াজীব) হয়েছিলো। অনুরূপভাবে, জুমার রাতে ও জুমার দিনে (অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সূর্যাস্ত থেকে আরম্ভ করে জুমার দিনের সূর্যাস্ত পর্যন্ত) প্রতিটি মুহুর্তে এমন দশলক্ষ গুনাহগারকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হয়, যারা শাস্তির উপযোগী বলে সাব্যস্ত হয়েছিল।”

(কানযুল উম্মাল, ৮ম খন্ড, ২২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৩৭১৬)

‘ইস্ইয়াঁ ছে কভী হাম নে কানারা নাহ্ কিয়া,
পর তূ নে দিল আ-যূরদাহ হামারা না কিয়া।
হামনে তো জাহান্নাম কী বহুত কী তাজভীয্,
লে-কিন তেরী রহমত নে গাওয়ারা না কিয়া।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উপরোল্লেখিত বরকতময় হাদীসগুলোতে মহামহিম প্রতিপালকের কতোই মহান পুরস্কার ও বদান্যতার কথা উল্লেখ রয়েছে। سُبۡحٰنَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ প্রতিদিন এমন দশলক্ষ গুনাহগারকে ক্ষমা করে দেয়া হয়, যারা তাদের গুনাহের কারণে জাহান্নামের উপযোগী হয়েছিল। তাছাড়া, জুমার রাতে ও জুমার দিনে তো প্রতিটি মুহুর্তে দশলক্ষ করে পাপী দোযখের শাস্তি থেকে মুক্ত বলে সাব্যস্ত হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

তদুপরি, রমযানুল মোবারকের শেষ রাতের তো কতোই সুন্দর বাহার! পুরো রমযানে যতসংখ্যক লোককে ক্ষমা করা হয়েছিলো ততসংখ্যক পাপী ওই এক রাতে দোযখের শাস্তি থেকে মুক্তি পায়। আহ! যদি **আল্লাহ্ তাআলা** আমরা পাপীদেরকেও ওই মাগফিরাত-প্রাপ্তদের মধ্যে শামিল করে নিতেন।

اٰمِیۡن بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیۡن صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

জব কাহা ‘ইস্ইয়া’ ছে মাইনে সখ্ত লা-চারো মে হোঁ,
জিন্কে পাল্লে কুছ নেহী হায় উন্ খরীদারো মে হোঁ।
তেরী রহমত কে লিয়ে শামিল গুনাহ্গারোঁ মে হোঁ,
বোল উঠি রহমত নাহ্ ঘাব্রা মাই মদদগারোঁ মে হোঁ।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

ব্যয়কে বাড়িয়ে দাও

হযরত সায়্যিদুনা দ্বামুরা رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত: **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবূয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “মাহে রমযানে পরিবারের সদস্যদের ব্যয়কে বাড়িয়ে দাও। কেননা, মাহে রমযানে খরচ করা **আল্লাহ্ তাআলার** রাস্তায় খরচ করার মতোই।”

(আল জামেউস সগীর, ১৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৭১৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযান মাসের ফযীলতের আলোচনায় হাদীসের কিতাবগুলো ভরপুর। রমযানুল মোবারকে এত বেশি বরকত ও রহমত রয়েছে যে, আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এটা পর্যন্ত ইরশাদ করেছেন যে: “যদি বান্দারা জানতো যে, রমযান কি? তাহলে আমার উম্মত আশা করতো যে, আহ! যদি সারা বছরই রমযান হতো!”

(সহীহ ইবনে হুজাইমা, ৩য় খন্ড, ১৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৮৮৬)

মদীনা: বিস্তারিত জানার জন্য ফয়যানে সুন্নাতের **ফয়যানে রমযান** অধ্যায় অধ্যয়ন করুন।

www.dawateislami.net

শাওয়ালুল মোকাররম

ঈদের পর ৬টি রোযার ৩টি ফযীলত

নবজাতক শিশুর ন্যায় পাপমুক্ত

(১) হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত; **রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখলো, তারপর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখলো, তবে সে গুনাহ থেকে এমনিভাবে মুক্ত হয়ে যাবে, যেন সে আজই মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হলো।”

(মজমুয়ায যাওয়াইদ, ৩য় খন্ড, ৪২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫১০২)

যেন সারা জীবন রোযা রাখলো

(২) হযরত সায়্যিদুনা আবু আইয়ুব رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবীবে লবীব, রাসুলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে (ব্যক্তি) রমযানের রোযা রাখলো, তারপর আরো ছয়টি রোযা শাওয়াল মাসে রাখলো, তবে সে যেনো সারা জীবনই রোযা রাখলো।”

(সহীহ মুসলিম, ৫৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৬৪)

সারা বছর রোযা রাখুন

(৩) হযরত সায়্যিদুনা সাওবান رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **আল্লাহ্ তাআলার রাসূল, রাসূলে মকবুল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতরের পর (অর্থাৎ শাওয়াল মাসে) ছয়টি রোযা রাখল, সে যেন সারা বছর রোযা রাখল। “কারণ, যে একটা নেকী করে সে দশটার সাওয়াব পায়।” (সুনানে ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ৩৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭১৫)

www.dawateislami.net

যুলহিজ্জাতুল হারাম

যিলহজ্বের প্রথম ১০ দিনের ফযীলত

বরকতময় হাদীসে পাকের বর্ণনানুসারে যিলহজ্ব মাসের প্রথম ১০ দিনের রোযা রমযানুল মোবারকের পরে সকল দিনগুলোর রোযা থেকে উত্তম।

যিলহজ্বের ১০ দিনের ব্যাপারে ৪টি বর্ণনা

নেক কাজ করার পছন্দনীয় দিন

(১) **মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "এ দশদিন অপেক্ষা বেশি কোন দিনের নেক আমল **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট প্রিয় নয়।" সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم**! আল্লাহ্ তাআলার** পথে জিহাদও কি নয়?" ইরশাদ করলেন: **"আল্লাহ্ তাআলার** পথে জিহাদও নয়" কিন্তু সে-ই, যে আপন জান ও মাল নিয়ে বের হয়ে পড়ে, তারপর তা থেকে কিছু ফেরত আনে না।" (অর্থাৎ- শুধু ওই মুজাহিদই উত্তম, যে জান ও মাল কুরবান করতে সফলকাম হয়েছে।) **(সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৩৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৯৬৯)**

শবে ক্বদরের সমান ফযীলত

(২) হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: **আল্লাহ্ তাআলার** মহান দরবারে যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশ দিনের ইবাদত অন্য দিনের তুলনায় অধিক পছন্দনীয়। সেগুলোর মধ্যে প্রতিদিনের রোযা এক বছরের রোযা এবং প্রতি রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করা শবে ক্বদরের সমান।"

(জামে তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৫৮)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

আরাফা দিবসের রোযা

(৩) হযরত সায়্যিদুনা আবু কাতাদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “**আল্লাহ্ তাআলার** প্রতি আমার ধারণা হচ্ছে, আরাফার দিনের অর্থাৎ ৯ই যিলহজ্বের রোযা এক বছর পূর্বের এবং এক বছর পরের গুনাহ মোছন করে দেয়।” (সহীহ মুসলিম, ৫৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৯৬)

এক রোযা হাজার রোযার সমান

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا থেকে বর্ণিত; **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত, হুযুর পূরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “আরাফাত দিবসের (অর্থাৎ ৯ই যিলহজ্বের) রোযা হাজার রোযার সমান। (শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৭৬৪) কিন্তু হজ্ব সম্পন্নকারীর জন্য, যে আরাফাতে অবস্থান করছে, আরাফার দিন রোযা রাখা মাকরূহ। কারণ, হযরত সায়্যিদুনা ইবনে খুযাইমা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণনা করেন: **প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আরাফার দিন (৯ই যিলহজ্ব হাজীকে) আরাফাতে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন।”

(সহীহ ইবনে খুযাইমা, ৩য় খন্ড, ২৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২১০১)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” **(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

বিভিন্ন মাদানী ফুল

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবীয়ে মোকাররাম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيَّاتٍ وَرُفِعَتْ لَهٗ عَشْرُ دَرَجَاتٍ অর্থাৎ যে (ব্যক্তি) আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়লো, **আল্লাহ্ তাআলা** তার উপর ১০টি রহমত প্রেরণ করেন, তার ১০টি গুনাহ ক্ষমা করা হবে এবং তার ১০টি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে।”

(মিশকাতুল মাসাবীহ, ১ম খন্ড, ১৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৯২২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

খেজুরের ২৫টি মাদানী ফুল

(১) **আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “আলিয়াহ্ (অর্থাৎ- মদীনা মুনাওয়ারার মসজিদে কুবার নিকটবর্তী একটি জায়গার নাম)-এর ‘আজওয়াহ্’ (মদীনা মুনাওয়ারার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান খেজুরের নাম) এর মধ্যে প্রতিটি রোগের আরোগ্য রয়েছে।”

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্রাত)

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হানাফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বর্ণনা অনুসারে; "সাতদিন যাবত প্রতিদিন সাতটি করে 'আজওয়াহ' খেজুর খেলে 'কুষ্ঠরোগ' (ধবলরোগ) দূরীভূত হয়।" (ওমদাতুল কারী, ১৪তম খন্ড, ৪৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৭৬৮)

(২) **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আজওয়াহ খেজুর জান্নাত থেকে।" এটা বিষ-আক্রান্তকে আরোগ্য দান করে।" (তিরমিযী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০৭৩) বুখারী শরীফের বর্ণনানুসারে; "যে ব্যক্তি সকালে ৭টা 'আজওয়াহ' খেজুর খেয়ে নেয়, ওই দিন যাদু এবং বিষও তাকে কোন ক্ষতি করতে পারবে না।"

(সহীহ বুখারী, ৩য় খন্ড, ৫৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৪৪৫)

হাদীসে বর্ণিত চিকিৎসা কি সকলেই করতে পারবে?

হাদীস শরীফে বর্ণিত চিকিৎসাও নিজেদের ইচ্ছামত করা উচিত নয়। নিশ্চয় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বানী ও ঘোষণা সমূহ সত্য, সত্য ও সত্য। কিন্তু যে চিকিৎসা বা ঔষধ **নবীদের সরতাজ, সাহিবে মেরাজ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন তা হতে পারে কোন বিশেষ মৌসুমের সাথে সংগতি রেখে এবং বিশেষ লোকের শারীরিক অবস্থা ও স্বভাব অনুযায়ী। যেমনিভাবে- হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাক অর্থাৎ- فِى الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِّنْ كُلِّ دَاءٍ اِلَّا السَّامَ (অর্থাৎ "কালো জিরার মধ্যে মৃত্যু ছাড়া সকল রোগের শিফা বা প্রতিষেধক রয়েছে।") এর ব্যাখ্যায় বলেন: প্রত্যেক রোগের শিফা দ্বারা উদ্দেশ্য প্রত্যেক প্রকারের সর্দি ও ঠান্ডা জনিত রোগ থেকে শিফা। কেননা, কালো জিরা গরম ও শুকনা হয়ে থাকে। এজন্য তা সর্দি ও ঠান্ডা বাহিত রোগের জন্য উপকারী হবে। তিনি আরো বলেন: এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে, আরবের সাধারণ রোগ। (মিরকাত) অর্থাৎ কালো জিরা আরবের সাধারন রোগ সমূহের জন্য উপকারী।

www.dawateislami.net

স্মরণ রাখবেন! হাদীস শরীফের ঔষধ গুলো কোন অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সেবন করা উচিৎ। (আরববাসীদের জন্য নির্বাচিত ঔষধ) শুধুমাত্র নিজস্ব বিবেচনায় সেবন না করা উচিৎ। যেহেতু আমাদের (শারীরিক) অবস্থা আরববাসীদের (শারীরিক) অবস্থা থেকে ভিন্ন। **(মিরআত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২১৬-২১৭ পৃষ্ঠা)** সাথে সাথে এটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, এই কিতাবে প্রদত্ত (ঔষধ) ব্যবস্থাপত্র নিজ ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ব্যবহার করবেন না, যদিও এই চিকিৎসা আপনি যে রোগে আক্রান্ত তার জন্যও হয়। তার কারণ এই যে, মানুষের স্বভাবগত অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। একই ঔষধ কারো জন্য আবে হায়াতের মত দারুন ফলদায়ক হয় আবার অন্য কারো জন্য মৃত্যুর বার্তা নিয়ে আসে। সুতরাং আপনার শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী আপনার ডাক্তারই ভাল পরামর্শ দিতে পারবে যে, কোন ব্যবস্থাপত্রটি আপনার উপযোগী হবে আর কোনটি নয়। কেননা, কিতাবে চিকিৎসা পদ্ধতি বর্ণনা করা এক বিষয়, আর কোন একটি বিশেষ রোগের চিকিৎসা করা অন্য বিষয়।

(৩) সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, খেজুর খেলে ‘কুলাজ’ রোগ (কুলাজকে ইংরেজীতে **APPENDIX** বলা হয়) হয় না।”

(কানযুল ওম্মাল, ১০ম খন্ড, ১২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৮১৯১)

(৪) **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: আধোয়া মুখে খেজুর খাও! এর দ্বারা পেটের ক্রিমি মরে যায়।” **(জামেউস সগীর, ৩৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৩৯৪)**

(৫) হযরত সায়্যিদুনা রবী ইবনে খছীম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: “আমার মতে গর্ভবতী নারীর জন্য খেজুর অপেক্ষা, আর অন্যান্য রোগীর জন্য মধু অপেক্ষা উত্তম অন্য কোন বস্তুর মধ্যে শিফা (আরোগ্য) নেই।”

(দুররে মানসুর, ৫ম খন্ড, ৫০৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

(৬) সায়্যিদী মুহাম্মদ আহমদ যাহবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "গর্ভবতীকে খেজুর খাওয়ানোর দ্বারা اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ পুত্রসন্তান জন্ম হবে, যে (পুত্র) সুশ্রী, সহনশীল এবং নম্র স্বভাবের হবে।"

(৭) যে (ব্যক্তি) উপবাসের কারণে দুর্বল হয়ে গেছে, তার জন্য খেজুর অত্যন্ত উপকারী। কেননা, এটার মধ্যে খাদ্যের উপাদান ভরপুর রয়েছে। তা আহার করলে তাড়াতাড়ি শক্তি ফিরে আসে। সুতরাং খেজুর দ্বারা ইফতার করার মধ্যে এ রহস্যও রয়েছে।

(৮) রোযায় তাৎক্ষণিকভাবে বরফের ঠান্ডা পানি পান করে নিলে গ্যাস সৃষ্টি হয়ে পাকস্থলী ও কলিজা ফোলে যাবার আশংকা বেশি থাকে। খেজুর খেয়ে ঠান্ডা পানি পান করলে ক্ষতির আশংকা দূর হয়ে যায়। অবশ্য, খুব বেশি ঠান্ডা পানি পান করা যে কোন সময়েই ক্ষতিকর।

(৯) খেজুর ও খিরা অথবা শশা অনুরূপভাবে খেজুর ও তরমুজ একসাথে খাওয়া সুন্নাত। এতেও হিকমতের মাদানী ফুল রয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমাদের পালন করার জন্য এই সুন্নাতই যথেষ্ট। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের অভিমত হচ্ছে: "এতে জৈবিক ও দৈহিক দূর্বলতা এবং ক্ষীণ অবস্থা দূর হয়ে যায়। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মাখনের সাথে খেজুর মিশিয়ে খাও এবং পুরাতন খেজুরের সাথে নতুন খেজুর মিলিয়ে খাও। কেননা, যখন শয়তান কাউকে এমন করতে দেখে, তখন এই বলে আফসোস করে যে, "পুরাতনের সাথে নতুন খেজুর খেয়ে মানুষ শক্তিশালী দেহ বিশিষ্ট হয়ে গেলো।" (সুনানে ইবনে মাযাহ, ৪র্থ খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৩৩০)

(১০) খেজুর খেলে পুরাতন 'কোষ্টকাঠিন্য' দূর হয়ে যায়।

(১১) হাপানী এবং হৃদপিণ্ড, মুত্রাশয় ও অন্ত্রের রোগ-ব্যাধির জন্য খেজুর উপকারী। এটা কফ বের করে দেয়। মুখের শুষ্কতা দূর করে। যৌন শক্তি বৃদ্ধি করে এবং প্রস্রাব সহজে বের হতে সাহায্য করে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

(১২) হৃদরোগ ও চোখের কালো ছানি রোগের জন্য খেজুরকে দানা সহকারে পিষে খেলে উপকার পাওয়া যায়।

(১৩) খেজুরকে ভিজিয়ে সেটার পানি পান করে নিলে, কলিজার রোগ-ব্যাধি দূর হয়ে যায়। আমাশয় রোগের জন্যও এ পানি উপকারী। (রাতে ভিজিয়ে ভোরের নাস্তায় ওই পানি পান করবেন, কিন্তু ভেজানোর জন্য ফ্রিজের মধ্যে রাখবেন না।)

(১৪) খেজুরকে দুধের সাথে গরম করে খাওয়া সর্বোত্তম শক্তিশালী খাদ্য। এ খাদ্য রোগের পরবর্তী দূর্বলতা দূর করার জন্য খুবই উপকারী।

(১৫) খেজুর আহার করলে আঘাত তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যায়।

(১৬) জন্ডিস রোগীর জন্য খেজুর উত্তম ঔষধ।

(১৭) তাজা-পাকা খেজুর ‘পিত্তরস’ (বমির সাথে যে তিক্ত পানি বের হয়) এবং ‘এসিডিটী’ বিষাক্ততা দূর করে দেয়।

(১৮) খেজুরের বিচি আগুনে পুড়ে সেগুলো দিয়ে মাজন তৈরী করে নিন। এটা দাঁতকে উজ্জল করে এবং মুখের দূর্গন্ধ দূর করে।

(১৯) খেজুরের বিচির পোড়া ছাই লাগালে আঘাতের রক্ত বন্ধ হয়ে যায় এবং আঘাত তাড়াতাড়ি ভরাট হয়ে যায়।

(২০) খেজুর বিচিকে আগুনে পুঁড়ে ধোঁয়া নিলে (অর্শ্বরোগের ক্ষত) শুকিয়ে যায়।

(২১) খেজুর গাছের শিকড় কিংবা পাতার পোড়া ছাই দ্বারা মাজন তৈরী করে দাঁত মাজলে দাঁতের ব্যথা দূর হয়। শিকড় ও পাতা সিদ্ধ করে তা দ্বারা কুলি করলেও দাঁতের ব্যথা দূর হয়।

(২২) যার খেজুর খেলে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া **(SIDE EFFECT)** দেখা দেয়, সে আনারের রস কিংবা পোস্তা-দানা অথবা কালো মরিচের সাথে খেলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উপকার পাবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

(২৩) আধ-পাকা ও পুরাতন খেজুর একসাথে খেলে ক্ষতি করে। অনুরূপভাবে, খেজুরের সাথে আঙ্গুর কিংবা কিসমিস বা মুনাক্কা মিলিয়ে খাওয়া, খেজুর ও আনজির একসাথে খাওয়া, রোগ উপশম হবার সাথে সাথেই দূর্বলতার সময় বেশি পরিমাণে খেজুর খাওয়া এবং চোখের রোগে খেজুর খাওয়া ক্ষতিকর।

(২৪) একই সময়ে পাঁচ তোলা (অর্থাৎ- প্রায় ৬০ গ্রাম) অপেক্ষা বেশি খেজুর খাবেন না। পুরাতন খেজুর খাওয়ার সময় ছিড়ে ভিতরে দেখে নিন। কেননা, তাতে কখনো কখনো ছোট ছোট লাল বর্ণের পোকা থাকে। সুতরাং পরিস্কার করে খাবেন। যেই খেজুরের ভিতর পোকা থাকার আশংকা থাকে, তা পরিস্কার করা ছাড়া খাওয়া মাকরূহ। (আউনুল মাবুদ, ১০ম খন্ড, ২৪৬ পৃষ্ঠা) বিক্রেতা খেজুরকে উজ্জল করার জন্য বেশিরভাগ সময় সরিষার তেল লাগায়। সুতরাং উত্তম হচ্ছে খেজুরকে কয়েক মিনিট পানিয়ে চুবিয়ে রাখা। যাতে মাছির আবর্জনা ও ধুলি-বালি আলাদা হয়ে যায়। অতঃপর ধূয়ে খেয়ে নিন। গাছ-পাকা খেজুর বেশি উপকারী।

(২৫) মদীনা মুনাওয়ারার খেজুরের বিচি এদিক-সেদিক ফেলবেন না। কোন আদবের জায়গায় রাখুন অথবা নদীতে ডুবিয়ে দিন। অথবা যাঁতাকল (সুপারী কাটার যন্ত্র) দিয়ে ছোট ছোট টুকরো করে কৌঠায় রেখে দিন এবং সুপারীর স্থলে ব্যবহার করে সেগুলোর বরকত লুফে নিন। ‘মদীনা মুনাওয়ারা’ হয়ে আসা যে কোন জিনিস চাই তা দুনিয়ার যে কোন ভূখন্ডের হোক না কেন, মদীনা পাকের আকাশের নিচে প্রবেশ করতেই সেটা মদীনার হয়ে যায়। তাই আশিকগণ সেটার প্রতি আদব করেন।

(ফয়যানে সুন্নাত, ফয়যানে রমযান অধ্যায়, ১ম খন্ড, ৭৩৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

৩০টি ভুল সনাক্তিকরণ

(১) এই চিন্তায় মগ্ন থাকা যে, যৌবন ও সুস্থতা সব সময় বিরাজমান থাকবে।

(২) বিপদাপদে অধৈর্য হয়ে চিৎকার-চেচামেচি করা।

(৩) নিজের বিবেককে সব চাইতে বড় মনে করা।

(৪) শত্রুকে দূর্বল মনে করা।

(৫) রোগকে অবহেলা করে প্রথমে চিকিৎসা না করা।

(৬) নিজের মতামতের ভিত্তিতে কাজ করা এবং অন্যের পরামর্শ না মানা।

(৭) কোন পাপীকে বারবার পরীক্ষা করা সত্ত্বেও তার তোষামোদী করা।

(৮) বেকারত্বে সন্তুষ্ট থাকা এবং রিযিকের সন্ধান না করা।

(৯) নিজের গোপন কথা কাউকে বলার পর তাকে তা গোপন রাখার জন্য জোর দেওয়া।

(১০) আয়ের চাইতে ব্যয় বেশি করা।

(১১) মানুষের বিপদে সাহায্য না করা এবং তার কাছ থেকে সাহায্যের আশা করা।

(১২) দু'এক বারের সাক্ষাতে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে ভাল বা মন্দ ধারণা প্রতিষ্ঠা করে নেয়া।

(১৩) পিতা মাতার সেবা না করে, সন্তান থেকে সেবা পাওয়ার আশা করা।

(১৪) কোন কাজ এই মনে করে অসম্পূর্ণ রেখে দেওয়া যে, পরে কোন এক সময় সম্পূর্ণ করে নেব।

(১৫) সবার সাথে খারাপ আচরণ করা এবং লোকদের কাছ থেকে নিজের জন্য ভাল আচরণের আশা করা।

(১৬) পথভ্রষ্টদের সঙ্গে উঠা বসা করা।

(১৭) কেউ কোন সৎ কাজের শিক্ষা দিলে তার দিকে মনযোগ না দেয়া।

(১৮) নিজে হারাম হালালের তোয়াক্কা না করা ও অন্যকেও সেই পথে চালানো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

(১৯) মিথ্যা শপথ করে, মিথ্যা কথা বলে, ধোকা দিয়ে নিজ ব্যবসায় উন্নতি করা।

(২০) ধর্মীয় জ্ঞান ও ধার্মিকতাকে সম্মান মনে না করা।

(২১) নিজেকে অন্যের চাইতে উত্তম মনে করা।

(২২) ফকির ও ভিক্ষুককে নিজ দরজা থেকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া।

(২৩) প্রয়োজনের চাইতে বেশি কথাবার্তা বলা।

(২৪) নিজের প্রতিবেশীদের সাথে বিবাদ রাখা।

(২৫) বাদশাহ ও ধনীদের বন্ধুত্বের উপর ভরসা করা।

(২৬) অযথা কারো পারিবারিক বিষয়ে নাক গলানো।

(২৭) চিন্তা-ভাবনা না করে কথা বলা।

(২৮) তিন দিনের বেশি কারো মেহমান হওয়া।

(২৯) নিজের ঘরের রহস্য অন্যের নিকট প্রকাশ করা।

(৩০) সব ধরণের লোকের সামনে নিজের দুঃখের কথা বর্ণনা করা।

(জান্নাতী যেওর, ৫৫৭ পৃষ্ঠা)

খুবই গুরুত্বপূর্ণ ৪৯টি মাদানী ফুল

(১) রাতে ঘরের দরজা বন্ধ করার সময় ঘরের ভিতর ভালভাবে দেখে নিন। অপরিচিত কেউ বা কুকুর, বিড়াল ঘরে বসে আছে কিনা? এই অভ্যাস গড়ুন اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ ঘরে কোন ক্ষতি হবে না।

(২) ঘর ও ঘরের সকল জিনিস পত্র পরিস্কার রাখুন এবং প্রত্যেক জিনিসকে তার আপন জায়গায় রাখুন।

(৩) ঘরের সকল সদস্য পরস্পর নির্ধারণ করে নিন যে, অমুক জিনিস অমুক স্থানে থাকবে তাহলে ঘরের সবাই এতে অভ্যস্থ হয়ে যাবেন যে, যখন এ জিনিস ঐ স্থান থেকে নিবেন তখন ব্যবহার করার পর ঐ স্থানে রেখে দিন। যাতে সকলকে জিজ্ঞাসা না করে ও খোঁজা ছাড়া ঐ জিনিস পাওয়া যায়। আর প্রয়োজনের সময় খুজতে না হয়।

www.dawateislami.net

(৪) ঘরের সমস্ত প্লেট ধুয়ে-মুছে কোন আলমারি বা থাক-এ উল্টিয়ে রাখুন। দ্বিতীয় বার ঐ প্লেট ব্যবহার করতে হলে না ধুয়ে ব্যবহার করবেন না।

(৫) কোন উচ্ছিষ্ট্য প্লেট অথবা খাবার বা ঔষধ লেগেছে এমন পাত্র অবশ্যই অবশ্যই এভাবে রেখে দিবেন না। উচ্ছিষ্ট্য এবং খাবার বা ঔষধ লেগেছে এমন পাত্রে জীবাণু সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন রকমের রোগ হওয়ার আশংকা থাকে।

(৬) অন্ধকারে না দেখে কোন অবস্থাতেই পানাহার করবেন না।

(৭) ঘর কিংবা উঠানের চলার পথে খাট বা চেয়ার বা কোন পাত্র বা কোন জিনিসপত্র রেখে দিবেন না। এরকম করলে অনেক সময় দৈনন্দিন অভ্যাস অনুযায়ী অসাবধানতা বসতঃ আগমনকারী ব্যক্তি অবশ্যই হোঁচট খাবে। অনেক সময় খুব জোরেও আঘাত লেগে যেতে পারে।

(৮) জগের মুখ দিয়ে কিংবা বদনার নলের সাথে মুখ লাগিয়ে কখনো পানি পান করবেন না। প্রথমত এটা শিষ্টাচার বিরোধী, দ্বিতীয়ত এই আশংকা থাকে যে, জগের মুখ কিংবা নলে কোন পোকা মাকড় থাকতে পারে আর ঐ পানির সাথে পেটে চলে যাবে।

(৯) সপ্তাহে কিংবা দশ দিনে একদিন সারা ঘর পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য নির্দিষ্ট করে নিন, ঐদিন সারা ঘর পরিস্কার করুন।

(১০) দিন রাত বসে থাকা বা খাটে শুয়ে থাকা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। ইসলামী ভাইদের পরিস্কার ও খোলা মেলা বাতাসে কিছুক্ষণ হাটা চলা করা এবং ইসলামী বোনদের কিছু পরিশ্রমের কাজ নিজ হাতে করা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই জরুরী।

(১১) যে স্থানে কিছু লোক বসে আছে সেখানে বসে বসে থুথু নিক্ষেপ করবেন না, গলা পরিস্কার করবেন না ও নাক পরিস্কার করবেন না। এটা শিষ্টাচার বিরোধী ও অপরের জন্য ঘৃণার উদ্রেককারী।

www.dawateislami.net

(১২) আস্তিন বা আচল দ্বারা নাক পরিস্কার করবেন না। এগুলো দ্বারা হাত-মুখও মুছবেন না। কেননা, এটা অপরিচ্ছন্নতা ও শিষ্ঠাচার বহির্ভূত।

(১৩) জুতা, কাপড় বা বিছানা ব্যবহারের পূর্বে ঝেড়ে নিন। যেহেতু এখানে যে কোন বিষাক্ত পোকা মাকড় থাকতে পারে, যা আপনাকে অজান্তে দংশন করবে।

(১৪) ছোট বাচ্চাদেরকে নিয়ে খেলা ধুলা করার সময় উপরে তুলে নাচিয়ে নাচিয়ে খেলা দিবেন না। **আল্লাহ্ তাআলা** না করুক, যদি হাত থেকে পড়ে যায় তাহলে বাচ্চার প্রাণ নাশের আশংকা রয়েছে।

(১৫) দরজার মাঝখানে বসবেন না। যাতায়াত কারীদের কষ্ট হবে। আর আপনাকেও কষ্ট পোহাতে হবে।

(১৬) যদি কারো গোপন স্থানে ঘা-প্যাঁচড়া বা ব্যথা বেদনা বা ফুলে যায় তখন তাকে জিজ্ঞাসা করবেন না কোথায় হয়েছে? এতে অযথা সে লজ্জিত হবে।

(১৭) টয়লেট বা গোসলখানা থেকে কোমর বন্দ (রুমাল) লুঙ্গি, বা শাড়ী পরিধান করতে করতে বাহিরে আসবেন না, বরং ভিতরে ভালভাবে পরিধান করে তবে বের হোন।

(১৮) যদি আপনার নিকট কোন লোক কিছু জানতে চায় তবে প্রথমে এর উত্তর দিন এরপর অন্য কাজ করুন।

(১৯) কারো সাথে কথা বলার সময় বা কোন কিছুর উত্তর দিলে পরিস্কার ভাবে বলুন এবং এতটুকু শব্দ করে বলুন যাতে সে ভালভাবে শুনতে ও বুঝতে পারে।

(২০) যদি কারো কোন গোপন কথা অন্য কাউকে বলতেই হয় আর সেই ব্যক্তিও ঐ বৈঠকে উপস্থিত থাকে তবে তার দিকে হাত ও চোখ দ্বারা বার বার ইঙ্গিত করবেন না। এতে ঐ ব্যক্তি বিভিন্ন সন্দেহের মধ্যে পড়ে যাবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

(২১) কাউকে কোন কিছু দিতে হলে হাতে হাতে দিন বা কোন পাত্রে করে তার সামনে উপস্থাপন করুন। কাউকে কোন কিছু দূর থেকে নিক্ষেপ করে দিবেন না। যেহেতু তা তার হাত পর্যন্ত নাও পৌছতে পারে এবং মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে যাওয়ার বা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

(২২) যদি কাউকে পাখা করতে হয় তখন স্মরণ রাখবেন তার মাথা, মুখ বা শরীরের কোন অঙ্গে যেন না পড়ে। অথবা এমন জোরে পাখা করবেন না যাতে স্বয়ং নিজে বা অন্য কেউ পেরেশান হয়ে যায়।

(২৩) ময়লা কাপড় যা ধোপীর নিকট দেওয়া হবে তা যেন ঘরে এদিক সেদিক এলোমেলো ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় মাটিতে রাখা না হয়। বরং ঘরের এক কোণে গাছের একটি সাধারণ বক্সে রেখে সেখানে সমস্ত ময়লা কাপড় গুলো জমা করে রাখুন।

(২৪) নিজের পশমের কাপড় ও বই পুস্তক মাঝে মধ্যে রোদে শুকিয়ে নিন। যাতে পোকা মাকড় কাপড় ও কিতাব সমূহ কেটে নষ্ট করতে না পারে।

(২৫) যেখানে কোন মানুষ বসা থাকে সেখানে ধুলো ময়লা যুক্ত কোন জিনিস ঝাড়বেন না।

(২৬) যে কোন ধরণের দুঃখ-দুর্দশা ও রোগের সংবাদ ভালভাবে যাচাই বাচাই না করে কখনো বলবেন না।

(২৭) খাদ্য বা পানীয় খোলা অবস্থায় কখনো রাখবেন না, সর্বদা ঢেকে রাখবেন এবং মাছি বসা থেকে রক্ষা করবেন।

(২৮) দৌঁড়ে দৌঁড়ে কিংবা চেহারা উঁচু করে চলাফেরা না করা উচিৎ এতে হোঁচট খাওয়া ও কারো সাথে ধাক্কা লাগা ইত্যাদির আশংকা রয়েছে।

(২৯) চলার সময় পা সম্পূর্ণ উঠাবেন আর সম্পূর্ণ মাটিতে বসাবেন, পায়ের পাতা বা মুড়ির উপর চলা বা পা ঘষিয়ে ঘষিয়ে চলা শিষ্টাচার বহির্ভূত।

(৩০) কাপড় পরা অবস্থায় সেলাই করা উচিত নয়।

www.dawateislami.net

(৩১) প্রত্যেককে অন্ধ বিশ্বাস করবেন না, যতক্ষন না কাউকে সব দিক দিয়ে বারবার পরীক্ষা করা হয়, তার উপর ভরসা করবেন না। বিশেষ করে অধিকাংশ শহরের অনেক মহিলা হাজী সাহেবা, তৈরীকৃত কাবার গিলাফ নিয়ে, কেউ কেউ তাবিজ-দোয়া ও ঝাঁড়-ফুঁক করার জন্য ঘরে ঘরে যাতায়াত করে এবং মহিলাদের আসরে বসে **আল্লাহ্ তাআলা** ও তাঁর **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কথাবার্তা বলে থাকে। সাবধান! সাবধান! এ সমস্ত মহিলাদেরকে কোন অবস্থাতেই ঘরে আসতে দিবেন না। দরজা থেকেই তাড়িয়ে দিন। এ সমস্ত মহিলারা অনেক ঘরকে শূণ্য করে দিয়েছে, এদের মধ্যে অনেকেই আবার চোর বা ডাকাতদের সংবাদ দাতা হিসেবে কাজ করে। যারা ঘরে প্রবেশ করে ঘরের সমস্ত পরিস্থিতি দেখে নেয় এরপর চোর ও ডাকাতদের ঘরের সংবাদ বলে দেয়।

(৩২) যথাসম্ভব কোন লেনদেন ও সরঞ্জাম বাকী চাইবেন না, যদি অপরাগ অবস্থায় চাইতেই হয় তখন মূল্য জিজ্ঞাসা করে তারিখ সহ লিখে রাখুন আর যখনই আপনার হাতে টাকা আসে সাথে সাথে আদায় করে দিন। মৌখিক স্মরণের উপর ভরসা করবেন না।

(৩৩) যথাসম্ভব খরচ করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন, টাকা পয়সা খুবই সুশৃংখল ভাবে নিন, বরং খরচ করার জন্য আপনি যা পেয়েছেন তা থেকে কিছু না কিছু বাঁচিয়ে নিন।

(৩৪) যে সমস্ত মহিলারা বিভিন্ন ঘরে যাতায়াত করে যেমন ধোপীনী, বুয়া ইত্যাদি। অবশ্যই তাদের সামনে নিজ ঘরের মতানৈক্য ও ঝগড়া বিবাদের কথা বর্ণনা করবে না। কেননা, এ ধরণের মহিলারা ঘরের কথা দশ ঘরে বলে বেড়ায়।

www.dawateislami.net

(৩৫) কোন ব্যক্তি যদি আপনার ঘরের দরজায় এসে পরিবারের কোন একজনের বন্ধু বা আত্মীয় হওয়ার কথা বলে, তাহলে কখনোই নিজ ঘরের ভিতর ডাকবেন না। তার কোন বস্তু ঘরে রাখবেন না কিংবা নিজের কোন মূল্যবান জিনিসও তাকে দিবেন না।

(৩৬) ভালবাসার কারণে নিজের সন্তানকে ক্ষুধা ছাড়া খাবার খাওয়াবেন না বা জোর করে বেশি খাওয়াবেন না। কেননা, এই দুই অবস্থাতেই বাচ্চারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। যার কষ্ট আপনি নিজে ও বাচ্চা উভয়কেই ভোগ করতে হবে।

(৩৭) বাচ্চাদের শীত ও গরম কাপড়ের বিশেষভাবে খেয়াল রাখা জরুরী। কেননা, বাচ্চাদের ঠান্ডা ও গরম লাগলে অসুস্থ হয়ে যায়।

(৩৮) বাচ্চাকে মা বাবা এমনকি দাদার নাম (বরং বাড়ির ঠিকানাসহ) শিখিয়ে দিন এবং মাঝে মধ্যে জিজ্ঞাসা করুন যাতে স্মরণ থাকে এর উপকারিতা হলো, **আল্লাহ্** না করুন! বাচ্চা যদি কখনো হারিয়ে যায় এবং কেউ যদি তাকে জিজ্ঞাসা করে তোমার পিতার নাম কি? তোমার বাবা মা কে? তোমার বাড়ি কোথায়?, তখন বলতে পারবে। অতঃপর কেউ না কেউ তাকে আপনার নিকট পৌঁছে দেবে অথবা আপনাকে ডেকে বাচ্চা হস্তান্তর করবে। আর যদি বাচ্চার নিকট মা বাবা (ঠিকানা) কিছুই জানা না থাকে তখন বাচ্চা বলবে আমি মা বাবার ছেলে, তবে আমার আব্বা আম্মা কে আমি জানি না।

(৩৯) ইসলামী বোনেরা ছোট বাচ্চাদেরকে একা রেখে ঘরের বাহিরে যাবেন না। এমনও হয়েছে যে, একজন মহিলা তার বাচ্চার সামনে খাবার রেখে বাহিরে চলে গেলো। অনেক কাক এসে বাচ্চার খাবার ছিনিয়ে নিলো এবং ঠোকড় মেরে মেরে বাচ্চার চোখ বের করে নিলো। এভাবে এক বাচ্চাকে বিড়াল একাকী পেয়ে এমন ভাবে আঁচড়াল যে, বাচ্চা মারা গেলো।

www.dawateislami.net

(৪০) কাউকে থাকার বা খাবার খাওয়ার জন্য বেশি জোরা-জোরী করবেন না। অনেক সময় এতে মেহমানের সমস্যা বা কষ্ট হতে পারে। অতএব ভাবুন যে, এমন ভালবাসার কি প্রয়োজন যার ফলাফল ঘৃণা ও দূর্ণাম হয়।

(৪১) ভারী বা বিপদজনক কোন বস্তু কোন লোকের মাথার উপর দিয়ে কাউকে দিবেন না। **আল্লাহ্** না করুন! যদি ঐ জিনিস হাত থেকে ছুটে লোকের উপর পড়ে তবে ঐ লোকের পরিনতি কত ভয়াবহ হবে।

(৪২) কোন বাচ্চা বা ছাত্রকে যদি শাস্তি দিতে হয় তবে মাটি, গাছ দ্বারা কিংবা লাথি ঘুষি মারবেন না। **আল্লাহ্** না করুন! যদি কোন নাজুক স্থানে আঘাত লাগে তবে কতইনা বড় বিপদ মাথার উপর আসবে।

(৪৩) যদি আপনি কোন ঘরে মেহমান হয়ে যান আর খাবার খেয়ে নিয়েছেন তাহলে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যাওয়ার সাথে সাথেই ঘরের লোকদের বলে দিন যে, আমি খাবার খেয়ে এসেছি। কেননা, ঘরের লোকেরা লজ্জার কারণে জিজ্ঞাসা না করে চুপে চুপে খাবার প্রস্তুত করে ফেলবে। এরপর যখন খাবার সামনে আসবে তখন আপনি বলে দিলেন যে, আমি তো খাবার খেয়ে এসেছি। এখন চিন্তা করুন এমতাবস্থায় ঘরের লোকদের কেমন আফসোস হবে?

(৪৪) ঘরে যদি টাকা কিংবা অলংকার মাটিতে পুঁতে রাখেন তবে ঘরের যার উপর বিশ্বাস ও ভরসা করা যায় তাকে বলে রাখুন। অন্যথায় আপনার যদি হঠাৎ মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে টাকা বা অলংকার চিরকালের জন্য মাটির নিচেই থেকে যাবে। (একই ভাবে অন্য কোন গোপন সম্পদ, আমানত ও দলিলাদির ব্যাপারেও কাউকে ভরসা করা উচিৎ।)

(৪৫) ঘরে জ্বলন্ত প্রদীপ বা আগুন রেখে বাহিরে যাবেন না, প্রদীপ (বাতি) এবং আগুন বের হওয়ার সময় নিভিয়ে ফেলা উচিত।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

(৪৬) এত বেশি খাবেন না যে, ঔষধ খাওয়ার স্থান পর্যন্তও বাকী না থাকে।

(৪৭) যথাসম্ভব রাতে ঘরে একাকী থাকবেন না, রাত্রে হঠাৎ কি হয় **আল্লাহ্ তাআলাই** ভাল জানেন! নিরোপায় হলে ভিন্ন কথা। কিন্তু যথাসম্ভব ঘরে এককী শয়ন করা উচিত নয়।

(৪৮) নিজের দক্ষতার উপর বড়াই করবেন না।

(৪৯) খারাপ সময়ের কোন সাথী নেই। এজন্য সর্বদা **আল্লাহ্ তাআলার** উপর ভরসা রাখুন। (জান্নাতী যেওর, ৫৫৮ পৃষ্ঠা সংক্ষেপিত)

১৬টি ঘরোয়া চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় মাদানী ফুল

(১) খাটের খুটির সাথে ‘আজওয়াইন’ (উগ্রগন্ধ যুক্ত একটি দেশীয় ঔষধ) এর পুটলি বেঁধে রাখলে اِنْ شَآءَاللّٰہعَزَّوَجَلَّ ঐ খাটের ছারপোকা পালিয়ে যাবে।

(২) যদি মশারীর ব্যবস্থা না হয় এবং গরমকালে মশা বেশি বিরক্ত করে, তবে বিছানার বিভিন্নস্থানে তুলশী পাতা রেখে দিন اِنْ شَآءَاللّٰہعَزَّوَجَلَّ মশা দূর হয়ে যাবে।

(৩) কাঠে পেরেক ঢুকাতে গিয়ে যদি কাঠ ফেটে যাওয়ার আশংকা থাকে, তবে প্রথমে পেরেককে সাবানে ঢুকান এরপর কাঠে ঢুকান اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ এভাবে কাঠ ফাটবে না।

(৪) কাগজী লেবুর (পাতলা আবরনযুক্ত লেবু) রস যদি দিনে কয়েকবার পান করে নেন اِنْ شَآءَاللّٰہعَزَّوَجَلَّ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হবে না।

(৫) লোহিত হওয়া (গরম হাওয়া) থেকে বাঁচার জন্য উত্তপ্ত রোদে সফর করার সময় পকেটে একটি পিয়াজ রেখে নেয়া উচিত।

(৬) কলেরা (নামক ভয়ঙ্কর রোগের) আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য সিরকা, লেবু ও পিয়াজ বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা উচিত।

www.dawateislami.net

(৭) সবজি দ্রুত সিদ্ধ করার জন্য এবং আটার মধ্যে খামির দ্রুত আসার জন্য তরমুজের ছিলকাকে ভালভাবে শুকিয়ে নিন এবং তা গুঁড়া করে পাউডারের মত তৈরী করুন, এরপর ঐ পাউডারকে সবজির মধ্যে দ্রুত সিদ্ধ হওয়ার জন্য ঢেলে দিন এবং আটার মধ্যে খামির আসার জন্য সামান্য পাউডার আটার ভিতর ঢেলে দিন।

(৮) যয়তুন তেল **(OLIVEOIL)** দাঁতে মালিশ করলে দাঁতের মাড়ি ও নড়বড়ে দাঁত শক্ত হয়ে যায়।

(৯) হিচকী আসলে লবঙ্গ খেলে হিচকী বন্ধ হয়ে যায়।

(১০) মাথায় উকুন বেশি হলে পুদিনা বেটে সাবানের পানির সাথে মিশিয়ে মাথায় ঢালুন এবং মাথাকে ভালভাবে ধুয়ে ফেলুন। এভাবে দুই তিনবার করলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ মাথার সকল উকুন মারা যাবে।

(১১) লেবুর টুকরা কয়েকদিন পর্যন্ত মুখে মালিশ করে অতঃপর সাবান দিয়ে ভালকরে ধুয়ে ফেলুন, মুখের ময়লা চলে যাবে।

(১২) পায়ে চলার কারণে যদি পায়ে বেশি দুর্বলতা অনুভব হয়, তবে লবণ মিশ্রিত গরম পানিতে কিছুক্ষণ পা রেখে দিলে তাহলে দূর্বলতা দূর হয়ে যাবে।

(১৩) লেবুকে যদি গরম বালিতে গরম করে বা গরম পাতিলে ভাতের উপর কিছুক্ষণ রাখার পর লেবু চাপলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সহজেই লেবুর বেশি রস বের হবে।

(১৪) আগুনে পোড়া গেলে শরীরের পোড়া স্থানে দ্রুত (লিখনীর) কালী লাগাবেন কিংবা চুনের পানি ঢালবেন বা বারুড়া গাছের তেল লাগিয়ে দিন বা সাদা চিনি পানিতে গুলে লাগিয়ে দিন।

(১৫) সাপ কিংবা কোন বিষাক্ত কীট-পতঙ্গ দংশন করলে দংশনের স্থানের সামান্য উপরে দ্রুত কোন শক্ত কাপড় দিয়ে ভালভাবে বেঁধে দিন। আর আক্রান্ত ব্যক্তিকে শয়ন করতে দিবেন না। তাড়াতাড়ি এই ব্যবস্থা করে ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন।

www.dawateislami.net

(১৬) যদি কেউ 'সিনকিয়া' (নামক ভয়ঙ্কর বিষ) বা আফিন বা ধাতুরা (এটা এক ধরণের বিষাক্ত জিনিস) খেয়ে নেয় তাহলে দ্রুত 'সবিআ'র (এক প্রকার সুগন্ধযুক্ত পাতা) বীজ দুই তোলা আধা সের পানিতে সিদ্ধ করে এতে এক পোয়া ঘি এক তোলা লবণ মিশিয়ে হালকা গরম পান করিয়ে দিন এবং বমি করান। যখন ভালভাবে বমি হয়ে যায় তাহলে দুধ পান করান আর যদি দুধও বমি করে দেয় তাহলে খুবই ভাল, আর রোগীকে শুতে দিবেন না। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ রোগী সুস্থ হয়ে যাবে। **(জান্নাতী যেওর, ৫৬৫ পৃষ্ঠা)**

সাপ, বিচ্ছু, বিছা ও পিঁপড়া থেকে মুক্তি পাওয়ার পদ্ধতি

সাপ: এক পোয়া 'নওশাদর'কে (ঔষধ বিশেষ) পাঁচ সের পানিতে মিশিয়ে বাড়ীর সমস্ত গর্তে ও ঘরের কোনায় কোনায় ছিটিয়ে দিন। যদি ঘরে সাপ থাকে তাহলে পালিয়ে যাবে। আর মাঝে মধ্যে এই পানি ঘরে ছিটাতে থাকলে ঘরে সাপ আসবে না اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ।

দ্বিতীয় ব্যবস্থা হলো; ঘরের ছিদ্র ও অন্যান্য গর্ত সমূহে সরিষা ঢেলে দিন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সাপ দ্রুত মরে যাবে। আর যদি নিজের আশে পাশে সরিষা ছিটিয়ে শয়ন করেন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সাপ আশে পাশে আসবে না।

বিচ্ছু: মুলার রস যদি বিচ্ছুর উপর ঢেলে দেওয়া হয়, তাহলে বিচ্ছু মারা যাবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ। আর বিচ্ছুর গর্তে যদি কয়েকটি মুলার টুকরা ঢেলে দেওয়া হয় তাহলে বিচ্ছু গর্তের ভিতর থেকে বাহিরে বের হতে পারবে না বরং গর্তের ভিতরই اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ধ্বংস হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় ব্যবস্থা হলো; চিরচিট্টা ঘাসের মূল যদি বিছানার উপর রাখা হয় তাহলে বিচ্ছু বিছানায় উঠতে পারবেনা। আর যদি বিচ্ছু দংশন করে বাহরোযার তেল লাগিয়ে দিন অথবা চিরচিট্টা ঘাসের শিকড় পিষে লাগিয়ে দিন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ বিষ বের হয়ে যাবে।

www.dawateislami.net

বিছা (কানখাজুরে, শতপা বিশিষ্ট লাল এক ধরনের বিছা): বিছা যদি কারো শরীরে লেগে যায় বা কানে ঢুকে যায় তাহলে চিনি এর উপর ঢেলে দিন তাহলে দ্রুত তার পা চামড়ার ভিতর থেকে বের হয়ে আসবে এবং যদি পিয়াজের রস বিছার উপর ঢেলে দেওয়া যায় তাহলে তা ঐ স্থান ছেড়ে দিবে ও তাড়াতাড়ি মারা যাবে। আর যদি এটির পা ঢুকার স্থানে যদি যখম হয়ে যায় তাহলে পিয়াজ তাবার উপর নড়াচড়া করে ঐ ক্ষতের উপর বাঁধা কার্যকরী।

মাছি জাতীয় পোকা: (এটা এক প্রকার পাখা বিশিষ্ট বিষাক্ত পোকা, যা কামড় দিলে চুলকানী হয়) 'ইন্দরাঈন' এর ফল কিংবা এটির শিকড় পানীতে ভিজিয়ে সারা ঘরে পানি ছিটিয়ে দিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ ঐ ঘর থেকে এই পোকা পালিয়ে যাবে।

পিঁপড়া: হিন্গ (এক প্রকার গাছের দূর্গন্ধ যুক্ত আঠা যা পাশারীর দোকানে পাওয়া যেতে পারে) থেকে পালিয়ে যায়।

কাপড় এবং কিতাবের পোকা: 'আফসানতিন' (নামক ঔষধ) বা পুদিনা বা লেবুর ছিলকা বা নিম পাতা বা কাপুর, কাপড় এবং কিতাবের মধ্যে রেখে দিন, তাহলে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ কাপড় এবং কিতাব পোকা থেকে রক্ষা পাবে।

(জান্নাতী যেওর, ৫৬৭ পৃষ্ঠা)

গর্ভাবস্থার ১৫টি সতর্কতা ও পরামর্শ

(১) গর্ভাবস্থায় মহিলাদের এটা স্মরণ রাখা খুবই দরকার যে, এমন ভারী খাবার খাবে না যাতে কোষ্ঠকাঠিন্য সৃষ্টি হয়। আর যদি পেট সামান্যতম ভারী অনুভব হয় তাহলে এক দুই বেলা রুটি ভাত খাবে না, বরং ঝোলের সাথে ঘি ঢেলে পান করে নিন বা দুই তিন ছটাক মুনাক্কা বা এক পিচ মোরাব্বা খেয়ে নিন।

(২) গর্ভবতী মহিলার এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, চলা ফেরার সময় পা যেন মাটিতে জোরে না পড়ে আর দৌড়ে চলবে না।

www.dawateislami.net

এভাবে উচু স্থান থেকে নিচু স্থানে লাফ দিয়ে নামবে না, দৌড়ে সিড়িতে উঠবে না, বরং ধীরে ধীরে চড়বে, মোটকথা হলো এটা মনে রাখতে হবে যে, পেট যেন বেশি না দুলে, বা ধাক্কাও যেন না লাগে, না ভারী বোঝা উঠাবে, না কঠোর পরিশ্রমের কাজ করবে, না চিন্তা বা রাগ করবে, না শক্তি বর্ধক ঔষধ সেবন করবে, না বেশি সুঘ্রাণ নিবে।

(৩) গর্ভবতী মহিলাকে চলা ফেরার অভ্যাস রাখতে হবে। কেননা, সব সময় বসে বা শুয়ে থাকলে বাতরোগ ও অলসতা বাড়বে, পাকস্থলী নষ্ট হয়ে যাবে, ও কোষ্ঠ কাঠিন্যের সমস্যা হবে।

(৪) গর্ভবতী মহিলা স্বামীর পাশে শয়ন করা উচিৎ নয়। বিশেষ করে ৪ মাসের পূর্বে ও ৭ মাসের পরে বেশি পরিমানে সতর্ক থাকা উচিৎ।

(৫) যদি গর্ভবতী মহিলার বমি আসে তখন পুদিনার চাটনী বা কাগজী লেবু ব্যবহার করবে।

(৬) যদি গর্ভাবস্থায় রক্ত দেখা যায় তখন ‘কুরস কাহরবা’ খাবে এবং দ্রুত মহিলা ডাক্তারের চিকিৎসা নিবে।

(৭) যদি গর্ভপাত হওয়ার অভ্যাস থাকে তাহলে ঐ মহিলাকে ৪ মাস পর্যন্ত এরপর ৭ মাসের পরে খুব বেশি সতর্ক থাকা আবশ্যক। গরম খাবার থেকে সম্পূর্ণ দুরে রাখতে হবে। ভাল হবে যদি কাপড় বেঁধে রাখে। কোন প্রকারের বোঝা উঠাবে না, পরিশ্রমের কোন কাজ করবে না। গর্ভপাতের কোন নমুনা পরিলক্ষিত হলে, যেমন পানি প্রবাহিত হওয়া, বা রক্ত প্রবাহিত হওয়া, তাহলে দ্রুত মহিলা ডাক্তারের নিকট নিয়ে যান।

(৮) **আল্লাহ্** না করুক! গর্ভবতী মহিলার যদি মাটি (মুলতানী মাটি মহিলারা শখ করে খায়, এটা ক্ষতিকর) খাওয়ার অভ্যাস থাকে, সে অভ্যাস ছেড়ে দেওয়া জরুরী। আর যদি মাটি খাওয়ার বেশি অতিরিক্ত অভ্যস্থ হয়, তবে নিসাস্তা বড়ি বা চক ঔষধ (এক প্রকার সাদা ঔষধ যা বাঁশের গিট থেকে বের হয়) খাবেন। এতে মাটি খাওয়ার অভ্যাস চলে যাবে।

www.dawateislami.net

(৯) যদি গর্ভবতী মহিলার ক্ষুধা চলে যায় তাহলে মিষ্টি ও তৈলাক্ত খাবার ছাড়িয়ে নিন ও নিরামিষ খাবার খাওয়ান। আর যদি পেটে ব্যথা ও গ্যাস হয় তখন "নমক সোলাইমানী" বা "জুয়ারিশ কমুনী" খাওয়ান। মোট কথা শক্তিশালী ঔষধ ও ইন্‌জেকশন ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকা উত্তম। এ ধরণের অবস্থায় চিকিৎসার চাইতে সতর্কতা উত্তম।

(১০) কোন কোন গর্ভবতী মহিলার পায়ে ফোলা চলে আসে, এটা কোন ভয়ঙ্কর বিষয় নয়। সন্তান প্রসবের পর এই ফোলা আপনা আপনিই চলে যাবে।

(জান্নাতি যেওর, ৫৬৮ পৃষ্ঠা)

(১১) গর্ভবতী মহিলার যখন ৯ মাস শুরু হবে তখন আরো বেশি সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন। এই সময় গর্ভবতী মহিলার শক্তি সঞ্চয় করা প্রয়োজন। এজন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাপনার প্রতি বিশেষভাবে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। দৈনিক **১১**টি কাট বাদাম প্রয়োজন মতো মিছরির সাথে মিশিয়ে খাওয়ান এবং ২টি নারকেল ও চিনি পিষে পাউডার বানিয়ে নিন এবং দৈনিক দুই তোলা করে খাওয়ান এবং গরুর দুধ যতটুকু সম্ভব পান করান, মাখন ইত্যাদি খাওয়ান। এই সমস্ত ঔষধের কারণে বাচ্চা সহজভাবে প্রসব হবে।

(১২) সন্তান প্রসবের সময় যখন আসবে ও প্রসব বেদনা শুরু হবে তখন বাম হাতে চুম্বক ও বাম উরুতে প্রবালের মূল (লাল রঙ্গের ছোট ছোট ডালের মতো একটি পাথর যা সমুদ্র থেকে নেওয়া হয়। পাশারীর দোকানে শাখে মারজান নামে পাওয়া যায়) বাঁধলে বাচ্চা সহজে প্রসব হয়।

(১৩) সন্তান প্রসবের সময় কোন অভিজ্ঞ ধাত্রী বা মহিলা ডাক্তার ডাকা প্রয়োজন। অনভিজ্ঞ ধাত্রীর ভুল ব্যবস্থার কারণে অধিকাংশ প্রসূতি মা ও বাচ্চার ক্ষতি হয়।

(১৪) প্রসবের পর প্রসূতি মহিলার শরীরে তেল মালিশ করা খুবই উপকারী। যেমনিভাবে পুরাতন পদ্ধতি হলো; সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কয়েকদিন যাবৎ মালিশ করা হয় এটা খুবই উপকারী।

www.dawateislami.net

(১৫) যে সমস্ত মহিলার বুকের দুধ কম হয়। আর সেই মহিলা যদি দুধ সহজে হজম করতে পারে তাকে দৈনিক দুধ পান করানো উচিৎ। আর মুরগী ইত্যাদির ঘিয়ে তৈরী ঝোল, গাজরের হালুয়া ইত্যাদি উত্তম খাবার এবং ৫ গ্রাম কালজিরা ও ৫ গ্রাম ‘তাওদারী’ (এক প্রকারের বীজ, যা পাশারীর দোকানে পাওয়া যায়) ঘন লালচে দুধের সাথে পিষে পান করান।

(জান্নাতী যেওর, ৫৭০ পৃষ্ঠা)

দুগ্ধ পানকারী শিশুর জন্য ১৬টি মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শিশুদেরকে বিভিন্ন রোগ ব্যাধী থেকে রক্ষা করার জন্য শুরুতেই করতে হয় এমন কিছু সতর্কতা মূলক খুবই উপকারী ব্যবস্থাপনা সম্বলিত ১৬টি মাদানী ফুল লক্ষ্য করুন:

(১) সন্তান জন্ম নেওয়ার পর দ্রুত يَا بَرُّ ৭বার পাঠ করে (আগে ও পরে দরূদ শরীফসহ) যদি নবজাতককে ফুঁক দেওয়া হয় তাহলে اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ বালেগ হওয়া পর্যন্ত বিপদ থেকে রক্ষা পাবে।

(২) জন্মের পর শিশুকে প্রথমে লবণ মিশ্রিত হালকা গরম পানি দিয়ে গোসল দিন এরপর সাধারণ পানি দ্বারা গোসল দিন তাহলে اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ শিশু খোশপাচড়া জাতীয় রোগ থেকে নিরাপদ থাকবে।

(৩) লবণ মিশ্রিত পানি দ্বারা বাচ্চাকে কিছু দিন গোসল করাতে থাকুন। কেননা, এটা বাচ্চার সুস্থতার জন্য খুবই উপকারী। তাছাড়া

(৪) গোসলের পর শরীরে সরিষার তেল মালিশ করা শিশুদের স্বাস্থের জন্য উপকারী।

(৫) শিশুকে দুধ পান করানোর পূর্বে দৈনিক ২/৩বার এক আঙ্গুল করে মধু খাওয়ানো অনেক উপকারী।

www.dawateislami.net

(৬) দোলনাতে রাখুন বা বিছানায় রাখুন কিংবা কোলে নিয়ে খেলুন সব সময় বাচ্চার মাথা উঁচু রাখবেন, মাথা নিচু ও পা উচু হতে দিবেন না। কেননা, এটা ক্ষতি কারক।

(৭) জন্মের পর বেশি আলোতে রাখলে শিশুর দৃষ্টিশক্তি দূর্বল হয়ে যায়।

(৮) যখন বাচ্চার মাড়ি শক্ত হয়ে যাবে ও দাঁত বের হওয়ার সময় হয় তখন মাড়ির উপর মুরগীর চর্বি মালিশ করুন।

(৯) দৈনিক ২/১বার দাঁতের মাড়িতে মধু মালিশ করুন ও বাচ্চার গর্দান ও মাথায় তেল মালিশ করা উপকারী।

(১০) যখন দুধ ছাড়ানোর সময় আসে ও বাচ্চা খাবার খাওয়া শুরু করে তখন সাবধান! সাবধান! তাকে কোন শক্ত কিছু চিবুতে দিবেন না। খুব নরম ও দ্রুত হজম হয় এমন খাবার দিন।

(১১) গরু বা ছাগলের দুধ ও পান করাতে থাকুন।

(১২) চাহিদামত শিশুকে এই বয়সে ভাল খাবার দিন। এই বয়সে যে শক্তি অর্জিত হবে শিশু জীবিত থাকলে তা اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ সারা জীবন কাজে আসবে।

(১৩) শিশুকে বার বার খাবার না দেওয়া উচিৎ। এক খাবার হজম না হওয়া পর্যন্ত অন্য খাবার কখনো দিবেন না।

(১৪) চকলেট, মিষ্ঠি ও টক খাওয়ার অভ্যাস থেকে শিশুকে রক্ষা করা খুবই জরুরী। এগুলো বাচ্চার স্বাস্থের জন্য খুবই ক্ষতিকারক।

(১৫) শিশুকে শুকনা ফল ও তাজা ফল খাওয়ানো খুবই উত্তম।

(১৬) খত্না যত ছোট অবস্থায় করানো যায় ততই ভাল এতে কষ্ট কম হয় ও ক্ষতস্থান দ্রুত ভরাট হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

জ্বরের ৫টি মাদানী চিকিৎসা

لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّ لَا زَمْهَرِيْرًا ﴿۱۳﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তাতে না রৌদ্র দেখবে না অতি শীত। (পারা: ২৯, সূরা: দকাহার, আয়াত: ১৩)

(১) উপরোক্ত আয়াতে কারীমাটি ৭বার (শুরু ও শেষে একবার করে দরূদ শরীফ) পাঠ করে রোগীর উপর ফুঁক দিন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ জ্বরের তীব্রতায় কমতি পরিলক্ষিত হবে এবং রোগী আরাম বোধ করবে।

(২) হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জাফর সাদেক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেছেন: সূরা ফাতিহা ৪০বার (শুরু ও শেষে একবার করে দরূদ শরীফ সহ) পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে রোগীর মুখের উপর ছিটা দিন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ জ্বর চলে যাবে।

(৩) **সুলতানে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জ্বর ছিল। তখন সায়্যিদুনা হযরত জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام এই দোয়া পাঠ করে ফুঁক দেন:

بِسْمِ اللهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَیْءٍ يُّؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ اَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ ط اَللهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللهِ اَرْقِيْكَ

অনুবাদ: **আল্লাহ্ তাআলার** নামে আমি আপনাকে ফুঁক দিচ্ছি, ঐ সকল বস্তু হতে যা আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে সকল নফসের (প্রত্যেকের অনিষ্ট হতে অথবা সকল হিংসাত্মক চক্ষু থেকে)। মহান **আল্লাহ্** আপনাকে আরোগ্য দান করুক। আমি **আল্লাহ্**র নামে আপনাকে ফুঁক দিচ্ছি। (সহীহ মুসলিম, ১২০২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২১৮৬)

www.dawateislami.net

(৪) জ্বরাক্রান্ত রোগীকে আরবীতে দোয়াটি (শুরু ও শেষে একবার করে দরূদ শরীফ সহ) পাঠ করে ফুঁক দিয়ে দিন। জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তি অধিকহারে بِسْمِ اللّٰهِ الْكَبِيْرِ পাঠ করতে থাকুন।

(৫) পবিত্র হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে যে; "তোমাদের মধ্যে যদি কারো জ্বর চলে আসে, তখন তার উপর যেন তিন দিন পর্যন্ত সকাল বেলা ঠান্ডা পানির ছিটা দেয়া হয়।" (আল মুস্তাদরাক লিল হাকীম, ৫ম খন্ড, ২৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৫১৫)

অর্ধ মাথা ব্যথার ৬টি চিকিৎসা

(১) যদি কারো অর্ধ মাথা ব্যথা হয়, তাহলে একবার সূরায়ে ইখলাস (আগে-পরে ১বার করে দরূদ শরীফ সহ) ফুঁক দিন। প্রয়োজনে ৩বার, ৭বার অথবা ১১বার এভাবে ফুঁক দিন। ১১বার পড়া শেষ হওয়ার পূর্বেই اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অর্ধ মাথা ব্যথা দূর হয়ে যাবে।

(২) যখন মাথা ব্যথা হতে থাকে 'সূনঠ' তথা শুকনো আদা (যা পাশারী অর্থাৎ বনাজী ঔষধালয়, দেশী হারবাল চিকিৎসালয় গুলোতে পাওয়া যায়।) সামান্য পানিতে ঘষে শুকনো আদার ঘষা অংশ কপালে মালিশ করলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অর্ধ মাথা ব্যথা দূর হয়ে যাবে।

(৩) শুকনো ধনিয়ার কিছু দানা এবং অল্প কিসমিস পাত্রে কিংবা কলসির ঠান্ডা অথবা নরমাল পানিতে কয়েক ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে পান করলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উপকার হবে।

(৪) গরম দুধে দেশী ঘি মিশিয়ে পান করলেও উপকার হয়।

(৫) নারিকেলের পানি পান করলেও অর্ধ মাথাব্যথা এবং পূর্ণ মাথাব্যথা কমে যায়।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

(৬) সামান্য গরম পানি বিশিষ্ট বড় থালাতে লবণ মিশ্রিত করে ঐ পানিতে উভয় পা ১২ মিনিটের জন্য ডুবিয়ে রাখলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উপকার সাধিত হবে। (প্রয়োজনে সময়ের মধ্যে কম-বেশি করে নিতে পারেন।)

মাথা ব্যথার ৭টি চিকিৎসা

(১) لَا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ﴿۱۹﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: না তাদের মাথা ব্যথা হবে, না জ্ঞানে পরিবর্তন আসবে। (পারা: ২৭, সূরা: ওয়াকিয়া, আয়াত: ১৯) এ আয়াতে করীমা ৩বার (আগে ও পরে ১বার করে দরূদ শরীফ সহ) মাথা ব্যথাগ্রস্থ ব্যক্তিকে ফুঁক দিন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উপকার হবে।

(২) “সূরা নাস” সাতবার (প্রথমে ও শেষে একবার করে দরূদ শরীফ) পাঠ করে মাথায় ফুঁক দিন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করুন (কমেছে কিনা?)। যদি এখনও মাথা ব্যথা অবশিষ্ট আছে বলে, তাহলে পূনরায় এভাবে ফুঁক দিন। তারপরও যদি ব্যথা অনুভূত হয় তাহলে তৃতীয়বার এভাবে ফুঁক দিন। পূর্ণ মাথা ব্যথা হোক কিংবা অর্ধ মাথা ব্যথা, যেমনই প্রচন্ড ব্যথা হোক না কেন তৃতীয়বারে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দূর হয়ে যাবেই।

(৩) পূর্ণ মাথা ব্যথা হোক কিংবা অর্ধ মাথা ব্যথা, আছরের নামাযের পর “সূরা তাকাসুর” একবার (প্রথমে ও শেষে একবার করে দরূদ শরীফ) পড়ে ফুঁক দিন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ মাথা ব্যথার উপশম হবে।

(৪) জিহ্বায় এক চিমটি লবণ রেখে ১২ মিনিট পর এক গ্লাস পানি পান করে নিন, মাথায় যেমনই ব্যথা হোক না কেন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উপশম হবে। তবে উঁচ্চ রক্তচাপ সম্পন্ন (অর্থাৎ-হাই ব্লাড প্রেসার) রোগীর জন্য লবণ ব্যবহার করা ক্ষতিকর।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

(৫) এক কাপ পানির মধ্যে এক চামচ হলুদ মিশিয়ে সিদ্ধ করে পান করলে অথবা বাষ্প গ্রহণ করলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ মাথা ব্যথা দূর হয়ে যাবে। (তরকারী ইত্যাদিতে অবশ্যই হলুদ ব্যবহার করুন। প্রতিদিন ১ গ্রাম (অর্থাৎ- ১ চিমটি) হলুদ যে খায়, সে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ "ক্যান্সার" রোগ থেকে নিরাপদ থাকবে।)

(৬) দেশী ঘিতে ভাজা গরম গরম জিলাপী সূর্যোদয়ের পূর্বে খেলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ মাথা ব্যথায় উপশম হবে।

(৭) যদি কখনও হঠাৎ করে মাথা ব্যথা দেখা দেয়, তাহলে ডিসপ্রিন **(DISPIRIN)** জাতীয় ট্যাবলেট পানিতে মিশিয়ে পান করে নিন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ মাথা ব্যথা ঠিক হয়ে যাবে। (যে কোন প্রকার ব্যথার ট্যাবলেট খাবার খাওয়ার পরই সেবন করা চাই। অন্যথা ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।)

মাদানী পরামর্শ: যদি কোন প্রকার ঔষধ দ্বারা মাথা ব্যথা দূর না হয়, তাহলে চোখ পরীক্ষা করিয়ে নিন। যদি দৃষ্টিশক্তি দূর্বল হয়ে আসে, তাহলে "চশমা" ব্যবহার করলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ মাথা ব্যথা ঠিক হয়ে যাবে। এরপরও যদি সুস্থতা ফিরে না আসে, তাহলে মস্তিস্ক বিশেষজ্ঞ **(NEUROLOGIST)** ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া অত্যন্ত জরুরী। এতে অলসতা করলে অনেক সময় বড় ধরণের ক্ষতির সম্মুখিন হতে হয়।

বদ হজমের ২টি মাদানী চিকিৎসা

(১) যে ব্যক্তির খাবার হজম না হওয়ার অভিযোগ রয়েছে, সে নিম্নে দেয়া আয়াতদ্বয় পাঠ করে হাতে ফুঁক দিয়ে নিজের পেটের উপর হাতকে বুলিয়ে নিন এবং খাবারের উপরও ফুঁক দিন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ খাবার হজম হয়ে যাবে।

www.dawateislami.net

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۴۳﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۴۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আহার করো ও পান করো তৃপ্ত হয়ে, আপন কর্ম সমূহের প্রতিদান। নিশ্চয় সৎ কর্মপরায়নদেরকে আমি এমনই পুরস্কার দিয়ে থাকি।

(পারা: ২৯, সূরা: মুরসালাত, আয়াত: ৪৩-৪৪)

(২) ইমাম কামালুদ্দীন দামিরী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কিছু ওলামায়ে কিরাম থেকে বর্ণনা করেন: "যে ব্যক্তি বেশি পরিমাণে খেয়ে নিয়েছে এবং বদহজমীর ভয় হচ্ছে, সে যেন নিজের পেটের উপর হাত বুলিয়ে তিনবার এটা বলে নেয়:

اَللَّيْلَةُ لَيْلَةُ عِيْدِىْ يَا كَرِشِىْ وَرَضِىَ اللّٰهُ عَنْ سَيِّدِىْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ الْقَرَشِىْ

অনুবাদ: হে আমার পাকস্থলী! আজকের রাত, আমার ঈদের রাত। **আল্লাহ্** সন্তুষ্ট হোক আমাদের সর্দার হযরত আবু আবদুল্লাহ কারশীর উপর।

যদি এ অবস্থা দিনের বেলায় হয়, তাহলে اَللَّيْلَةُ لَيْلَةُ عِيْدِىْ এর স্থলে اَلْيَوْمُ يَوْمُ عِيْدِىْ বলুন। (হায়াতুল হায়ওয়ানুল কোবরা, ১ম খন্ড, ৩৬০ পৃষ্ঠা)

কোষ্ঠকাঠিন্যের ডাক্তারী চিকিৎসা

বদ হজমের কয়েকটি চিকিৎসা রয়েছে এর কয়েকটি হলো: (১) বদ হজম হলে দু-এক বেলা উপবাস থাকুন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ পেট ভারী কমে যাবে ও পাকস্থলীর আরাম মিলিবে। (২) পরিমাণ মত পেঁপে খান। (৩) ইসুপগুলের ভূসি এক বা তিন চামচ পানিতে ভিজিয়ে খেয়ে নিন, এতে কাজ না হলে প্রয়োজন মতো এর পরিমান বৃদ্ধি করে নিন। যদি বেশির ভাগ সময় কোষ্টকাঠিন্য হয়ে থাকে তাহলে সপ্তাহে কয়েকবার এভাবে ব্যবহার করুন।

www.dawateislami.net

(৪) হরতকি পিষে আধা চায়ের চামচ শয়ন করার সময় পানি দিয়ে খেয়ে নিন, কমপক্ষে চার মাস পর্যন্ত এভাবে ব্যবহার করতে থাকুন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ কোষ্ঠকাঠিন্যের সাথে অনেক রোগ বরং স্মৃতিশক্তির জন্য ও অনেক উপকারী।

কোষ্ঠকাঠিন্যের ৪টি চিকিৎসা

‘কূতুল কূলুব’ ২য় খন্ডের ৩৬৫ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে: ছয় ঘন্টার পূর্বে যদি খাবার পায়ুপথ দিয়ে বের হয়ে যায়, তখন বুঝে নিতে হবে পেট অসুস্থ। আর যদি ২৪ ঘন্টার পরও তা বের না হয়, তাহলেও বুঝে নিতে হবে “পেট” অসুস্থ। শরীরের জোড়া সমূহের ব্যথা পেটের বাতাসকে আটকে রাখার ফলে হয়ে থাকে। যেমনিভাবে নদীর প্রবাহিত পানিকে যদি (মাঝ পথে) বাধা প্রদান করা হয় তাহলে নদীর উভয় পাড়ের খুবই ক্ষতি সাধিত হয়। এইভাবে প্রস্রাব বন্ধ করলে শরীরে ক্ষতি সাধিত হয়। (কুতুল কুলুব, ২য় খন্ড, ৩৬৫ পৃষ্ঠা)

নিজের হজম শক্তিকে ঠিক রাখুন। অন্যথায় স্থূলতার চিকিৎসা করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে, সবজি ও ফল খান, যদি কোষ্টকাঠিন্য থাকে তবে; (১) ৪/৫ টি পাকা পেয়ারা বিচি সহ অথবা (২) পরিমাণ মত পেঁপে খেয়ে নিন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ পেট পরিস্কার হয়ে যাবে। (৩) প্রতি চার দিন অন্তর ৩/৪ চামচ ইসুপগুলের ভুসি বা অন্য কোন হজমী গুড়া পানির সাথে খেয়ে নিন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ পেট পরিস্কার হতে থাকবে। যদি প্রত্যেহ ইসুপগুলের ভুসি ব্যবহার করা হয়, অনেক সময় কাজ করে না। (৪) তাছাড়া আপনার ডাক্তার যদি অনুমতি দেয় তাহলে প্রতি দুই বা তিন মাস পর ৫দিন পর্যন্ত সকাল সন্ধ্যা একটি করে ট্যাবলেট গ্রামিক্স ৪০০ মি:গ্রা: **(GRAMEX 400mg [Metronidazole])** ব্যবহার করুন। এতে কোষ্টকাঠিন্য বদ হজমী ইত্যাদি রোগ ও পেটের সুস্থতার জন্য اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উত্তম ঔষধ হিসেবে পাবেন। কিন্তু যখন এই ঔষধ (ট্যাবলেট) শুরু করবেন তখন ধারাবাহিকভাবে পাঁচ দিন পূর্ণ করা জরুরী। খালি পেটেও এটা খাওয়া যাবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

অসময়ে ঘুম আসার চিকিৎসা

এক গ্লাস পানিতে (হালকা গরম হলে ভাল হয়) এক চামচ মধু মিশ্রিত করে সকালে খালি পেটে (কিছু খাওয়ার পূর্বে) আর রোযাদার হলে ইফতারের সময় লাগাতার সর্বদা ব্যবহার করুন। মোটা হওয়া সহ অন্যান্য অনেক রোগ বিশেষত পেটের রোগ থেকে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ রক্ষা পাবেন। উত্তম হলো, এতে একটি বা অর্ধেক লেবু চিবিয়ে রস দিন তাহলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উপকার বেশি হবে। যদি পড়তে পড়তে কিংবা ইজতিমা ইত্যাদিতে বসা অবস্থায় অসময়ে ঘুম চলে আসে তাহলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তা থেকে ও মুক্তি পাবেন।

মেদ বহুল শরীরের সবচেয়ে উত্তম চিকিৎসা

সবচেয়ে উত্তম চিকিৎসা- **আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ্** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “ক্ষুধাকে তিন ভাগ করে নাও। এক ভাগ খাবার, এক ভাগ পানি ও এক ভাগ বাতাস (দ্বারা পেটের ক্ষুধা নিবারণ করা উচিত)।” যদি খাবারের মধ্যে এ নিয়ম পালন করা হয়, তাহলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ কখনো শরীর (অতিরিক্ত) মোটা হবে না এবং কখনো বায়ু, বাত, পেটের গন্ডগোল, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি রোগও হবে না।

কাঁশির চিকিৎসা

প্রতিদিন কিসমিসের ৪০টি দানা (যদি হজমশক্তি ঠিক থাকে তাহলে কিসমিসের পরিমাণের দ্বিগুণ অর্থাৎ- ৮০টি হলেও কোন সমস্যা নেই) এবং ৩টি কাট বাদাম নিয়ে এগুলোর উপর ১১বার দরূদ শরীফ পাঠ করে ফুঁক দিয়ে খেয়ে নিন। খাওয়ার পর ২ ঘন্টা পর্যন্ত পানি পান করবেন না। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ কাঁশির জন্য যথেষ্ট উপকারী হবে। কফ বেরিয়ে আসবে এবং আর কখনো এ রোগ দেখা দিবে না। (প্রয়োজনে: কিসমিসের সংখ্যা বাড়াতেও পারেন।)

www.dawateislami.net

একেবারে ছোট বাচ্চাদের জন্য প্রয়োজনানুসারে কিসমিসের সংখ্যা কমিয়ে দিন। আরোগ্য লাভ না হওয়া পর্যন্ত চিকিৎসা অব্যাহত রাখুন।

গর্ভ সংরক্ষণের ২টি রূহানী চিকিৎসা

(১) لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ ১১বার কোন বড় থালাতে অথবা কাগজে লিখে তা ধুয়ে মহিলাকে পান করিয়ে দিন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ গর্ভের হিফাযত হবে। যে মহিলার দুধ আসে না অথবা কম আসে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তার জন্যও এই আমল খুবই উপকারী। চাই শুধুমাত্র একদিন পান করান অথবা কিছু দিন পর্যন্ত প্রতিদিন লিখে লিখে পান করান, উভয় ধরণের অনুমতি রয়েছে।

(২) يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ ১১১বার কোন কাগজে লিখে গর্ভবতীর পেটের উপর বেঁধে দিন এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত বেঁধেই রাখুন। (প্রয়োজনে অল্প সময়ের জন্য খুলে রাখাতে কোন ক্ষতি নেই।) اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ গর্ভও হিফাযত থাকবে এবং বাচ্চাও সুস্থ অবস্থায় জন্মলাভ করবে।

ইরকুন্নিসা রোগের ২টি চিকিৎসা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইরকুন্নিসার পরিচিতি হলো; উরু (রানের জোড়া) থেকে নিয়ে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত প্রচন্ড ব্যথা হয়ে থাকে, এই রোগ বছরের পর বছর আক্রান্ত ব্যক্তির পিছু ছাড়ে না।

(১) ব্যথার স্থানে হাত রেখে শুরু ও শেষে দরূদ শরীফ সহকারে সূরা ফাতিহা ১বার এবং এই দো'য়াটি ৭বার পড়ে ফুঁক দিন: اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنِّيْ سُوْءَ مَا اَجِدُ (অর্থাৎ হে **আল্লাহ্!** আমার মধ্য হতে রোগ দূর করে দাও)। যদি অন্য কেউ ফুঁক দেয়, তাহলে عَنِّيْ এর স্থলে পুরুষ عَنْهُ এবং মহিলা হলে عَنْهَا বলবেন। (আরোগ্য লাভ না হওয়া পর্যন্ত এরূপ চলবে।)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

(২) يَا مُحْيِيُ ৭বার পাঠ করে পেটে গ্যাস জমলে বা পেটে অথবা পিঠে ব্যথা হলে, অথবা ইরকুন্নিসা অথবা শরীরের অন্য কোন জায়গায় ব্যথা হলে অথবা কোন অঙ্গ বিকল হয়ে যাওয়ার ভয় হলে নিজের উপর ফুঁক দিয়ে নিন اِنْ شَآءَاللهعَزَّوَجَلَّ উপকার হবে। (আরোগ্য লাভ না হওয়া পর্যন্ত এরূপ চলবে)

মুখের দূর্গন্ধের চিকিৎসা

যদি কোন কিছু খাওয়ার কারণে মুখে দূর্গন্ধ দেখা দেয় তাহলে কাঁচা ধনিয়া চিবিয়ে চিবিয়ে খান। তাছাড়া গোলাপের তাজা অথবা শুকনো ফুল দ্বারা দাঁত মাজলেও মুখের দূর্গন্ধ দূর হয়ে যাবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তবে হ্যাঁ! যদি পেটের রোগের কারণে মুখে দূর্গন্ধ দেখা দেয়, তাহলে কম খাওয়ার অভ্যাস করে ক্ষুধার বরকত অর্জন করা দ্বারা اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ পা এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ব্যথা, কোষ্ঠকাঠিন্য, বুকের জ্বালাপোড়া, মুখের ফোস্কা, স্থায়ী সর্দি কাশি, গলা ব্যথা, মাড়িতে রক্ত দেখা দেয়া ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার রোগের পাশাপাশি মুখের দূর্গন্ধ থেকেও আপনি রক্ষা পেয়ে যাবেন। ক্ষুধা থেকে কম খাওয়ার বরকতে শতকরা ৮০ ভাগ রোগ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে। (বিস্তারিত জানার জন্য **"ফয়যানে সুন্নাত"** প্রথম খন্ডের অধ্যায় **"ক্ষুধার ফযীলত"** অধ্যয়ন করুন। যদি নফসের লোভ লালসার চিকিৎসা হয়ে যায় তাহলে অনেক প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য রোগ এমনিতেই ভাল হয়ে যাবে।

রযা নফসে দুশমন হ্যায় দম মে নাহ্ আ-না,
কাঁহা তুম নে দেখে হে চান্দরানে ওয়ালে।

www.dawateislami.net

মুখের দূর্গন্ধের মাদানী চিকিৎসা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ الطَّاهِرِ

এই দরূদ শরীফটি সময় অনুসারে এক নিঃশ্বাসে ১১বার পাঠ করলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ মুখের দূর্গন্ধ দূর হয়ে যাবে।উল্লেখিত দরূদ শরীফ এক নিঃশ্বাসে পাঠ করার উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে, মুখ বন্ধ করে ধীরে ধীরে নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নেয়া শুরু করুন আর যতটুকু সম্ভব হয় ততটুকু বাতাস ফুসফুসে ঢুকিয়ে নিন। এবার দরূদ শরীফ পড়া শুরু করুন। কয়েকবার এভাবে অনুশীলন করলে নিঃশ্বাস শেষ হওয়ার পূর্বে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ পরিপূর্ণ ১১বার দরূদ শরীফ পাঠ করার অভ্যাস হয়ে যাবে। আলোচ্য নিয়মানুসারে নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নিয়ে সাধ্য অনুযায়ী নিঃশ্বাসকে ভিতরে থামিয়ে রাখার পর মুখ দিয়ে তা বের করা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। সারা দিনের মধ্যে যখনই সুযোগ হয়, বিশেষতঃ খোলা আকাশের নিচে প্রতিদিন কয়েকবার এরূপ করে নেয়া উচিত।

মুখের দূর্গন্ধ সম্বন্ধে অবগত হওয়ার নিয়ম

যদি মুখে কোন দূর্গন্ধ থাকে তাহলে দূর্গন্ধ দুর করার জন্য যতবার মিসওয়াক ও কুলি করা প্রয়োজন ততবার মিসওয়াক ও কুলি করা আবশ্যক। এর জন্য কোন সংখ্যা নির্ধারিত নেই। পুরু দূর্গন্ধ যুক্ত হুক্কা মাত্রারিক্ত পানকারীদের এ কথা স্মরণ রাখা অত্যন্ত জরুরী, এর চেয়ে আরো বেশি স্মরণ রাখা উচিৎ বিড়ি সিগারেট পানকারীদের, এর দূর্গন্ধ তামাকের চাইতে আরো অনেক বেশি ও স্থায়ী। আর এসবের চাইতে আরো বেশি জরুরী তামাক পানকারীদের যারা তাদের মুখে (ধোঁয়ার পরিবর্তে সরাসরি তামাক) চিবিয়ে খায় আর মুখ দুর্গন্ধে ভেসে যায়। এসমস্ত লোক ততক্ষণ পর্যন্ত মিসওয়াক ও কুলি করবে যতক্ষণ পর্যন্ত মুখ সম্পূর্ণরূপে পরিস্কার হয়ে না যায় এবং দূর্গন্ধ ও তার চিহ্ন পর্যন্ত যেন না থাকে।

www.dawateislami.net

(আর দূর্গন্ধ আছে কিনা) তার পরীক্ষা এভাবে করবে যে, হাত নিজের মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে মুখ খুলে তিনবার জোরে জোরে কন্ঠনালী থেকে শ্বাস হাতে নিবে এবং দ্রুত গন্ধ শুকবে। যতক্ষন না দূর্গন্ধ নিজের কাছে কম অনুভূত হয়। আর দূর্গন্ধ হলে মসজিদে যাওয়া হারাম, নামাযে উপস্থিত হওয়া নিষেধ। **আল্লাহ্ তাআলাই** পথ প্রদর্শক। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, সংশোধীত, ১ম খন্ড, ৬২৩ পৃষ্ঠা)

মুখ পরিষ্কার করার পদ্ধতি

যে ব্যক্তি মিসওয়াক ও খাওয়ার পর খিলালের সুন্নাত আদায় করে না ও দাঁত পরিস্কারের ক্ষেত্রে অবহেলা করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের মুখ দূর্গন্ধযুক্ত হয়। শুধুমাত্র রীতি অনুযায়ী মিসওয়াক ও খিলালের কাঠি দাঁতে লাগিয়ে নিলে যথেষ্ট হবে না। মাঁড়ি যাতে ছিড়ে না যায় সেদিকে খেয়াল রেখে যথা সম্ভব খাবারের প্রতিটি দানা দাঁত থেকে বের করতে হবে। অন্যথায় দাঁতের ভিতর খাবারের পরিত্যক্ত অতিরিক্ত অংশ পঁচে দুর্গন্ধের কারণ হয়। দাঁত পরিস্কার করার এটাও একটি পদ্ধতি যে, কোন কিছু খাওয়ার পর ও চা ইত্যাদি পান করার পর এছাড়া অন্য যখনই সুযোগ পাওয়া যায় যেমন বসে বসে কোন কাজ করছেন তখন পানির ঢোক মুখ ভর্তি করুন ও মুখের ভিতর জোরে নাড়তে থাকুন। এভাবে মুখের ময়লা পরিস্কার হতে থাকবে। সাধারণ পানিও চলবে এবং যদি হালকা লবনযুক্ত গরম পানি হয় তবে اِنْ شَآءَاللہ عَزَّوَجَلَّ এটা হবে উত্তম ‘মাউথ ওয়াশ’।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

খাদ্যের মাধ্যমে চিকিৎসার কাব্যিক মাদানী ফুল

জাহাঁ তক কাম চলতা হো গিযা সে, ওহাঁ তক চাহিয়ে বাঁচনা দাওয়া সে।
আগর তুঝ কো লাগে জাড়োঁ মে সরদি, তো ইসতিমাল কর আন্ডে কা যরদি।
জু হো মেহচুচ মে'দে মে গিরানী, তো চাক লে চৌফ ইয়া আদরক কা পানি।
আগর খুন কম বনে বলগম যেয়াদা, তো খা গাজর, চনে, শালগম যেয়াদা।
জু বদ হজমী মে তো চাহে আফাকা, তো করলে এক ইয়া দো ওয়াক্ত ফাকা।
জু পিচশ হে তো পীচ ইস তারাহ কচ লে, মিলা কর দুধ মে লেমু কা রস লে।
জিগর কা বল পে হে ইনসান জিতনা, আগর যেয়ফ জিগর হে, খা পাপিতা।
জিগর মে হো আগর গরমী, দহী খা, আগর আ'তোঁ মে খুশকী হে, ঘি খা।
থকন সে হো আগর আযালাত ঢিলে, তো ফোরান দুধ গরমা গরম পি লে।
জু তাকত মে কমী হোতি হে মেহচুচ, তো ফির মুলতানী মিছরী কি ঢলি চুচ।
যেয়াদা গর দেমাগী হে তেরা কাম, তো খায়া কর মিলা কর শেহেদ বাদাম।
আগর হো দিল কি কমজোরী কা এহসাস, মুরাব্বা আ'মলা খা, আউর আনান্নাস।
জু দুখতাহে গলা, নযলা কে মারে, তো কর নমকীন পানি সে গড়গড়ে।
আগর হে দরদ সে দাঁতো কে বে কুল, তো উঙ্গলী সে মাসোড়োঁ পর নমক মল।
শেফা চাহে আগর কাঁসি সে জলদী, তো পি লে ধুদ মে তোড়ী সি হলদী।
জু কানোঁ মে আগর তকলীফ হোভে, তো সরসোঁ কা তেল ফা হে সে নাছোড়ে।
জু টাইফায়েড সে চহে রেহাই, বদল পানি কে গান্না চুচ ভাই।
যায়াবেতিস আগর তুঝ কো জু মারে, তো জামন তাজা খা, আউর লে নাযারে।
তো চিশতী, নকশবন্দি, কাদেরী হে, তো হানফী, শাফেয়ী ইয়া মালকী হে।
তু আ'জা সুন্নাতোঁ কা ইজতিমা মে, হো নফা দ্বীন ও দুনিয়া কি মাতা' মে।
আগর হো তেরে দিল পে গম কি ইয়ালগার, তো মাদানী কাফেলোঁ মে কর সফর ইয়ার।
জো হে দিল ফিকরে দুনিয়া সে পেরেশান, তো কর ইয়াদ খোদা সে দিল কো শাদাঁ'।
আগর আ'ফত কোয়ি আ'জায়ে তুঝ পর, তো দিল সে ইয়া রাসূলাল্লাহ কাহা কর।
দরূদ পাকে তো হারদম পড়া কর, সবি আমরায কে ইস সে দাওয়া কর।
তো হুব্বে আ'ল ও আসহাবে নবী সে, দিল আবাদ কর মত ডর কিসি সে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ؕ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

ফয়যানে ইছালে সাওয়াব

মুনাফেকী ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম সাখাবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন, **আল্লাহর প্রিয় হাবীব, রাসুলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর ১০টি রহমত প্রেরণ করেন। আর যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন। আর যে ব্যক্তি আমার উপর একশত বার দরূদ শরীফ পাঠ করে, **আল্লাহ তাআলা** তার দু’চোখের মধ্যখানে লিখে দেন যে, এই বান্দা মুনাফেকী ও দোযখের আগুন থেকে মুক্ত আর কিয়ামতের দিন তাকে শহীদগণের সাথে রাখবেন।” (আল কাউলুল বাদী, ২৩৩ পৃষ্ঠা)

হে সব দোয়াঁও সে বড় কর দোয়া দরূদ ও সালাম,
কেহ দফা করতাহে হার এক বালা দরূদ ও সালাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যাদের পিতা-মাতা বা যে কোন একজন ইন্তেকাল হয়ে গেছেন, তাদের উচিত আপন পিতা-মাতার প্রতি উদাসীন না হওয়া। তাঁদের কবরগুলোতে গিয়ে জেয়ারত করতে থাকা এবং ইছালে সাওয়াবও করতে থাকা। এই ব্যাপারে ৫টি হাদীস শরীফ লক্ষ্য করুন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

(১) মকবুল হজ্বের সাওয়াব

যে ব্যক্তি সাওয়াবের নিয়্যতে পিতা-মাতা বা তাদের যে কোন একজনের কবর যিয়ারত করবে, সে ব্যক্তি একটি মকবুল হজ্বের সাওয়াব লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি আপন পিতা-মাতার কবর বেশি বেশি যিয়ারত করে থাকে, সেই ব্যক্তির (অর্থাৎ যখন সে ইন্তিকাল করবে) তার কবর যিয়ারত করার জন্য স্বয়ং ফেরেশতা নাযিল হবে। (নাওয়াদিরুল উছুল লিল হাকীমিত তিরমিযী, ১ম খন্ড, ৭৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২) দশটি হজ্বের সাওয়াব

যে আপন পিতা-মাতার পক্ষ থেকে হজ্ব সম্পাদন করবে, তাদের (পিতা-মাতার) পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় হয়ে যাবে, সেই ব্যক্তি (অর্থাৎ সম্পাদনকারী) আরো দশটি হজ্বের সাওয়াব লাভ করবে। (দারে কুত্নী, ২য় খন্ড, ৩২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৫৮৭)

سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ! আপনি যদি নফল হজ্বের সুযোগ পেয়ে যান, তাহলে আপনার মরহুম পিতা-মাতার পক্ষ থেকে হজ্ব করে নিন। এতে করে তারাও হজ্বের সাওয়াব পাবেন এবং আপনারও হজ্ব হয়ে যাবে। আপনি বরং বাড়তি দশটি হজ্বের সাওয়াব পাবেন। আপনার পিতা-মাতার মধ্য থেকে কেউ যদি এমন অবস্থায় ইন্তেকাল হয়ে যান যে, তাঁর উপর হজ্ব ফরজ হওয়া সত্ত্বেও হজ্ব করতে পারেননি, তাহলে এমতাবস্থায় সন্তানের উচিত, বদলী হজ্বের সৌভাগ্য অর্জন করা। হজ্বে বদল সম্পর্কিত বিস্তারিত জানার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **"রফিকুল হারামাঈন"** নামক কিতাবের ১৫৯ থেকে ১৬৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অধ্যয়ণ করুন।

www.dawateislami.net

(৩) মাতা-পিতার পক্ষ থেকে দান-খয়রাত

তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি নফল স্বরূপ দান-খয়রাত করে, তাহলে যেন পিতা-মাতার পক্ষ থেকে করে। কেননা, সেই দান-খয়রাতের সাওয়াব তারাও পাবে এবং দানকারীর সাওয়াবেও কোন প্রকার ঘাটতি হবে না।

(শুয়াবুল ঈমান, ২য় খন্ড, ২০৫ পৃষ্ঠা, হদীস: ৭৯১১)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৪) রুজি-রোজগারে বরকত না হওয়ার কারণ

বান্দা যখন নিজের পিতা-মাতার জন্য দোয়া করা বন্ধ করে দেয়, তখন তার রুজি-রোজগারে বরকত কমে যায়। (জামউল জাওয়ামী, ১ম খন্ড, ২৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২১৩৮)

(৫) জুমার দিন কবর যিয়ারতের ফযীলত

যে ব্যক্তি জুমার দিন আপন পিতা-মাতার বা তাদের যে কোন একজনের কবর যিয়ারত করবে এবং তাদের কবরের পাশে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে, তাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (আল কামিল লি ইবনি আদী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৬০ পৃষ্ঠা)

লাজ রাখ্ লে গুনাহগারোঁ কি, নাম রাহমান হে তেরা ইয়া রব!

কাফন ছিঁড়ে গেছে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলার রহমতের কোন সীমা নেই। যেসব মুসলমান দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায়, তাদের জন্যও তিনি তাঁর দয়া ও বদান্যতার দরজাসমূহ খুলে রেখেছেন। **আল্লাহ্ তাআলার** অশেষ রহমত সম্পর্কিত ঈমান তাজাকারী একটি ঘটনা শুনাচ্ছি। পড়ুন এবং আন্দোলিত হোন। যেমন: **আল্লাহ্ তাআলার** নবী হযরত সায়্যিদুনা আরমিয়া عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এমন কতগুলো কবরের পাশ দিয়ে গমণ করছিলেন, যেগুলোতে আযাব হচ্ছিলো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنۡ شَآءَاللهعَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

এক বৎসর পর যখন একই পথ দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন, তখন সেগুলোতে আযাব ছিলো না। **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে তিনি عَلَيۡهِ السَّلَام আরয করলেন: **হে আল্লাহ্!** কী ব্যাপার? প্রথমে এদের উপর আযাব হচ্ছিল, আর এখন দেখছি আযাব আর নেই? আওয়াজ এলো: হে আরমিয়া! তাদের কাফন ছিঁড়ে গেছে। চুল উপড়ে গেছে, আর কবরগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাই আমি তাদের উপর দয়া করেছি, আর এমনসব লোকদের উপর আমি দয়াই করে থাকি। (শরহুস সুদূর লিস সুয়ূতী, ৩১৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ কি রহমত ছে তো জান্নাত হি মিলে গি
এ্যায় কাশ! মহল্লে মেঁ জাগা উন্ কে মিলি হো।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৯৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইছালে সাওয়াবের ৩টি ঈমান তাজাকারী মর্যাদা

(১) দোয়ার ফযীলত

নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমার উম্মতরা কবরে গুনাহ্ নিয়ে প্রবেশ করবে, আর বের হবে গুনাহ্বিহীন অবস্থায়। কেননা, মু'মিনদের দোয়ার কারণে তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।" (আল মুজামুল আওসাত, ১ম খন্ড, ৫০৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৮৭৯)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২) ইছালে সাওয়াবের জন্য অপেক্ষা

রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "কবরে মৃতদের অবস্থা হচ্ছে; পানিতে ডুবন্ত মানুষের ন্যায়। সে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে, তার মা-বাবা, ভাই-বোন,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

আত্মীয়-স্বজন কিংবা বন্ধু-বান্ধবদের দোয়া করার দিকে। কেউ যখন দোয়া পাঠিয়ে থাকে, তখন সেটি তার জন্য দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু রয়েছে সব কিছু থেকে উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হয়। কবরবাসীদের জন্য সংশ্লিষ্টদের পাঠানো হাদিয়ার সাওয়াবকে **আল্লাহ্ তাআলা** পাহাড়ের সমতূল্য করে তাদের দান করেন। মৃতদের জন্য জীবিতদের বড় উপহার হচ্ছে, মাগফিরাতের দোয়া করা।

(শুয়াবুল ঈমান, ২য় খন্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৯০৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মৃত ব্যক্তির রূহগুলো ঘরে ঘরে এসে ইছালে সাওয়াবের আকাঙ্খা করতে থাকে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বুঝা গেলো, মৃত ব্যক্তিরা তাদের কবরে আগত লোকদের চিনতে পারে। জীবিতদের দোয়ার কারণে তাদের উপকারও সাধিত হয়। জীবিতদের পক্ষ থেকে যখন মৃতদের জন্য ইছালে সাওয়াব আসা বন্ধ হয়ে যায়, তখন তারা তাও বুঝতে পারে। আর **আল্লাহ্ তাআলা** তাদেরকে অনুমতি দেন যে, তখন তারা ঘরে ঘরে এসে ইছালে সাওয়াবের আকাঙ্খা করে। আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহ্লে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ৯ম খন্ডের ৬৫০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: 'গারাইব' ও 'খাযানা' কিতাবে উল্লেখ রয়েছে: মু'মিনদের রূহগুলো প্রতি বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে, ঈদের দিনে, আশুরার দিনে এবং শবে বরাতের রাতে নিজ নিজ ঘরের আঙ্গিনায় এসে দাঁড়িয়ে থাকে। আর রূহগুলো অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে ডাক দিয়ে দিয়ে বলে: হে আমার পরিবার-পরিজনেরা! হে আমার সন্তান-সন্ততিরা! হে আমার প্রতিবেশীরা! (আমাদের ইছালে সাওয়াবের নিয়্যতে) দান-খয়রাত করে আমাদের উপর দয়া করো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

হে কউন কেহ্ গিরিয়া করে, ইয়া ফাতেহা কো আয়ে
বে কছ কে উঠায়ে তেরি রহমত কে ভরন ফুল। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৩) সকলের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করার ফযীলত

মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি সমস্ত মু’মিন নর-নারীর জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবে, সেই ব্যক্তির জন্য **আল্লাহ্ তাআলা** প্রতিটি মু’মিন নর ও নারীর বদলায় একটি করে নেকী লিখে দেন।” (মুসনাদুশ্ শামিয়্যীন লিত্ তাবরানী, ২য় খন্ড, ২৩৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২১৫৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

লক্ষ-কোটি নেকী অর্জনের সহজ পন্থা মিলে গেলো!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনাদের আনন্দিত হওয়ার বিষয় যে, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি নেকী অর্জনের সহজ পন্থা মিলে গেছে। প্রকাশ্য বিষয় যে, বর্তমানে **আল্লাহ্ তাআলার** দুনিয়াতে কোটি কোটি মুসলমান বিদ্যমান রয়েছে। লক্ষ-কোটি বরং অগণিত মুসলমান দুনিয়া হতে বিদায় নিয়ে চলে গেছে। আমরা যদি সমস্ত মু’মিনদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করি, তাহলে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ লক্ষ-কোটি নয় বরং অসংখ্য অগণিত সাওয়াবের খণির মালিক হয়ে যেতে পারব। আমি নিজের ও সমস্ত মু’মিন-মুমিনাতের জন্য মাগফিরাতের দোয়া লিখে দিচ্ছি। (আগে পরে দরূদ শরীফ পাঠ করবেন) اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ অসংখ্য সাওয়াবের মালিক হতে পারবেন।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَّ مُؤْمِنَةٍ۔

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমার এবং সমস্ত মু’মিন নর-নারীর গুনাহ্সমূহ মাফ করে দাও। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আ'দী)

আপনারাও উপরে প্রদত্ত দোয়াটি আরবিতে বা বাংলাতে কিংবা উভয় ভাষায় এখন পড়ুন, আর সম্ভব হলে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরও পাঠ করার অভ্যাস গড়ে নিন।

বে সবব বখ্‌শ দে না পুছ্ আমল,
নাম গফফার হে তেরা ইয়া রব! (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নূরানী পোশাক

কোন বুযুর্গ ব্যক্তি নিজের মৃত ভাইকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: জীবিতদের দোয়া কি তোমরা মৃতদের নিকট পৌঁছে থাকে? মৃত ভাইটি জবাবে বললো: হ্যাঁ, **আল্লাহ্‌র কসম!** সেগুলো নূরানী পোশাকের রূপ ধরে আসে। আমরা সেগুলো পরিধান করে থাকি। (শরহুস সুদূর, ৩০৫ পৃষ্ঠা)

জলওয়ায়ে ইয়ার ছে হো কবর আবাদ,
ওয়াহশতে কবর ছে বাচা ইয়া রব!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নূরানী তশতরী (বড় থালা)

বর্ণিত আছে: কোন ব্যক্তি যখন মৃতদের জন্য ইছালে সাওয়াব করে থাকে, তখন হযরত জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام সেগুলোকে একটি নূরানী তশতরীতে (বড় থালা) করে নিয়ে তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে যান। আর বলেন: হে কবরবাসী! এই উপহারগুলো তোমার পরিবারের সদস্যরা তোমার জন্য পাঠিয়েছে। এগুলো একটু কবুল করে নাও। এ কথা শুনে সেই কবরবাসী অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে যায়, আর তার (কবরের) প্রতিবেশীরা নিজেদের বঞ্চিত হওয়ার কারণে অত্যন্ত পেরেশান চিন্তিত হয়ে যায়। (প্রাগুক্ত, ৩০৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

কবর মেঁ আহ্! ঘোপ আন্ধেরা হে,
ফজল ছে করো দেয় চাঁন্দনা ইয়া রব! (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৮৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মৃত লোকদের সমপরিমাণ প্রতিদান

প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে কবরস্থানে গিয়ে এগার বার সূরা ইখলাস পাঠ করে মৃতদের রূহে সেগুলোর সাওয়াব পৌঁছিয়ে দিবে, তবে সেই ইছালে সাওয়াবকারী ব্যক্তি মৃতদের সংখ্যার সমপরিমাণ প্রতিদান পাবে।" (জমউল জাওয়ামি লিস সুয়ূতী, ৭ম খন্ড, ২৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩১৫২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সকল কবরবাসীকে সুপারিশকারী বানানোর আমল

নবীয়ে মুকাররাম, নূরে মুজাস্সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কবরস্থানে গিয়ে সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস ও সূরা তাকাছুর পাঠ করার পর এই দোয়া করবে: **হে আল্লাহ!** আমি পবিত্র কুরআন থেকে যা যা তিলাওয়াত করলাম, সেগুলোর সাওয়াব এই কবরস্থানের বাসিন্দা যে সমস্ত নর-নারী রয়েছে, তাদের নিকট পৌঁছিয়ে দাও। তবে তারা সবাই সেই (ইছালে সাওয়াবকারী) ব্যক্তিটির জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে। (শরহুস সুদূর, ৩১১ পৃষ্ঠা)

হার ভালে কি ভালায়ি কা সদকা,
ইস্ বুরে কো ভি করো ভালা ইয়া রব! (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

সূরা ইখলাসের ইছালে সাওয়াবের কাহিনী

হযরত সায়্যিদুনা হাম্মাদ মক্কী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: এক রাতে আমি মক্কা শরীফের কবরস্থানে ঘুমিয়ে পড়লাম। আমি স্বপ্নে দেখলাম, কবরবাসীরা সবাই দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাদের নিকট জিজ্ঞাসা করলাম: কিয়ামত হয়ে গেলো বুঝি? তারা বললো: না। আসল কথা হলো একজন মুসলমান ভাই সূরা ইখলাস পড়ে আমাদের উপর ইছালে সাওয়াব করেছেন। আমরা এখন সেই সাওয়াবকে এক বৎসর যাবৎ বণ্টন করছি। (শরহুস সুদূর, ৩১২ পৃষ্ঠা)

سَبَقَتْ رَحْمَتِىْ عَلٰى غَضَبِىْ, তু নে জব ছে সুনা দিয়া ইয়া রব!
আসরা হাম গুনাহ্গারোঁ কা, আওর মজবুত হো গেয়া ইয়া রব! (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

উম্মে সা'আদ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর জন্য কূপ

হযরত সায়্যিদুনা সা'আদ ইবনে উবাদাহ্ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ আরয করলেন; **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার আম্মাজান ইন্তেকাল করেছেন। (আমি তাঁর পক্ষ থেকে দান-খয়রাত করতে চাই)। কী ধরণের সদকা উত্তম হবে? **ছরকারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: 'পানি'। অতএব, তিনি একটি কূপ খনন করে দিলেন, আর ঘোষণা দিলেন: **'এই কূপটি সা'আদের মায়ের** رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا **জন্য'**। (আবু দাউদ, ২য় খন্ড, ২৮০ পৃষ্ঠ, হাদীস: ১৬৮১)

'গাউছে পাকের ছাগল' বলা কেমন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা সা'আদ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কর্তৃক **'এই কূপটি সা'আদের মায়ের জন্য'** উক্তিটির অর্থ হচ্ছে **'এই কূপটি সা'আদের মায়ের ইছালে সাওয়াবের জন্য'**।

www.dawateislami.net

এটার মাধ্যমে বুঝা গেলো, মুসলমানদের গরু বা ছাগল ইত্যাদিকে বুযুর্গদের নামের সাথে সম্বোধিত করাতে কোন বাঁধা নেই। যেমন; কেউ বললো: ‘এটি সায়্যিদুনা গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ছাগল’। কেননা, এই কথা বলার মাধ্যমে বক্তার উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই ছাগলটি সায়্যিদুনা গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইছালে সাওয়াবের জন্য। স্বয়ং কুরবানীর জন্তুকেও তো মানুষ একে অন্যের দিকে সম্বোধিত করে থাকে। যেমন; কেউ কুরবানীর জন্তু নিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল; ছাগলটি কার? তখন সে তো এভাবেই বলে, ‘এ ছাগল আমার’। অথবা বলে ‘আমার মামার’। এ ধরণের উক্তিকারীর বিরুদ্ধে যদি কোন আপত্তি না থাকে, তবে তো ‘গাউছে পাকের ছাগল’ বলাতেও কোন রূপ আপত্তি থাকার কথা নয়। প্রকৃত অর্থে প্রত্যেক কিছুর মূল মালিক একমাত্র **আল্লাহ্ তাআলাই**। আর কুরবানীর ছাগল হোক কিংবা গাউছে পাকেরই হোক, জবাই করার সময় একমাত্র **আল্লাহ্ তাআলার** নামই উচ্চারণ করা হয়ে থাকে। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের সকলকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইছালে সাওয়াবের ১৯টি মাদানী ফুল

(১) ‘ইছালে সাওয়াব’ কথাটির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে ‘সাওয়াব পৌঁছিয়ে দেওয়া’। একে সাওয়াব দান করাও বলা হয়। কিন্তু বুযুর্গদের শানে সাওয়াব দান করা বলা সমীচীন নয়। আদব হলো: ‘সাওয়াব পেশ করা’ বলা। আ’লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **সুলতানে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সহ যে কোন নবী ও ওলীর ব্যাপারে সাওয়াব দান করা বলা বে-আদবী। দান করা হতে পারে বড়দের পক্ষ থেকে ছোটদের প্রতি। এ ক্ষেত্রে বরং বলবেন: ‘পেশ করা’ বা ‘হাদিয়া স্বরূপ প্রেরণ করা’ ইত্যাদি।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৬তম খন্ড, ৬০৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(২) ফরজ, ওয়াজীব, সুন্নাত, নফল, নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, তিলাওয়াত, না’ত শরীফ, যিকরুল্লাহ্, দরূদ শরীফ, বয়ান, দরস, মাদানী কাফেলায় সফর, মাদানী ইনআমাত, মাদানী দাওরা, দ্বীনি কিতাব অধ্যয়ন, মাদানী কর্মকাণ্ডের জন্য ইন্‌ফিরাদী কৌশিশ ইত্যাদি যে কোন কাজ ইছালে সাওয়াব করতে পারবেন।

(৩) মৃতব্যক্তির জন্য ‘তীজা’ (মৃত্যুর তৃতীয় দিবসে ফাতিহাখানির অনুষ্ঠান) করা, দশম দিবসে ফাতিহাখানির অনুষ্ঠান করা, চেহলাম করা এবং বার্ষিক ফাতিহা অনুষ্ঠান করা খুবই ভাল ও সাওয়াবের কাজ। এগুলো ইছালে সাওয়াবেরই এক একটি মাধ্যম। শরীয়াতে তীজা ইত্যাদি জায়েয না হওয়ার পক্ষে কোন দলিল না থাকাই হচ্ছে এগুলো জায়েয হওয়ার প্রমাণ। মৃতদের জন্য জীবিত কর্তৃক দোয়া করা স্বয়ং পবিত্র কুরআন দ্বারাই প্রমাণিত। যা মূলতঃ ইছালে সাওয়াবেরই মূল দলিল। যথা: ২৮ পারার সূরা হাশরের ১০ম আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেছেন:

وَالَّذِيْنَ جَآءُوْا مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর যারা তাদের পরবর্তীতে এসে আরয করে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের মাফ করে দাও, আর আমাদের সেসব ভাইদের মাফ করে দাও যারা আমাদের পূর্বে বিদায় হয়ে গেছে।

(৪) তীজা ইত্যাদির ভোজের ব্যবস্থা কেবল সেই অবস্থাতেই মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে করা যাবে, যখন মৃত ব্যক্তিটি ওয়ারিশগণকে বালেগ অবস্থায় রেখে যাবে এবং সকলে এর অনুমতিও দিবে। একজন ওয়ারিশও যদি নাবালেগ থেকে থাকে, সেক্ষেত্রে তা হারাম। তবে হ্যাঁ! বালেগরা তাদের অংশ থেকে করতে পারবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৮২২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৫) যেহেতু তীজার ভোজ সাধারণত নিমন্ত্রণের রূপেই হয়ে থাকে, তাই তা ধনীদের জন্য জায়েয নেই; কেবল অভাবীরাই খাবে। তিন দিনের পরেও যে কোন মৃতের ভোজ থেকে ধনীদের (যারা মিসকীন নয় তাদের) বিরত থাকা উচিত। ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ৯ম খন্ডের ৬৬৭ পৃষ্ঠা থেকে মৃতের ইছালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে ভোজ সম্পর্কিত একটি প্রশ্নোত্তর লক্ষ্য করুন। **প্রশ্ন:** কথিত আছে; طَعَامُ الْمَيِّتِ يُمِيْتُ الْقَلْبَ 'অর্থাৎ মৃতদের ইছালে সাওয়াবের ভোজ কলব (অন্তরকে) মৃত বানিয়ে দেয়' উক্তিটি নির্ভরযোগ্য কি না? যদি নির্ভরযোগ্য হয়ে থাকে, তা হলে উক্তিটির মর্মার্থ কী? **উত্তর:** গবেষণা করে দেখা গেছে যে, সেটির অর্থ হলো: যেসব লোক মৃতদের উদ্দেশ্যে ভোজের প্রতি আগ্রহী হয়ে থাকে, তাদের অন্তর মরে যায়। যার মধ্যে যিকির কিংবা **আল্লাহ্ তাআলা**র আনুগত্যমূলক কর্মকাণ্ডের প্রতি কোন মনোযোগ নেই। সে কেবল উদরপূর্তির জন্য কাঙ্গালিভোজের অপেক্ষায় থাকে। অথচ আহার করার সময় মৃত্যুর কথা ভুলে থাকে, আর আহারের স্বাদের প্রতি বিভোর থাকে। **আল্লাহ তাআলাই** ভাল জানেন। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংশোধিত), ৯ম খন্ড, ৬৬৭ পৃষ্ঠা)

(৬) মৃতের পরিবার-পরিজনের পক্ষ থেকে যদি তীজার ভোজের ব্যবস্থা করা হয়, সেই ভোজ ধনীরা খাবে না; কেবল ফকীর-মিসকিনদের খাওয়ানো হবে। যথা; মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **'বাহারে শরীয়াত'** কিতাবের প্রথম খন্ডের ৮৫৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে তীজার দিন কাউকে দাওয়াত করা না-জায়েয ও বেদআতে কবীহা বা খারাপ বেদআত। কেননা, শরীয়াত মতে দাওয়াত হতে পারে কেবল আনন্দের অনুষ্ঠানগুলোতেই; শোকের অনুষ্ঠানগুলোতে নয়। অভাবীদের খাওয়ানোই উত্তম। (প্রাগুক্ত, ৮৫৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

(৭) আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: এমনিতেই ইছালে সাওয়াবের নিয়্যত ব্যতিরেকে কেবল রীতি হিসাবে যেসব চেহলম, ষান্মাসিক বা বার্ষিক ভোজের আয়োজন করা হয়ে থাকে এবং বিয়ে শাদীর খাবারের মত আত্মীয়-স্বজনের নিকট বন্টন করে থাকে, তা ভিত্তিহীন। এসব রীতি পরিহার করা উচিত। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংশোধিত), ৯ম খন্ড, ৬৭১ পৃষ্ঠা) বরং এসব ভোজ ইছালে সাওয়াব এবং অন্য আরো ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে করা উচিত। কেউ যদি ইছালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে এসব ভোজের ব্যবস্থা নাও করে থাকে, তাতেও কোন দোষ নেই।

(৮) এক দিনের শিশুর জন্যও ইছালে সাওয়াব করা যেতে পারে। তার তীজা ইত্যাদি করাতেও কোন বাঁধা নেই। যারা জীবিত রয়েছে, তাদের জন্যও ইছালে সাওয়াব করা যেতে পারে।

(৯) নবী-রাসুল عَلَیۡهِمُ السَّلَام, ফেরেশতা ও মুসলমান জ্বিনদের জন্যও ইছালে সাওয়াব করা যেতে পারে।

(১০) গেয়ারভী শরীফ, রযবী শরীফ (অর্থাৎ পবিত্র রজব মাসের ২২ তারিখে সায়্যিদুনা হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ এর কুন্ডা শরীফ করা ইত্যাদি জায়েয রয়েছে। কুন্ডাতে ক্ষীর মাটির পাত্রে করে খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই। অন্য যে কোন পাত্রে করেও খাওয়ানো যাবে। সেটিকে ঘরের বাইরেও নিয়ে যাওয়া যাবে, আর সেসব অনুষ্ঠানাদিতে যেসব কাহিনী পড়া হয়ে থাকে সেগুলো ভিত্তিহীন। ইয়াসীন শরীফ পাঠ করে ১০ বার কুরআন খতমের সাওয়াব অর্জন করবেন, আর কুন্ডাতে ক্ষীর খাওয়ার পাশাপাশি তাঁর জন্য ইছালে সাওয়াবেরও ব্যবস্থা করবেন।

(১১) অভিনব পুঁথি, শাহ্জাদার মস্তক, বিবিদের কাহিনী এবং জনাবা সৈয়দার কাহিনী ইত্যাদি সবই বানোয়াট এবং কাল্পনিক। এগুলো কখনো পড়বেন না।

www.dawateislami.net

অনুরূপ 'অছিয়তনামা' নামের ন্যামপ্লেট বন্টন করা হয়ে থাকে, যাতে উল্লেখ থাকে জনৈক 'শেখ আহমদের' স্বপ্ন, এগুলোও বানোয়াট। সেগুলোর নিচের দিকে এত এত কপি ছাপিয়ে অন্যদের নিকট বন্টন করার জোর আহ্বান জানানো হয়ে থাকে, না করলে বিভিন্ন ধরণের ক্ষতির হবে বলেও লিখে দেওয়া হয়, এসবেও কোন গুরুত্ব দিবেন না।

(১২) আউলিয়ায়ে কেরামদের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام ইছালে সাওয়াবের এসব ভোজকে সম্মানার্থে 'নজর ও নেয়াজ' বলা হয়ে থাকে। এগুলো হচ্ছে তাবাররুক। ধনী-গরীব সবাই এ ভোজ খেতে পারবে।

(১৩) নেয়াজ ইত্যাদি ভোজের অনুষ্ঠানাদিতে ফাতেহা পড়ানোর জন্য কাউকে দাওয়াত দিয়ে আনা কিংবা বাইরের কাউকে মেহমান হিসাবে আনার কোন শর্ত নেই। পরিবারের সবাই মিলে কিংবা নিজেও যদি ফাতেহা পড়ে খেয়ে নেয়, তবু কোন অসুবিধা নেই।

(১৪) দৈনিক আহার যত বারই করে থাকেন, প্রতি বারেই ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে কোন না কোন বুযুর্গ ব্যক্তির ইছালে সাওয়াবের উদ্দেশ্য করে নিবেন। তা হলে খুব ভাল হয়। যেমন ধরুন: আপনি নাস্তা করার সময় নিয়্যত করতে পারেন, আজকের নাশতার সাওয়াব **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাধ্যমে সমস্ত নবীগণের দরবারে দরবারে পৌঁছে যাক। দুপুরের খাবারের সময় নিয়্যত করবেন, এই দুপুরের খাবারের সাওয়াব ছরকারে গাউছে আযম رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সহ সমস্ত আউলিয়াগণের রূহে রূহে পৌঁছে যাক। রাতের খাবারের সময় নিয়্যত করবেন; এই রাতের খাবারের সাওয়াব পৌঁছে যাক ইমামে আহ্লে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সহ সমস্ত মুসলমান নর-নারীর রূহে। অথবা আপনি প্রতি বারের খাবারে উপরের সকলেরই উদ্দেশ্যে ইছালে সাওয়াব করতে পারেন। এটিই সব চেয়ে সুন্দর ও সমীচীন।

www.dawateislami.net

মনে রাখবেন! ইছালে সাওয়াব কেবল তখনই হতে পারে, যখন খাবারটি কোন ভাল নিয়্যতে খাওয়া হবে। যেমন: ইবাদতের জন্য শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে খাওয়া হলে, সেই খাবারে আলাদা সাওয়াব রয়েছে। আর সেটির ইছালে সাওয়াব করা যেতে পারে। যদি একটিও ভাল নিয়্যত না থাকে, সে খাবার খাওয়া মুবাহ্; তাতে সাওয়াবও নেই, গুনাহ্ও নেই। অতএব, যে খাবারে সাওয়াবই নেই, সে খাবারের ইছালে সাওয়াব কীভাবে হতে পারে? তবে অন্যদেরকে যদি সাওয়াবের নিয়্যতে আহার করানো হয়, তা হলে সেই সাওয়াবটুকু অবশ্যই ইছাল করা যাবে।

(১৫) ভাল ভাল নিয়্যত নিয়ে আহার করানোর জন্য তৈরি খাবার নিয়ে আহার করানোর পূর্বেও ইছালে সাওয়াব করা যায় কিংবা পরেও করা যায়। উভয় ভাবেই জায়েয।

(১৬) সম্ভব হলে প্রতি দিন (লাভ থেকে নয়) বিক্রিলব্ধ টাকার শতকরা এক চতুর্থাংশ (অর্থাৎ প্রতি চার শত টাকায় এক টাকা) করে এবং আপনার চাকুরীর মাসিক বেতন থেকে মাসে অন্ততঃ শতকরা এক টাকা হারে ছরকারে গাউছে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর নেয়াজের উদ্দেশ্যে আলাদা করে নিবেন। সেই টাকা দিয়ে ইছালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে দ্বীনি কিতাবাদি ক্রয় করবেন অথবা অন্য যে কোন ভাল কাজে ব্যয় করবেন। اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ সেটির বরকত আপনি নিজেই দেখতে পাবেন।

(১৭) মসজিদ নির্মাণ বা মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করা 'সদ্‌কায়ে জারিয়া' এবং সর্বোৎকৃষ্ঠ ইছালে সাওয়াব।

(১৮) যত জনকেই আপনি ইছালে সাওয়াব করুন না কেন, **আল্লাহ্ তাআলার** রহমতে আশা করা যায় যে, সকলেই পূর্ণ রূপেই সাওয়াব পাবে। এ নয় যে, সাওয়াবগুলো তাদের প্রত্যেকের কাছে ভাগ-বন্টন হবে। ইছালে সাওয়াবকারীর সাওয়াবেও কোন ধরণের ঘাটতি হবে না।

www.dawateislami.net

বরং আশা করা যায়, যত জনের জন্যই ইছালে সাওয়াব করা হয়েছে, তাদের সকলের সমপরিমাণের সাওয়াব ইছালে সাওয়াবকারীর জন্যও হবে। যেমন- ধরুন, কেউ একটি নেক কাজ করলো। সেটিতে সে দশটি নেকী পেলো। সে সেই দশটি নেকী দশজনকে ইছালে সাওয়াব করলো। তাহলে প্রত্যেকে দশটি করেই নেকী পাবে। পক্ষান্তরে ইছালে সাওয়াবকারী একশত দশটি নেকী পাবে। সে যদি এক হাজার জনের জন্য ইছালে সাওয়াব করে, তাহলে সে দশ হাজার দশটি নেকী পাবে। এভাবে বুঝে নিতে পারেন।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৪ অংশ, ৮৫০ পৃষ্ঠা)

(১৯) ইছালে সাওয়াব করা যাবে কেবল মুসলমানদের জন্যই। কাফির কিংবা মুরতাদের জন্য ইছালে সাওয়াব করা বা তাদের 'মরহুম', 'জান্নাতবাসী', 'স্বর্গবাসী' ইত্যাদি বলা কুফরী।

ইছালে সাওয়াবের পদ্ধতি

ইছালে সাওয়াব বা কারো জন্য সাওয়াব পৌঁছিয়ে দেবার জন্য অন্তরে নিয়্যত করে নেওয়াই যথেষ্ট। মনে করুন; আপনি কাউকে একটি টাকা দান করলেন কিংবা একবার দরূদ শরীফ পাঠ করলেন অথবা কাউকে একটি সুন্নাত শিখালেন নতুবা কাউকে ইন্‌ফিরাদি কৌশিশের মাধ্যমে নেকীর দাওয়াত দিলেন অথবা সুন্নাতে ভরা বয়ান করলেন। মোট কথা; যে কোন নেক কাজ করলেন, আপনি মনে মনে এভাবে নিয়্যত করে নিন: আমি এই মাত্র যে সুন্নাতটি শিক্ষা দিলাম, সেটির সাওয়াব **তাজেদারে মদীনা, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে পৌঁছে যাক। তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সাওয়াব পৌঁছে যাবে। তাছাড়া আরো যাদের জন্য নিয়্যত করবেন, তাদের কাছেও পৌঁছে যাবে। মনে মনে নিয়্যত করার সাথে সাথে মুখে উচ্চারণ করে নেওয়াও উত্তম। কেননা, এটি সাহাবী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে প্রমাণিত রয়েছে। যেমন; হযরত সা'আদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর হাদীস। তিনি কূপ খনন করে বলেছিলেন: **'এই কূপটি সা'আদের মায়ের জন্য'**।

www.dawateislami.net

ইছালে সাওয়াবের প্রচলিত নিয়ম

বর্তমানে মুসলমানদের মাঝে ভোজকে কেন্দ্র করে ফাতিহার যে নিয়মটি প্রচলিত রয়েছে সেটিও অত্যন্ত চমৎকার। যেসব খাবারের ইছালে সাওয়াব করবেন সেসব খাবার কিংবা প্রত্যেক আইটেম থেকে কিছু কিছু তুলে নিয়ে এক গ্লাস পানি সহ আপনার সামনে রাখুন।

এবার

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

পাঠ করে এক বার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝١ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝٢

وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ۝٣ وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝٤

وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ۝٥ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝٦

তিন বার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢

لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

এক বার

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۝

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِ ۝۱ مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝۲
وَ مِنۡ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝۳ وَ مِنۡ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الۡعُقَدِ ۝۴
وَ مِنۡ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝۵

এক বার

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۝

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝۱ مَلِكِ النَّاسِ ۝۲
اِلٰهِ النَّاسِ ۝۳ مِنۡ شَرِّ الۡوَسۡوَاسِ ۬ۙ الۡخَنَّاسِ ۝۴
الَّذِیۡ یُوَسۡوِسُ فِیۡ صُدُوۡرِ النَّاسِ ۝۵ مِنَ الۡجِنَّةِ وَ النَّاسِ ۝۶

এক বার

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۝

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ۝۱ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۝۲
مٰلِكِ یَوۡمِ الدِّیۡنِ ۝۳ اِیَّاكَ نَعۡبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسۡتَعِیۡنُ ۝۴
اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِیۡمَ ۝۵ صِرَاطَ الَّذِیۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَیۡهِمۡ ۬ۙ
غَیۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَیۡهِمۡ وَ لَا الضَّآلِّیۡنَ ۝۷

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

এক বার

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ۝

الٓـمّٓ ۝١ ذٰلِكَ الۡكِتٰبُ لَا رَيۡبَ ۛۚ فِيۡهِ ۛۚ هُدًى لِّلۡمُتَّقِيۡنَ ۝٢

الَّذِيۡنَ يُؤۡمِنُوۡنَ بِالۡغَيۡبِ وَيُقِيۡمُوۡنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقۡنٰهُمۡ

يُنۡفِقُوۡنَ ۝٣ وَالَّذِيۡنَ يُؤۡمِنُوۡنَ بِمَآ اُنۡزِلَ اِلَيۡكَ وَمَآ اُنۡزِلَ مِنۡ

قَبۡلِكَ ۚ وَبِالۡاٰخِرَةِ هُمۡ يُوۡقِنُوۡنَ ۝٤ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنۡ رَّبِّهِمۡ ۗ

وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ ۝٥

এবার নিচের ৫টি আয়াত পাঠ করবেন:

﴿১﴾ وَاِلٰهُكُمۡ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحۡمٰنُ الرَّحِيۡمُ ۝١٦٣

(পারা: ২, সূরা: বাকারা, আয়াত: ১৬৩)

﴿২﴾ اِنَّ رَحۡمَتَ اللّٰهِ قَرِيۡبٌ مِّنَ الۡمُحۡسِنِيۡنَ ۝٥٦

(পারা: ৮, সূরা: আরাফ, আয়াত: ৫৬)

﴿৩﴾ وَمَآ اَرۡسَلۡنٰكَ اِلَّا رَحۡمَةً لِّلۡعٰلَمِيۡنَ ۝١٠٧

(পারা: ১৭, সূরা: আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭)

﴿৪﴾ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنۡ رِّجَالِكُمۡ وَلٰكِنۡ رَّسُوۡلَ اللّٰهِ

وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيۡمًا ۝٤٠

(পারা: ২২, সূরা: আহযাব, আয়াত: ৪০)

www.dawateislami.net

﴿৫﴾

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿۵۶﴾

(পারা: ২২, সূরা: আহযাব, আয়াত: ৫৬)

তার পর দরূদ শরীফ পাঠ করবেন:

صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ صَلٰوةً وَّسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

এর পর নিচের দোয়াটি পাঠ করবেন:

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿۱۸۰﴾ۚ

وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۱۸۱﴾ۚ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۸۲﴾ع

(পারা: ২৩, আয়াত: ১৮০-১৮২)

এবার ফাতিহা পড়ানো ব্যক্তিটি উচ্চ স্বরে 'আল ফাতিহা' শব্দটি বলবেন। উপস্থিত সবাই নিম্ন স্বরে সূরা ফাতিহাটি পাঠ করবেন। এর পর ফাতিহা পড়ানো ব্যক্তিটি এভাবে ঘোষণা দিবেন: **'প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা যা যা পাঠ করলেন সেগুলোর সাওয়াব আমাকে দান করে দিন'। উপস্থিত সকলে বলবেন: 'আপনাকে দিয়ে দিলাম'। এবার ফাতিহা পড়ানো ব্যক্তিটি ইছালে সাওয়াব করে দিবেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর ফাতিহার পদ্ধতি

ইছালে সাওয়াবের শব্দগুলো লিখার পূর্বে ইমামে আহ্লে সুন্নাত আ'লা হযরত মাওলানা শাহ্ আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ ফাতিহার আগে যেসব সূরাগুলো পাঠ করতেন সেগুলো এখানে উল্লেখ করা হলো:

এক বার:

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۝

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ۝۱ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۝۲
مٰلِكِ یَوۡمِ الدِّیۡنِ ۝۳ اِیَّاكَ نَعۡبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسۡتَعِیۡنُ ۝۴
اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِیۡمَ ۝۵ صِرَاطَ الَّذِیۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَیۡهِمۡ ۬ۙ
غَیۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَیۡهِمۡ وَ لَا الضَّآلِّیۡنَ ۝۷

এক বার:

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۝

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۬ۚ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوۡمٌ ؕ لَهٗ مَا
فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ؕ
یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ ۚ وَلَا یُحِیۡطُوۡنَ بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ
اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرۡسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ ۚ وَلَا یَـُٔوۡدُهٗ
حِفۡظُهُمَا ۚ وَهُوَ الۡعَلِیُّ الۡعَظِیۡمُ ۝۲۵۵

(পারা: ৩, সূরা: বাকারা, আয়াত: ২৫৫)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

তিন বার:

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۝

قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝۱ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝۲

لَمۡ یَلِدۡ ۙ۬ وَ لَمۡ یُوۡلَدۡ ۝۳ وَ لَمۡ یَکُنۡ لَّهٗ کُفُوًا اَحَدٌ ۝۴

ইছালে সাওয়াবের দোয়া করার পদ্ধতি

হে আল্লাহ! যা কিছু আমরা পাঠ করলাম (খাবারের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকলে সেটির উল্লেখও করবেন যথাযথ ভাবে), যে সব খাবারের ব্যবস্থা করা হলো, আজকের এই মূহুর্ত পর্যন্ত আমরা যেসব সামান্য আমল করতে পেরেছি, সেগুলো আমাদের অসম্পূর্ণ আমলের মত করে নয়, বরং তোমার পরিপূর্ণ রহমতের মত করে কবুল করে নাও। সেগুলোর সাওয়াব আমাদের সকলের পক্ষ থেকে **ছরকারে নামদার, মদীনার তাজেদার, তোমার প্রিয় মাহবুব, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র নূরানী দরবারে হাদিয়া স্বরূপ পৌঁছিয়ে দাও। তোমার হাবীবের সদকায় সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ السَّلَام, সকল সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان, সকল আউলিয়ায়ে এজামগণের رَحِمَہُمُ اللّٰہُ السَّلَام দরবারে দরবারে পৌঁছিয়ে দাও। **ছরকারে মদীনা, নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মাধ্যমে হযরত সায়্যিদুনা আদম ছফিউল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام থেকে আরম্ভ করে আজকের এই মূহুর্ত পর্যন্ত যে সমস্ত মানব ও দানব মুসলমান হয়েছেন অথবা কিয়ামত পর্যন্ত হয়ে থাকবেন সকলের রূহের উপর এর সাওয়াব পৌঁছিয়ে দাও। বিশেষ ভাবে যেসব বুযুর্গানে দ্বীনের উদ্দেশ্যে ইছালে সাওয়াব করা হচ্ছে তাঁদের নামও উল্লেখ করবেন। নিজের মাতা-পিতা সহ সকল আত্মীয়-স্বজন সহ পীর-মুর্শিদের উপরও ইছালে সাওয়াব পৌঁছিয়ে দিবেন।

www.dawateislami.net

মনে রাখবেন! মৃতদের মধ্য থেকে যাঁদের নাম উচ্চারণ করা হয়, তাঁরা আনন্দিত হন। আপনি যদি সকল মৃত ব্যক্তির নাম না নিতে পারেন, তাহলে কেবল এটুকু বলবেন, **হে আল্লাহ্!** আজকের দিন পর্যন্ত যত যত মানুষ ঈমান গ্রহণ করে মু'মিন হয়েছে, প্রত্যেকের রূহে রূহে এগুলোর সাওয়াব পৌঁছিয়ে দাও। (এভাবেও সকলের নিকট পৌঁছে যাবে)। এবার যথারীতি দোয়া শেষ করে দিবেন। (যেসব খাবার ও পানি সামনে রাখা হয়েছিল, সেগুলো পুনরায় খাবার ও পানির সাথে মিশিয়ে দিবেন)।

খাওয়ার দাওয়াতে বিশেষ সাবধানতা

যখনই আপনাদের এলাকায় নেয়াজ বা কোন ধরণের অনুষ্ঠান হয়, নামাযের জামাআতের সময় হওয়ার সাথে সাথে শরীয়াত সম্মত কোন বাঁধা না থাকে, তাহলে ইন্‌ফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে সবাইকে এক সাথে জামাআতের জন্য মসজিদে নিয়ে যাবেন। বরং এমন কোন দাওয়াতে যাবেন না, যে অনুষ্ঠানে গেলে **আল্লাহর পানাহ!** নামাযের সময় জামাআত সহকারে নামায পড়ার সুযোগই থাকে না। দুপুরের ভোজে জোহর নামাযের পরে এবং সন্ধ্যাকালীন ভোজে ইশার নামাযের পরে মেহমান দাওয়াত দিলে জামাআত সহকারে নামায পড়ার ক্ষেত্রে সুবিধা হয়। দাওয়াত দাতা, বাবুর্চি, সেচ্ছাসেবক সকলেরই উচিত জামাআতের সময় হওয়ার সাথে সাথেই কাজ বাদ দিয়ে জামাআত সহকারে নামায আদায় করতে চলে যাওয়া। বুযুর্গদের নেয়াজের অনুষ্ঠানে ব্যস্ত থেকে **আল্লাহ্ তাআলার** জন্য আদায় করতে যাওয়া নামায জামাআতের সাথে আদায় করার ক্ষেত্রে অলসতা করা নিতান্তই গুনাহ্।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

মাজারে হাজিরী দেওয়ার পদ্ধতি

বুযুর্গদের জীবদ্দশায়ও তাঁদের পায়ের দিক থেকে অর্থাৎ চেহারার সামনে হাজির হওয়া উচিত। পিছন দিক থেকে আগমণ করার ক্ষেত্রে তাঁদের মুখ ফিরিয়ে দেখতে হয়। এতে করে তাঁদের কষ্ট হয়। তাই বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی মাজারেও পায়ের দিক থেকেই হাজির হয়ে তাঁর কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে মাজারবাসীর চেহারার দিকে মুখ করে কম পক্ষে চার হাত অর্থাৎ দুই গজ দূরত্বে দাঁড়াবেন এবং এভাবে সালাম আরয করবেন।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ اللّٰهِ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ

১বার সূরা ফাতিহা, ১১বার সূরা ইখলাস (আগে পরে তিন বার করে দরূদ শরীফ পাঠ করে) উভয় হাত উপরের দিকে তুলে ধরে উপরে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী (মাজারবাসীর নাম নিয়েও) ইছালে সাওয়াব করবেন এবং **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে দোয়া করবেন। **'আহসানুল ভিআ'** কিতাবে উল্লেখ রয়েছে: **আল্লাহ্‌র** ওলীদের মাজারের পাশে করা যে কোন দোয়া কবুল হয়ে থাকে।

(আহসানুল ভিআ, ১৪০ পৃষ্ঠা)

ইলাহী ওয়াসেতা কুল আউলিয়া কা
মেরা হার এক পুরা মুদ্দাআ হো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن ওরসের তারিখ সমূহ

নং	নাম মোবারক	ওফাত
১	হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ	১লা মুহার্‌রামুল হারাম
২	হযরত সায়্যিদুনা শায়খ শাহাবুদ্দিন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ	১লা মুহার্‌রামুল হারাম
৩	হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবুল হাসান ভিখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ	১লা মুহার্‌রামুল হারাম
৪	হযরত সায়্যিদুনা মারূফ কারখী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ	২রা মুহার্‌রামুল হারাম
৫	হযরত সায়্যিদুনা খাজা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ	৪ঠা মুহার্‌রামুল হারাম
৬	হযরত সায়্যিদুনা ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ	৫ই মুহার্‌রামুল হারাম
৭	সায়্যিদুশ শুহাদা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ	১০ই মুহার্‌রামুল হারাম
৮	হযরত সৈয়দ আলে বরকাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ	১০ই মুহার্‌রামুল হারাম
৯	শাহাযাদায়ে আ'লা হযরত হুযুর মুফতীয়ে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ	১৪ই মুহার্‌রামুল হারাম
১০	হযরত সায়্যিদুনা ইমাম যয়নুল আবেদিন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ	১৮ই মুহার্‌রামুল হারাম
১১	হযরত সৈয়দ আহমদ জিলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ	১৯ই মুহার্‌রামুল হারাম
১২	হযরত সায়্যিদুনা শায়খ মুহাম্মদ বাহাউদ্দিন যাকারিয়া মুলতানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ	৭ই সফরুল মুযাফ্‌ফর
১৩	হযরত আল্লামা ফযলুল হক হায়দারাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ	১২ই সফরুল মুযাফ্‌ফর
১৪	হযরত সৈয়দ আহমদ কালপুভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ	১৯শে সফরুল মুযাফ্‌ফর
১৫	হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ	২৫শে সফরুল মুযাফ্‌ফর
১৬	হযরত সৈয়দ হাসান বাগদাদী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ	২৬শে সফরুল মুযাফ্‌ফর
১৭	হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ	২৮শে সফরুল মুযাফ্‌ফর
১৮	হযরত পীর মেহের আলী শাহ সাহেব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ	২৮শে সফরুল মুযাফ্‌ফর
১৯	হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ	৩রা রবিউল আউয়াল
২০	হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ	৫ই রবিউল আউয়াল
২১	হযরত সায়্যিদুনা খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ	১৪ই রবিউল আউয়াল

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

২২	হযরত আল্লামা সুলাইমান জাযুলী رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ	১৬ই রবিউল আউয়াল
২৩	হযরত সৈয়দ শাহ আলে আহমদ আচ্ছে মিয়া رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ	১৭ই রবিউল আউয়াল
২৪	হযরত আল্লামা মুফতী ওয়াকারুদ্দিন رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ	২০শে রবিউল আউয়াল
২৫	হযরত সায়্যিদুনা মুহিউদ্দিন رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ	২২শে রবিউল আউয়াল
২৬	হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ	২২শে রবিউল আউয়াল
২৭	হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালিক رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ	৭ই রবিউল আখির
২৮	হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ	৯ই রবিউল আখির
২৯	সায়্যিদুনা গাউছে আযম শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ	১১ই রবিউল আখির
৩০	হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম ইরজী رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ	১৫ই রবিউল আখির
৩১	হযরত সায়্যিদুনা মোল্লা আব্দুর রহমান জামী رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ	১৯শে রবিউল আখির
৩২	সায়্যিদুনা শাহ আওলাদে রাসূল رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ	২৬শে রবিউল আখির
৩৩	হযরত সায়্যিদুনা শাহ রুকনে আলম رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ	৭ই জামাদিউল উলা
৩৪	হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা হামেদ রযা খাঁন رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ	১৭ই জামাদিউল উলা
৩৫	হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম আদহাম رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ	২৬শে জামাদিউল উলা
৩৬	হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ	১৪ই জামাদিউল উখরা
৩৭	হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ	২২শে জামাদিউল উখরা
৩৮	হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শায়খ আব্দুল ওয়াহিদ رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ	২৬শে জামাদিউল উখরা
৩৯	হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ	রযবুল মুরাজ্জব
৪০	হযরত সায়্যিদুনা ইমাম কাজিম رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ	৫ই রজবুল মুরাজ্জব
৪১	হযরত সায়্যিদুনা খাজা মইনুদ্দিন আজমিরি رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ	৬ই রজবুল মুরাজ্জব
৪২	হযরত সায়্যিদুনা সৈয়দ মূসা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ	১৩ই রজবুল মুরাজ্জব

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

৪৩	হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জাফর সাদিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ	১৫ই রজবুল মুরাজ্জব
৪৪	হযরত মাওলানা শফি ওকাড়ভী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ	২১শে রজবুল মুরাজ্জব
৪৫	হযরত সায়্যিদুনা কাযী যিয়াউদ্দীন মারূফ বাজইয়া رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ	২২শে রজবুল মুরাজ্জব
৪৬	হযরত সায়্যিদুনা ইমাম নববী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ	২৪শে রজবুল মুরাজ্জব
৪৭	হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জুনাঈদ বাগদাদী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ	২৭শে রজবুল মুরাজ্জব
৪৮	হযরত সায়্যিদুনা আবু সালেহ رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ	২৭শে রজবুল মুরাজ্জব
৪৯	শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা সরদার আহমদ رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ	১লা শাবানুল মুয়ায্যম
৫০	হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আযম আবু হানীফা رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ	২রা শাবানুল মুয়ায্যম
৫১	হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবুল ফারাহ তরতুসী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ	৩রা শাবানুল মুয়ায্যম
৫২	হযরত সায়্যিদুনা সৈয়দ মুহাম্মদ কালপুভী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ	৬ই শাবানুল মুয়ায্যম
৫৩	হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু সাইদ মাখযুমী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ	৭ই শাবানুল মুয়ায্যম
৫৪	হযরত পীর সৈয়দ জামাআত আলী শাহ رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ	১৬ই শাবানুল মুয়ায্যম
৫৫	হযরত সায়্যিদুনা লাল শাহবায কালান্দার رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ	১৮ই শাবানুল মুয়ায্যম
৫৬	হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا	৩রা রমযানুল মোবারক
৫৭	প্রসিদ্ধ মুফাসসীর মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ	৩রা রমযানুল মোবারক
৫৮	হযরত সায়্যিদুনা ইমাম সিররী সাখতী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ	১৩ই রমযানুল মোবারক
৫৯	হযরত সায়্যিদুনা শাহ হামযাহ رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ	১৪ই রমযানুল মোবারক
৬০	হযরত সায়্যিদুনা বায়েজীদ বোস্তামী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ	১৪ই রমযানুল মোবারক
৬১	হযরত সায়্যিদুনা আলে মুহাম্মদ رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ	১৬ই রমযানুল মোবারক
৬২	হযরত সায়্যিদুনা মওলা আলী كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْكَرِيْم	২১শে রমযানুল মোবারক
৬৩	হযরত সায়্যিদুনা ইমাম রযা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ	২১শে রমযানুল মোবারক
৬৪	হযরত মাওলানা হাসান রযা খান رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ	২২শে রমযানুল মোবারক
৬৫	হযরত সায়্যিদুনা শায়খ জামালুদ্দীন আউলিয়া رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ	১লা শাওয়ালুল মুকাররম
৬৬	হযরত আল্লামা সৈয়দ আহমদ সাঈদ কাযেমী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ	৩রা শাওয়ালুল মুকাররম

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

৬৭	হযরত সায়্যিদুনা শায়খ সা'দী رَحْمَةُاللهِتَعَالٰىعَلَيْهِ	৫ই শাওয়ালুল মুকার্‌রম
৬৮	হযরত সৈয়দ আব্দুর রাজ্জাক رَحْمَةُاللهِتَعَالٰىعَلَيْهِ	৬ই শাওয়ালুল মুকার্‌রম
৬৯	হযরত সায়্যিদুনা আমীরে হামজা رَضِیَاللهُتَعَالٰیعَنْهُ	১৫ই শাওয়ালুল মুকার্‌রম
৭০	হযরত সায়্যিদুনা সৈয়দ আবুল বারকাত সৈয়দ আহমদ কাদেরী رَحْمَةُاللهِتَعَالٰىعَلَيْهِ	২০শে শাওয়ালুল মুকার্‌রম
৭১	হযরত সায়্যিদুনা সৈয়দ হাসনী জিলানী رَحْمَةُاللهِتَعَالٰىعَلَيْهِ	২৩শে শাওয়ালুল মুকার্‌রম
৭২	হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ ভিখারী رَحْمَةُاللهِتَعَالٰىعَلَيْهِ	৯ই যিলকদ
৭৩	হযরত সায়্যিদুনা সৈয়দ ফযলুল্লাহ رَحْمَةُاللهِتَعَالٰىعَلَيْهِ	১৪ই যিলকদ
৭৪	হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ শাহ গাযী رَحْمَةُاللهِتَعَالٰىعَلَيْهِ	২০শে যিলকদ
৭৫	হযরত সায়্যিদুনা মাওলানা নকী আলী খান رَحْمَةُاللهِتَعَالٰىعَلَيْهِ	২৯শে যিলকদ
৭৬	হযরত সায়্যিদুনা যিয়াউদ্দীন মাদানী رَحْمَةُاللهِتَعَالٰىعَلَيْهِ	৪ঠা যিলহজ্ব
৭৭	হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বাকের رَضِیَاللهُتَعَالٰیعَنْهُ	৭ই যিলহজ্ব
৭৮	হযরত সায়্যিদুনা শায়খ বাহাউদ্দীন رَحْمَةُاللهِتَعَالٰىعَلَيْهِ	১১ই যিলহজ্ব
৭৯	হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَاللهُتَعَالٰیعَنْهُ	১৮ই যিলহজ্ব
৮০	হযরত সায়্যিদুনা সৈয়দ শাহ আলে রাসূল رَضِیَاللهُتَعَالٰیعَنْهُ	১৮ই যিলহজ্ব
৮১	হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু বকর শিবলী رَضِیَاللهُتَعَالٰیعَنْهُ	২৭শে যিলহজ্ব

উত্তম মানুষের বৈশিষ্ট্য

ছাহেবে কুরআনে করীম, মাহবুবে রব্বুল আ'লামীন, জনাবে ছাদেকে আমীন, নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক বার মিম্বর শরীফে তাশরীফ নেন। এমন সময় একজন সাহাবী আরয করলো: **ইয়া রাসুলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? ইরশাদ করলেন: “সর্বোত্তম ব্যক্তি হলো সেই, যে বেশি বেশি কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করে, অধিক খোদাভীরু, **সব চেয়ে বেশি নেকীর আদেশ দেয় আর অসৎকাজে নিষেধ করে,** সর্বাধিক আত্মীয়-স্বজনের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখে।” (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ১০ম খন্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৭৫০৪)

www.dawateislami.net

তথ্যসূত্র

নং	কিতাব	প্রকাশনা	নং	কিতাব	প্রকাশনা
১	কুরআন শরীফ	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশনস, লাহোর	২০	মু'জামুস সগীর	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
২	কানযুল ঈমানের অনুবাদ	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশনস, লাহোর	২১	মুজামুয যাওয়াইদ	দারুল ফিকির, বৈরুত
৩	তাফসীরে দুররে মনসুর	দারুল ফিকির, বৈরুত	২২	কানযুল উম্মাল	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
৪	তাফসীরে কবীর	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত	২৩	আত তারগীব ওয়াত তারহিব	দারুল ফিকির, বৈরুত
৫	রুহুল মাআনী	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত	২৪	আস সুনানে কবীর	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
৬	তাফসীরে ইবনে কাসীর	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	২৫	আল জামেউস সগীর লিস সুয়ূতী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
৭	তাফসীরে রুহুল বয়ান	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত	২৬	মুসতাদরাক আলাস সহীহাইণ	দারুল মারেফা, বৈরুত
৮	খাযায়িনুল ইরফান	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশনস, লাহোর	২৭	মুসনাদুদ দারামী	বাবুল মদীনা করাচী
৯	তাফসীরে নূরুল ইরফান	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশনস, লাহোর	২৮	ফিরদৌসুল আখবার	দারুল ফিকির, বৈরুত
১০	সহীহ বুখারী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	২৯	আল বদরুস সাফেরা	মুসাসাতুল কিতাবিস সাকাফিয়া
১১	সহীহ মুসলিম	দারু ইবনে হাজম, বৈরুত	৩০	সহীহ ইবনে হাব্বান	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১২	সুনানে তিরমিযী	দারুল ফিকির, বৈরুত	৩১	মুসনাদে ইমাম আহমদ	দারুল ফিকির, বৈরুত
১৩	সুনানে নাসায়ী	দারুল হিল, বৈরুত	৩২	মিশকাতুল মাসাবীহ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১৪	সুনানে আবু দাউদ	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত	৩৩	হিলইয়াতুল আউলিয়া	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১৫	সুনানে ইবনে মাজাহ্	দারুল মারেফা, বৈরুত	৩৪	মুসনাদে আবি ইয়ালা	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১৬	শুয়াবুল ঈমান	দারুল মক্কাতুল মুকাররমা	৩৫	মুসান্নিফ ইবনে আবি শাইবা	দারুল ফিকির, বৈরুত
১৭	মুয়াত্তা ইমাম মালিক	দারুল মারেফা, বৈরুত	৩৬	সহীহ ইবনে খুযাইমা	আল মাকতাবুল ইসলামীয়া, বৈরুত
১৮	মু'জাম কাবির	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত	৩৭	আমালুল ইয়াওমে ওয়াল লাইল	দারুল কুতুবিল আরবী
১৯	মু'জামুল আওসাত	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	৩৮	ফাতহুল বারী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত

www.dawateislami.net

নং	কিতাব	প্রকাশনা	নং	কিতাব	প্রকাশনা
৩৯	মীরাতুল মানাজিহ	যিয়াউল কোরআন, লাহোর	৫৯	মাতালিউল মাসার্‌রাত	মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর
৪০	আল মুনাব্বিহাত	পেশাওয়ার	৬০	আল হাসানু ওয়াল হুসাইনু	আল মাকতাবুল আসর, বৈরুত
৪১	দুররে মুখতার	দারুল মারেফা, বৈরুত	৬১	আহসানুল বিআ	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
৪২	রুদ্দুল মুহতার	দারুল মারেফা, বৈরুত	৬২	শামসুল মাআরিফ	কোয়েটা
৪৩	ফতোওয়ায়ে আলমগীরী	কোয়েটা	৬৩	জান্নাতী যেওর	বাবুল মদীনা, করাচী
৪৪	জুহারাতুন নাইয়ারতু	বাবুল মদীনা, করাচী	৬৪	আল কামিলু ফি দুয়াফায়ে	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
৪৫	গুনিয়াতুল মুতামাল্লা	সাহিল একাডেমী, লাহোর	৬৫	ইহইয়াউল উলুম	দারুল সদর, বৈরুত
৪৬	ফতোওয়ায়ে রযবীয়া	রযা ফাউন্ডেশন, লাহোর	৬৬	আল কাওলুল বদী	মুয়াস্‌সাতুর রিয়ান, বৈরুত
৪৭	বাহারে শরীয়াত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী	৬৭	তারীখে বাগদাদ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
৪৮	মুখতাচারুল কুদুরী	মাকতাব যিয়ায়ীয়া, রাওয়ালপিন্ডি	৬৮	মুকাশাফাতুল কুলুব	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
৪৯	আখবারুল আখয়ার	ফারুক একাডেমী, খেরপুর	৬৯	রাহাতুল কুলুব	শাব্বির ব্রাদারস
৫০	আল মাকাচিদুল হাসানা	দারুল কিতাবুল আরাবী	৭০	আল ওযীফাতুল করীমা	ইদারাতুত তাহকীকাত ইমাম আহমদ রযা
৫১	মাসাবাতা মিনাস সুন্নাতি	লাহোর	৭১	কিতাবুল কাবায়ির	পেশাওয়ার
৫২	রউযুর রিয়াহীন	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	৭২	মাসয়িলুল কোরআন	রুমী পাবলিকেশনস, লাহোর
৫৩	আল খাইরাতুল হাসীন	বাবুল মদীনা, করাচী	৭৩	ইসলামী জিন্দেগী	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
৫৪	কিতাবুল আযমাতে	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	৭৪	শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
৫৫	কাশফুল গুম্মাহ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	৭৫	মালফুযাতে আলা হযরত	ফরীদ বুক স্টল, লাহোর
৫৬	জিলাউল আফহাম	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	৭৬	আমালে রযা	মদীনাতুল আউলিয়া মুলতান
৫৭	আফযালুস সালাত	দারুল সামরা আরফাত	৭৭	তাম্বীহুল গাফেলীন	পেশাওয়ার
৫৮	আল মুসতাদরাফ	দারুল ফিকির, বৈরুত	৭৮	ফয়যানে সুন্নাত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী

www.dawateislami.net

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ؕ بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ؕ

সুন্নাতের বাহার

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রাসুলদের সাথে মাদানী কাফেলায় সাওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنۡ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنۡ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنۡ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯, ০১৮১৩৬৭১৫৭২
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

মাকতাবাতুল মদীনা
Maktaba tul Madina

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net

দেখতে থাকুন
মাদানী চ্যানেল
বাংলা